ভূদেব চরিত

প্রথম ভাগ



মনস্বিসেব্যো ভূদেবো ভূদেবাণাং শিরোমণিঃ।
স্বধর্ম্মদেশসেবোৎস প্রত্যগ্র যুগসাধকঃ॥

—[হিন্দু কণ্ঠহার

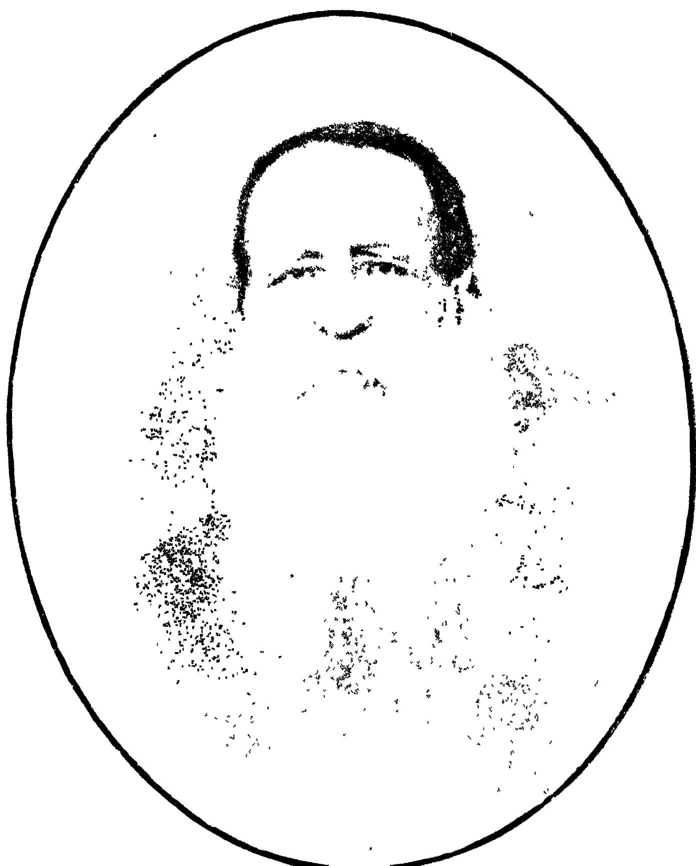
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড আফিস হইতে প্রকাশিত

১৩২৪ সাল

ইণ্ডিয়া প্রেস
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা।

ইণ্ডিয়া প্রেস,
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।



পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অবতরণিকা

যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবির্ভাব স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং পরোক্ষ-দৃষ্টি হিন্দুসমাজের মধ্যে ভারতের জাতীয় জীবনের একটী সন্ধিস্থলে হইয়াছিল। সমাজের গতি কোন দিকে হওয়ায় দেশের মঙ্গল এ বিষয়েই তখন সংশয় উঠিয়াছিল! এদেশে সে সময়ে যে শক্তিগুলি বিশেষ ভাবে কার্য্য করিতেছিল এবং এখনও করিতেছে সে সকলগুলিরই পরিণতি তাঁহার জীবনে সুপরিস্ফুট এবং প্রকৃত পক্ষেই বলা যায় যে, তিনি ঐ গুলির সমবায়ে গঠিত যুগ প্রবর্ত্তক জাতীয় শিক্ষক। তিনি একটী স্বল্পবিত্ত নিরীহ ব্রাহ্মণ বংশজাত ও একান্ত ভক্তিমতী মাতার এবং অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং উচ্চ সাধনার তেজ সম্পন্ন পরম জ্ঞানী অধ্যাপক পণ্ডিতের একমাত্র পুত্র। কুল-প্রথাগত সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গেই একজন ইংরাজ অধ্যা-পকের যত্নে মুগ্ধ হইয়া তিনি ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে একজন মিশনারি মেমেরও সাহায্য লাভ করেন; সহপাঠী দুইজন খৃষ্টান হইলে যোল বৎসর মাত্র বয়সে জাতীয় ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বলিয়া তাঁহার ভ্রম জন্মে; তখনকার ইংরাজী স্কুলের ভাবই ঐরূপ হইয়া গিয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পিতার মধুর স্নেহে, উদারতায়, ধৈর্য্যে এবং সুপ্রণালীর শিক্ষায় সম্পূর্ণ ভ্রমাপনোদন হইলে এবং দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বহু পুরশ্চরণ করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইলে, স্বধর্ম্মে সজ্ঞান দৃঢ় ভক্তি হয়। স্বদেশভক্তি পরিষিক্ত ইংরাজী-সাহিত্য-পাঠী ভূদেব বাবু তাঁহার মাতার

নিকট দীক্ষা লইয়া জননী, জন্মভূমি এবং জগজ্জননীকে * অভিন্ন দেখিতে পান; তিনি সৌভাগ্যবান শিখগুরু অর্জ্জুনের ন্যায় মূর্ত্তিমান সনাতন ধর্ম্মরূপী 'স্বর্গাৎ উচ্চতর' পিতার সম্বন্ধেও বলিতে পারেন "প্রভু অবিনাশী ঘরমে পায়া!" পিতার নিকট অবিরত মুখে মুখে শুনিয়া তিনি হিন্দু শাস্ত্রের সকল তথ্যই জানিতে পারেন এবং অসাধারণ স্মরণ শক্তির এবং বিচার শক্তির প্রভাবে সে সকলই সুশৃঙ্খলাসহ হৃদ্‌গত করেন। খুব কম ইংরাজেই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় এত অধিক ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াছেন। সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, দর্শন (প্রাচীন এবং নব্য) ইংরাজীতে ইউরোপীয়দিগের সকল উৎকৃষ্ট পুস্তকের অনুবাদ পাঠে—সকল বিষয়ের শুষ্ক রিপোর্টের তথ্য সঙ্কলনেও—তাঁহার আনন্দ হইত। স্পেনসার, শোপেনহয়ার, এমার্শন, ডারউইন, ইণ্টার ন্যাশান্যাল সায়ণ্টিফিক সিরিজ, কণ্টেম্পোরারি সায়ান্স সিরিজ প্রভৃতি শেষ বয়স পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বিশেষে সম্পূর্ণভাবে পড়িতেন। দেশীয় 'পুরাণ' এবং 'দেশ বিদেশের ইতিহাস' ধর্ম্ম সূত্রের উপর স্থির লক্ষ্য রাখিয়া এত অধিক পরিমাণে আর কেহ পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ। সমস্ত মানব জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে এই অসাধারণ শিক্ষার সহিত ভারতবর্ষেরও সকল অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা বিহার, উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগেরই তিনি প্রায় সকল প্রধান গ্রামে গিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশেরও অনেক গ্রাম-নগরে স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে গিয়াছিলেন। তীর্থ দর্শন এবং দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি আসাম, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, ও বোম্বাই অঞ্চল এবং রাজপুতনা দর্শন করেন এবং তথাকার লোকদিগের সহিত বিশিষ্ট ভাবেই মিশেন; তিনি রেঙ্গুনে এবং পুণায় দুইটী সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত কন্যা

---

* মাতর্নমামি ভবতীং "সতীদেহ" রূপাং॥—(হিন্দু কণ্ঠহার)।

সম্পর্ক পাতাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের সহিত মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে, চুঁচুড়া মোগলটুলির বাড়ীর প্রতিবাসী হিসাবে এবং সর্ব্বত্র সহকর্ম্মী হিসাবে বিশিষ্টভাবে মিশিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। এদেশীয় জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মঠ ইংরাজ নরনারী কয়েক জনের সহিত তাঁহার 'বিশেষ' সৌহৃদ্য হইয়াছিল; ব্যাণ্ডেলের পোর্ট্‌গীজ পাদ্রি এবং ফরাশডাঙ্গায় ফরাশি-দিগের কয়েক জনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় করিয়াছিলেন। অপর সমাজের লোকের সহিত কথাবার্ত্তার পর তিনি সর্ব্বদাই উহাঁদের যে টুকু ভাল দেখিতেন তাহার কারণ বিশিষ্ট ভাবে বিচার করিয়া সেই গুণ-গুলির পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রাচীন উৎকৃষ্টতম ব্যবস্থা, স্বজাতির আচারে এবং পূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ নিজের শাস্ত্রের ভিতরে খুঁজিতেন এবং দেখিতে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। সহরের দশজন ইংরাজী শিক্ষিত লোককে দেখিয়া অনেকেই ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। স্বদেশীয় লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় দেখিতে পাওয়ায় ভূদেব বাবুর সে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে নাই। সর্ব্বতোভাবে কূপমণ্ডুকতা দোষ পরিশূন্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন এই স্বধর্ম্ম ভক্ত সাধক এবং স্বদেশ ভক্ত শিক্ষক এবং সেবককে সনাতন ধর্ম্ম পরিচালিত বিরাট ভারত সমাজ তাহার যুগ প্রয়োজন সাধন জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন।

পরাধীন জাতির শিক্ষকের প্রধান কার্য্য আত্ম গৌরবের রক্ষা সাধন; ভূদেব বাবু হীন অনুকরণের একান্তই বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন যে স্বধর্ম্মের ব্যবস্থার—ক্ষাত্র ধর্ম্মের এবং আপদ্ধর্ম্মের—'অপালনেই' হিন্দুর পরাধীনতা হইয়াছিল; স্বধর্ম্মের 'কতকটা পালন'গুণেই হিন্দু এখনও আছে এবং মাঝে মাঝে মাথা তোলে—অপর বিজিত জাতির ন্যায় মিটিয়া যায় নাই। এক্ষণে রক্ষা ধর্ম্ম পথেই হইতে পারে।

তিনি ভারতের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলকে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইতে এবং ইহ পারলৌকিক সকল কর্ম্ম পূজাভাবে শুচি মনে করিতে বলিয়াছেন। স্বধর্ম্মে ভক্তিমান সাত্বিক প্রকৃতিক লোকদিগের সৎকর্ম্মে সম্মিলনে এবং উদ্যমে কোনরূপ বাধা হয় না। জন্মভূমির সেবা ক্ষেত্রে সকলকে তুল্যমূল্য ভাবে এক জোট হইতে তিনি বলিয়াছেন—সকল শ্রেণীর লোকে রজ্জু ধরিয়া এক মনে টান দিলেই রথ চলে—নচেৎ চলে না—ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। জৈনেরা হিন্দু ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ প্রাধান্য মানেন না—কিন্তু সেজন্য এক যোগে কার্য্য করায় যে কোন অসুবিধা নাই—উহাঁরা যেন হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ বলিয়া লক্ষিত হইতে-ছেন তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। বিবাহাদিতে পার্থক্য রাখিয়াও যেমন দেশীয় সৈন্যদল উৎকৃষ্ট ভাবেই এক জোটে কাজ করিতেছে—স্বদেশীয় (হিন্দু, মুসলমান, শিখ) নেতৃদিগের পরিচালনাতেও করিতে পারিত এবং এখনও পারে—সেইরূপে সকলেই এখন এক জোটে জন্ম-ভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। সৃষ্টির বাহিরে বৈচিত্র্য, ভিতরে মিল। সনাতন ধর্ম্ম—বর্ণভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, আচার ভেদ, অধিকারী ভেদ, রুচিভেদ প্রভৃতি স্বীকার করিয়া মৌলিক একতার উপরেই লক্ষ্য রাখিয়া যে সম্মিলনের সরল ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে দিয়াছেন তাহা মানব সমাজ সকলের ভবিষ্যৎ বিরাট সম্মিলনের (ফেডারেশনের) আদর্শ।

তিনি স্বধর্ম্মপালন, স্বদেশপ্রীতি, সহৃদয়তা, সদাচার, সৎকর্ম্মে সম্মিলন, স্বাবলম্বন এবং সাত্বিক উদ্যমের প্রচারক। সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষাই এই—'সর্ব্ব' কর্ত্তব্যের পালন। তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্মিলন জন্য রাজার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া, তাঁহার কাজ না বাড়াইয়া, সুবোধ পরিবারের সকলে কর্ত্তার উপর ভার না দিয়া স্ব স্ব কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত করার ন্যায়, সাত্বিক উদ্যমে এদেশীয়দিগকে নিজেদের সকল কার্য্য

নিজেদেরই করিয়া লইতে শিক্ষা দিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্র বাক্যে অবিচলিত ভক্তি রাখিয়া এবং তাহার অনুকূল যুক্তিগুলি দেখিতে চেষ্টা করিলে যে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় এবং সকল কালে এবং সকল অবস্থার পরিবর্ত্তনে কর্ত্তব্য পথ **যেন নব আলোকে** উজ্জল হইয়া উঠে *; সকল শ্রেণীর পরস্পরে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির রক্ষা ব্যতীত যে জাতীয় জীবনী শক্তিরই হ্রাস হইতে থাকে; সকল অংশই যে প্রয়োজনীয় এবং সেইজন্য 'বড়'; দেব মন্দিরের ন্যায় সকল পরিবারকে পবিত্রভাবে রাখিয়া সকলে একযোগে ডাকার মত ডাকিলে যে আমাদের অবনতি সম্বন্ধে চিন্তা এবং কর্ম্ম শক্তির সার্থকতা জন্য নেতৃ মহাপুরুষকে আবির্ভূত হইতেই হইবে;—এই সকল সাত্বিক উদ্যমের মহৎ শিক্ষা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে এবং নিজের জীবনে দিয়া ভূদেব বাবু পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান সহ **"বৈধ স্বদেশী যুগের"** প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।

ভূদেব চরিতের উপকরণ সম্বন্ধে বিশেষ অভাব নাই। ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্র তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর অনেক কথা সময়ে সময়ে তাঁহারই নিকট শুনিয়া রাখিয়াছিলেন; ভূদেব বাবুর স্বহস্তে লিখিত দৈনন্দিন লিপি ১৮৭৭ অব্দ হইতে বর্ত্তমান আছে; পুত্রদিগকে সময়ে সময়ে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই সযত্নে রক্ষিত আছে; বন্ধুবান্ধবদিগকে লিখিত পত্রাদিও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে প্রথম জীবনের ৺চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয়কে লিখিত পত্রাবলী এবং খিদিরপুরের ৺যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে লিখিত দর্শন ও তন্ত্র সম্বন্ধীয় পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; সাময়িক পত্রিকাসমূহ

* শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু দেবতাদিগের পুঞ্জীভূত শক্তিতেই যে মহাদেবীর আবির্ভাব, একালে এই তথ্য কয় জনে ভাবিয়া দেখিতে ছিলেন!

হইতেও অনেক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে ; মুদ্রিত সরকারী রিপোর্টাদি হইতেও অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে ; এই জীবন চরিত এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হওয়ার সময় কেহ কেহ জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়াছিলেন ;—তাহারও যথাযথ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ভূদেব চরিত



প্রথম অধ্যায়



[বংশ-পরিচয়, শ্রীহর্ষ, কামদেব, সন্তোষ,
কাটোয়ার যুদ্ধ, কুশদহ-ত্যাগ]

বৌদ্ধবাদের প্রাবল্যে বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের হ্রাস হইয়া পড়ায় সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ বা কোলাঞ্চ দেশ হইতে বহুগুণালঙ্কৃত যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রিত করিয়া বঙ্গে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বীরের পৌত্র এবং মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষের নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথির পিতার নাম বীরস্বামী। সম্ভবতঃ এই ভাষ্যকার মেধাতিথি ও শ্রীহর্ষের পিতা মেধাতিথি উভয়ে একই ব্যক্তি হইবেন; কিন্তু এই গৌড়াগত শ্রীহর্ষ ও নৈষধ-রচয়িতা শ্রীহর্ষ উভয়ে একই ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ হইয়াছে। এক না হইলেও কান্যকুব্জাগত শ্রীহর্ষাদি পঞ্চব্রাহ্মণ সকলেই যে বিদ্যাবত্তা কুলশীল প্রভৃতি বিষয়ে অত্যুচ্চ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। *

---

* হরিমিশ্রের অতি প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

বেদান্ত সিদ্ধান্ত নিতান্ত দান্তো, দীক্ষা ক্ষমা দান দয়াতিদক্ষঃ।
ভট্টাখ্য মেধাতিথি বীরসূনু স্তুতো ভবদ্ধর্ব জগৎ পুপোষ।

কুলরমা গ্রন্থে লিখিত আছে, "ভরদ্বাজস্যগোত্রস্য শ্রীহর্ষ হর্ষবর্দ্ধনঃ"।

ভরদ্বাজাদি নামগুলির বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ভারতের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় পবিত্র ও উচ্চবংশীয় পৃথিবীতে যে আর কেহই নাই, তাহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্যান্য দেশে কয়েকশত বর্ষ মাত্র যাঁহাদের বংশের ঠিকানা আছে, তাঁহাদের গৌরবের সীমা নাই; উহাঁদের অধিকাংশেরই পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যযুগে জলে এবং স্থলে দস্যুতায় ব্যাপৃত ছিলেন;—উহাঁরা কত নরহত্যা, কত গ্রামদাহ, কত ধন লুণ্ঠন প্রভৃতি অপকর্ম্ম দ্বারা সম্পত্তির অধিস্বামী হইয়াছিলেন তাহা কে বলিবে! কিন্তু সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সেই দেবতুল্য বৈদিক ঋষিদিগের বংশধর—ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রকারগণই ভারতের ব্রাহ্মণদিগের আদি পুরুষ। শত শত পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা সংযতাচারী, ধর্ম্মভীরু এবং সর্ব্বপ্রকার অপবিত্র কার্য্য বা ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা অধ্যাপক পণ্ডিত, পুরোহিত, ধর্ম্মাধিকার, সভাপণ্ডিত, রাজনীতিবিদ্‌, মন্ত্রী, গ্রন্থকার প্রভৃতি কোন না কোন ভাবে সমাজের পবিত্র আদর্শ এবং পরিচালক ছিলেন।

ভারতবর্ষের আধুনিক অবনত অবস্থায় ঋষি বংশীয়েরাও ক্রমেই প্রভাহীন হইয়া আসিতেছেন বটে, তথাপি অপরের সহিত তুলনায় এখনও তাঁহাদের বিলক্ষণ উচ্চাসন রহিয়াছে। আধুনিক কালেই শ্রীহর্ষ-বংশোদ্ভব কামদেব পণ্ডিত সম্বন্ধে উক্তি আছে, "কামাৎ পরতরো নহি"—কামদেব পণ্ডিত অপেক্ষা প্রধান আর কেহ নাই। এই কামদেবের একাদশ পুত্র; তন্মধ্যে একজনের নাম মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র 'সন্তোষ'। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ক্রিয়াকর্ম্ম, তেজস্বিতা প্রভৃতি বিষয়ে মুকুটধারী রাজাদিগের সমতুল্য বলিয়া তিনি 'সন্তোষ মুকুট রায়' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মুসলমান রাজত্বের ভগ্নাবস্থায় অরাজকতা নিবন্ধন বঙ্গদেশে বিবিধ অত্যাচার এবং অশান্তির সংঘটন হইতেছে

দেখিয়া ঐ সকলের নিবারণ-চেষ্টায় সন্তোষ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথাবলম্বনে উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত মিলিত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরাক্রান্ত হিন্দু রাজ্যসমূহের সংস্থাপন করিতেছিলেন। সুতরাং প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লবের আনুসঙ্গিক অত্যাচারাদি আপনারা সহ্য করিয়াও উত্তর পুরুষদিগের হিতার্থে উহাঁদিগের অধিনায়কতায় বাঙ্গালায় সুদৃঢ় হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করাই সন্তোষের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা যেন ফলবতী হইবে প্রথমে কতকটা এরূপ লক্ষণও দেখা গিয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের মহারাষ্ট্রীয় সেনা একবার হুগলী মেদিনীপুর ও কাটোয়া পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া বসিল; কিন্তু অদূরদর্শী মহারাষ্ট্রীয় নেতাদিগের প্রবর্ত্তিত ঘৃণিত লুণ্ঠন ব্যবস্থায় সাধারণতঃ দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কোন সাহায্যই পাইল না। ভারত সাম্রাজ্য হাতে পাইয়াও মহারাষ্ট্রীয় তাহা হারাইল। প্রজাপালন জন্য শ্রীভগবান রাজশক্তি দেন; পীড়ন বা শোষণ জন্য দেন না।

সে যাহা হউক অতঃপর কাটোয়ার যুদ্ধে সুযোগ্য নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাভব প্রাপ্ত হইল। সন্তোষ তখন বাসত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল।

তখন তাঁহার পুত্র রমাকান্ত পৈতৃক বাসস্থান যশোহরের অন্তঃপাতী কুশদহ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

রামকান্তের পুত্র গোপীবল্লভ। গোপীবল্লভের পুত্র রামকানাই মুখোপাধ্যায় হুগলীর জাহানাবাদ (আরামবাগ) মহকুমায় বদনগঞ্জ গ্রামে কুলভঙ্গ করেন। রামকানাইয়ের পুত্র রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ

খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী নতিবপুর * গ্রামে আসিয়া বাস করেন রামেশ্বরের পুত্র হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম। ইনিই ভূদেবের পিতামহ।

* নতিবপুর কাণা দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এখানকার কায়স্থগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সাত্ত্বিক প্রকৃতিক এবং দেব-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দিরাদির অবশিষ্টাংশ আজও বিদ্যমান আছে। এক সময়ে ঐ সকল দেবমন্দিরাদিতে প্রতিনিয়ত দেব-সেবা ও তদঙ্গ শঙ্খ-ঘণ্টাদির রোলে সমগ্র গ্রামটীর মধ্যে বিশিষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ও পবিত্রতা বিরাজ করিত। ভূদেব বাবুর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের জন্ম-সময়ে, এই গ্রামের নিকটস্থ নদী বহতা থাকায় নৌকাযোগে কারবার চলিত এবং গ্রামটী সমৃদ্ধ ছিল। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লীর ন্যায় এতদঞ্চলেও তখন সংস্কৃতের চর্চ্চা বিলক্ষণ প্রবল ছিল এবং অনধিক দূরবর্ত্তী খানাকুল কৃষ্ণনগর সংস্কৃত শিক্ষার একটি গণনীয় সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়



[হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম তাঁহার ত্যাগশীলতা, পিতামহের শিক্ষা, বিশ্বনাথ তর্কভূষণ]

সার্ব্বভৌম মহাশয় পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ স্ব স্ব পরিজনের প্ররোচনায় বা অন্য কারণে পৃথগন্ন হইলে পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া পরিবারের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। তখন সার্ব্বভৌম মহাশয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, "দেখুন, আপনারা আমার পূজ্য। পৈতৃক সম্পত্তির জন্যও আমি আপনাদের সহিত বিবাদ করিতে পারিব না। যখন ঐ সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে, তখন আমি উহার কিছুমাত্র অংশ গ্রহণের অভিলাষ রাখি না।" এই কথার কয়েক-দিন পরেই তিনি পৈতৃক নিবাস নতিবপুর পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় কলিকাতা-নিবাসী ৺ মধুসূদন রায়ের জ্যেষ্ঠতাত ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় তখন মেদিনীপুরের কলেক্টরীতে চাকরী করিতেন। তিনি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব, সরলতা এবং সাধুশীলতা দর্শনে পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে আপন বাসায় লইয়া গেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই উভয়ে বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিল। ইহার অল্পদিন পরেই কৃষ্ণচন্দ্র রায় পেন্‌সন্ লইয়া কলিকাতায় আইসেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও বন্ধুর সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং হরিতকী বাগানে

সামান্যরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ অধ্যাপনা ও পৌরোহিত্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন।

সুমহৎ হিন্দুজাতি অন্তর্ব্বিচ্ছেদে অবসন্ন। ভ্রাতৃবিরোধ, জ্ঞাতিবিরোধ এবং দলাদলি প্রভৃতি সমাজের ধর্ম্মহানিকর ব্যাপার জাতীয় সম্মিলনের অন্তরায়।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই স্বার্থত্যাগরূপ মহাপুণ্যের ফল যেন সুস্পষ্ট করিবার জন্যই কিছুকাল পরে তিনিই আপন সহোদরদিগের সন্তান সন্ততিগণকে সাদরে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই পুত্র ও পৌত্রের যশে তাঁহার পিতৃবংশের সমুজ্জ্বলতা সাধিত হইয়াছে। তিনি সাময়িক সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নতিবপুর হইতে চলিয়া আসায় তাঁহার বংশের ইষ্ট বই ক্ষতি কিছুই হয় নাই। পরার্থেই যে প্রকৃত স্বার্থ! ফলতঃ সকলেই যদি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পথানুসরণ করিয়া সকল অবস্থাতেই অন্তর্বিচ্ছেদের পরিহারে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে এ দেশের সমস্ত ব্যক্তির, সকল পরিবারের এবং সমগ্র দেশের সুমহৎ উন্নতি যে সুনিশ্চিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আটটি পুত্র-সন্তান হয়; তন্মধ্যে ভূদেব বাবুর পিতা ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ই সর্ব্বাগ্রজ এবং সমধিক পণ্ডিত ছিলেন। আটটি পুত্রের মধ্যে তিনটি অবিবাহিত অবস্থায় এবং দুইটি বিবাহ করিয়া পিতৃ-বর্ত্তমানেই পরলোকগত হন। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে একমাত্র তর্কভূষণ মহাশয় ব্যতীত আর কেহই উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন না।

৯৩ বৎসর বয়সে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ৺গঙ্গালাভ হয়। ওরূপ বয়সেও তাঁহার চিত্তের উৎফুল্লতা অথবা স্থৈর্য্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। দুইটী বিধবা পুত্রবধূ এবং উপার্জ্জনে অক্ষম আর দুইটি

পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তর্কভূষণ মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া হাসিমুখে পরিহাসের স্বরেই বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার গলায় চারিটি বিধবা ফেলিয়া যাইতেছি। দেনা-পাওনার মধ্যে কেবল অমুক মেছুনীর কাছে আমার সিকি পয়সার কড়ি পাওনা আছে, আর শ্যামবসাকের * আমি চারিশত টাকা ধারি; ফলে আমি যে দশ দিক লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম তাহাই তোমাকে দিয়া যাইতেছি।" সার্ব্বভৌম মহাশয়ের যখন মৃত্যু হয় তখন ভূদেব বাবুর বয়ঃক্রম বার বৎসর মাত্র।

সার্ব্বভৌম মহাশয় গৌরকান্তি পুরুষ ছিলেন। বয়সের পরিণতি হেতু তাঁহার সেই সুগৌরবর্ণ ক্রমশঃ রক্তাভ হইয়াছিল। সৌম্যভাব তাঁহাতে নিয়তই প্রকটিত থাকিত। বস্তুতঃ কামদেব পণ্ডিতের পৌত্র সন্তোষ মুকুট রায়ের বংশধরগণের মধ্যে দীর্ঘচ্ছন্দ এবং সৌম্যমূর্ত্তি কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় বলিয়া একটা কথাই আছে।

ভূদেব বাবু স্বরচিত 'পারিবারিক প্রবন্ধে' সার্ব্বভৌম মহাশয়কে মানস চক্ষে রাখিয়াই 'পিতামহ ঠাকুর' প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। "মহাগুরুর মহাগুরু অথচ ক্রীড়া-কৌতুকের সহচর," ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র—সেই মহাপুরুষের হস্তেই ভূদেব বাবুর বিদ্যারম্ভ ও চরিত্র-সংগঠনের ভিত্তিপত্তন হয়। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,

---

* ৺ গৌরদাস বসাক মহাশয় বলিয়াছিলেন যে এই শ্যামবসাকের নামানুসারেই কলিকাতার "শ্যামবাজার" নাম হইয়াছে। শেঠ বা বসাকেরা কলিকাতার অতি প্রাচীন বংশ। উহারা সদাচারী ও দেব-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিলেন এবং কলিকাতায় নবাগত কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগকে সাহায্য করিতেন। বাগবাজার হইতে হোগলকুড়িয়া পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চল উঁহাদেরই ছিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় যে উঁহাদের কতক পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছিলেন তাহা এই ঋণ প্রাপ্তি হইতেই উপলব্ধি হইবে।

"পিতামহের স্নেহ পিতৃস্নেহ অপেক্ষা গাঢ়তর না হউক, অপেক্ষাকৃত মধুরতর পদার্থ। পিতৃস্নেহে অনিষ্টের আশঙ্কা প্রবলতর, পরিণামদর্শিতার ভাগ অত্যধিক। পিতামহের মনে ভয়ের ভাগ লঘু হয় বলিয়া তিনি পৌত্রের প্রকৃতি সমধিক পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারেন। বাপ মায়ের মন সন্তান-সম্বন্ধে সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে—এই তাহাকে খুব ভাল ছেলে মনে করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন, আবার পরক্ষণেই তাহার বুদ্ধি, চরিত্র ও ভাগ্য মন্দ হইবে ভাবিয়া দুঃখে অবসন্ন হইতেছেন। পিতামহের অন্তঃকরণ ওরূপে আন্দোলিত হয় না। তিনি পৌত্রের দোষগুণ প্রায়ই যথাযথ পরিমাণে দেখিতে পান, অথচ তাহার বয়স্তভাবও ধারণ করিতে পারেন। এই দুই কারণের একত্র সমাবেশ হওয়াতে পিতামহ ঠাকুরই শৈশবের অদ্বিতীয় সুশিক্ষক।

"মাতা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদাত্রী হইতে পারেন বলিয়া প্রথিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা দেবীর নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের বিদ্যানুরাগিতা তাঁহার মাতার শিক্ষাগুণেই জন্মিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট গারফীল্ডও তেমন মা না পাইলে কাষ্ঠনির্ম্মিত বন্য কুটীর হইতে সৌধ রাজভবনে আগমন করিতে পারিতেন না। পিতামহের স্থানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের ফলবত্তা ওরূপ কোন প্রসিদ্ধ বিবরণের উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহা না হউক, যদি পিতামহের স্থানে শিক্ষালাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সেই শিক্ষার ফলবত্তা মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষাও অধিক।

"'ছেলেটী আমার নিকট অপেক্ষা ঠাকুরের নিকটেই থাকিতে অধিক ভালবাসে। ঠাকুরের সহিতই উহার সব পরামর্শ, তাঁহার সহিতই ওর মনের মিল বেশী'"—এরূপ কথা অনেক পুত্রবতীকেই বলিতে হয়। শাস্ত্রেও বলে পৌত্র জন্মিলে পুত্রের পিতৃঋণ পরিশোধ হয়। যাহা দ্বারা

ঋণ পরিশোধ করিবে, তাহাকে উত্তমর্ণের হস্তে সমর্পণ না করিলে, ঋণ পরিশোধ হইবে কিরূপে ?"

ফলতঃ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সৌম্য মূর্ত্তি এবং তৎকর্ত্তৃক অতি মধুরভাবে প্রদত্ত শিক্ষা ভূদেব বাবুর মনে বাল্যকাল হইতেই অতি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। উত্তরকালে তিনি যে সুনিপুণ শিক্ষক হইয়াছিলেন—ছাত্রদিগের সহিত সহানুভূতি দ্বারা তাহাদের মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া সকল কথা তাহাদিগকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রীতিপূর্ণ বাল্য শিক্ষাদান হইতেই সেই ক্ষমতার অঙ্কুর হইয়াছিল, এরূপ বলা যায়।

৺হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। একদিন রাত্রিতে জপ-সমাপনান্তে শয়নের পর স্বপ্ন দেখেন যেন কোন দেবতা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা বিতর্ক তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। অনন্তর সেই স্বপ্নদৃষ্ট দেবতার মূর্ত্তি বর্ণন করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ আগমবাগীশ মহাশয়কে জানাইলে তিনি উক্ত দেবতার নাম ধ্যানাদি বলিয়া দিয়া ঐ দেবতাকেই কুলদেবতা স্বরূপে স্বীকার করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন, "তোমার বংশে কখন যেন ভোজনার্থীর প্রত্যাখ্যান ও পরদারাভিমর্ষণ না হয়।" তদবধি ঐ দেবতাই ইহাঁদিগের কুলদেবতা স্বরূপে পূজিত হয়েন, এবং ইহাঁর বংশধরগণ সেই তান্ত্রিক প্রবরের অনুজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছেন।

১১৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের জন্ম হয়। তিনি দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। তাঁহার সুগৌর কান্তি, সুদীর্ঘ আকার, সুপ্রশস্ত ললাট, সুতীক্ষ্ণ

চক্ষু, বেদমন্ত্র ও স্তবাদি পাঠের উপযোগী অস্থূল ওষ্ঠাধর এবং সেবকজন-বাঞ্ছিত-রাগরঞ্জিত পাদপদ্ম অদ্যাপি কাহার কাহার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা একটু বিশেষ করিয়াই এই জীবনীতে সন্নিবদ্ধ করা যাইতেছে। পিতৃপুরুষগণকে ও পিতামাতাকে বুঝিলে তবে পুত্রকে সহজে বুঝিতে পারা যায়।

পুত্র যাহাতে সুপণ্ডিত হন, সে পক্ষে তর্কভূষণ মহাশয়ের পিতা সার্ব্বভৌম মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। দৈবাশীর্ব্বাদ-সম্পন্ন পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিলেও তিনি পুত্রকে অন্যায় আদর দিতেন না; সন্তানের সাক্ষাৎ সুখের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া, তিনি তাহার ভবিষ্যৎ সুখের জন্যই যত্ন করিতেন। বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে পুত্রকে সর্ব্বদা বলিতেন, "বাগ্‌দেবীর তপস্যা নিরন্তর না করিলে তিনি প্রসন্ন হন না।" সরলমনা বালক বিশ্বনাথের পিতৃ-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পিতার তুষ্টিসাধন জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি এই উপদেশের অনুক্রমে খেলার সময়েও ব্যাকরণের সূত্রগুলি আবৃত্তি করিতেন। হাডুডুডু প্রভৃতি খেলাস্থলে অন্যান্য বালকেরা নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করে, হয় ত বাজনার বোলই আওড়াইতে থাকে, তর্কভূষণ মহাশয়ের সেরূপ হইত না। তাঁহার মুখ দিয়া তখন ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্ত হইতে থাকিত! এইপ্রকার নিরন্তর অনুশীলনে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি তাঁহার সবিশেষ আয়ত্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বশিক্ষিত প্রতিজ্ঞাসমূহের সাহায্যে গণিতের একটি অভিনব প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে যেরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ হয়, বিশ্বনাথ ব্যাকরণের দুরূহ পদসমূহ সাধিবার চেষ্টায় সেইরূপ সুখানুভব করিতেন। সহপাঠীদিগের সহিত কথোপকথনে যে সকল বাঙ্গালা শব্দের

ব্যবহার হইত সেই সমস্তেরও সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি করা যায় কি না তাহা সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। ব্যাকরণের ক্রমাগত এইরূপ আলোচনায় ঐরূপ ব্যুৎপত্তি-সাধন তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ-সাধ্য বিষয় মধ্যেই পরিণত হইয়াছিল। উত্তরকালে তিনি যে 'রামায়ণের' আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই অভ্যাসের বিকাশ তাহাতেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া আছে।

তর্কভূষণ মহাশয়ের পঠদ্দশায় তাঁহার মাতৃদেবী মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "বিশু আমার কবে পণ্ডিত হয়ে ছাত্র পড়াবে! বিশুর ছাত্রের ভাত যদি একদিনের জন্যও রাঁধিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও আমার জীবন সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।" সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পত্নীর বড়ই ইচ্ছা ছিল, পুরুষানুক্রমিক রীত্যনুসারে তাঁহার পুত্র পণ্ডিত হইয়া দু দশটি ছাত্রকে অন্ন দিয়া অধ্যাপনা করিতেছেন, এইটি দেখিয়া গঙ্গালাভ করেন। পুত্রের বা নিজের এতদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ ঐহিক প্রতিপত্তির ইচ্ছা তাঁহার ছিল না! তখন অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরেই এই ভাব পুরুষানুক্রমিক প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ ছেলে ভাল হয় অনেকটাই বাপ-মায়ের গুণে। সার্ব্বভৌম মহাশয় এবং তৎপত্নী আপনাদিগের মহদন্তঃকরণের অনুরূপ উপযুক্ত পুত্রই লাভ করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় বাল্যকালে পিতৃভবনে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺ভবানীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট উহার অবশিষ্ট ভাগ অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়ে সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺কৃষ্ণমোহন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে অধ্যয়ন-কালেই পিতা সার্ব্বভৌম মহাশয় গৃহত্যাগ করিলে তাঁহাকেও কৃষ্ণনগর চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিতে

হয়। অনন্তর নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক দামোদরের পূর্ব্বপারস্থ গজা (শিবপুর) গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথাকার জমিদার ৺ভবানী-চরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজস্থানে রাখেন এবং স্বীয় ভাগিনেয় সুপণ্ডিত ৺রামচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তর্কভূষণ মহাশয় তথায় কিছুকাল থাকিয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের আচারকাণ্ড ও ৺নকুড়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং স্বীয় অপরিসীম প্রতিভাবলে উভয় শাস্ত্রেই প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় পিতার নিকটে আইসেন।

কলিকাতায় আসিয়া তর্কভূষণ মহাশয় সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার কাণ্ড অধ্যয়ন করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও ৺রামজয় তর্কালঙ্কার এই সময়ে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই সতীর্থত্রয়ের পরস্পর সৌহার্দ্দ যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ ছিল।

নতিবপুরে থাকিতেই তর্কভূষণ মহাশয়ের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় (১২২৬ সাল)। তিনি ঐ অঞ্চলের পাণ্ডুগ্রামের পালধি বংশীয়া 'ব্রহ্মময়ী' নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ব্রহ্মময়ী দেখিতে পরমা সুন্দরী ও অতিশয় গুণবতী ছিলেন। যে সৌন্দর্য্যে প্রকৃত মাতৃভাব ব্যক্ত হয় সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি তাঁহার ছিল। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বালক-কালে ইহাঁকে দেখিয়া "রাজলক্ষ্মীর জীবন্ত ছবি" মনে করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে তাঁহার অশেষবিধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিচিত্রা উদ্ভাবনী শক্তির অনুভব করিয়া ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী,

৺চন্দ্রশেখর দেব এবং ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—এই তিনজনে তাঁহার নিকটে অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তর্কভূষণ মহাশয় পূর্ব্বে কাহার নিকটে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজ প্রতিভা, সহৃদয়তা এবং ব্যুৎপত্তির বলে অনায়াসেই মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থ-নিচয়ের সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া তীক্ষ্ণধী ছাত্রদিগের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলেন।

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এই সকল ব্যক্তি তাঁহার ছাত্র হওয়ায়, তর্কভূষণ মহাশয়ের ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিতেও গতিবিধি আরম্ভ হইল। স্যার্ এড্ওয়ার্ড রায়েন্ সাহেবের প্রযত্নে যে একটী সমিতি ঐ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তর্কভূষণ মহাশয় তাহার পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ঐ কার্য্য তাঁহাকে অধিক দিন করিতে হয় নাই। সভ্যেরা তাঁহাকে দেশাচার এবং দেশধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতবাদ সকল লিপিবদ্ধ করিতে বলায়, তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

স্বধর্ম্মের অতুল্য উচ্চতা এবং তাহার অনুষ্ঠানের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতিবেশী ৺রাজা রামমোহন রায়েরও বিশিষ্ট আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি রামমোহনের অগাধ বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই।

তর্কভূষণ মহাশয় রায়েন্ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সভার পণ্ডিতী পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষের নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। পূর্ব্ব দিকে ৺চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে ৺কুরুক্ষেত্র, উত্তরে ৺হরিদ্বার এবং দক্ষিণে ৺পুরুষোত্তম, এই সমস্ত ভূমিভাগে পর্য্যটন করিয়া তিনি উহার অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের যে প্রকার বিষয়-বুদ্ধির ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, দেশ-ভ্রমণ-গুণে সে দোষ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত

হইয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ছাত্রেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার সমাদর করিয়া লইলেন। তাঁহাদিগেরই অন্যতম ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুসংহিতার অনুবাদ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের সহায়তাপ্রার্থী হইলেন এবং সেই সাহায্যলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। গোল্‌ডষ্টুকর সাহেব স্বপ্রণীত একখানি পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন যে, চক্রবর্ত্তীর কৃত মনুসংহিতার অনুবাদ যতদূর হইয়াছিল, তাহা সার উইলিয়ম্‌ জোন্সের কৃত অনুবাদের অপেক্ষা বহুগুণেই উৎকৃষ্ট।

মনুসংহিতার অনুবাদ কতকদূর হইয়া গেলে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ হইল। তর্কভূষণ মহাশয়ের ছাত্রদ্বয়—তারাচাঁদ এবং চন্দ্রশেখর—সম-পরিমাণে ধনবিনিয়োগ করিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে তাহার অংশী স্বরূপে লইলেন। যন্ত্রটীর নাম বিদ্বন্মোদ-যন্ত্র রাখা হইল। কিন্তু যন্ত্র সংস্থাপনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই তারাচাঁদ মুন্সেফ হইয়া জাহানাবাদে এবং চন্দ্রশেখর ডেপুটি কলেক্টর হইয়া চট্টগ্রামে গমন করিলেন। সুতরাং যন্ত্রের সমস্ত কার্য্যভার তর্কভূষণ মহাশয়ের উপরেই পড়িল। তর্কভূষণ মহাশয় বিশিষ্ট অধ্যবসায়সহকারে ঐ যন্ত্রে অনেকানেক পুস্তকাদি মুদ্রিত করাইতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তজ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহার প্রভাবে অতি অপূর্ব্বরূপ বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশিত হইল। উহাই তৎকালে কালেজের পাজি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় স্বাধীন এবং অপরাপর করদ এবং মিত্র হিন্দু রাজগণ যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে ঐ পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন। যন্ত্রের এই স্বাধীন কার্য্য হস্তগত হওয়াতে তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া * আনুমানিক ১২৪০ সালে বাঁকুড়া জিলার জজ-পণ্ডিতী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিছুদিন পরে ঐ পদ উঠিয়া গেলে, যন্ত্রের কার্য্যে সন্তোষ বোধ হওয়াতেই আর তিনি জজ-পণ্ডিতীর জন্য সচেষ্ট হয়েন নাই।

বিদ্বন্মোদ যন্ত্র হইতে তর্কভূষণমহাশয়কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার (কিয়দংশের) টীকায়, তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা—শান্তিশতকের টীকায়, তাঁহার আন্তরিক

* এখনকার অনেকেই জজ পণ্ডিতীর সার্টিফিকেট দেখেন নাই বলিয়াই তাঁহার সার্টিফিকেটের অনুলিপি নিম্নে মুদ্রিত হইল। তখন ইংরাজী তারিখের পর বাঙ্গালা তারিখও দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

We hereby certify that the committee of Examination at the Presidency of Fort William having duly considered the proceedings held on the examination of *Viswanatha Turcubhooshana* conducted under the provisions of clause III. Section V. Regulation XI. 1829. Do consider the said *Viswanath Turcubhooshana* to be duly qualified by his knowledge of *Hindoo* Law to hold the office of *Hindoo* Law Officer in any of the established courts of Judicature.

I. P. Thomasan — President.
J. W. J. Ousley, *T. Procter M.A.* — Members of the committee of Examination.

This certificate has been granted to the said *Viswanatha Turcubhooshana* under the seal of the committee *this twenty second* day of *January* in the year 1833 corresponding with the *Eleventh day of the month Magh* of the year 1239.

T. PROCTER, M. A.,
Secretary to the committee in the Sanskrit Department.

বৈরাগ্য—বালবোধিনী নামক বালকশিক্ষার পুস্তিকায় তাঁহার শিক্ষা-শাস্ত্রের জ্ঞান—এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ—প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও কাব্য ব্যতীত পুরাণ, তন্ত্র, এবং দর্শনাদি শাস্ত্রেও তর্কভূষণ মহাশয় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ঘটকদিগের কুলগ্রন্থাদিতেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। আয়ুর্ব্বেদও এক প্রকার ভালই জানিতেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ধাতুঘটিত ঔষধও কখন কখন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। কোন কোন শাস্ত্রে তাঁহার অপেক্ষাও বড় পণ্ডিত তৎকালে কেহ কেহ ছিলেন সত্য, কিন্তু ওরূপ সু-উচ্চ এবং সর্ব্বদিক্‌দর্শী পাণ্ডিত্য * ইদানীন্তন কালে অধিক লোকের হয় নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার রাসায়নিক বিষয়ের পরীক্ষা-বিধানে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। † ইংরাজী বিজ্ঞানে শিক্ষিত

* সুদূর পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গুণধর্ম্ম বংশমধ্যে পুনরাবৃত্ত হইতে দেখিলে যাঁহাদের আনন্দানুভব হয়, তাঁহাদের কৌতূহল-চরিতার্থের জন্য বলা যাইতে পারে যে, তর্কভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহর্ষ "সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত" বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন।

ছান্দড়ো হি চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখ ইব স্বয়ং।
স্যাত্রিবেদী দ্বিজোদক্ষঃ ক্ষিতৌ দ্বিতীয় কশ্যপঃ॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসো হর্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পারগঃ।
বেদব্যাস স্বয়ং ব্রহ্মা বেদগর্ভস্তথা বভৌ!
কেভ্যোপি ন শ্রুতো হীনো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।
ক্রিয়াসু নিপুণা এতে সাম্নি বিশ্রুত গৌরবাঃ॥

("সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত মহেশের কুল-পঞ্জিকা হইতে)

† উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুঁদরী কাষ্ঠ হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি অনেক পরীক্ষা বিধান করিয়াছিলেন।

এখনকার দেশীয় ডাক্তারেরাও যে সকল দেশহিতকর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন না, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানার্জ্জন-লালসার বশবর্ত্তী অপরিসীম উৎসাহ সম্পন্ন সেই অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সে সকল কার্য্য-সম্পাদন-বিষয়েও মনোযোগী হইতেন। ফলতঃ সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণই যে সমাজের শিক্ষক, এবং পথ-প্রদর্শক —হিন্দু সমাজের এই ঋষি-প্রতিষ্ঠিত ভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপেই অনুপ্রাণিত ছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় জীবিত কালের শেষাবস্থায় অনেকগুলি ছাত্রকে শ্রীমদ্ভাগবত এবং তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। ভাগবতের ব্যাখ্যায় বেদান্তদর্শনের সূত্র প্রয়োগে এবং তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐ শাস্ত্রের গূঢ় এবং প্রকৃত অর্থের উদ্ভাবনে, তাঁহার যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইত। তিনি বলিতেন যে তন্ত্র শাস্ত্রে এবং বেদের শিরোভাগ উপনিষদে পরস্পর অভিন্ন মতবাদই প্রকটিত হইয়া আছে এবং সদ্‌গুরুর সাহায্যে উচ্চাধিকারী তান্ত্রিক সাধকগণ শরীর এবং মনের এত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার পদে কামক্রোধাদিকে ছাগ মেষের প্রতিরূপভাবে বলিদান করিয়া সর্ব্ব রিপুজয়ী হইয়া "স্মরহর সমান ক্ষিতিতলে" বিচরণ করিতে পারেন; ভ্রষ্ট মাতাল শাক্ত দেখিয়া তন্ত্রে অভক্তি বা ভ্রষ্ট নেড়ানেড়ি মাত্র দেখিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে অভক্তি করা অনুচিত; কোন সম্প্রদায়েরই একান্ত নিকৃষ্ট অধিকারিগণ মনোহর নহেন; তন্ত্রই কলির বেদ; তন্ত্রেই শক্তি সঞ্জীবনের উপায় আছে। তিনি বিজয়া দশমীর দিন কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কপালে একটী সিদ্ধির ফোঁটা লাগাইতেন মাত্র। তিনি এ বিষয়ের উল্লেখে বলিতেন যে কোন কোন ফৌজ ব্র্যাণ্ডিমদ খাইয়া, কোন কোন ফৌজ বা ভাঙ্‌ খাইয়া যুদ্ধে তোপের মুখে ধাওয়া করিবার সাহস অর্জ্জন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ এবং ছত্রি (ক্ষত্রিয়) সিপাহী শুদ্ধাচারে থাকিয়া সহজ ভাবেই মনের জোরে যুদ্ধে মৃত্যু

আলিঙ্গন করিতে চলিয়া যায়; উচ্চ তান্ত্রিক সাধক পঞ্চমকারের প্রকৃত অর্থ জানেন এবং মৎস্য মাংস মদ্যাদি স্পর্শও করেন না; তিনি জগজ্জননীকে মা মা বলিয়া ডাকিয়া অমানিশায় শবসাধন কার্য্যে মনে তেজ এবং শরীরে বল পাইয়া থাকেন—অন্য কোন প্রকার অসৎ বা দুষ্ট "অবলম্বনের" অপেক্ষা রাখেন না। তিনি বলিতেন যে পুরাণ শাস্ত্র সমুদয় লৌকিক ব্যাপারগুলিকে অবলম্বনমাত্র করিয়া, বেদের শাখা সকলকে ব্যাখ্যাত করে। তাঁহার মতে মহাভারত গ্রন্থ কর্ম্ম কাণ্ড বেদকে এবং রামায়ণ উপাসনা কাণ্ড বেদকে * সুবিস্তৃত করিবার উদ্দেশেই প্রণীত হইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক সকল আখ্যায়িকারই এক একটী গূঢ়ার্থ প্রকটিত করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্যার্থ যে সেই উপনিষদ্ বেদ্য পুরুষ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অতি সহজে এবং সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের বাহ্য জীবনী সংক্ষেপে লিখিত হইল। তাঁহার অন্তর্জীবনী লিখিবার চেষ্টা করিতে গেলে লেখকের মনকে সেই বহু পূর্ব্বগত বৈদিক সময়ে উপস্থাপিত করিতে হয়। তর্কভূষণ মহাশয় প্রকৃত প্রস্তাবে ঋষিতুল্য ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি সংসারাশ্রমের সমুদায় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করিয়াও লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, অভিমানাদির সর্ব্বতোভাবে অনধীন এবং শোক, হর্ষ, বিষাদ-বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানদৃষ্টি হইয়াছিলেন।

১২৭২ সালের ভাদ্র মাসে চুঁচুড়ার বাটীতে একমাত্র পুত্র, এক কন্যা এবং পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া তাঁহার সজ্ঞানে ৺গঙ্গা লাভ হয়। সোমপ্রকাশ পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রকাশিত হয়।

---

* তাঁহার রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কিয়দংশ "বিশ্বনাথ রামায়ণ"নামে বুধোদয় যন্ত্র হইতে ১২৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

এই প্রকরণের সার সংগ্রহ । বলিশব্দ
উপাহার বাচক ভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ
যিনি দানগ্রাহক তিনি দানোপহারের
নিকটে বামন হয়েন

সাধকবর্গের অবশ্যই ইহা হৃদ্গত হইবেক
যে কোন মহাপীঠাদিতে সাধনোদ্যম
কালে নানা ভয়প্রদর্শক বস্তুর উদ্বোধ
হইতে থাকে তৎপ্রযুক্ত সকলে সদা
লোকের সমাগম হয় না কদাচিৎ কোন
সাহসাকাঙ্ক্ষীই গমন করেন ।

৺বিশ্বনাথতর্কভূষণ মহাশয়ের হস্তাক্ষর ।

"স্বর্গীয় তর্কভূষণ মহাশয় একজন অতি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্ভিন্ন বৈদ্য শাস্ত্র, তন্ত্র শাস্ত্র এবং মিশ্রের প্রণীত ঘটক দিগের গ্রন্থেও তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন ছিল। এক এক বিষয়ে কেহ কেহ তাঁহার অপেক্ষা বড় লোক থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে সকল বিষয় জানিতেন তাহা মনে করিতে গেলে তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের একটী সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল। সেই গুণ তাঁহার বিদ্যাবত্ত্বা অপেক্ষাও সমধিক আদরণীয়। তিনি একান্ত সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। তিনি কখন কাহার খোসামোদ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ব্রহ্মানুষ্ঠানও বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া তাঁহাকে ভয়, লোভ, কামাদি বর্গের একান্ত অতীত করিয়াছিল। তিনি এইকালেও প্রাচীন ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি ইংরাজী ব্যবসায়ী নব্য সম্প্রদায়ের লোক, সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার তেজোগর্ভ সসার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এবং স্বয়ং ধর্ম্ম কার্য্যে উত্তেজিত হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রক্ত গুণ সর্ব্বতোভাবেই বিদ্যমান ছিল।"

তৃতীয় অধ্যায়



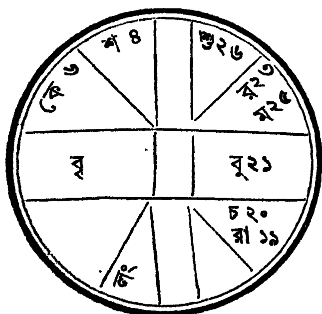
[ভূদেবের জন্ম ও শৈশব ; ডাইনে খাওয়ার চিকিৎসা। বাল্যক্রীড়া ; মাতার নিকট শিক্ষা ; পিতার নিকট শিক্ষা।]

৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের যখন ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৭৪৬ শকের (সাল ১২৩১) ৩রা ফাল্গুন, (ইংরাজী ১৮২৫ খৃঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি) রবিবার কলিকাতার ৩৭ নং হরীতকী বাগান লেনে ভূদেব বাবু জন্মগ্রহণ করেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত* তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের নাক্ষত্রিক নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম নক্ষত্র, রাশি, গণ—সকলই এই ভূদেব নামের অন্তর্নিহিত। জ্যোতিষ শাস্ত্র পারদর্শী ব্যক্তিগণ সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন। †

* ভট্টপল্লীর সুবিখ্যাত জ্যোতিষী ৺ চন্দ্রনাথ চূড়ামণি, তর্কভূষণ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন।

† শতপদচক্রানুসারে 'ভূ' এই আদ্যাক্ষর দ্বারা পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের প্রথম পাদে জন্ম সূচিত। ধনুরাশি, কন্যালগ্ন, বজ্রযোগ।



জাতাহ

১	১৯	১৫
২৬	৩০	৪৩
৪১	৪২	৫৪
৫৮	১	৩

২৭।৫৮/

দিনমান

শৈশবাবস্থায় ভূদেব বাবুর শরীর বড় রুগ্ন ছিল। জ্বর ও পেটের পীড়া তাঁহার প্রায় নিত্যই হইত। হরীতকী বাগানের প্রতিবেশিবর্গের অধিকাংশই তখন নিম্ন শ্রেণীর লোক। তাহারা বলিত, "ছেলেকে ডাইনে খাইয়াছে।" বাড়ীর মেয়েরাও উহাদের ঐ কথায় কতকটা বিশ্বাস করিতেন। তখন এ প্রদেশের সহর অঞ্চলেও 'ডাইনে খাওয়া' 'ভূতে পাওয়া' প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস খুবই প্রবল ছিল।

তর্কভূষণ মহাশয়ের এ সকলে বিশ্বাস না থাকিলেও তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্রত পূজাদির শুভকারিতা স্বীকার করিতেন। ভূত ঝাড়ানর আনুসঙ্গিক যে ৺দেবী পূজা হইত তাহার খাতিরে ভূত ঝাড়ানতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। একবার প্রতিবেশী মেয়েদের সহিত পরামর্শ করিয়া বাড়ীর মেয়েরা ডাইন ঝাড়াইবার জন্য আচার্য্য ব্রাহ্মণ আনাইয়া ঘটস্থাপন পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করাইয়াছিলেন। ডাইন ঝাড়াইবার সময় যাহাকে ডাইনে খাইয়াছে তাহাকে প্রশ্ন এবং আবশ্যক হইলে প্রহারও করিতে হয়, কিন্তু শিশুর সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্নাদি অথবা প্রহার চলিতে পারে না; কাজেই পূজা শেষ হইয়া যাইবার পর ডাইনকে ছেলের স্কন্ধ হইতে ছাড়াইয়া অপরের স্কন্ধে ভর করাইবার আবশ্যক হয়। ডাইনের ভর আর অপরে কে লইবে, অধিকাংশ স্থলে ছেলের মাতাকেই উহা লইতে হয়।

ভূদেব বাবুর মাতা পুত্রস্নেহের আতিশয্যে মন্ত্র পাঠের সময় একান্ত একাগ্রচিত্ত ও সংজ্ঞাহীনপ্রায় হইয়াছিলেন। ডাইনের ভর হইয়াছে ভাবিয়া আচার্য্য ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কে বল্" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি হলধর যুগীর মা।"

"কেন ছেলেকে খাইয়াছিস্?"

"বড় সুন্দর ছেলে বলিয়া।"

পাড়ায় এই কথার প্রচার হইলে সেই বৃদ্ধা যুগীর মাতা তর্কভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া খুব ঝগড়া করিয়া গিয়াছিল। শুনা যায়, এই ঝগড়া করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই সেবারে ছেলের রোগ সারিতে আরম্ভ হয়!

ভূদেব বাবুর গাত্রবর্ণ অতি সুন্দর এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মুখশ্রী এবং অঙ্গসৌষ্ঠবাদিও অতি সুন্দর ছিল বলিয়া তিনি প্রতিবেশিবর্গের মন ও নয়নের অভিরাম হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ শারীরিক সৌন্দর্য্য অকিঞ্চিৎকর পদার্থ নহে। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি" (যেখানে সুন্দর আকৃতি, সেখানে গুণ থাকে)—কথাটা অব্যভিচারি-সত্য না হইলেও অনেক স্থলেই ঠিক। এই শরীর-কান্তি হইতেও তাঁহার অনেক সুবিধা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলার বাহিরে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে দুর্ব্বল বলিয়া বাঙ্গালীর প্রতি অপর সাধারণের অন্তরে যে একটু ঘৃণার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, ভূদেব বাবুর সুদীর্ঘ আকার, সুন্দর গৌরবর্ণ ও পবিত্র আর্য্যমূর্ত্তি হেতু তাঁহার প্রতি সে ঘৃণার ভাব কখনও কাহারও অন্তরে স্থান পায় নাই। অনেক সাহেবের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। একান্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং খর্ব্বাকৃতি হইলে হয় ত অমন সহানুভূতি তাঁহার প্রতি উহাঁদের জন্মিত না! হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কুকসাহেব তথাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামমাধব রায়কে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "তোমরা আপনাদিগকে আর্য্য বল, কিন্তু দেশীয়গণের মধ্যে আর্য্যমূর্ত্তি এক ভূদেব বাবু ভিন্ন অন্য কাহারও আমি দেখি নাই।"

শরীর নীরোগ হইবে এই কামনায় নতিবপুরের নিকটবর্ত্তী জোতরাম নামক স্থানে ক্ষেত্রপাল নামে যে গ্রাম্য দেবতা আছেন, তাঁহার মানত করিয়া ভূদেব বাবুর চুল রাখা হইয়াছিল। চুল বড় হইয়া ক্রমে জটা

বাঁধিয়াছিল। শিশু ভূদেব মাঝে মাঝে সেই জটা নাড়া দিতেন। সহচর-বর্গ আহ্লাদ করিয়া বলিত, "ভূতি তেঁতুল নাড়া দাও ত।" তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে "ভূতো" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার কোন প্রতিবেশী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তর্কভূষণ মহাশয়, অমন সুন্দর ছেলে, ওর ভূতো নাম রেখেছেন কেন ?"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ডাইনে খাওয়া, ডাইন ঝাড়ান প্রভৃতির উপর বহু শাস্ত্রদর্শী পরম পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। মেয়েরা ডাইন ঝাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেন, এ দিকে তর্কভূষণ মহাশয় কবিরাজ ডাকাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। ভূদেব বাবুকে সুতরাং শৈশবাবস্থায় পীড়ার জন্য বিস্তর ঔষধ খাইতে হইয়াছিল। প্রায়ই কবিরাজকে হাত দেখান এবং ঔষধ সেবনে অভ্যাস বশতঃ ক্রীড়াচ্ছলে তিনিও মাঝে মাঝে কবিরাজের ন্যায় মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া অপর ছেলেদের হাত দেখিতেন এবং ঔষধস্বরূপ সুরকী অথবা ছাইয়ের গুঁড়া পাতা বা কাগজের মোড়ক করিয়া প্রদান করিতেন।

এই বাল্যক্রীড়া উত্তর কালে সার্থক ভাবে তাঁহাতে পরিস্ফুট হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেকটা প্রবেশ ছিল বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কবিরাজদিগকে সময়ে সময়ে সৎপরামর্শ দিতে পারিতেন। ভূদেব বাবুও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া ৺কাশীধাম চুঁচুড়া এবং অপরাপর স্থানে অনেকের উৎকট ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কবিরাজী এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রও তিনি সযত্নে দেখিয়া তৎসম্বন্ধেও অনেককে সুপরামর্শ দিতে পারিতেন। রোগের চিকিৎসা এবং রোগীর সেবাতে যে চির-কালই তাঁহার মন একান্তই একাগ্র হইত তাহার সূচনা তাঁহার এই বাল্যক্রীড়াতেই হয়।

পারিবারিক প্রবন্ধের 'ডাক্তার দেখান' এবং 'রোগীর সেবা' শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর ব্যবহার ও মতাদি লিপিবদ্ধ আছে। বাল্যে রুগ্নাবস্থায় তিনি তাঁহার স্নেহপূর্ণ পিতা মাতা ও পরিবারবর্গের নিকট যেরূপ ভাবে যত্ন পাইয়াছিলেন তাহাই ঐ অত্যুচ্চ মতবাদ ও ব্যবহারের মূল বলা যাইতে পারে।

তিনি বলিতেন, রোগীর সেবাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ইতর জন্তুরা পালের একটার ব্যারাম হইয়াছে দেখিলে স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। তিনি আরও বলিতেন যে, লোকে উকিল বা এটর্ণির বাড়ী হইতে দলিলের মুস্থবিদা করাইয়া তাহাও একবার পড়িয়া দেখে, কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপসন) সাধারণতঃ কেহ কখন পড়িয়া দেখে না, অথচ ডাক্তারের হাতে যাহা নির্ভর করা হয়, তাহা সামান্য বিষয় সম্পত্তি-মাত্র নহে—প্রীতিভাজনদিগের প্রাণ! কোন্ ছেলের কোন্ ঔষধে কোন্ রোগ আরোগ্য হইল, উহা গৃহস্থের জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। পরে সেইরূপ অসুখে ঐ জ্ঞান অমূল্য হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক সেই ঔষধটী পুনরায় ডাক্তারের মনে না পড়িতে পারে। মনে করিয়া দিতে না পারিলে হয় ত অন্য দশটা ঔষধ খাওয়াইয়া রোগের প্রতিকার হয় না। ইংরাজীতে একটী প্রবাদই আছে, "চল্লিশ বৎসর পার হইবার পরও যে কিছু চিকিৎসা জানে না সে গণ্ডমূর্খ।"

যে সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয় হরীতকী বাগানে আসিয়া বাস করেন তখন উহা কলিকাতা সহরের একটি প্রান্তবর্ত্তী স্থান ছিল এবং লোকের বসতি অধিক ছিল না। তখন ঐ পল্লীতে যুগী, তাঁতি, শুঁড়ি এবং ডোমের বাসই অধিক ছিল সুতরাং ডোম বালকদিগের সহিতও ভূদেব বাবুকে শৈশবে খেলার সংস্রবে পড়িতে হইয়াছিল। সংসর্গের দ্বারা দোষ কিরূপ প্রক্রিয়ায় সংক্রামিত হইয়া পড়ে এবং কিরূপ পরিবারের

মধ্যে কিরূপ মাতার পালনে ছেলে ভাল হইতে পারে ভূদেব বাবুর বাল্য-জীবনের আখ্যায়িকায় তাহা স্থপরিস্ফুট।

একদিন রামজী নামক জনৈক প্রতিবাসী ডোমের ছেলের সহিত খেলা করিতে করিতে ভূদেব বাবু উহাদের কুটীরের সম্মুখে গেলেন। বাড়ী যাইয়াই রামজী উহার মাকে ডাক দিয়া বলিল, "গুখেকোর বেটী এদিকে আয়।" এই কথায় রামজীর মা হাসিয়া নিকটে আসিল এবং আদর করিয়া রামজীর পিট চাপড়াইতে লাগিল। ভূদেববাবু মনে করিলেন, তবে ত এ খুব ভাল কথা; তিনি বাড়ী পৌছিয়াই আপনার মাতার প্রতি ঐরূপ উক্তি করিলেন! কিন্তু ঐ কথা শুনিয়া রামজীর মা রামজীকে যেরূপ আদর করিয়াছিল, তাঁহার মা তাঁহাকে সেরূপ আদর করা দূরে থাকুক, যে মা তাঁহাকে এত ভাল বাসিতেন, এত আদর করিতেন, সেই মা আজ ক্রোধে ও দুঃখে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁরে এই জন্যেই কি তোকে পেটে ধরে ছিলাম"—এই বলিয়া তিনি পুত্রকে যথোচিত প্রহার করিলেন। মায়ের নিকটে ওরূপ প্রহার ইতিপূর্ব্বে আর কোন দিন ভূদেব বাবুকে সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন; দেখিলেন, যে কথায় রামজীর এত আদর, সেই কথাতেই তাঁহার এত প্রহার!

পরিবার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অপব্যবহারের প্রতি এরূপ আন্তরিক ঘৃণা এবং তাহার জন্য কঠোর শাসন থাকায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সন্তানকে যে সাধারণ লোক হইতে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্নরূপ আচরণ করিতে হয়, ভূদেব বাবু অল্প বয়সেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত ব্রাহ্মণবংশসুলভ আত্মগৌরব-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের সংসারে দেব ব্রাহ্মণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও আন্তরিক সম্মান ছিল। তাঁহার পত্নীর ভক্তিপ্রবণতা একটু বিশিষ্টরূপেই

উল্লিখিত হইবার যোগ্য। কথিত আছে, তিনি ইষ্টমন্ত্র জপের সময় কখন কখন বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইতেন; এবং সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের সময় একবার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেই যেন অমানুষিক প্রশান্তি লাভ করিতেন। তিনি স্বামীকে দেবতুল্য ভক্তি করিতেন এবং প্রত্যহ প্রাতে স্বামীর পাদোদক সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। উহা পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

যখন ভূদেব বাবুর বয়ঃক্রম তিন কি চারি বৎসর মাত্র, তখন একদিন ক্রীড়াচ্ছলে তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের চর্ম্মপাদুকা পায়ে দিয়াছিলেন। পাছে পিতার জুতা পায়ে দেওয়ার অধর্ম্মহেতু সন্তানের ও পরিবারবর্গের অকল্যাণ হয়, তজ্জন্য তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্নী নিজে উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া ছেলের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তৎক্ষণাৎ সেই জুতা পুত্রকে মস্তকে বহন করাইয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

এইরূপ মাতার গুণেই শিশুর মনে পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও ধর্ম্মে আস্থার প্রকৃত ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। এখনকারকালে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই, পুরুষদিগের চপল ব্যবহারের দোষে, স্বামীর উপর আর ওরূপ আন্তরিক দেবতুল্য ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতেই তাঁহাদের শিশুপুত্রের ওরূপ ধরণের কার্য্য আর অকল্যাণকর বলিয়া আতঙ্ক হয় না, এবং শৈশব হইতেই ভক্তিহীনতার অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়ায় তাহারা আর মাতা পিতা গুরুজনকে প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় প্রগাঢ়রূপে ভক্তি করিতে শিখে না। গুরুজন এতই সম্মান ও ভক্তির পাত্র যে তাঁহাদের দিকে পা রাখিয়া বসিলে বা শয়ন করিলে কচি ছেলেরও পাপ হয়, এই ভাবে পরিবারস্থ সকলে আচরণ করিলে তবে না আশৈশব সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে ছেলেরা বড় হইয়া গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিবে। শৈশবের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় ভাব ধারণ করিতেছে!

এই উপলক্ষে ব্রহ্মময়ী দেবী সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভূদেব বাবুর পিতা তর্কভূষণ মহাশয়ের ভাই তিনটি ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয় সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন; কিন্তু তাঁহাদের যত্ন বা লালন পালনে তাঁহার বা তৎপত্নীদ্বারা কখন কোন প্রকারে অণুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা পরিশূন্যা ব্রহ্মময়ী দেবী ঐ সমস্ত দেবর ও দেবরপত্নীগণকে অপত্য নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে অবকাশ সময়ে যখন ঘুন্‌সী ভাঙ্গা, পৈতা তোলা, চুলের দড়ি বিনন ইত্যাদি কর্ম্ম করিতেন সে সময়ে দেবর পত্নীগণকে লইয়া ঐ সকল কাজ কর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক গল্প ও করিতেন। কোন বিষয়ে কোন কথা পড়িলেই তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বশ্রুত পৌরাণিক গল্প করিয়া তিনি শ্রোতার মনে আর্য্যনীতি গ্রথিত করিয়া দিতেন। তাঁহার চরিত্র ভাবিতে গেলে বোধ হয় যেন তিনি নিরন্তর দেবভূমিতে বিচরণ করিতেন; অথচ তিনি কখন বর্ণমালা পাঠ করেন নাই। তাঁহার এ সকল শিক্ষার গুরু তাঁহার দেবকল্প স্বামী বিশ্বনাথ।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী এবং অশিক্ষিতা মাতার সন্তান ভাল হইতে পারে না বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত ভ্রান্ত নহে। ফলতঃ ব্রহ্মময়ী দেবীর ন্যায় নিরক্ষর অথচ "প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষিতা" মাতারই ভূদেববাবুর ন্যায় স্বধর্ম্মভক্ত এবং স্বদেশভক্ত শক্তিমান্ সন্তান হইয়াছিল। ভক্তি ও নীতি সম্বন্ধে অতি নিকৃষ্ট ভাবে শিক্ষিতা, পুস্তক পাঠ নিপুণা—আধুনিক মহিলাগণ কিরূপ সন্তানের জননী হইতেছেন?

ব্রহ্মময়ী দেবীর গুণে তাঁহার দেবরগণ তাঁহাকে মাতৃতুল্য ভক্তি করিতেন। তিনি স্নেহময়ী মাতার ন্যায় তাঁহাদের অভাব অনুভব

করিয়া তাহার পূরণে চেষ্টা করিতেন। একদিন বৈকালে ব্রহ্মময়ী দেবী নিয়মিত ঘুন্‌সী ভাঙ্গিতেছিলেন। সেজ দেবর পা টিপিয়া টিপিয়া তাঁহার নিকট দিয়া দুই একবার চলিয়া বেড়াইলেন। সেজ দেবরের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দেবী দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ—"সেজ ঠাকুরপো, অমন 'শেয়ালি জাঙালি' করিয়া বেড়াইতেছ কেন? কিছু কথা আছে কি?" সেজ দেবর উত্তর করিলেন, "না, এমন কিছু নয়।" "এমন কিছু নয়! আজ তুমি শ্বশুর বাড়ী যাবে, না?" "হঁা"। "তবে বিলম্ব কেন? শ্বশুর বাড়ীতে খরচ করিবার জন্য কয়টি টাকা পাইয়াছ?" "পাঁচটি।" "বুঝেছি, পাঁচটিতে হইবে না; পাড়াগাঁ, সেখানে অনেকে সন্দেশ খাইতে চাহিবে।" এই কথা বলিতে বলিতে পায়ের মল উন্মোচন করিয়া হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক, "এই লও, বন্ধক দিয়া পাঁচটি টাকা ধার কর গিয়া—কিন্তু দেখ ভাই, অধিক লইও না; আর সাবধান, বেচিয়া ফেলিও না।"

কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার দেখিলে ব্রহ্মময়ী দেবী দেবরগণকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেন তাহাও অতি সুন্দর। মাণিকতলা নিবাসিনী একটি বৃদ্ধা, 'ক্ষমা' নাম্নী একটি যুবতীকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মময়ী দেবীর নিকট প্রায়ই আসিত। ব্রহ্মময়ী দেবী সকলকেই যত্ন করিতেন, ঠাকুরদের কথা শুনাইতেন, আবশ্যকমত টোট্‌কা ঔষধ বলিয়া দিতেন, সেরূপ কোন ঔষধ ঘরে থাকিলে দিতেন। এই সকল কারণে অনেকেই তাঁহার নিকটে আসিত। 'ক্ষমা' নাম্নী যুবতীটির উপর একটি দেবরের কুদৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার একদিন একটু সন্দেহ হওয়ায় ব্রহ্মময়ী দেবী তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য বলিলেন, "ঠাকুর পো! ঐ যে 'ক্ষমা' ব'লে মেয়েটি আমাদের বাড়ী আসে দেখেচ, দেখ্‌তে অনেকটা ঠাকরুণের মত; আমার ওকে দেখ্‌লেই ঠাকরুণকে মনে পড়ে। ঠাকরুণকে তোমার মনে পড়্‌বে

না; তিনি যখন গিয়াছেন তখন তুমি খুব ছোট। আমি আজ অবধি ক্ষমাকে 'শাশুড়ী' বলিয়া ডাকিব।"

ব্রহ্মময়ী দেবীর আন্তরিক ভক্তিমত্তা নিবন্ধনই "যেন" কোন সময়ে একটু অলৌকিক উপায়েই তিনি বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। এক সময়ে তর্কভূষণ মহাশয় অসহ্য শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন, ভূদেব বাবুর নাক দিয়া অনেকটা করিয়া রক্ত পড়িত এবং তাঁহার শিশু ভগিনীর চক্ষু উঠিয়া শেষে উহা নষ্ট হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। একদিন কন্যা ক্রোড়ে লইয়া দালানে বসিয়া ব্রহ্মময়ী দেবী স্বামীর, পুত্রের ও কন্যার অসুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে একাগ্র মনে উহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্ন্যাসী ঐ স্থানে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মময়ী দেবী ভিক্ষা দিতে উঠিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঐ সাধু পুরুষ বলিলেন "মা! তুমি সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা; তোমার মুখে এরূপ গভীর বিষাদের রেখা কেন?" তিনি কারণ উল্লেখ করিবা মাত্র সন্ন্যাসী বাড়ীর সাম্নের পতিত জমি হইতে ২।৪ টা বিভিন্ন পাতা আনিয়া কাহার জন্য চক্ষের প্রলেপ, কাহার মাথায় প্রলেপ এবং কাহার নাকে রস টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; এবং আহার কালে জল পান করা না হয় এরূপ উপদেশ দিয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ সকল কঠিন রোগই একবার মাত্র ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়। সময়ে সময়ে এমনই অসামান্য ক্ষমতাশালী সাধুপুরুষগণ এই পুণ্যভূমিতে ভিক্ষুকের বেশে পর্য্যটন করেন! পবিত্রাত্মাগণ ভিন্ন অপরে তাঁহাদের প্রকৃত দর্শন প্রাপ্ত হন না।

হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বেই ভূদেব বাবু তাঁহার পিতার নিকট হইতে অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক শিখিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত শ্লোক তিনি প্রত্যহ

প্রাতে পিতৃসমীপে আবৃত্তি করিতেন। তর্কভূষণ মহাশয় আদি কবির প্রথম শ্লোকটী

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

পুত্রকে সর্ব্বপ্রথমে কণ্ঠস্থ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পিতা পুত্র এক সঙ্গে ভাঁটা খেলিতেন, তীর ছুঁড়িতেন, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় অনেক পথ দৌড়াদৌড়ি করিতেন। কলিকাতার ভিতরে গাছপালাগুলা কম হয় এজন্য যখন পুত্রের বয়স ৫।৬ বৎসর মাত্র তখন তিনি মধ্যে মধ্যে একটী বাগানে লইয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন গাছ ও তাহাদের পাতা ফুল দেখাইয়া তাহাদের নাম বলিয়া দিতেন। * ফল কথা, পুত্রের শারীর ও মানস-বৃত্তিগুলি যাহাতে সম্যক্ স্ফুরিত হইতে পারে তর্কভূষণ মহাশয় কায়মনো-বাক্যে সে চেষ্টা করিতেন। পুত্রের বয়স যখন সাত বৎসরেরও কম, তখন একদিন তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মাণিকতলার একটী বাগানে আনিয়া একাকী ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি একেলা এখান হইতে বাড়ী যাও।" বালককে ঐ সময় হইতেই আত্মনির্ভর শিক্ষা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ পবিত্র স্বভাব অসাধারণ সংযমশীল শাস্ত্রজ্ঞ স্থিরবুদ্ধি স্নেহময় পিতার চেষ্টা কখনই বিফল হইতে পারে না।

* পারিবারিক প্রবন্ধ ৪১তম প্রবন্ধ।

চতুর্থ অধ্যায়



[বিদ্যারম্ভ।—সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন— ইংরাজী শিক্ষায় অনুরাগ—
• সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ—শেষে হিন্দু কলেজে প্রবেশ।]

পঞ্চমবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ভূদেব বাবুর অক্ষর পরিচয় হয় নাই। তখনকার দিনে আজকালের ন্যায় ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বাপ মায়ের এতটা 'তাড়াতাড়ি' ছিল না। ১২।১৩ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাস করাইবার জন্য চারি বৎসরের ছেলেকে স্কুলে পাঠান তখনকার লোকের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তখন বিধি অনুসারে সকল কাজই উপযুক্ত সময়ে অনুষ্ঠিত হইত।

পিতামহ সার্ব্বভৌম মহাশয় ভূদেব বাবুর হাতে খড়ি দেন। বাড়ীতে কিছু বাঙ্গালা পড়িয়া এবং সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভূদেব বাবু সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়ের মধ্যে অধিকাংশকাল হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ই তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার সহোদর ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন—ইঁহারা তৎকালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ৺গঙ্গাধর তর্কবাগীশের শ্রেণীতে, এবং ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন।

সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ভূদেব বাবু যথেষ্ট মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত পড়া শুনা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয়

তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ৺রামজয় তর্কালঙ্কার, ৺উমাকান্ত তর্কালঙ্কার—এই কয়জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ঐ সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত ইহাঁদের সকলেরই বন্ধুত্ব ছিল। ইহাঁরা যখনই হরীতকীবাগানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখনই ভূদেব বাবুর সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষা লইতেন, এবং পরীক্ষার ফল দেখিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেন।

এই সময়ে উলাষ্টন নামে জনৈক সাহেব ও দুই জন বাঙ্গালী সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের কোন ছাত্র ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া উহাঁদিগের নিকট যাইয়া ইংরাজী পড়িয়া আসিতে পারিবেন, এরূপ নিয়ম ছিল। উলাষ্টন সাহেব ভূদেব বাবুর আকার প্রকারে অত্যন্ত প্রীত হইয়া এক দিন তাঁহাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি ইংরাজী পড়িবে?" সাহেবের শিষ্ট ব্যবহার ও যত্নে ভূদেব বাবু ইংরাজী পড়িতে স্বীকার পাইলেন। ঐ সময়ে ইংরাজেরা দেশীয় ছাত্রদিগকে ইংরাজী শিখাইতে এবং ইংরাজীর দিকে তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। উলাষ্টন সাহেব ভূদেব বাবুকে আবশ্যকমত কাগজ কলম পুস্তক দিতে লাগিলেন। বৎসরেক কালের মধ্যে তাঁহার ৩নং ইনষ্ট্রক্টার পুস্তক পড়া শেষ হইল এবং তাঁহার ইংরাজী লেখাও অনেকটা ভাল হইল। কিন্তু এই ইংরাজী শিক্ষার বৃত্তান্ত তাঁহার বাড়ীর কেহই জানিতেন না। ইংরাজী বহি প্রভৃতি উলাষ্টন সাহেবের ঘরেই থাকিত।

ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াও প্রথম প্রথম সংস্কৃতের উপর তাঁহার যত্ন কমে নাই। অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ইদানীং স্বশ্রেণীস্থ বালকদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে কতকটা শিথিলযত্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার

শ্রেণীস্থ কোন কোন ছাত্র সংস্কৃত পড়িবার সময়েই ইংরাজী শিক্ষকের নিকটে যাইয়া ইংরাজী শিক্ষা করিত, অথচ তিনি তাহাতে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতেন না। ছেলেরা অভ্যস্ত বিষয় ভুলিয়া যাইতেছে, তিনি সে দিকে লক্ষ্য করিতেন না; ছাত্রগণকে পঠিত বিষয়ে প্রশ্নাদি করার প্রথা একপ্রকার বন্ধই হইয়া গিয়াছিল।

এ দিকে উলাষ্টন সাহেব অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সহিত ইংরাজী শিক্ষা দিতেছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদ্যমশীল ইংরাজী শিক্ষক যে শিথিল-প্রযত্ন দেশীয় শিক্ষকের নিকট হইতে বালকের মন একেবারে সরাইয়া ফেলিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এক পক্ষে উলাষ্টন সাহেবের শিক্ষাদানের সুপ্রণালীতে ও যত্নে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজীর প্রতি ভূদেব বাবুর অনুরাগ ক্রমশঃ যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অন্য দিকে সংস্কৃতাধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের ঔদাসীন্যে সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার যত্ন দিন দিন তেমনই কমিয়া আসিতে আরম্ভ হইল। অধিকন্তু তাঁহার পিতা তর্কভূষণ মহাশয় তীর্থ দর্শনাদি জন্য দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকায় বাটীতেও সংস্কৃতের পরীক্ষা কিছুকাল ধরিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নচেৎ পিতার নিকট পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, এ ভয়টুকু থাকিলে সংস্কৃতের শিক্ষায় ভূদেব বাবুর অবহেলা হইতে পারিত না।

একদিন তর্কভূষণ মহাশয়ের অধ্যাপক রামচরণ শিরোমণি মহাশয় হরীতকী বাগানের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের বাটীতে শিরোমণি মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন। যখনই আসিতেন তখনই ভূদেব বাবুর পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং পরীক্ষার ফল কখন মন্দ হইত না। এবারে দেখিলেন ভূদেব বাবুর ব্যাকরণের অভ্যাস নাই। কলেজে মুগ্ধবোধ শেষ করিয়া ধাতুগণ পড়া হইতেছিল, কিন্তু পরীক্ষা দিবার সময়

ভূদেব বাবু ব্যাকরণের সহজ সহজ সূত্রে ঠেকিতে লাগিলেন। তখন ভূদেব বাবু শিরোমণি মহাশয়কে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "মহাশয় আজ আর আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না, আজ রাত্রিতে আমাকে একবার সমগ্র পুস্তকখানি দেখিয়া লইতে দিন, কাল পুনরায় পরীক্ষা করিবেন; তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ভাল বলিতে পারিব।" এই কথা বলিবার অব্যবহিত পরেই তর্কভূষণ মহাশয় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তর্কভূষণ! ছেলেটি যে রাখাল হইল।" তখন গুরু শিষ্য উভয়ে মিলিয়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূদেব বাবু ইতিপূর্ব্বে যাহা দুই একটা বলিতে পারিতেছিলেন, এখন তাহাও পারিলেন না। সন্ধির সূত্রেও ভুল হইতে লাগিল! একমাত্র পুত্রের পাঠে এরূপ অবহেলা দেখিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং কতকটা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে যথেষ্ট প্রহার করিলেন। প্রহারটা গুরুতরই হইয়া পড়িল। সে রাত্রে কাহার কিছু আহার হইল না। পর দিন প্রত্যূষে তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে বিছানা হইতে উঠাইলেন, এবং অন্যান্য দিন তাঁহাকে যেরূপ হাত মুখ ধুয়াইয়া দিতেন, সেদিনও সেইরূপ করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে চণ্ডীমণ্ডপে আনিয়া বসাইয়া বলিলেন, "অমন করে কি পড়া শুনায় অবহেলা করিতে আছে? একেবারে সব ভুলিয়া গিয়াছ; পড়।" পুত্র বলিলেন, "আমি আর সংস্কৃত পড়িব না।" তর্কভূষণ মহাশয় ও কথার কোন উত্তর না দিয়া পুঁথিখানি নিজে নিকটে আনিয়াছিলেন এবং উহা খুলিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "গোড়া থেকেই আরম্ভ কর।" পুত্র চক্ষু বুজিলেন!

বালক ভূদেবের তখন মনে হইতেছিল, "শিরোমণি মহাশয় একটা রাত্রি অপেক্ষা করিলে পুস্তকখানি একবার আগাগোড়া দেখিয়া

লইতে পারিতাম; মুখস্থ করা পুস্তক একবার দেখিলে অনেকটা মনে পড়িত; শিরোমণি মহাশয়কে একটু সময় দিবার জন্য এত অনুনয় করিলাম কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ‘শুধু শুধু’ আমাকে মার খাওয়াইলেন।” শিরোমণি মহাশয়ের আচরণ এইরূপ ভাবে বিচার করিয়া উলাষ্টন সাহেবের যত্নের কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি ভাবিলেন যে সংস্কৃত শিখিলে, মানুষ যখন এমনই নির্দ্দয় হইতে পারে, তখন সংস্কৃত শিক্ষা ভাল নয়। ইংরাজী বিদ্যা যাঁহারা শিখিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন-জাতীয় ছাত্রকেও কত যত্ন করিয়া পড়াইয়া থাকেন; এরূপ অবস্থায় ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করাই ভাল।

চিত্তের এইরূপ ভাবান্তর সংঘটিত হওয়ায়, যে পিতার কোন অনুজ্ঞা ইতিপূর্ব্বে বা পরে একদিন একমুহূর্ত্তের জন্যও ভূদেব বাবু কখন অবহেলা করেন নাই, সেই পিতা আজ স্বহস্তে পুঁথি খুলিয়া ‘পড়’ বলিয়া সম্মুখে ধরিলে তিনি চক্ষু বুজিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় ব্যাপার দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিলেন, এবং তথায় স্বীয় সহোদরকে ডাকিয়া বলিলেন, “উহাকে জিজ্ঞাসা কর; ও যে সংস্কৃত পড়্‌বে না বলছে, তবে কি কর্ত্তে চায়?” এ কথার উত্তরে ভূদেব বাবুই বলিলেন, “আমি ইংরাজী পড়্‌বো।” তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ ও আবার ইংরাজী পড়্‌বে; নিজেদের জিনিস সংস্কৃত, তাই দু বৎসরেরও অধিক পড়িয়া বড় কিছু হ’ল, আবার ইংরাজী পড়্‌বে?” ভূদেব বাবু বলিলেন “কেন আমি ত ইংরাজী পড়্‌ছি।”

ভূদেব বাবুর সেজো খুড়া সামান্যরূপ ইংরাজী জানিতেন। তিনি ঐ কথায় মরের স্পেলিং বুক লইয়া তাহা হইতে কয়েকটী প্রশ্ন করায় ভূদেব বাবু সকলগুলিরই ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। তখন সেজো খুড়া বলিলেন, “হ্যাঁ ও কিছু ইংরাজী পড়িয়াছে বটে।”

পূর্ব্ব দিনে তর্কভূষণ মহাশয় ছেলেকে অধিক মারপীট করিয়াছিলেন ; পাছে প্রাতেও আবার সেইরূপ করেন, সেই আশঙ্কায় দুই একজন প্রতিবেশীও ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারাও ইংরাজী পড়ার কথা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে বলিল, "তাই ত তর্কভূষণ মহাশয়! ছেলে মানুষ,—দুটো বিদ্যে পার্‌বে কেন? আপনি আর অত ক'রে ওকে পীড়ন কর্‌বেন না।"

তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তর্দর্শিতা অসাধারণ ছিল এবং মনোবৃত্তিগুলিকে তিনি এরূপ বশীকৃত করিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন বিষয়ের কথা পড়িলে তৎসম্বন্ধে "কর্ত্তব্য স্থির" করিতে অণুমাত্র বিলম্ব হইত না।

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য তাঁহার স্নেহভাজন বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব সর্ব্বদাই বলিতেন, "তর্কভূষণ মহাশয়! ছেলেকে ইংরাজী পড়িতে দিন, উহাকে কেন সাংসারিক কষ্ট ভোগ করাইবেন?" কিন্তু অধ্যাপকের ছেলে অধ্যাপক হইবে, তর্কভূষণ মহাশয়ের ইহাই স্থির ছিল। পূর্ব্ব দিন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে অতিরিক্ত মারপীট করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় কিছু লজ্জিতও হইয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ ক্রোধ দমন করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন, নতুবা অন্য কোন রিপু তাঁহাকে ক্ষণমাত্রের জন্যও কখন বিচলিত করিতে পারে নাই। সংস্কৃত এতটা পড়িয়াও কেবল অযত্ন হেতু যখন উহা এতদূর ভুলিয়াছে, এবং যাহাতে তাহার পাঠে পুনরায় যত্ন হয় তজ্জন্য মারপীট করিয়া শেষে পুস্তক খুলিয়া সম্মুখে ধরাতেও যখন ছেলে চক্ষু বুজিল, অধিকন্তু গোপনে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে জানা গেল, তখন সংস্কৃত পড়ানয় যে আর সুবিধা হইবে না, তর্কভূষণ মহাশয় তাহা বুঝিলেন। ছেলে ইংরাজী পড়িতেছে জানিয়া তাঁহার মনে হইল যে, যখন ইংরাজী পড়িতেই সাধ হইয়াছে, এবং তজ্জন্য

পরিশ্রমও করিতেছে, তখন ইংরাজীই পড়ুক। আর যদি ইংরাজী পড়াই "স্থির" হইল, তবে "আজই" ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হউক।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে বলিলেন, "তুমি ইংরাজী পড়িতে চাও?" ভূদেব বাবু বলিলেন "হাঁ"। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা তবে সকাল সকাল খাইয়া লও, আজই তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তবে আমি স্নানাদি করিব।"

পুত্রের জন্য যেরূপ পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুত্র সে পথ ছাড়া হইতে চলিল দেখিয়া তর্কভূষণ মহাশয় যে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। উপনিষদে একটি আখ্যান আছে, কোন ঋষি এক সময়ে দূরে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমীপস্থ শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ হে?" শিষ্য অনুসন্ধানে জানিয়া বলিলেন, "এক ব্যক্তির পিতা মরিয়াছে, সেই কাঁদিতেছে।" ঋষি কহিলেন "পিতা মরিয়াছে, সেই জন্য কাঁদিতেছে, তবে কোন শূদ্র বুঝি?" কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ কখন শোক মোহাদিতে আকুল হন না। বস্তুতঃ তর্কভূষণ মহাশয় সেইরূপ ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির চিত্তকে ক্ষোভে অধিকার করিতে পারিত না। ভূদেব বাবু নিজে অনেক সময়ে বলিয়াছেন যে, সাংসারিক মৃত্যু ঘটনাদিতেও তিনি তাঁহার পিতৃঠাকুরের চক্ষে জল দেখেন নাই।

যে দিন ইংরাজী স্কুলে ছেলেকে ভর্ত্তি করিয়া দিবার কথা হইল, সেই দিনই তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ইণ্ডিয়ান একাডেমী নামক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। রাজা রামমোহন রায় ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিলাত গমন কালে পূর্ণচন্দ্র মিত্র নামক এক ব্যক্তির উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া যান। ভূদেব বাবু যখন ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, তখন উহা পূর্ণচন্দ্র মিত্রেরই সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ছিল। ঐ স্কুলের যে শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডার পড়া হইত, তিনি সেই শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

উলাষ্টন সাহেব ভূদেব বাবুর ইণ্ডিয়ান একাডেমীতে ভর্ত্তি হওয়ার কথা তাঁহারই মুখে শ্রবণ করিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী স্থানবাসিনী মিসেস উইলসন নামক একজন মিসনারি বিবির সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এখন আর তোমাকে সংস্কৃত কলেজে পড়া বলিয়া দিতে পারিব না—কলেজের সময় তোমাকে স্কুলে থাকিতে হইবে; আমার বাসাও তোমার বাড়ী হইতে অনেক দূর; বিবির বাসা তোমার বাড়ীর নিকট; তিনি তোমাকে যত্ন করিয়া পড়াইবেন।" বিবি উইলসন বিশেষ যত্ন করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। ইংরাজী স্কুলের অল্প বেতন ভোগী নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকগণের সচরাচর যেরূপ সামান্য শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক সময়ে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষায় বালকদিগের অনেকটা সময় নষ্ট হয়। বিবি উইলসন ও উলাষ্টন সাহেবের ন্যায় উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট ইংরাজীর প্রথম শিক্ষা হওয়ায় ঐ ভাষায় ভূদেব বাবুর প্রবেশলাভ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র এবং সুচারুরূপে ঘটিয়াছিল। ক্লাসে যাহা পড়া হইত বিবি উইলসনের নিকট তিনি তদপেক্ষা অনেক বেশী বেশী পড়িয়া রাখিতেন, এবং স্কুলের সহপাঠী ছাত্রদিগের পাঠাভ্যাসে সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার পাঠ শুনিয়া কখন কখন শিক্ষকেরও দুই একটী ভ্রমমূলক সংস্কার সংশোধিত হইয়া যাইত।

এই সময়ে নিজে রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া অপর সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ক্লাসের অন্যান্য অনেক ছাত্রকে নিয়মিত পড়া বলিয়া দিতেন। বাল্যের এই অভ্যাস পরিবর্দ্ধিত হইয়া উত্তর কালে তিনি কত লোকের যে কত চিঠি, রিপোর্ট, কৈফিয়ৎ প্রভৃতি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অপরের কাজ শেষ হইয়া গেলে একটু বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি নিজের কার্য্য সারিয়া লইতেন।

বৎসরেক কাল পরেই একটী ঘটনা উপলক্ষে ভূদেব বাবুকে ইণ্ডিয়ান

একাডেমী পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার শিক্ষক কাশীনাথ মিত্র হঠাৎ এক দিন ক্লাসে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হাত পাত।" ব্যাপার এই—ক্লাসে কতকগুলি ছেলে গোলমাল করিতে ছিল; কাশী মাষ্টার তখন ক্লাসের বাহিরে ছিলেন। গোলমাল শুনিতে পাইয়া ক্লাসের ভিতরে আসিয়া দেখিলেন, ভূদেব বাবু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিয়া বহি পড়িতেছেন। বাস্তবিক পুস্তক পাঠে তাঁহার মন তৎকালে একান্ত অভিনিবিষ্ট ছিল; কিন্তু কাশী মাষ্টার তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন ঐ অতি মনোযোগই দুষ্টামির লক্ষণ। তিনি ভূদেব বাবু-কেই অপরাধী অনুমান করিলেন, এবং ক্লাসে গোলমাল করা অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে হাত পাতিতে বলিলেন। আজ্ঞা পালনে অভ্যস্ত বালক শিক্ষক বলিবামাত্রই হাত পাতিলেন। অমনি মাষ্টার কাশীনাথ সজোরে উহার উপর বেত্রাঘাত করিলেন। শারীরিক যাতনায় ও এবম্বিধ অন্যায়াচরণে নিরপরাধ ব্রাহ্মণ সন্তানের রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই তৎকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচলিত একটা অন্যায্য কটূক্তি করিয়া ফেলিলেন। ঐ কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িবামাত্র তিনি একান্তই লজ্জিত এবং ভীত হইয়া তথা হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন এবং প্রথম শ্রেণীতে যেখানে প্রধান শিক্ষক ও স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক পূর্ণচন্দ্র মিত্র পড়াইতেছিলেন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কাশী মাষ্টার বেত লইয়া দৌড়িয়া সেই দিকে আসিতেছেন, তখন আর ইতিকর্ত্তব্যতা বিবেচনা না করিয়া জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। সেই দিন হইতে ইণ্ডিয়ান একাডেমীতে পড়া তাঁহার শেষ হইল।

ইণ্ডিয়ান একাডেমীতে পূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রধান শিক্ষক এবং নবীনমাধব দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। পূর্ণ বাবু ও নবীন বাবু উভয়ের মধ্যে স্কুলের

আদায় পত্রের বখরা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় নবীনমাধব উক্ত স্কুল ছাড়িয়া নিজে স্বতন্ত্র একটি স্কুল করেন।

ঐ সময়ে নূতন স্কুল অনেকগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। সকলেই অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে আপন আপন স্কুলের জন্য ছেলে ভাঙ্গাইতেন। কোন একটা স্কুল নূতন প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ছেলে জুটাইবার জন্য প্রথম প্রথম ছেলেদের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। পরে স্কুলের একটু স্থায়িত্ব সম্ভাবনা হইলেই ছাত্রদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইত। কেহ নূতন হাট বাজার বসাইলে বিক্রেতৃগণকে প্রথম প্রথম যেমন তথায় তোলা দিতে হয় না, জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া আবাদ আরম্ভ সময়ে প্রজাকে যেমন প্রথম প্রথম দু পাঁচ বৎসর কোন করই দিতে হয় না, স্কুল স্থাপনও তখন অনেকটা সেই ধরণেই হইত।

ভূদেব বাবু নবীন মাধবের নব-প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক, স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই স্কুলে তিনি দশ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ণমিত্রের স্কুলে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি যথাযথ পিতা তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলেন, কোন কথাই গোপন করেন নাই।

শৈশবাবস্থা হইতেই ভূদেব বাবুর চরিত্র কিরূপভাবে সংগঠিত হইয়া আসিতেছিল তাহা এই সময়ের একটি ঘটনা দ্বারা বুঝা যাইবে।

ভূদেব বাবুর ছোট খুড়ার এক শ্যালক হরীতকী বাগানে তাঁহাদেরই বাড়ীতে থাকিত। উহার নাম ছিল ছিরূ। ছিরূ ভূদেব বাবুর সহিত একই স্কুলে একই শ্রেণীতে পড়িত। তাহার মত দুষ্ট ছেলে ঐ সময়ে আর ছিল বলিয়া কেহ জানিত না। নবীনমাধবের স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষান্তে পারিতোষিক বিতরণের সময় ভূদেব বাবু প্রথম পারিতোষিক পাইলেন; ছিরূ পারিতোষিক পাইল না। রাস্তায় আসিয়া ছিরূ ভূদেব বাবুকে বলিল, "দেখ তুমি বাড়ীর একমাত্র ছেলে, তুমি প্রাইজ না পেলে

তোমাকে আর কে কি বল্‌বে? বড় জোর একটু তিরস্কারই করিবে। কিন্তু আমি প্রাইজ পাই নাই জানিলে আমায় আর বাড়ীতে রাখ্‌বে না—দূর ক'রে দেবে। এখন এর এক উপায় এই আছে, তোমার প্রাইজের বইগুলি আমাকে দাও, প্রাইজটা যেন আমি পাইয়াছি।" ভূদেব বাবু রাজি হইলেন, কিন্তু তাঁহার নামের প্রাইজ ছিরূ মামা নিজের নামে কিরূপ করিয়া লইবে তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ছিরূ বলিল "দেখ আমি সব ঠিক কর্‌ছি।" এই বলিয়া প্রাইজের পুস্তকের উপর ভূদেব বাবুর নাম লেখা যে কাগজখানি ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া একটা দোকান হইতে কাগজ লইয়া লেবেল প্রস্তুত করিল, এবং নিজের নাম উহাতে লিখিয়া প্রাইজ পুস্তকের গায়ে অাঁটিয়া দিল। বাড়ী আসিয়া ভূদেব বাবু কাহারও নিকট প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলেন না। ছিরূ এত অনাবিষ্ট, বাড়ীতে লেখাপড়া কিছু করে না, সেও প্রাইজ পাইল, আর তাঁহার পুত্র পাইল না, ইহাতে তর্কভূষণ মহাশয় নিরাশ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন সংস্কৃত ছাড়িয়া পুত্র যখন ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তখন উহাতে কিছু না কিছু উন্নতি করিতে পারিবে; কিন্তু ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল একমাত্র পুত্রের উহাতেও ঔদাসীন্য বুঝিয়া তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর উভয়েরই যথেষ্ট ক্ষোভ হইল। বালক পিতামাতার অনুযোগ, নীরবে সহ্য করিলেন, প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলেন না।

কয়েকমাস পরে ভূদেব বাবুর সেজো খুড়ার সহিত একদিন ভূদেব বাবুর শিক্ষকের সাক্ষাৎ হইল। শিক্ষক তাঁহার স্কুলের ছাত্রদিগের কথা প্রসঙ্গে ভূদেব বাবুর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "আপনার ভাইপোটী অতি উৎকৃষ্ট ছেলে। ওরূপ সুন্দর স্বভাব ও লেখা-পড়ায় অমন তেজ আমি আর কোন ছেলেতে কখন দেখি নাই।"

সেজোখুড়ো একটু ক্ষোভের সহিত বলিলেন, “আপনি ছিরুর কথা বলিতে-ছেন ; সে আমার ভাইপো নয়, আমার ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধী।” শুনিয়া শিক্ষক যথেষ্ট হাস্য করিয়া বলিলেন, “কি ! ছিরু ভাল ছেলে !” সেজো খুড়া বলিলেন, “কেন ? ছিরুইত প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছে।” শিক্ষক এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আপনি বলেন কি ! সে কি প্রাইজ পাইবার ছেলে ? ছিরু প্রাইজ আদৌ পায় নাই ; প্রথম প্রাইজ পাইয়াছে আপনার ভাইপো ভূদেব।” ইহা শুনিয়া সেজো খুড়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বাড়ীতে আসিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের ও তৎপত্নীর কাছে সকল কথা প্রকাশ করিলেন। পুত্রের চরিত্রে এইরূপ মহানুভবতা দেখিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের মনে ইতিপূর্ব্বে যে নিরাশার সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দূর হইয়া গেল। তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া বলিলেন, “বেশ করিয়াছিল”; কিন্তু তদ্বিষয়ে পুত্রকে বা অন্য কাহাকেও কিছু বলিতে বারণ করিয়া দিলেন।

আপন যশঃ অপরকে প্রদান করিলে যে মহানুভবতা প্রকাশ পায় তাহার দৃষ্টান্ত সংসারে প্রকৃত পক্ষে অতি বিরল। ভূদেব বাবুর বাল্যা-বস্থায় সূচিত মহানুভব চরিত্র উত্তরকালে যে কিরূপ বিকশিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু একথা বলা একান্ত আবশ্যক যে তাঁহার দ্বারা অনেক পুস্তক, প্রবন্ধ ও রিপোর্টাদি সময়ে সময়ে অপরের উপকারার্থে লিখিত এবং তাঁহাদের নামে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের পক্ষে ধন ও যশের আকর স্বরূপ হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় ভূদেববাবুর উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়। ভূদেব বাবুর পিতামহ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুহেতু এই উপনয়ন ব্যাপার একবৎসর কাল পিছাইয়া গিয়াছিল। উপনয়নের পর হইতে ভূদেব বাবু পিতা ও পিতৃব্য দিগের ন্যায় নিয়মমত সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন।

সে সময়ে মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। নূতন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অন্য স্কুল হইতে ভালই হউক আর মন্দই হউক ছেলে যাহাতে ভাঙ্গাইতে পারেন, তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। ভূদেব বাবু সেইরূপ কোন প্ররোচনায় নবীন মাধবের স্কুল ছাড়িয়া মধু চক্রবর্ত্তীর স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে পাঁচ মাস থাকার পর হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল।

যে সকল ব্যক্তির যত্ন ও উৎসাহে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ডেভিড্ হেয়ার তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। হিন্দু কলেজে ছাত্রদিগের বেতন সকল শ্রেণীতেই তখন মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু ডেভিড্ হেয়ার উক্ত কলেজের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিজের স্কুলের প্রথম শ্রেণীস্থ কয়েকজন বালককে বিনা বেতনে উক্ত কলেজে পাঠাইতে পারিবেন এরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব প্রতিনিয়তই হিন্দু কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিতেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ে দেশীয়গণের ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে যে সকল সাহেবেরা চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে হেয়ার সাহেবের ন্যায় যত্ন ও অধ্যবসায় আর কাহারও ছিল না।

এই সময়ে নবীনমাধব দে একদিন হেয়ার সাহেবকে আপন স্কুলে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করাইলেন। হেয়ার সাহেব সন্তোষ প্রকাশ করিলে নবীনমাধব সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার স্কুলের কোন ছেলেকে সাহেব যেন নিজের স্কুলে ভর্ত্তি না করেন; করিলে তাঁহার স্কুলটী উঠিয়া যাইবে। হেয়ার সাহেব ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং বরাবরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেব বড়ই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার রকম সকম দেখিলে যেন তাঁহাতে পাগলামির ছিট আছে বলিয়া

বোধ হইত। কোন ছেলে তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চাহিলে তিনি প্রথমে একখানা ধপ ধপে সাদা রুমাল আঙ্গুলে জড়াইয়া তদ্দ্বারা তাহার কাণের উপর এবং পৃষ্ঠের মধ্যস্থল টুকু ঘসিয়া দেখিতেন; যদি রুমালে দাগ পড়িত তাহা হইলে সে ছেলে অপরিচ্ছন্ন বলিয়া তাহাকে ভর্ত্তি করিতেন না। তবে ঐ পরীক্ষার নিয়ম প্রকাশ হইয়া পড়ার পর অধিকাংশ ছেলেই উহাতে উত্তীর্ণ হইত! হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য ভূদেব বাবু বহুদিন যাবৎ সাহেবের উমেদারী করিয়াছিলেন, এবং সাহেবও তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন; কিন্তু হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার উদ্দেশ্যেই পাঁচ মাস পূর্ব্বে নবীনমাধবের স্কুল ছাড়িয়াছিলেন মনে করিয়া সাহেব তাঁহাকে নবীনমাধবের ছাত্র বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন এবং আপনার স্কুলে তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই।

পুনঃ পুনঃ স্কুল পরিবর্ত্তন করায় যে অসুবিধা হয়, তর্কভূষণ মহাশয় তাহা বুঝিলেন। তিনি দেখিলেন, ছেলেটীকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিলেই এই সমস্ত বিড়ম্বনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এবং তাহা হইলে তাহার পড়াশুনাও ভালরূপ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে সহজ-সাধ্য ছিল না। হিন্দু কলেজে পুত্রের স্কুলের বেতন স্বরূপে বৎসরে ষাইট টাকা করিয়া ব্যয় করা তাঁহার মত অবস্থার লোকের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ইহার জন্য তিনি কাহারও নিকট সাহায্যের প্রার্থনায় যাইবেন সে প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। সকল বিষয়ে ব্যয়সংকোচ ও সর্ব্বপ্রকার ক্লেশসহ করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় এবং তৎপত্নী উভয়েই পুত্রকে হিন্দু কলেজে পড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তদনুসারে ১৮৪৯! অব্দে ভূদেব বাবু হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন।
১৮৩৭

পঞ্চম অধ্যায়

(অষ্টম শ্রেণীতে মাইকেল মধুসূদনের সহিত অধ্যয়ন—হিন্দু কলেজের ছাত্র মধ্যে আচার ভ্রষ্টতা—ক্রমান্বয়ে ৬ষ্ঠ ও ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন—বিবাহ—জুনিয়ার বৃত্তিপ্রাপ্তি—৫ম হইতে একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নয়ন।)

ভূদেব বাবু হিন্দু কলেজে আসিয়া অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর।

সংস্কৃত কলেজ ছাড়ার পর কিঞ্চিন্ন্যূন তিন বৎসর কালের মধ্যে যে তিনটী স্কুলে তাঁহার কিছু কিছু ইংরাজী পড়া হইয়াছিল সেই সেই স্কুলে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার অব্যবহিত পর হইতেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত তাঁহার আলাপ হয়, এবং ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বন্ধুত্ব জন্মে। মাইকেলের জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয়কে ভূদেব বাবু প্রাচীন বয়সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মাইকেলের জীবনচরিতের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্র হইতে ভূদেব বাবুর নিজের জীবনের কতকগুলি ঘটনা তাঁহার নিজের কথাতে অতি সুন্দররূপে জানা যায় বলিয়া উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম * শ্রেণীতে আসিয়া

---

* ভূদেব বাবুর সহপাঠী ৺গৌরদাস বসাক এবং ৺বঙ্কুবিহারি দত্তের

ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছে।

"রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদিগকে পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্র বাবু পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড়ই ভাল বাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন, এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব তোমার বাবা এ কথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম। কাপড় চোপড় ছাড়িতে দেরি সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাবা, পৃথিবীর আকার কিঁ রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম তথায় লেখা রহিয়াছে,—"করতল কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" বচনটি পাঠ করিয়া মনে

নিকট বিশেষ করিয়া জানা হইয়াছিল যে রামচন্দ্র বাবু অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ম্যাথুস্ সাহেব ৭ম শ্রেণীর, জোন্স সাহেব ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এবং হালফোর্ড সাহেব ৫ম শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ভূদেব বাবু রামচন্দ্র বাবুর ক্লাস হইতে জোন্স সাহেবের ক্লাসে উন্নীত হইয়াছিলেন বলিয়া ম্যাথুস্ সাহেবের কথা ভুলিয়া গিয়াই এই পত্রে রামচন্দ্র বাবুর শ্রেণীকে সপ্তম শ্রেণী লিখিয়া থাকিবেন।

একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবাত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন, এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটী আমাকে পুঁথির মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা তোমার বাবা বল্‌বেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

"রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় ও অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিলে অতিশয় বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটীর পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তোমার নাম কি, কোথায় ঘর তোমার? ইত্যাদি।" আমি তাহার এই অতিমিষ্ট সম্ভাষণ ও সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম।

"ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইহাঁর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন, আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন, গায়ে মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই

আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদিগের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোন দিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমায় তজ্জন্য অনুরোধও করে নাই। বোধ হয় আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া গেলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোন দিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি এক সঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত সেখানি আমাকে না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফলকথা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।"

রামচন্দ্র বাবু ভূদেব বাবুর পিতা তর্কভূষণ মহাশয়কে জানিতেন। তর্কভূষণ মহাশয় যে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহার কাহার যে প্রকৃত ভৌগোলিক তথ্য জ্ঞান আছে এটা তাঁহার মনেই হয় নাই। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা উহাকে ত্রিকোণাকারই বলিয়া থাকেন, ছাত্রগণকে এই কথা বলিয়া একটু আমোদ করিবেন, সম্ভবতঃ এইরূপ কতকটা ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল; এবং সেই জন্যই যেন সংস্কৃত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী দলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশে ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালে মনে হইয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র আজ ইংরাজী স্কুলে ইংরাজী শিখিতে আসিয়াছেন বলিয়াই প্রকৃত তথ্যটুকু শিখিবার সুযোগ পাইলেন।

ভূদেব বাবু স্বীয় পিতার প্রতি যেরূপ অপরিসীম ভক্তিমান্ ছিলেন তাহাতে "তোমার বাবা একথা বলিবেন না" অর্থাৎ তোমার বাবা একথা জানেন না, শিক্ষক রামচন্দ্র বাবুর এইরূপ উক্তি তাঁহার নিতান্তই অপ্রীতিকর ও অসহ্য হইয়াছিল। তিনি বাড়ী যাইয়া পিতার নিকট হইতে সমস্ত অবগত

হইয়া পরদিন স্কুলে যতক্ষণ না সেই কথার খণ্ডন করতঃ রামচন্দ্র বাবুকে নিরস্ত করিতে পারিয়াছিলেন ততক্ষণ তাঁহার চিত্ত সুস্থাবস্থ হয় নাই।

এই ঘটনাটী একটু বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া বুঝিতে গেলে আরও অনেক তথ্য সুস্পষ্ট হয়। ভূদেব বাবুর সমস্ত জীবনের শিক্ষা কি? তাঁহার আচার ব্যবহার এবং গ্রন্থরচনা প্রভৃতি সকলেতেই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা, জড় বিজ্ঞানের গর্ব্বে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও আমাদের সভ্যতার প্রতি বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু একটু ভাল করিয়া বুঝিলেই—ভক্তিভাবে পিতৃতুল্য শাস্ত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই—জানা যায় যে আমাদের অতুলনীয় শাস্ত্রাদির প্রতি অবজ্ঞা ধৃষ্টতা এবং মূর্খতারই প্রকাশক। আর্য্য-শাস্ত্রানুশীলনে আমাদের আত্মগৌরব, কার্য্যপ্রবণতা, জাতীয়তা—সমস্তই বজায় থাকে; বৈদেশিক শিক্ষা মাথার উপর বসে না, মুঠার মধ্যেই থাকিয়া যায়।

ঐ দিনের ঘটনাটিকে সমস্ত হিন্দুজাতির বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিরূপও মনে করা যায়। স্কুল কলেজে সযত্নে প্রচারিত পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের প্রায় সমস্ত প্রাচীন বিষয়েরই প্রতি উপেক্ষা, এবং স্থলবিশেষে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। আর সেই গণ্ডূষ-জল বিহারী সফরীই সর্ব্বদা আমাদের বালকদিগের নয়নপথে থাকায় উহাকেই তাহাদের অপেক্ষাকৃত বড় এবং প্রোজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু পিতৃপিতামহাদির প্রতি যাঁহাদের অচলাভক্তি, ভারতভূমির সেই সকল সুসন্তান বৈদেশিক বিদ্যাকেই সারাৎ-সার মনে করিতে না পারিয়া এবং আর্য্য ঋষির বৈদিকস্তোত্রকে কেহ মেষ-পালকের গীত বলিলে তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে-ছেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ অমূল্যধন—অতুল্য শান্তি এবং প্রকৃত দৃষ্টি পাইতেছেন। তরল মতি যাঁহাদের সেরূপ আত্মাভিমান এবং আভিজাত্য

গৌরব নাই, তাঁহারা সযত্নে সদ্‌গুরু সমীপে শাস্ত্র না পড়িয়াই তাহার উপর সাহেবী-সুরে টিপ্পনি কাটিতেছেন এবং পুরা মেজাজে সাহেব হইতেছেন।

পিতার সম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি কটাক্ষে ব্যথিত হইয়া বালক ভূদেব যে মনে ও যে পথে রামচন্দ্র বাবুর বিদ্রূপ বাক্যটির প্রতিবাদ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই মনে এবং সেই পথে তিনি উত্তরকালে আর্য্য-শাস্ত্রের প্রকৃত তথ্য সমূহ অবগত হইয়াছিলেন, এবং শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পারিবারিক, সামাজিক ও আচারাদি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সকলের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের আক্রমণ যে অসঙ্গত ও অমূলক তাহা স্বরচিত প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশবাসীর নিকট সুপরিস্ফুটরূপে প্রতিপাদন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মের সজ্ঞান স্বভক্তিক অনুশীলনের এবং স্বদেশ হিতকর উদ্যমের দিকে স্রোত ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

রামচন্দ্র বাবুর ক্লাসে ৬০ জনের উপর ছাত্র ছিল। এতগুলি ছাত্রকে অনধিক পরিশ্রমে উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ইংরাজী মাষ্টার হইয়াও দেশীয় পাঠশালার রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া দশজন সর্দ্দার পোড়ো স্থির করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সর্দ্দার পোড়োর উপর পাঁচ ছয় জন করিয়া ছাত্রের ভার দেওয়া ছিল। সর্দ্দার পোড়োরা বাড়ী হইতেই আপনাদের পড়া তৈয়ারি করিয়া আসিত, এবং স্কুলে আপন আপন দলের ছেলেদের পড়াইত। দলগুলি রামচন্দ্র বাবুই বাঁধিয়া দিতেন। এক সর্দ্দার পোড়োর ছেলেদের অন্য সর্দ্দার পোড়ো পরীক্ষা করিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করিত। যে সর্দ্দার পোড়োর দল পড়া ভাল বলিতে না পারিত, সেই সর্দ্দার পোড়োর নামে কাল দাগ পড়িত এবং তাহার পীড়ন হইত। সর্দ্দার পোড়োদিগের মধ্যে যাহার দল যেরূপ পড়া বলিতে পারিত রামচন্দ্র বাবু তদনুসারে তাহাকে নম্বর দিতেন। সর্দ্দার পোড়োর নির্ব্বাচনে তিনি এরূপ সুনিপুণ ছিলেন এবং

কোন্ সর্দ্দার পোড়োর নিকট কোন্ ছেলেকে দিলে স্কুলে ও বাড়ীতে পড়াইবার সুবিধা হইবে এবং পরস্পরে বনিবনাও থাকিবে, তাহা এত সুন্দর বুঝিতেন যে, ঐরূপ নির্ব্বাচন ও দল বন্ধনের পর সমস্ত বৎসর আর তাঁহাকে প্রায় কিছুই করিতে হইত না। সর্দ্দার পোড়োরা ক্লাসের মধ্যে ভাল ছেলে। তাহাদের পরস্পর এরূপ প্রতিযোগিতায় ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের পড়াও ভাল হইত, আর ক্লাসের পড়া অন্যকে পড়ান হেতু সর্দ্দার পোড়োদের নিজের নিজের পড়া যে খুব পাকা হইত তাহা বলা বাহুল্য। রামচন্দ্র বাবু ক্লাসে বসিয়া স্কুলবুক সোসাইটীর জন্য 'পশ্বাবলী' প্রভৃতি পুস্তক লিখিতেন। তাঁহার সর্দ্দার পোড়োগণ ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়েও সাহায্য করিত। প্রকৃত প্রস্তাবে রামচন্দ্র বাবুর উল্লিখিত প্রণালীর গুণে তাঁহার ক্লাসের বালকগণ পরীক্ষায় প্রতি বৎসরই খুব ভাল হইত। সুশিক্ষক বলিয়া তাঁহার যশঃ এবং প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইয়াছিল। তিনি নিজে একান্ত অলস না হইলে বরাবরই সেই প্রতিপত্তিটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন।

রামচন্দ্র বাবুর সর্দ্দার পোড়োর প্রথা এদেশের আবহমানকাল প্রচলিত পাঠশালার প্রথারই অত্যল্প রূপান্তর মাত্র। ভূদেব বাবু দেশীয় প্রায় সকল প্রথার প্রতিই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। সর্দ্দার পোড়োর প্রণালীর প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিতা বরাবরই ছিল। বালক-শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ প্রণালীর উপযোগিতা রামচন্দ্র বাবুর ক্লাসে নিজে উপলব্ধি করাতেই যে ঐ বিষয়ে তাঁহার পক্ষপাতিতা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে।

ঐ সময়ে হিন্দু কলেজে তাঁহার সহপাঠী এবং অপরাপর ছাত্রদিগের মধ্যে বিজাতীয়ের অনুকরণ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ অত্যধিক পরিমাণে জন্মিয়া আসিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহারও দুষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে মদ্যপান এবং হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত আহারাদি

যথেষ্ট পরিমাণেই প্রসারলাভ করিতেছিল। এইরূপ কার্য্য তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন; সুতরাং প্রকাশ্যভাবে ঐ সকল করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র কুণ্ঠা হইত না। জাতি-বিচার তাঁহাদের মধ্যে একপ্রকার রহিত হইয়াই গিয়াছিল। ফল কথা, আহার ও ব্যবহারে ঐ সময়ের হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ নিতান্ত অসংযতাচারী এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়াই উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্রোতের মধ্যে পড়িয়াও ভূদেব বাবু অক্ষুন্নভাবে স্বীয় ব্রাহ্মণাচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সহপাঠী বন্ধু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺গৌরদাস বসাক মহাশয় ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্রকে ইংরাজীভাষায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েকটি স্থলের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

"কলেজে প্রত্যহ টিফিনের ছুটী হইত। ছুটীর সময় কেহ খেলা করিত, কেহ পাঁচ জনের সহিত একত্র বসিয়া গল্প গুজব করিত, কোথাও বা দুই পাঁচ জন একত্র সম্মিলিত হইয়া কুপরামর্শ আঁটিত। ভূদেব টিফিনের ছুটীর সময় ক্লাস হইতে বাহির হইত না। তাহার টিফিন খাওয়া ছিল না। উপর্য্যুপরি ২।৩ ঘণ্টা পাঠের পর খানিকক্ষণের জন্য একটু বিশ্রাম করিবারও প্রয়োজন তাহার হইত না। সে বড়ই গম্ভীর এবং অল্পভাষী ছিল, কেবল বই লইয়াই বসিয়া থাকিত। সে নয় হাতি মোটা দেশী লাল পেড়েধুতি মলমলের চাদর এবং পায়ে চটি জুতা ব্যবহার করিত। কাহার সঙ্গে বেশী কথা কহিত না এবং তাহার সঙ্গেও কেহ বড় একটা কথা কহিত না। তাহাকে সকলেই 'পুস্তক-কীট' বলিয়া জানিত। কোনরূপ বৃথা গল্প তাহার ভাল লাগিত না। ক্লাসের মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী এবং সচ্চরিত্র ও সুনীত ছাত্র ছিল।

"ক্লাসের ছেলেরা যখন বিস্কুট প্রভৃতি ইংরাজী খাদ্য খাইত, ভূদেব তখন তাহাদের সঙ্গে থাকিত না। এমন কি, কলেজে ব্রাহ্মণ শূদ্রের

জন্য পৃথক্ জলপাত্রের ব্যবস্থা থাকিলেও সে কখন তথায় এক ঘটি জল খাইয়াছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ উপলক্ষে আমি বাগান বাড়ীতে সহপাঠীদিগকে একটি ভোজ দিই; ভূদেব সে ভোজে যোগ দেয় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কর্ম্মসূত্রে আমি যখন খুলনা, সিউড়ী, প্রভৃতি স্থানে থাকিতাম, তখন ভূদেব আমার ওখানে যাইয়া খাইয়াছেন সত্য, কিন্তু নিজের ব্রাহ্মণ দিয়া রাঁধাইয়া তবে খাইয়াছেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা সকল-দিকেই ছিল।

"এক কথায় বলিতে গেলে, হিন্দু কলেজে পঠদ্দশায় আমাদের সহপাঠিগণ ও অপরাপর ছাত্রগণের মধ্যে ভূদেব একজন অতি কঠোর ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু, অতুলনীয় পবিত্র চরিত্র এবং অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ছিল। তাঁহাকে কখন অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত দেখা যায় নাই। তাঁহার চিত্ত অতি বিশুদ্ধ এবং সমুদার ছিল। তাঁহার আদর্শে গঠিত চরিত্র সমস্ত ক্লাসের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। তাঁহার বাল্যের এই সমস্ত গুণ উত্তরকালে কার্য্যে বিকশিত হইয়াছিল।"

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি, সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা লেখক এবং ভূদেব বাবুর পরম প্রীতিভাজন বন্ধু ও হিন্দু কলেজের সহপাঠী ৺রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়ের বর্ণিত নিম্নলিখিত বিবরণটি * পাঠ করিলেও ঐ বিষয় অনেকটা সুপরিস্ফুট হইবে।

"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন; উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর একত্র

* ১৮৯৪ সালের জুন সংখ্যার "দাসী"নামক মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসুর লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

হইয়া গোলদীঘিতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি সিককাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ঐ কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমিও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শ শূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম।

"এইরূপ বিশ্বাসে এবং ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে ভূদেব বাবুর সহাধ্যায়ী-দিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অমিতাচারের ফলে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং অনেকে না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টীয়ান ভাবে চিরজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সে তরঙ্গে স্বল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হন নাই, ভূদেব বাবুর সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ অতি অল্পই ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার ন্যায় আর দুই এক জনই কেবল সাগর মধ্যস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় সেই প্লাবনের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন।"

এইরূপ বিপ্লবের দিনে ভূদেব বাবু আপনাকে হিন্দুভাবাপন্ন রাখিবার কিরূপ সুবিধা পাইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠে তাহার কতকটা জানা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ভূদেব বাবুর পিতামহ সার্ব্বভৌম মহাশয় হরীতকী বাগানে আসিয়া বাস করিবার পর কয়েকঘর গৃহস্থকে যজমান করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভূদেব বাবুর খুল্লতাতই প্রধানতঃ ঐ সকল যজমান রক্ষা করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভূদেব বাবুও আবশ্যকমত খুড়ার সহায়তা করিতেন।

এক সময়ে কোন যজমানের বাড়ীতে ভূদেব বাবু ঘটোৎসর্গ করাইতে

যান। ঘটোৎসর্গ করাইতে বসিয়া তিনি যজমানকে মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। যজমান মন্ত্র শুনিয়া বলিল "মন্ত্র ঠিক হইতেছে না।" ভূদেব বাবু কোন কথা না বলিয়া আবার মন্ত্র বলিতে লাগিলেন। সেবারেও যজমান ঐরূপ কথা বলিল। তখন আর কাজ না করাইয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। আসিবার কালে বলিলেন, "মন্ত্র যদিই ঠিক না হইয়া থাকে তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই, সে ঝোঁক আমার; তোমার ভক্তি বিশ্বাস থাকিলে ভুল মন্ত্রেই কার্য্য সিদ্ধ হইত।" ভূদেব বাবু চলিয়া গেলে যজমান তাঁহার ঐ কথাগুলি এবং মন্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদনে ভক্তির শক্তি সম্বন্ধে এদেশে সুপ্রচলিত কথা গুলির * মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল এবং তাঁহার আকার প্রকার ও কথা বার্ত্তার ভাবে তাঁহাতে যে প্রকৃত ব্রহ্মতেজ আছে তাহা বুঝিতে পারিল। তখন আপন মাতাকে তাঁহার বাড়ী পাঠাইয়া দিল এবং বলিয়া দিল "যেমন করিয়া পার, পায়ে হাতে ধরিয়া সেই ছেলেটিকে আনিতেই চাও। তাঁহাকে না পাইলে আর কাহারও দ্বারা আমি কলসী উৎসর্গ করিব না।" একটু অনুনয় বিনয় করার পর ভূদেব বাবু পুনরায় সেই যজমানের বাড়ী যাইয়া তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া আসিলেন।

ইউরোপীয় চালচলনে তাঁহার সমপাঠিবর্গ অভ্যস্ত হইতে থাকি-

* মূর্খ বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়েন ফলং তুল্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন॥

(১) অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে।
প্রায়শ্চিত্তীভবেৎ পূতস্তৎপাপং তেষু গচ্ছতি॥

(২) যদক্ষর পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যৎ ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

লেও তাঁহার গৃহশিক্ষা এবং পারিবারিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব নিবন্ধন তিনি উহা হইতে অনেকটা অন্তরে থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যা বন্দনাদি ব্রাহ্মণের নিত্যানুষ্ঠেয় বিধি সমস্তই প্রতিপালিত হইত। ঐ সকল অনুষ্ঠানে তিনিও যোগদান করিতেন। সদাচার-পরায়ণ আত্মীয়গণের প্রতিনিধি হইয়া উল্লিখিতরূপে যজমানের কাজ কর্ম্মও তাঁহাকে সময়ে সময়ে করিতে হইত। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত কি এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতার প্রভাবেই তাঁহার সংযম ও আর্য্যাচার তাঁহাতে পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছিল।

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন সময়ে ভূদেব বাবুর একখানি ইংরাজী অভি-ধানের প্রয়োজন হয়। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা হইতে সংগৃহীত দুই টাকা দশ আনা লইয়া চীনাবাজারে গমন করেন। তথায় মধুসূদন দে নামক এক ব্যক্তির পুস্তকের দোকান ছিল। সেই দোকানে এক খানি 'জনসনের ডিক্সনারী' দেখিয়া সেই খানিই ক্রয় করিতে মনন করিলেন; কিন্তু মূল্য জিজ্ঞাসা করায় মধু দে বলিলেন, "চারি টাকা।" ভূদেব বাবু বলিলেন "আমার কাছে দুই টাকা দশ আনা মাত্র আছে; উহা লইয়া পুস্তকখানি আমাকে দাও।" মধু দে বলিলেন, "চারি টাকাতে বেচিলেও আমার লাভ অল্পই থাকে; এরূপ স্থলে দুই টাকা দশ আনাতে কেমন করিয়া দিব?" ভূদেব বাবু তখন অন্যান্য দোকানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ পুস্তক আর কোথাও পাইলেন না। রৌদ্রে হাঁটাহাঁটি করিয়া তাঁহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল। পুনরায় মধু দের দোকানের নিকট আসায় মধু দে বলিলেন, "কেন এত কষ্ট পাইতেছ, আমি উহা অপেক্ষা একখানি অল্প দামের অভিধান তোমাকে দিতেছি লইয়া যাও।" ভূদেব বাবু বলিলেন "ঐ খানিতে সকল কথার মানে পাওয়া যাইবে; ছোট অভিধান হইলে তাহা হইবে না। ঐ খানিই

আমাকে দুই টাকা দশ আনাতে দাও।” মধু দে বালকের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সন্তান জানিয়া বলিলেন “তোমার পড়া শুনায় বড় আটা দেখিতেছি ; আচ্ছা বই খানি আমি তোমাকে অমনি দিতেছি লইয়া যাও।” ভূদেব বাবু বলিলেন “আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা আমি দিতেছি, বাকী আমি যাহা দিয়া উঠিতে পারিলাম না সেই অংশটাই তোমার দান হইবে।” মধুসূদন দের মন প্রকৃত পক্ষেই উদার ছিল—দানের পূর্ণফল লাভের অপেক্ষা উপকৃতের তুষ্টির দিকেই অধিক দৃষ্টি করিতে পারিলেন। তিনি স্বীকৃত হইয়া ভূদেব বাবুর নিকট হইতে ঐ মূল্য লইয়া পুস্তক খানি তাঁহাকে দিলেন এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, “তোমার যেরূপ পড়া শুনায় মন দেখিতেছি তাহাতে তোমার হাতে আমার বই নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার দোকানে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই অনেক আছে; এক একবারে চারি পাঁচ খানা করিয়া বই আমি তোমাকে দিব, তুমি পড়িয়া আমায় ফেরত দিও। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তুমি সকল পুস্তকগুলিই লইয়া যাইয়া পড়িতে পারিবে। ইংরাজী বইয়ের দাম অনেক, কিনিয়া পড়ার সুবিধা না হইতে পারে।”

ভূদেব বাবু মধু দের কথায় বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং তদবধি মধু দের দোকান হইতে বহুসংখ্যক পুস্তক অনেক দিন ধরিয়া লইয়া পড়িয়াছিলেন। মধু দের সদয় ব্যবহার স্মরণ ও উল্লেখ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে আমাদের দেশে সকল ব্যবসায়ে এবং সকল বর্ণের মধ্যেই অনেক সদাশয় ভাল লোক আছেন। বলা বাহুল্য কখন তাঁহার হাতে কোন পুস্তক ময়লা বা নষ্ট হয় নাই। অনেক কষ্ট করিয়া পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে হইত বলিয়া ঐ সকলের প্রতি তাঁহার যত্ন বরাবরই ছিল। উত্তরকালে বাড়ীর ছেলেদের কাহাকেও কোন পুস্তক

ময়লা বা নষ্ট করিতে দেখিলে তিনি আত্মকথা তাহাদিগকে বলিয়া ভবিষ্যতে আর যাহাতে তাহারা ওরূপ না করে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন। একবার তাঁহার একটি পৌত্রকে একখানি 'অ্যাটলাসের' প্রতি অযত্ন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "দাদা, অ্যাটলাস খানি ছিঁড়ছ। ঐরূপ অ্যাটলাস দেখিবার জন্য তোমার দাদা বাবুকে হরীতকী বাগান হইতে বাগবাজারে যাইতে হইত; একখানি কিনিয়া লইবার ক্ষমতা ছিল না।"

নিজের পূর্ব্বাবস্থা তিনি সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন, এবং আবশ্যকমত উহার উল্লেখ করিয়া অপরকে উপদেশ দিতেন। সাধারণে প্রকাশ্য কোন বিষয় বিবৃত করিতে যাইয়া তিনি স্বপরিবারের অর্থ কৃচ্ছ্রতা এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার পড়া শুনা বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়া প্রভৃতি নির্ব্বিকৃত-চিত্তে লিপিবদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন, "আপনি ও সকল কথা বিবৃত করিয়া আপনাকে লঘু করিতে যাইতেছেন কেন?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আমি ইহাতে বড়ই লঘু হইব বলিয়া কি তুমি মনে কর? দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রমুখ হিন্দু সমাজে অর্থ কৃচ্ছ্রতায় অগৌরব নাই।"

চারি টাকার বইখানি দু টাকা দশ আনায় লওয়া কাহার কাহার চক্ষে ভাল ঠেকিবে না। বস্তুতঃ উহা এদেশীয় ব্যবস্থার অনুযায়ী।

কোন সময়ে একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক পণ্ডিতের বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কিছু অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকার কি বন্দোবস্ত করিতেছেন?" সরলমনা ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তাহার আর বন্দোবস্ত কি করিব, যাঁহাদের সদুপায়ে লব্ধ অর্থ আছে *

* অপরাবাধম ক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
স্বল্পং বা বহুলং বাপি "দেয়" মিত্যভিধীয়তে

তাঁহাদের নিকট গিয়া বলিব "হে অর্থি! আমি ব্রাহ্মণ ও অর্থার্থী; এই কথা বলিলেই তাঁহারা কিছু কিছু সাহায্য করিবেন।"

সৎপাত্রে দানের জন্যই অর্থের সঞ্চয় এবং সাধারণতঃ সমাজের শিক্ষক, পবিত্র-চরিত্র এবং অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা উচ্চ উদ্দেশ্যে বদ্ধলক্ষ্য ব্রাহ্মণ জাতিই এদেশে প্রকৃষ্ট দানের পাত্র—এই বিশ্বাস হিন্দু সমাজে বদ্ধমূল।

ভূদেব বাবু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই ভাবই বরাবর পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ছাত্র কাহাকেও কখন তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে হয় নাই; তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। অর্থ পাইয়া কেহ কখন স্তুতিবাদাদি করিতে গেলে তিনি বলিতেন, "মহাশয়, মনুর বচনটি স্মরণ করিবেন। * ব্রাহ্মণ নিজের জিনিসই লইলেন, তজ্জন্য আপনাকে উপকৃত বোধ করিবার কথা ব্রাহ্মণের নহে; গ্রহণেই গৃহস্থের উপকার করেন।"

ইংরাজী পুস্তকের দাম অনেক। ভূদেব বাবুর পিতামাতা কোন প্রকারে পুত্রের বিদ্যালয়ের মাহিয়ানাটাই গুছাইয়া দিতেন। পুস্তক কিনিয়া দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল না; সুতরাং লাইব্রেরী বা দোকান হইতে চাহিয়া আনা পুস্তকের উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত। পরের পুস্তক একবার মাত্র পড়িয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে, এজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাগুলি নোট বহিতে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ করায় তাঁহার স্বাভাবিকী স্থায়ী স্মৃতিশক্তি ক্রমশঃই অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার একাগ্রতা ও শ্রমস্বীকার গুণ তাঁহাতে যেরূপ পূর্ণ মাত্রায় ছিল তাহাতে পাঠ্য পুস্তকের

* স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বংবস্তে স্বংদদাতি চ
আনৃশংস্যাদ্‌ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ

এইরূপ অসদ্ভাব তাঁহার পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষ মঙ্গলেরই কারণ হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে।

অনেক সদাশয় ইউরোপীয় ভদ্রলোক এই সময়ে দেশীয় ছাত্রগণের প্রতি বিশেষরূপ মমতা ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন। উহাঁদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেবই ঐ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হেয়ার সাহেবের গুণে তৎকালের সকল ছাত্রেরই অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতিভক্তি ও ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তাঁহার চিত্তও যে প্রকৃতই বালকেরচিত্তের ন্যায় সরল, সুতরাং বালকের চিত্তাকর্ষণের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, নিম্ন-লিখিত দুইটি ঘটনার উল্লেখে তাহা সুপরিস্ফুট হইবে।

হেয়ার সাহেব প্রায় নিত্যই হিন্দু কলেজ দেখিতে আসিতেন। অনেক সময়ে টিফিনের ঘণ্টায় তিনি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলেদের সহিত খেলা করিতেন, কত কি খেলিবার জিনিস তাহাদিগকে দিতেন এবং তাহাদের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ছেলেদের লইয়া একটি দল বাঁধিয়া পারিতোষিক বিতরণের সময় তাহাদিগের দ্বারা কবিতা আবৃত্তি করাইবার জন্য তদুপযোগী শিক্ষা তাহাদিগকে প্রদান করিতেন। ঐ সময়ে ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা) উক্ত কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। সাহেব একদিন আসিয়া বালক যতীন্দ্রকে ক্লাসের বেঞ্চ হইতে একেবারে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন, এবং সেই অবস্থায় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখনকারই কি, আর এখনকারই কি, অন্য কোন ইংরেজের মনে 'নেটিভ' বালক সম্বন্ধে এতটা মমতা দেখা যায় না।

অপর একদিন হেয়ার সাহেব রামচন্দ্র বাবুর ক্লাসের ছেলেদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় সাহেব যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিলে রামচন্দ্র বাবু ছেলেদের চুপি চুপি বলিয়া দিলেন,

"তোরা সাহেবের কাছ থেকে প্রাইজ চেয়ে নে।" ঐ কথায় যাহাদের পরীক্ষার ফল ভাল হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ভূদেব বাবু, ও আর তিনটি ছেলে স্কুলের ছুটীর পর সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাহেব আমাদের প্রাইজ কই?" সাহেব নিজের স্কুলে গেলেন; ছেলেরাও তাঁহার সহিত তাঁহার স্কুলে গেল। সাহেব রাত্রিতে উক্ত স্কুল বাড়ীরই একটা কামরায় থাকিতেন। রাত্রি ক্রমে অধিক হইল, কিন্তু ছেলেরা তথাপি সাহেবকে ছাড়িল না। সাহেব বলিলেন, "যা প্রাইজ কিসের, প্রাইজ দোবো না, বাড়ী যা।" কথাগুলি কিন্তু এরূপ ভাবে বলিলেন যে, তাহাতে কাহারও নিরুৎসাহ বা অসন্তোষ হইল না। সাহেবের কথায় কোন ছেলেই চলিয়া গেল না। সাহেব তখন প্রত্যেকের কোথায় বাড়ী ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। কথায় বার্ত্তায় রাত্রি ক্রমে অধিক হইয়া পড়িল। সাহেব তখনও বলিলেন, "প্রাইজ আমার কাছে পাবে না, তোমরা বাড়ী চলিয়া যাও।" ছেলেরা বলিল, "প্রাইজ না পেলে, সাহেব, আমরা কেহই বাড়ী যাব না।" সাহেব বলিলেন, "যাবে না!" এই বলিয়া ফুঁ দিয়া ঘরের আলো হঠাৎ নিবাইয়া দিলেন এবং মেজের উপর বসিয়া হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া ছেলেদের ভয় দেখাইতে লাগিলেন। ছেলেরা তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, "ওরে সাহেব মরে ভূত হোয়েচে, আয়, ভূত ধরি আয়।" সেইঘরে দড়ি ছিল। যেমন করিয়া, ঘোঁড়া ধরে সেইরূপ করিয়া ছেলেরা দড়ি দিয়া ঘিরিয়া সাহেবকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে কোণের দিক হইতে হুঁ হুঁ শব্দ আসিতেছিল, শব্দানুসারে সেই কোণের দিকে যাইয়া ছেলেরা সাহেবকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সাহেব দড়িতে বদ্ধ হইয়া মেজেতে পড়িয়া আছাড়ি পাছাড়ি করিয়া শব্দ করতঃ সত্য সত্যই যেন ঘরে ভূতের উপদ্রব হইতেছে এইরূপ অভিনয় করিতে লাগিলেন।

ছেলেরা সাহেবকে ছাড়িল না, বরং মালীকে ডাকিয়া একটা আলো আনিতে বলিল। সাহেব তখন উঠিয়া পুনরায় বলিলেন, "তোমরা যাবে না?" ছেলেরা বলিল, "যাব কেন সাহেব, আমরা ভাল পড়া বল্‌তে পেরেছি তুমি ত বলেছ। তবে আমাদের প্রাইজ দেবে না কেন? ঐ ত তোমার লাইব্রেরীতে কত বই রয়েচে, আমাদের প্রাইজ দাও, আমরা যাচ্ছি।" সাহেব ছেলেদিগকে নাছোড় দেখিয়া একখানি বই আনিয়া যাহার বাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে তাহাকে দিলেন; "যাও, আর আমি কাহাকেও দিব না।" আবার পীড়াপীড়ি করায় সাহেব আর একখানি বই আনিয়া অবশিষ্ট তিন জনের মধ্যে যাহার বাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে তাহাকে দিলেন। সে চলিয়া গেল। দুইজন তখনও রহিল। পুনরায় জেদ করায় সাহেব আর একখানি বই আনিলেন। বাকী দুই জনের মধ্যে ভূদেব বাবুর বাড়ীই অধিক দূরে। সে বইখানি সেজন্য তিনি পাইলেন না। তিনজনে প্রাইজ পাইয়া চলিয়া গেল। ভূদেব বাবু একেলা পড়িলেন। রাত্রি তখন ১১টা। সাহেব এতক্ষণ ছেলেদের লইয়া এই সকল কাণ্ড করায় তাঁহার আহারাদি তৎকাল পর্য্যন্ত হয় নাই। তিনি তখন আর একখানি বই আনিয়া ভূদেব বাবুকে দিয়া বলিলেন, "যাও।" তিনি বইখানি লইয়া আহ্লাদে বাটী চলিয়া আসিতে লাগিলেন। হরীতকী বাগান সাহেবের বাড়ী হইতে অনেক দূরে। কলিকাতার রাস্তায় তখন কোন রকম আলো দেওয়া হইত না এবং তখন অত রাত্রিতে রাস্তা দিয়া লোকজনও বড় যাতায়াত করিত না; পথে চৌরাদিরও একটু ভয় ছিল। যাহা হউক, বালক ভূদেব (ভীত হইলে লোকে যেরূপ করে) পশ্চাৎদিকে একবারও না ফিরিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে হরীতকী বাগান গলিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। যখন মোড় ফিরিলেন, তখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম মনে করিয়া তাঁহার

সাহস হইল। ঐ সময়ে পশ্চাৎ ভাগে ফিরিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন। বোধ হইল যেন একজন সাহেব আসিতেছে। হেয়ার সাহেবই আসিতেছেন মনে করিয়া তিনি একটা বাড়ীর আড়ালে দাঁড়াইলেন। বস্তুতঃ হেয়ার সাহেবই আসিতেছিলেন। তাঁহার বাড়ী হইতে সেই অন্ধকার রাত্রিতে একেলা অল্পবয়স্ক ছেলেকে অনেকটা পথ যাইতে হইবে ভাবিয়া সাহেব অজ্ঞাতভাবে পাছে পাছে তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিতে আসিতেছিলেন। সাহেব পূর্ব্বেই জানিয়া লইয়াছিলেন যে, ছেলেটীর বাড়ী পৌছিতে গলির ভিতর অনেকটা যাইতে হয়। এক্ষণে গলির মোড়ে ছেলে সাহেবের দৃষ্টির বহির্ভূত হওয়ায় সাহেব যেন একটু চিন্তিত হইয়াই দ্রুত পাদবিক্ষেপে গলির ভিতরে অগ্রসর হইলেন। বালক তখন একেবারে সাহেবের হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "সাহেব, ধরেছি, তুমি আমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে আস্‌ছিলে।' সাহেব হাত ছাড়াইয়া লইলেন এবং 'তুমি শীঘ্র বাড়ী যাও'। বলিয়া চলিয়া গেলেন। বিদেশী ইংরেজের পক্ষে বাঙ্গালীর ছেলের জন্য এরূপ যত্ন এখন যেন অসম্ভব ঘটনা বলিয়াই মনে হয়।

১৮৪০ অব্দে ভূদেব বাবু রামচন্দ্র বাবুর শ্রেণী হইতে একেবারে জোন্স সাহেবের শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। মধ্যে ম্যাথিউস সাহেবের শ্রেণীতে আর তাঁহাকে পড়িতে হইল না। ইহার পর বৎসর ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। হালফোর্ড সাহেব ঐ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন।

কলিকাতার ঠাকুর বংশের জনৈক প্রভূত ধনবান্ ব্যক্তি এই সময়ে একদিন ভূদেব বাবুকে কলেজে দেখিতে পান এবং কোন পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা তাঁহাকে আপন বাটীতে ডাকাইয়া আনেন। সেখানে সকলেই তাঁহার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করেন। ঠাকুর বংশীয়েরা পিরালী নামে খ্যাত এবং সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজে অবাধে বিবাহাদি উহাঁদের চলে না। কিন্তু

উহারা বিদ্যানুরাগী এবং সৎপাত্রে কন্যাদান জন্য বিশেষ যত্নশীল। সেজন্য লেখা পড়ায় ভাল সুকান্তি গরিব কুলীনের ছেলের সন্ধান পাইলে সরল ভাবে ছেলের পিতা মাতাকে কৌলিন্যমর্য্যাদা স্বরূপ অর্থাদি দ্বারা তুষ্ট এবং সম্মত করিয়া সেই ছেলেকে বাড়ী গাড়ি ধনরত্ন সহ কন্যা দান করিতেন। ভূদেব বাবুকে দেখিয়া বাটীর সকলের বিশেষ পছন্দ হইলে, সেই ধনী ব্যক্তি তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট ভূদেব বাবুর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। বিবাহের প্রস্তাব হইতে পারে এরূপ কোন আভাষ না পাইয়াই ভূদেব বাবু তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন। সে যাহা হউক নিজের বা পুত্রের আর্থিক সুবিধার বা সাংসারিক অভাব নিরাকরণ জন্য কুলপ্রথা ভ্রষ্ট যাঁহারা হইতে পারেন, তর্কভূষণ মহাশয় সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না; তিনি প্রস্তাবটী তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ কালেই কলিকাতা বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের ৺পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ভূদেব বাবুর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই বিবাহ যে কিরূপ সুফল ফলিয়াছিল তাহা ভূদেব বাবুর লিখিত পারিবারিক প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[হস্ত-লিখিত ইংরাজী-পত্র 'প্রাইভেট অবজারভার' জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্তি, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ইংরাজ শিক্ষকদিগের যত্ন এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি, ইংরাজী প্রবন্ধের জন্য ৺রামগোপাল ঘোষের মেডাল]

পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভূদেব বাবু স্বশ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের পাঠের জন্য ইংরাজী ভাষায় একখানি সংবাদ-পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। পত্রখানির নাম দেওয়া হইয়াছিল, "প্রাইভেট অবজারভার" (গুপ্তপরিদর্শক)। ভূদেব বাবুই উহার সম্পাদক, তিনিই প্রকাশক, তিনিই কম্পোজিটর, তিনিই সব। অর্থাৎ সংবাদ-পত্রের ধরণে ভূদেব বাবু একখানি কাগজে নানা কথা ইংরাজীতে হাতে লিখিয়া ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে হাতে হাতে চালান করিয়া দিতেন। একজনের দেখা হইয়া গেলে আর একজন দেখিত্। এই পত্রিকায় তাঁহার সমপাঠীদিগের সম্বন্ধে মন্তব্য থাকিত। একবার কোন সমপাঠী শিক্ষকের নিকটে তাঁহার নামে নালিস করিয়া বলিল, "ভূদেব নিজের খবরের কাগজে আমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছে।" ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "কটূক্তি করা হয় নাই, স্পেক্টেটরের অনুকরণ করা হইয়াছে।" পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার ফল বুঝিয়া শিক্ষক সন্তোষ প্রকাশই করিলেন।

পঠদ্দশায় ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার এইরূপ সংবাদ-পত্র পরিচালনের অভ্যাস উত্তর কালে প্রকৃত সংবাদ-পত্রের সুদীর্ঘকালব্যাপী সম্পাদকতায় পরিণত

হইয়াছিল। শিশুই ক্রমে বড় হইয়া মানুষ হয়—শৈশবের অঙ্কুরই ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে।

হ্যালফোর্ড সাহেবের শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি একদিন ক্লাসের অনুশীলনী পরীক্ষা দিতেছিলেন; ছাত্রগণ সকলেই টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতেছে; সাহেব ঐ স্থানে ইতস্ততঃ পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ ভূদেব বাবুর হাত হইতে কলমটী পড়িয়া গেল। তিনি নিজে উহা কুড়াইয়া লইবার পূর্ব্বেই সাহেব কলমটী তুলিয়া লইয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি কলম লইয়া নিঃশব্দে আবার লিখিতে লাগিলেন। সাহেব ভূদেব বাবুকে ভাল বাসিতেন। ক্লাস ঘুরিয়া আবার তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ভূদেব তুমি আমাকে 'থ্যাঙ্ক' দিলে না?" বালক ভূদেব শিক্ষকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে?" শিক্ষক বলিলেন, "কেন, আমি যে তোমার কলম কুড়াইয়া দিলাম!" কলম কুড়াইয়া দিলে যে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলিতে হইবে তাহা ভূদেব বাবুর বিধিনিষেধসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-মধ্যে ছিল না। "নিত্য কৰ্ম্ম এবং সাধারণ কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম করিলে পুণ্য অর্জ্জন হয় না, কিন্তু ঐ সকল না করিলে প্রত্যবায় হয়,—ব্রাহ্মণের এই উচ্চাদর্শের কথাই তিনি সর্ব্বদা বাড়ীতে শুনিতেন। এই জন্য তিনি সাহেবের কথা প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই! অবশ্য এ ক্ষেত্রে ভূদেব বাবুর সিদ্ধান্তটী যে একটু বালক-স্বভাবসুলভ একদেশদর্শী এবং কাঁচা ছিল ইহা নিশ্চিত। দেশীয় রীত্যনুসারে 'থ্যাঙ্ক ইউ' অগ্রাহ্য হইলেও ইউরোপীয় শিক্ষকের প্রতি উহা প্রযুজ্য; যেহেতু সেস্থলে উহার ব্যবস্থা না করিলে তিনি ক্ষুব্ধ হইবেন। বিদেশীয়ের সহিত বৈদেশিক ভাষায় কথাবার্ত্তাস্থলে 'থ্যাঙ্ক ইউ' কথাটী শিষ্টাচারসম্মত। পরে ইহা বুঝিয়া ভূদেব বাবু সেইরূপই চলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তখন সাহেবের কথার উত্তরে সরল মনে আপনার

স্থির সিদ্ধান্তের অনুযায়ী বলিলেন, "কেন ধন্যবাদ দিব, আপনি ত কর্ত্তব্য মাত্র করিয়াছেন।"

সাহেব একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন ; ভাবিলেন, এ ছেলে ত অশিষ্ট নয়, তবে আজ এরূপ কথা বলিতেছে এবং এরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন? শুধু শুধুই আমাকে অপমান করিতে চাহে না কি? সাহেবের মুখ লাল হইল। বলিলেন, "কলম কুড়াইয়া দেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম?" ভূদেব বাবু সরল মনে বলিলেন, "সকলকে সকল বিষয়ে সকল সময়ে একটু সাহায্য করা কি সকলেরই কর্ত্তব্য নয়?" সাহেব তখন ছাত্রের সরল মন ও অন্তঃকরণের উচ্চ আদর্শ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

বিদেশীয় চালচলনাদির প্রতি এইরূপ বীতস্পৃহভাব তিনি বরাবরই পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সরকারী কাজকর্ম্মে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত সংস্রব সময়ে যেটুকু শিষ্টাচারসম্মত তিনি তাহাই করিতেন, তদতিরিক্ত কিছু করিতেন না। হাইকোর্টের কোন সুপ্রসিদ্ধ উকিল এক সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে "লোকটার চলনটাতেও ইংরাজীর ধাঁজ নাই।"

ইংরাজ কিরূপে বসে, কিরূপে চলে, কিরূপে কথা কয়, তাহা শিক্ষা এবং অনুকরণ করিবার জন্য ইংরাজী-শিক্ষিত অনেকেই লালায়িত। তিনি সে সকল বিষয় কখন লক্ষ্য করিতেন না।

ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রায়ই একটু হুট্ মুট্ করিয়া চলিয়া থাকেন ; ভূদেব বাবু সমস্ত মাটী মাড়াইয়া চলিতেন। বেহার সার্কেলে যখন তিনি ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া যান তখন তাঁহার ধরণ দেখিয়া তত্রত্য অনেক লোকে বলাবলি করিয়াছিল, "এবারে আমাদের যে ইনস্পেক্টরটী আসিয়াছেন, তিনি ইংরাজী জানেন বলিয়া বোধ হয় না।"

হিন্দু কলেজে ষষ্ঠ ও পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই ভূদেব বাবু পাঠাভ্যাসে বিস্তর পরিশ্রম করিতেন। আহারের মধ্যে প্রাতে গণিয়া ১৪ গ্রাস ভাত এবং রাত্রে একটু সাগুমাত্র আহার করিতেন। এইরূপ লঘু আহার করায় তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতে পারিতেন; কোনরূপ অসুখ বোধ হইত না। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে আতপ তণ্ডুল, গব্য ঘৃত ও দুগ্ধের অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং এরূপ অল্প আহারেও তাঁহার শরীর-রক্ষায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

তাঁহার পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন-কালে তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় একটী বিশেষ বার্ষিক বৃত্তি ত্যাগ করায় ভূদেব বাবুর স্কুলের বেতন অনেক বাকী পড়ে। মাইকেল মধুসূদনের জীবনীতে প্রকাশিত পত্রের একস্থলে এই মাহিয়ানা বাকী পড়ার সম্বন্ধে ভূদেব বাবু নিজেই বলিয়াছেন—

"—মধুসূদন ও আমি, আমরা উভয়ে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ১৬ মাসের ৮০৲ ফি বাকী পড়ে। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দু কলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না। অগত্যা আমার হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, 'তুমি নাকি হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ করিবে?' আমি বলিলাম 'হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ; পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।'

"এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, 'কেন ভাই টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে; আমি ত মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।' ঐ বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য

প্রস্তুত হইতে ছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায় আমাকে মধুর অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম তাহা নহে; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।”

হিন্দু কলেজে তখন দুইটি বিভাগ ছিল—একটি সিনিয়র বিভাগ, অপরটি জুনিয়র বিভাগ। প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সিনিয়র বিভাগ এবং ষষ্ঠ হইতে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত জুনিয়র বিভাগ।

এই সময়ে সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এবং কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বিশেষ দরখাস্ত দিয়া ভূদেব বাবু এবং তাঁহার চারিজন সহপাঠী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, শ্যামাচরণ লাহা, এবং বঙ্কুবিহারী দত্ত—পঞ্চম শ্রেণী হইতেই জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইলে দেখা গেল যে, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জগদীশনাথ রায় (ইনিই পরে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন) প্রথম এবং ভূদেব বাবু দ্বিতীয় হইয়া বৃত্তি পাইয়াছেন।

অতঃপর ভূদেব বাবু এবং উক্ত চারিজন সহপাঠী পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

একেবারে তিন শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পঞ্চম হইতে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নয়ন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে এই প্রথম এবং এই শেষ। তৎসম্বন্ধে বাবু বঙ্কুবিহারী দত্ত যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—

“আমরা পাঁচজন ছাত্রে মিলিয়া কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবকে এই

বলিয়া দরখাস্ত করি যে, আগামী বাৎসরিক পরীক্ষায় আমরা চতুর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের সহিত একত্রে বৃত্তি পরীক্ষা দিব। কাপ্তেন সাহেব ইতিপূর্ব্বে আমাদের সংবাদ পত্র দেখিতেন। বোধ হয় তিনি আমাদিগকে নিতান্ত অযোগ্য ছাত্র মনে করিলেন না, এবং আমাদের শিক্ষক হ্যালফোর্ড সাহেবও আমাদের প্রস্তাবের অনুমোদন করায় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরাও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পাইল। নচেৎ প্রথমে কথা উঠিয়াছিল যে শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রেরাই জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পাইবে। সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড রায়ান উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এবং সুপ্রীম কৌন্সিলের মেম্বর ক্যামিরণ সাহেব প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারিগণ তখন কলেজের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা পাঁচজনেই সফল-মনোরথ হইলাম। সকলেই আমাদিগকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, এবং কাপ্তেন সাহেব যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

"কিন্তু এখানে একটা কথা বলা ভাল যে, তখনকার পরীক্ষা এখনকার পরীক্ষার মত ছিল না। তখন পাঠ্যপুস্তকের যে অংশ শিক্ষকেরা ছাত্রগণকে শিখাইতেন না, অধিকাংশ স্থলে সেই অংশ হইতেই প্রশ্ন করা হইত। ইহাতে ছাত্রদের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় যে অধিক পাওয়া যাইত, তাহার সন্দেহ নাই। সাহিত্যের আদরই অধিক ছিল, এবং সাহিত্যের প্রকৃত প্রস্তাবে অনুশীলন হইত; এখনকার মত নানা বিষয়ের একটু একটু লইয়া খিচুড়ি পাকান হইত না। পরীক্ষার দিন শিক্ষকেরা কলেজে আসিতে পাইতেন না, দ্বারে গোরা কনষ্টেবল পাহারা থাকিত।"

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীযুক্ত গৌরদাস বসাক মহাশয়ের লিখিত যে ইংরাজী

পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার স্থলবিশেষ পাঠ করিয়া দেখিলে তখনকার দিনে হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালী যে ইদানীন্তন শিক্ষা-প্রণালী হইতে কতকটা বিভিন্ন ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উক্ত পত্রের সেই স্থলটুকুর মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ঃ—

"মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার ভ্রাতা ৺শ্যামাচরণ লাহা মহাশয়ের শ্যালক চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দত্ত আমাদের সহাধ্যায়ী ছিলেন। বঙ্কুর ন্যায় ভাল ইংরাজী লিখিতে কলেজের অনেকেই পারিতেন না। ইংরাজী ভাষায় পদ্য লিখিতে মধুসূদনের তুল্য ক্লাসে আর কেহ ছিল না। মধুসূদনের ইংরাজী লেখা প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগেরও ঈর্ষ্যার বিষয় ছিল। বঙ্কু মধুসূদনের সহিত প্রতিযোগিতায় সংবাদ পত্রে ইংরাজীতে গদ্য প্রবন্ধ লিখিত। কিন্তু গণিত ও ইতিহাস তাহার নিতান্ত অল্প জানা ছিল। একবার পরীক্ষার সময়ে বঙ্কু গণিতের একটি প্রশ্নেরও উত্তর লিখে নাই, লিখিতে চেষ্টাও করে নাই। ইতিহাসের কেবল একটী প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছিল। কিন্তু সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ সম্বন্ধীয় সেই একটি প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষকগণ এতাদৃশ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে, বঙ্কু সেই পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র উন্নীত হইয়াছিল, বঙ্কুও তাহার মধ্যে একজন ছিল।

"ইংরাজী লেখক আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চন্দ্রও গণিত নিতান্ত কম জানিত। গণিতের পরীক্ষা হইলেই ভোলানাথ ও তাহার আর কয়েকজন সহযোগী কলেজ হইতে সরিয়া পড়িত। সাধারণ শিক্ষাকমিটীর প্রেসিডেণ্ট সার এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব এই বিষয় জানিতে পারিয়া উহাদের সকলকেই গণিতের পরীক্ষা-দানে বাধ্য করেন। তদবধি ভোলানাথ গণিতের পরীক্ষা দিত, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারিত না;

অধিকাংশ স্থলে সাদা কাগজ দিয়াই চলিয়া আসিত। কিন্তু এরূপ হইলেও ভোলানাথ কলেজের প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকেই ঐ পুরস্কার দেওয়া হইত। তখনকার হিন্দু কলেজের শিক্ষা এখনকার ন্যায় কেবল মুখস্থ বিদ্যায় পর্য্যবসিত ছিল না।"

বঙ্কু বাবু বলিয়াছেন যে, তিনি এইরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলে, অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেব তাঁহাকে বলেন, "বঙ্কু, আর তোমার বড় সুবিধা হইবে না; এখন হইতে গণিত প্রভৃতি বিষয় লইয়া একটু নাড়াচাড়া বেশী হইতে থাকিবে; তোমার এখন কলেজ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" বঙ্কু বাবুও তাহাই করিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু হ্যালফোর্ড, বার্ণার্ড, মিডল্‌টন, ক্লিণ্ট, কাপ্তেন রিচার্ডসন প্রভৃতি কলেজের অপরাপর যে সকল অধ্যাপকগণের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে সবিশেষ ভালবাসিতেন এবং তিনিও সকলকে যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

ভূদেব বাবুর প্রতি তাঁহার শিক্ষকগণের যত্ন ও ভালবাসার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ভূদেব বাবু যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় একদিন তিনি কলেজে আসিয়া দেখিলেন কলেজ বসিবার তখনও একটু বিলম্ব আছে। তাঁহার শরীরটা সেদিন তত ভাল ছিল না। তিনি অধ্যাপক সাহেবদিগের কামরায় যাইয়া একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া মনে করিলেন, একবার হাতপাগুলা ছড়াইয়া লইবেন। কিন্তু শরীর অবসন্ন ছিল বলিয়া শুইবামাত্রই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। হ্যালফোর্ড সাহেব যথাসময়ে কামরায় আসিয়া দেখেন, ভূদেব বাবু ইজি চেয়ারে শুইয়া ঘুমাইতেছেন—দেখিয়া অমনি আস্তে আস্তে দরজাটী

বন্ধ করিয়া দিয়া বেহারাকে বলিয়া আসিলেন, "দেখিও, ছেলেটীর যেন কোন রকমে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়।" এই কথা বলিয়া দিয়া তিনি ক্লাসে আসিলেন। বেলা দেড়টার সময় অধ্যাপকগণ টিফিন খাইতেন। যথাসময়ে তাঁহারা টিফিন করিবার জন্য কামরার নিকট যাইয়া বেহারার কথায় জানিলেন যে, ভূদেব বাবু তখনও ঘুমাইতেছেন। সাহেবেরা তখনও তাঁহার ঘুম না ভাঙ্গাইয়া সকলেই আপন আপন ক্লাসে বসিয়া টিফিন করিলেন। বেলা দুইটার সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং নিদ্রাবস্থায় যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তিনি বড়ই লজ্জিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি বেশী পরিশ্রম কর, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া অধ্যয়ন কর, তোমার যে একটু ভাল ঘুম হইয়াছে তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।" —"এখনকার কালের ইউরোপীয় অধ্যাপকেরা এদেশীয় ছাত্রের প্রতি এরূপ যত্ন প্রদর্শনের কথা কি কখন স্বপ্নেও মনে করেন?

কাপ্তেন রিচার্ডসনের স্মরণার্থ ১৮৯৩ অব্দে একটি কমিটী সংগঠিত হইবার কথা হয়। কমিটীর প্রথম অধিবেশনে ভূদেব বাবুকে মেম্বর স্বরূপে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি এই সূত্রে কাপ্তেন রিচার্ডসন এবং তখনকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে ইংরাজিতে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার ইউরোপীয় শিক্ষকদিগের প্রতি তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং আনুষঙ্গিক আরও অনেক কথা জানা যায় বলিয়া বাঙ্গালায় ঐ কয়েক পংক্তির * মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

* "Captain Richardson's tall figure, placid countenance,

কাপ্তেন রিচার্ডসন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখখানি দেখিলেই মনে কেমন এক প্রকার প্রীতি জন্মিত। অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলি তাঁহার নয়ন দুটিতেই পরিস্ফুট হইত। তাঁহাকে দেখিলে সকলেরই মনে তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল ভাবের উদয় না হইয়া থাকিতে পারিত না। অধিকন্তু কবি ও গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি থাকায় তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে বিশেষ সম্মানই করিতেন।

তাঁহার সময়ে ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের সহিত ছাত্রদের সম্বন্ধ এখনকার কালের হইতে একটু ভিন্নরূপ ছিল। এখন ছাত্রেরা যেমন অধ্যাপকের প্রতি উপযুক্ত সম্মান-প্রদর্শনে বিরত, এবং অধ্যাপকেরাও ছাত্রদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহারে নিরত তখন সেরূপ ছিল না। এখনও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সমূহে অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তখনকার দিনে ইউরোপীয় শিক্ষক ও ছাত্রগণের সম্বন্ধ কতকটা তদনুরূপই ছিল।

কাপ্তেন রিচার্ডসনের, মেকলে, ক্যাম্যারণ, গ্রাণ্ট প্রভৃতি বড় বড়

---

tender eyes and noble presence created a favourable impression on all, while his reputation as a poet and author contributed not a little to the respect he commanded from his pupils. In his time the relationship of the European Professor and the Indian student was not characterised by harshness on the one side, and disobedience on the other, but rather resembled to some extent the relationship between *adhyapakas* and *chhatras* of the indigenous *tols.*

রাজকর্ম্মচারীদের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানপূর্ণ চিত্ত সর্ব্বদা দেশীয় ছাত্রগণের প্রতিই আকৃষ্ট থাকিত। তিনি ছাত্রগণ সংক্রান্ত সকল বিষয়েই আস্থা প্রদর্শন করিতেন।

তাঁহার সেক্সপিয়ার পড়ান অতি চমৎকার ছিল। এমনি ধরণে তিনি সেক্সপিয়ারের আবৃত্তি করিতেন যে, সেই আবৃত্তির গুণেই অধিকাংশ স্থলের অর্থ পরিস্ফুট হইয়া যাইত। দেশীয় ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার যে অসাধারণ সহানুভূতি ছিল, সেই সহানুভূতির বলেই তিনি পুস্তকের মধ্য হইতে ঐ সমস্ত ছাত্রগণের পক্ষে দুরূহ স্থলগুলি বাছিয়া লইতে সমর্থ হইতেন এবং সেই সকল স্থলের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন।

আজ কালের ন্যায় তখন কলেজে অধ্যাপক-সংখ্যার বাড়াবাড়ি ছিল না, সুতরাং একা রিচার্ডসন সাহেবই ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত

Captain Richardson was the personal friend of high officials, like Macaulay, Cameron and Grant, and yet his sympathetic and dutiful heart was always attached to his Indian students, and he could take interest in all their surroundings.

His teaching of Shakspeare was admirable. He used to read out in a way which cleared up the meanings of most passages, and the very words which were difficult for his Indian students, he used with a marvellous instinct, inspired by his deep sympathy, to take up for explanation. He used to teach mental philosophy, history, besides literature, the staff of Professors not being superabundant in those days. His salary was Rs. 600 per month, and that of the Professors did

মনোবিজ্ঞান এবং ইতিহাসও পড়াইতেন। তিনি মাসিক ছয় শত টাকা বেতন পাইতেন; অন্যান্য অধ্যাপকগণ পাঁচ শত টাকার অধিক কেহ বেতন পাইতেন না। ক্লিণ্ট সাহেবের ন্যায় গণিতাধ্যাপকও উহার অধিক বেতন পাইতেন না। কাপ্তেন রিচার্ডসন এবং অপরাপর অধ্যাপকগণ দেশীয়দিগের পাড়াতেই বাস করিয়া দেশীয় ছাত্রদিগের সংস্রবেই থাকিতেন। 'ক্লবে' কেবল উচ্চপদস্থ সরকারী ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত আর সকলের সহিতই একেবারে সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছিন্ন-সংস্রব হইয়া থাকিতেন না।

ছুটির দিনে কখন কখন রিচার্ডসন সাহেব আপন ছাত্রগণকে বাড়ীতে আহ্বান করিয়া আনিতেন। তিনি ছাত্রদিগকে বাড়ীতে আনিয়া খাওয়াইতেন। ঐ সময়ের ইউরোপীয়েরা আমাদের দেশীয় রীতিনীতিগুলির প্রতি এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রিচার্ডসন

---

not exceed Rs. 500 per month. Even such a mathematician as Mr. Clint did not get more. Captain Richardson and all the other Professors used to live in the Native quarter of the town in touch with their Indian pupils, and not in clubs quite cut off from all but high European officials. The Captain used to invite his pupils to his house on holidays. He would give the boys a treat on such occasions. The Europeans used to hold the customs of the country in greater respect in those days than they are willing to do now, and nothing, touched by European hands, was ever offered to Hindu boys by their entertainers in those days. True gentlemanly instinct ever kept the Captain from attacking either by

সাহেব ছাত্রদিগকে খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ছাত্রদিগকে দিতেন না। তাঁহার একান্ত সুভদ্র প্রকৃতি হেতু—কাজে করা দূরে থাকুক—কথাতেও তিনি কখন দেশীয়গণের রীতিনীতির প্রতি আক্রমণ করিতেন না।

প্রকৃত কথা এই যে কাপ্তেন রিচার্ডসনের এবং তখনকার অপরাপর অধ্যাপকবর্গের এদেশীয় লোকের প্রতি যে প্রকৃত সহানুভূতি ছিল, সেইরূপ সহানুভূতি থাকিলে তবে বিদেশীয়েরা আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন হিন্দু-জাতির নিকট হইতে সম্মান ও ভালবাসা পাইতে পারেন।"

ভূদেব বাবুর সহপাঠিগণের মধ্যে অনেকেই সমধিক সংখ্যায় পুস্তক পাঠ করিতেন। কলেজ লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়িয়া ফেলিব মাই-কেল মধুসূদন দত্তের এরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল। দুই বন্ধুতে কে কত পড়িলেন উভয়ে মিলিয়া তাহার হিসাব করিতেন। ভূদেব বাবু এই সম্বন্ধে (মাইকেলের জীবনীতে প্রকাশিত তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে) লিখিয়াছেন :—

"পঞ্চম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েকজন সহপাঠী—আমরা একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য পূর্ব্বের ন্যায় তখনও অক্ষুণ্ণ। ইংরাজী কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত,

word or action the ways of the people, from whom his pupils came. In fact, Captain Richardson and his colleagues had that genuine sympathy for the people of this country, which alone can win honour and love from a self-respecting race like the Hindus."

কিন্তু আচার-ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথাবার্ত্তা হইত না; সে সকল বিষয় আমার নিকট সে সযত্নে গোপন রাখিত। কখন কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।" *

হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে দুই জন ছাত্র ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবে, ৺ রামগোপাল ঘোষ মহাশয় সেই দুই জনকে দুইটি মেডাল পারিতোষিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। প্রথম পারিতোষিক সোণার মেডাল। দ্বিতীয় পারিতোষিক রূপার মেডাল।

ভূদেব বাবু তখন উক্ত কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্রবর্গ বাঙ্গালীর প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইলেন! প্রকৃত প্রস্তাবে তখনকার 'ইয়ং-বেঙ্গল দল' যাহা কিছু ইউরোপীয় তন্মাত্রেরই পোষকতা করিতেন; দেশীয় সকল বিষয়ই যেন তাঁহাদের নিকট ঘৃণার বস্তু ছিল! দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রও পরীক্ষা দিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিল; মধুসূদন দত্তও সেই মতে মত দিলেন। ভূদেব বাবু কিন্তু উক্ত পরীক্ষা দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার চরিত্রের সারবত্তা এই সময়ের কার্য্য সমূহেও

* লর্ড ক্যানিংয়ের সহপাঠী এবং বন্ধু আর্ল গ্রানভিলও এইরূপ নিজের অ কোন প্রকার অপকর্ম্মের কথা লর্ড ক্যানিংয়ের কাছে প্রকাশ করিতেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন, I would not willingly have told him of things of which I was ashamed." অর্থাৎ যে কাজ করিয়াছি বলিয়া আমি নিজেই মনে মনে লজ্জিত হইতাম তৎসম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুখ ফুটিয়া কোন কথা তাঁহাকে বলিতে পারিতাম না। Canning—Rulers of India Series.

সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই সময় হইতেই তিনি ইংরাজী শিক্ষার তুঁষ ঝাড়িয়া লইতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিপ্রীতিও তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে অসম্মত সমপাঠিগণের সকলকেই তিনি বুঝাইয়া বলেন যে বাঙ্গালীর প্রদত্ত পুরস্কারের প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে অসম্মত হওয়া উচিত নহে; রামগোপাল ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালী—স্বদেশবাসী। স্বদেশবাসীর মানেই তাঁহাদের সকলের মান; আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিলে স্বদেশবাসীর অমর্য্যাদা কিরূপে করা যাইতে পারিবে?

ভূদেব বাবুর কথায় তাঁহার সহপাঠী দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল ছাত্রই উক্ত পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় মধুসূদন প্রথম হইয়া সোনার মেডাল পাইলেন ভূদেব বাবু রূপার মেডাল পাইলেন। মধুসূদনের ইংরাজী ভাষা অতি সুন্দর লেখা হইয়াছিল, ভূদেব বাবুর রচনা অধিকতর সারগর্ভ হইয়াছিল, কিন্তু মধুসূদনের ইংরাজী অতি সুন্দর এবং ঠিক সাহেবী ধরণের হইয়াছিল।

এই প্রতিযোগী পরীক্ষা সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছেন *—

"মধু যে সকল বিষয় আমাকে খুলিয়া বলিত, তাহারও অনেক বিষয় লইয়া আমাদের মতভেদ হইত, কিন্তু প্রায়ই ওরূপস্থলে মধু শেষে আমার মতই গ্রাহ্য করিত। একবার কলেজে ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা হইবার কথা হয়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িতাকে বাবু রামগোপাল ঘোষ পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধু প্রথমে

---

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদনের জীবনীর পরিশিষ্টে ভূদেব বাবুর লিখিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধীয় পত্র।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত মিলিয়া ঐ পরীক্ষা দিতে অসম্মত হইল; বলিল, "বাঙ্গালীর দত্ত পুরস্কারের জন্য আবার পরীক্ষা দিব কি?" আমি বলিলাম, "মধু, ও কথা ঠিক নয়, বাঙ্গালীর পুরস্কার বলিয়াই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।" * মধু শেষে স্বীকার পাইয়া উক্ত পরীক্ষা দেয় এবং পরীক্ষায় আমরা উভয়ে পুরস্কার পাই—মধু পায় সোনার মেডেল, আমি পাই রূপার মেডেল।

ভি এল রিজ সাহেব এই সময়ে হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্লাসে ভূদেব বাবু ও মধুসূদন একস্থানে বসিতেন। অঙ্কশাস্ত্র মধুসূদনের চক্ষে বিষবৎ বোধ হইত! তিনি গণিতের সময়েও ক্লাসে ইংরাজী কবিতা পুস্তক পড়িতেন অথবা নিজে কবিতা-রচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। গণিতে

* স্বদেশীয়ের প্রতি ইংরাজী-শিক্ষিতদিগের এই তাচ্ছল্য ভাব সম্বন্ধে উত্তরকালে ভূদেব বাবু সামাজিক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার একটু উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। "কোন জিলায় একটী কৃতবিদ্য" মুনসেফ হইয়া তথাকার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব এবং ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, সকলেরই বাটী বাটী গিয়া তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা এবং বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল ঐ নগরে যে একটী মহারাজা থাকিতেন তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, প্রত্যুত দেশীয় বড় লোকেরই নিকট গমন করেন নাই। নিজেই অপ্রাসঙ্গিকরূপে ঐ কথার উত্থাপন করিলে, ওরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "রাজা বেটা কি করিতে পারে? আর দেশীয় লোকেই বা কি করিতে পারে?" "কৃতবিদ্য"টির সাম্যজ্ঞান এবং সৌজন্য-বোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়া গিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম।

২। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবিফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত।"

পরীক্ষা ভাল না দিতে পারিলে মোট নম্বর অধিক হওয়া সম্ভব নয়। মধুসূদন অঙ্ক শিখিবার জন্য একটুও মনোযোগ দিতেন না দেখিয়া ভূদেব বাবু বড় ক্ষুব্ধ হইতেন। বন্ধুর যাহাতে পরীক্ষার ফল ভাল দাঁড়ায় তজ্জন্য অঙ্ক শিখিবার দিকে তাঁহার প্রবৃত্তি কতকটা উদ্রিক্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া একদিন ভূদেব বাবু বলিলেন, "নিউটন ইচ্ছা করিলে সেক্সপীয়রের ন্যায় কবি হইতে পারিতেন, কিন্তু সেক্সপীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন না; গণিতে অধ্যবসায়ের এবং দৃঢ়রূপ মনঃ সংযোগের একান্ত প্রয়োজন।"

ভূদেব বাবু কবিত্বকে কখন অনাদর করেন নাই এবং গণিতেরও অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার সংস্কৃত নাটক সমালোচন এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িলে তিনি যে কিরূপ অন্তরের সহিত কবিত্বের রসাস্বাদ করিতেন তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। তবে বন্ধু পঠদ্দশাতেও কবিতা লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকায় পরীক্ষায় যে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিতেন না, সেই ক্ষোভেই তিনি বন্ধুকে চিড়াইবার জন্য বলিয়াছিলেন যে, গণিত শাস্ত্র যাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন তাঁহাদের মস্তিষ্কের এত উৎকর্ষ হয় যে, তাঁহারা অপর সকল বিষয় সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন। পরিশ্রমসাধ্য ন্যায়দর্শন শিক্ষা এবং "অলসের কার্য্য" কবিতা রচনা সম্বন্ধে ঐরূপ একটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

কবিত্ব কিমহো তুচ্ছং চিন্তামণি মনীষিণঃ।
নিপীত কালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনং॥

চিন্তামণি (ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ) শিক্ষিতদিগের পক্ষে কবিত্ব অতি তুচ্ছ বিষয়; কালকূটপায়ী মহাদেবের পক্ষে অহিখেলন যেরূপ অনায়াসসাধ্য বিষয়, ইহাও তদ্রূপ।

প্রকৃত প্রস্তাবে "কবিত্ব" তুচ্ছ বিষয় নহে। নৈয়ায়িক পক্ষাবলম্বী

পণ্ডিতের উক্ত কবিতাটিতে সুন্দর কবিত্ব "আছে" বলিয়াই উহার উল্লেখ হইয়া থাকে। যাঁহারা 'কবি' পদবাচ্য নহেন, সামান্য পদ্যমাত্র রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই শ্লোকটী ঠিকই প্রযোজ্য বটে। ভূদেব বাবু প্রকৃত কবিদিগের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া উল্লিখিতরূপ তর্কের উত্থাপন করেন নাই; মিলটনের কয়েক সর্গ, সেক্সপীয়রের অনেক অংশ, ইংরাজী ও সংস্কৃত বহু সংখ্যক কাব্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। পঠদ্দশায় এবং শিক্ষকতা কালে গণিতের চর্চ্চা তিনি অনেকটা করিয়াছিলেন, কোন প্রকারের বিদ্যাই তাহার অনাদৃত ছিল না, কিন্তু কাব্য ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চাতেই যাবজ্জীবন আনন্দানুভব করিয়াছেন। অনেক সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শুষ্ক তার্কিকদিগকে (ম্যাথাম্যাটিকেল মাইণ্ড) গণিতে পরিষিক্ত মন, (মেক্যানিক্যাল আরগুমেণ্ট) যন্ত্র বিজ্ঞানের অনুযায়ী তর্ক প্রভৃতি কথার দ্বারা অপ্রশংসা করিয়া উচ্চ অধিকারের জন্য কল্পনাশক্তির উপযুক্তরূপ প্রশ্রয় দেওয়া যে একান্তই আবশ্যক, তাহা বলিতেন।

সেক্সপীয়রের নিন্দায় যে মধুসূদনের মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল ভূদেব বাবু তখন তাহা জানিতে পারেন নাই। "আমি পারি না বলিয়া যে অঙ্ক কসি না তাহা নহে, পছন্দ করি না বলিয়াই কসি না"—ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা তখন মধুসূদনের মনে একান্ত প্রবল হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেন তাঁহার হস্তে সেক্সপীয়রের অপমান না হয়। তিনি কবির দাস, অঙ্ক কসিতে পারিলেই ত সহপাঠীর কাছে প্রতিপন্ন হইবে যে, সেক্সপীয়র ইচ্ছা করিলেই নিউটন হইতে পারিতেন! তিনি গোপনে অঙ্ক শিখিতে লাগিলেন। এই ঘটনার তিন মাস পরে একদিন ক্লাসে রিজ সাহেবের প্রদত্ত একটি দুরূহ অঙ্ক কেহই

কসিতে পারিল না দেখিয়া মধুসূদন উহা কসিতে আরম্ভ করিলেন। ভূদেব বাবু দেখিলেন, মধুসূদন অঙ্কটী কসিয়া শেষ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া রিজ সাহেবকে বলিলেন। সাহেব মধুসূদনকে বোর্ডে সকলের সমক্ষে ঐ অঙ্কটী কসিতে বলিলেন। মধুসূদন অতি সুন্দর প্রণালীক্রমে অঙ্কটী কসিয়া আসিলেন এবং ভূদেব বাবুর গা টিপিয়া তিন মাস পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, "কেমন, সেক্সপীয়র চেষ্টা করিলে যে নিউটনের মত হইতে পারিতেন তাহা দেখিলে ত? কিন্তু আমার গণিত শেখার এই শেষ।" *

---

*মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত ৪৩ পৃষ্ঠা। ঐ পুস্তকে মুদ্রিত আছে, "ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদন এবং তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে সেক্সপীয়র ও নিউটন দুইয়ের মধ্যে কে প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ এই কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। ভূদেব বাবু ও দুই একজন গণিত পক্ষপাতী ছাত্র নিউটনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।"

ঐ পুস্তকখানি মুদ্রণের পূর্ব্বে উহার হস্তলিপি ভূদেব বাবুকে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি উহার আদ্যোপান্ত শুনিয়া ঐ পুস্তক সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। এই "গণিত পক্ষপাতী" শব্দটী লইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "আমি সকল প্রকার শিক্ষারই পক্ষপাতী; বিশেষ করিয়া গণিতের পক্ষপাতী কখন ছিলাম বলিয়া মনে করি না; তবে মধুকে গণিতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য উহার সহিত অনেক প্রকারেরই তর্ক তুলিতাম এবং তাহার মধ্যে একদিন সেক্সপীয়র মিলটন সম্বন্ধীয় ঐ কথা আমার সহিতই হইয়াছিল। মধুর নিজের প্রতিভায় বেশ বিশ্বাস ছিল, এজন্য ঐ দিনের কথাই বিশেষরূপে তাহার অন্তরে লাগিয়াছিল; কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করে নাই।"

ঐ "গণিত পক্ষপাতী" কথাটীর পরিবর্ত্তন জন্য এবং এই তর্কে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি ছিল তাহা প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারের অবগতির জন্য লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি বলেন, "যেমন আছে থাকুক; উহাতে মধুসূদন সম্বন্ধে ত নূতন কিছু জানান হইবে না। আর 'আমার' মনে কি হইয়াছিল, কেন আমি ওরূপ বলিয়াছিলাম, তাহা যদি লোকে না জানিল তাহাতে ক্ষতি কি?"

মধুসূদনের নৈসর্গিক ক্ষমতা সম্বন্ধে ভূদেব বাবু নিজেই লিখিয়াছেন, "মধু আপনার বিদ্যা বুদ্ধি খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত। এমন কি, সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বলিত, 'তোমরা আমার জীবন চরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হইব।' আমি মধুর এই কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতীব প্রতিভা সম্পন্ন যুবা তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন বিশ লক্ষ ছাত্রের সংশ্রবে আসিতে হইয়াছিল কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আমি আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই। দুঃখের বিষয়, হেয় অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং বিজাতীয় পথ অবলম্বন হেতু মধুর সেই প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইয়া সর্ব্বজন গ্রাহ্য বিষয়ে বিকসিত হইতে পায় নাই। ফলতঃ, অন্য পথে না যাইয়া দেশীয় পবিত্র নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়া চলিলে মধু স্বীয় প্রতিভা ও উদ্যোগিতাবলে স্বদেশের মহদুপকার সাধন করিতে পারিত এবং সর্ব্বতোভাবে আমার হৃদয়গ্রাহী হইত।" *

সমসাময়িক এবং সমপাঠী মাদ্রাসার উৎকৃষ্ট ছাত্র মৌলভি আবদুল-লতিফ খাঁর সহিত ভুদেব বাবুর এবং মধুসূদনের মধ্যে মধ্যে দেখা শুনা হইত এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। একদিন উহাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল যে উত্তরকালে উহাঁরা কে কি হইতে চাহেন। যিনি পরে নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর সি, আই, ই এবং ভূপালের প্রধান মন্ত্রী ও ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি তখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি "উচ্চ রাজকর্ম্মচারী" হইবেন। যিনি পরে মেঘনাদবধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচয়িতা এবং বাঙ্গালার একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা

* † মাইকেলের জীবনচরিত পরিশিষ্টে ৺ভূদেব বাবুর লিখিত পত্র।

প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "বড় কবি" হইবেন। যিনি 'পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধে' ভারতবাসীর জন্য বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্য সুপরিস্ফুটকারী এবং সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষার পোষণ কল্পে 'বিশ্বনাথ ফণ্ড' স্থাপয়িতা এবং নিজের পূর্ণতা প্রাপ্ত পবিত্র জীবনে আর্য্য সংযম এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত পাশ্চাত্য স্বদেশ ভক্তির শুভ সম্মিলনের আদর্শ প্রদর্শনকারী [কবিবর হেমচন্দ্রের কথায় বলিলে 'ইংরাজি শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে'] হইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, "যেন অণুমাত্রেও দেশের কোন কাজে লাগিতে পারি।"

"দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হইয়াছিলেন। মধুসূদনের এই খৃষ্টান হওয়া সম্বন্ধে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন—"একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল,—দেখ দেখি কেমন চুল কাটিয়াছি, ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে। মধু সেদিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল, সম্মুখের চুলগুলা বড়, ঘাড়ের চুলগুলা ছোট। আমি বলিলাম, 'এ কি করিয়াছ? তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন 'জিনিয়স' (বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি); 'জিনিয়স' যারা তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে; তুমি যদি পাঁচ-চূড়া, কি সাত-চূড়া কি ন-চূড়া কাটিয়া আসিতে তা হ'লে যা হোক একটা নূতন রকম কিছু হ'ত। তা না ক'রে ফিরিঙ্গীর মত চুল কেটে এসেছ! এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।' আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সেদিন আর আমার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল না। একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই। মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম।

"তাহার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খৃষ্টান হইতে গিয়াছে। শুনিয়া বড় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিস্ময়াপন্ন হইলাম এই জন্য যে, মধুর সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মধু খৃষ্টান হইবে, খৃষ্টান হইবার দিকে তাহার মন গিয়াছে, এ সকল কথা ঘুণাক্ষরেও সে আমায় কোনদিন বলে নাই। তাহার ভাব গতিক দেখিয়াও আমি ইহার অণুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। একবার মনে হইল কথা সত্য নহে। আবার মনে হইল, যদি সত্য হয় তবে আমার উপর মধুর বিশেষ ভালবাসা কই জন্মিয়াছিল? তাহা হইলে ত মধু আমাকে এ বিষয় একটুও জানাইত। যাহা হউক, আমরা কয়েকজনে মিলিয়া কলেজের ছুটীর পর মধুকে দেখিতে গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তাহাকে ফোর্ট উইলিয়মে রাখিয়াছে। সেখানে আমি ও আমাদের সমপাঠী গৌর একত্রে গেলাম, কিন্তু দেখা হইল না। পরে মধু যেদিন খৃষ্টান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর মধু স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিশপ্‌স্ কলেজে গমন করে। তখন আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। বন্ধুভাবে মধুও আমার সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে মুখের ভাব, সে চক্ষের জ্যোতিঃ কোথায়? মধুর পূর্ব্ব আকারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

"বিশপ্স কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মান্দ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে আমার মার কথার উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল,—'আমার প্রণীত ক্যাপ্‌টিভ্ লেডি নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।' বাস্তবিকই আমার মা অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী ছিলেন। তরল সৌন্দর্য্য তাঁহার ছিল না; যে সৌন্দর্য্যে প্রকৃত

মাতৃভাব ব্যক্ত হয়, সেই অন্নপূর্ণামূর্ত্তি তাঁহার ছিল। * আমি মধুর উক্ত পত্রের জবাব দি। কিন্তু ইহার পর হইতেই পরস্পরের সংস্রব বেশী না থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও কমিয়া যায়।"

* উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে মধুসূদন মান্দ্রাজ হইতে শ্রীযুক্ত গৌরদাস বসাক মহাশয়কে যে পত্র লিখেন তাহার একস্থলে লিখিয়াছিলেন, I say Gaur, did you ever see friend Bhoodeb's mother ? Do you know that I have not yet forgotten her queen-like appearance ? * * * * When I think of an Indian princess, I think of Bhoodeb's mother and an aunt of mine, now dead. She was or is (which ?) one of the handsomest Bengalee ladies I ever saw.—[মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত ১৪৮ পৃষ্ঠা] অর্থাৎ "গৌর তুমি বন্ধু ভূদেবের মা'কে দেখিয়াছ? রাজরাণীর ন্যায় তাঁহার মুখ যে আমি আজও বিস্মৃত হই নাই, তাহা জানিতে পারিতেছ কি? "ভারতীয়" কোন রাজরাণীর কথা মনে করিতে গেলেই আমার ভূদেবের মা'কে এবং আমার এক খুড়ী ছিলেন তাঁহাকে মনে পড়ে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট সুন্দরী যে সকল স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, ভূদেবের মা তাঁহাদের মধ্যে একজন।"

সপ্তম অধ্যায়



[মিশনরিদিগের সংস্রব। স্নেহময় পিতার কৃপায় ভ্রমনিরাস।]

এই সময়ে অর্থাৎ ভূদেব বাবুর এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে একখানি কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া হঠাৎ তাঁহার অন্তঃকরণকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মিসনরীদিগের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের এই সময়ে খুবই বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছিল। কলেজের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ সর্ব্বদাই শুনিতেন যে, বাইবেলের ইংরাজী অতি উৎকৃষ্ট; বাইবেল ভাল করিয়া পড়া না থাকিলে ইংরাজী কবিদিগের এবং বড় বড় লেখকদিগের গ্রন্থাবলী প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। কথা মিথ্যা নয়; আমাদেরও ধর্ম্ম শাস্ত্র ও পুরাণাদি জানা না থাকিলে আমাদের কবিদিগের ঐ সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে ইঙ্গিত ও আভাস কোন মতেই বুঝিতে পারা যায় না। ফলকথা, সকল জাতিরই ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদের অপর সকল প্রকার রচনার অস্থিকল্প। বাইবেল রীতিমত পাঠ করিলেই ভাল করিয়া ইংরাজী শিখিতে পারা যায়, বাইবেল গ্রন্থেই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ নীতি শিক্ষা সমূহ সুরক্ষিত আছে, ইত্যাদি কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে শুনিয়া হিন্দু কলেজের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাল করিয়া বাইবেল পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছিল। "ইংরাজদিগের ধর্ম্ম, উহাঁদের সামাজিক রীতি, আহারাদি, উহাঁদের পরিচ্ছদ, মোট কথায় উহাঁদের সর্ব্বপ্রকার নিয়ম অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল না হইলে উহাঁদিগের এত উন্নতি কেন

হইবে ?”—এই কথা তখন পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত এবং মনে মনে আন্দোলিত হইয়া নূতন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তখন 'খৃষ্টধর্ম্মের সত্যতার' প্রমাণ জন্য রচিত পুস্তকাদি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টানী ভাবও অল্প বা অধিক পরিমাণে সকলেরই চিত্রক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ফেলিতেছিল। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অজ্ঞাতভাবে অনেকেরই হৃদয়ে উহার তীব্রবিষ প্রবেশ করিতেছিল।

৺তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়াও ভূদেববাবু উহার হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিলেন না।* চণ্ডীচরণ সিংহ নামে একজন ছাত্র ভূদেব বাবুর সহিত একত্রে পূর্ব্বোক্ত খৃষ্টানী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। এই চণ্ডীচরণ সিংহ পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

* এতৎসম্বন্ধে ভূদেব বাবুর সমপাঠী ৺ গৌরদাস বসাক মহাশয় ইংরাজীতে যে পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

“ভূদেবের যে এক সময়ে খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, আমি তাহা জানিতাম না। একবার সে আমার নিকট বলিয়াছিল যে, সে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নূতন ও পুরাতন উভয় 'সুসমাচারই' পড়িয়া ফেলিয়াছে। বাইবেলের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে এই একবার মাত্র তাহার সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। ভূদেবের কথাবার্ত্তায় তখন আমার এই বোধ হইয়াছিল যে, খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার অতি উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে। ক্লাসে ভূদেব আমার বাম ভাগে এবং শ্যাম দক্ষিণ ভাগে বসিত, এবং ভূদেব ও আমি, আমাদের উভয়ের মধ্যে মধুর বসিবার স্থান ছিল। সাধারণতঃ উহাদিগের কথাবার্ত্তায় আমি যোগ দিতাম। ভূদেবকে কিন্তু আমি একরকম আমার শিক্ষকস্বরূপই মনে করিতাম। সে যেন একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই আমার মনে হইত। যাহা হউক দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বে বাইবেল সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। বাইবেলের ধর্ম্মনীতিও যে অতি উচ্চ সে ধারণা ভূদেবই সর্ব্বপ্রথমে আমার মনে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়।”

ইংরাজী শিক্ষার প্রথমাবস্থা হইতেই উলাষ্টন সাহেব ও মিসন সংক্রান্ত বিবি উইলসনের সহিত ভূদেব বাবুর সংস্রব হইয়াছিল। উহাঁরা উভয়েই ভূদেব বাবুকে ইংরাজী শিখাইতে যথেষ্ট যত্ন করিতেন। উহাঁদের সদয় ব্যবহারে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতভাবে মিসনরীদিগের ঐকান্তিক উদ্যম সংসৃষ্ট বিষবৃক্ষের বীজ যে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

ভূদেব বাবু তাঁহার পিতা মাতাকে অপরিসীম ভক্তি করিতেন এবং নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান সুতরাং ঋষিবংশোদ্ভব বলিয়া তাঁহার আত্মগৌরবও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। প্রথম ম্যালেরিয়ার হাঙ্গামায় একবারও জ্বরে না পড়া অসম্ভব; তবে সুচিকিৎসা হইলে এবং শারীরিক স্বাস্থ্য পূর্ব্ব হইতে ভাল থাকিলে সহজেই রোগ সারিয়া যায়।

হিন্দুর দেবপূজা ব্যাপারকে খৃষ্টীয় মিসনরিগণ পৌত্তলিকতা বলিয়া সর্ব্বদাই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি অনবরত শুনিয়া ভূদেব বাবুরও তাহাতে বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। তিনিও পৌত্তলিকতা বলিয়া দেবপূজায় উপেক্ষা প্রদর্শন উচিত মনে করিলেন। যেদিন সর্ব্ব প্রথমে মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মিল, সেই দিনই বাড়ীতে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় নিত্য কার্য্য 'ঠাকুরের আরতি' (আরত্রিক) করিলেন না। ঠাকুরের আরতি করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত ছিল।

তর্কভূষণ মহাশয় অধিক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, ঠাকুরের আরতি হয় নাই। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তিনি স্বয়ংই ঠাকুরের আরতি করিলেন। পরদিন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল

রাত্রিতে ঠাকুরের আরতি কর নাই কেন?" পুত্র উত্তর করিলেন, "উহা পৌত্তলিকতা, উহা করিলে পাপ হয়।"

তখন সম্পূর্ণরূপেই বিষ ধরিয়াছে। কিন্তু একমাত্র পুত্রের মুখে এমন উত্তর শুনিয়াও তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ ক্ষোভ বা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। উত্তর যে কতকটা ঐরূপ ধরণেরই হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বদিনের কার্য্য হইতেই বুঝিয়াছিলেন। অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে হয়ত এই উত্তরেই পুত্রকে পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করিতেন। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় সেস্থলে পুত্রের প্রতি কোনরূপ তিরস্কার বাক্যের প্রয়োগ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "বিশ্বাস না হয় করিও না; ভক্তি ব্যতীত—অশুচিমনে—ঠাকুরঘরে যাইতে নাই; তুমি আরতি না করিয়া ভালই করিয়াছিলে; ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না। কিন্তু এমন মন তোমার বেশী দিন থাকিবে না।" একটু পরে বলিলেন, "সে যাহা হউক, তুমি আমার একমাত্র পুত্র; আমরা এক বাড়ীতেই থাকি; কিন্তু আমদের দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্ত্তা বড়ই কম হয়। ভোরে উঠিয়া দুজনে কল্য হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিব; পথে একত্রে অনেকক্ষণ থাকা হইবে।"

পূর্ব্ব রাত্রিতে ভূদেব বাবুর মনের অবস্থা একান্তই বিকৃত হইয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিগ্রহে তাঁহার অনেকটা মনও হইয়াছিল এবং এতদর্থে সাধারণের যে কিছু নিন্দাবাদ ও পিতার ভৎর্সনাদি তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে, তজ্জন্য আপনাকে একপ্রকার প্রস্তুতও করিয়া রাখিয়াছিলেন। 'নূতন মতবাদের জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়'—ইহা সকল জাতীয় মিসনরীরাই সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন। ভূদেব বাবুও সেই 'উৎপীড়ন সহ্য' করিতে স্থির সংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলেন, লাঞ্ছনা ভৎর্সনা তাঁহার কিছুই হইল না!

ঐ দিন বৈকালে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া ভূদেব বাবু সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। পিতার উক্তরূপ কোমল ব্যবহার এবং হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস মনে পড়ায় তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। "বিশ্বাস না হইলে করিওনা" পূজ্যপাদ পিতৃদেবের এই সরল মতের মধ্যে তিনি কোনরূপ ত্রুটি দেখিতে পাইলেন না। তিনি ঐ কথাটীরই পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সরল ও উদারমতসম্পন্ন পিতা নিজে দেবদেবীর পূজার্চ্চনাদি সকলই ভক্তিভাবে করেন। তিনিই দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "তোমার এমন মন বেশীদিন থাকিবে না।" এ কথার আন্দোলন এবং পরম সাধক ব্রহ্মতেজসম্পন্ন পিতার আশীর্ব্বাদ মনের ভিতর তাঁহার অজ্ঞাতসারেই হিন্দুয়ানীর প্রতি তাঁহার অজ্ঞানজনিত বিদ্বেষের মূলোচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার কোমলতা এবং মতের উদারতায় তাঁহার মন ক্রমশঃই পরিষিক্ত হইতে লাগিল! "বিশ্বাস না হইলে করিও না' এ কথা ত মিসনরীরাও বলেন না; তাঁহারাও খৃষ্টে বিশ্বাস খ্যাপন (প্রোফেস্) করার উপরই জোর দেন। এ কেবল তাঁহারই সেই "স্বর্গ হইতে উচ্চতর" পিতা, পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া ধর্ম্মকার্য্য উপলক্ষে পুত্রকে কোনরূপ কপট ব্যবহার যাহাতে না করিতে হয় তজ্জন্যই বলিয়াছিলেন! হিন্দুয়ানীর প্রকৃত উদার ভাব তাঁহার তখন জানা ছিল না; কিন্তু খৃষ্টান হইলে এরূপ পিতার অন্তরে যে ভয়ানক বেদনা দেওয়া হইবে তাহা তিনি বুঝিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তখন সেণ্টপলের উক্তি তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। সেণ্টপল বলিয়াছেন, "পিতা মাতার উদ্ধার সাধনের জন্য আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত আছি।" এই সমস্ত চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতার মূর্ত্তি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত রহিল। যে রোগ এতক্ষণ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার

করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রভাবের অপগম হইল। তিনি অনেকটা মানসিক শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পূজাদি কার্য্য করিবেন না—কিন্তু স্নেহময় লোকপূজ্য পিতার তুষ্টিসাধন জন্য অন্য প্রকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এইরূপ স্থির করিয়া আসিলেন।

তিনি পিতার আদেশমত প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রে একত্রে যাতায়াতে প্রত্যহ অনেকক্ষণ করিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল পিতা পুত্র উভয়ের মধ্যে মানসিক সংসর্গ খুবই কমিয়া পড়িয়াছিল। পিতা প্রাতঃস্নানে চলিয়া যাইতেন; যখন ফিরিয়া আসিতেন, পুত্র তখন ইংরাজী পুস্তক পড়িতেছেন। তিনি আসিয়া পূজাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন, পুত্র স্কুলে যাইতেন। রাত্রিতেও পুত্র স্বতন্ত্র বসিয়া পড়িতেন।

পবিত্র গঙ্গাস্নানে চিত্তশুদ্ধি করাইবার এবং সেই সঙ্গে নিজের সহিত পুত্রের একটু অধিকতর মানসিক সংসর্গ করিয়া লইবার জন্যই তর্কভূষণ মহাশয় এক্ষেত্রে যে একত্রে প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাঙ্গিয়া কোন কথা তখন কিছু বলেন নাই। যাহা হউক তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে গঙ্গাস্নানে সঙ্গে লইয়াই তখন এক প্রকার নিশ্চিন্তপ্রায় রহিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে পুত্রের মতামত পরিবর্ত্তিত করাইবার জন্য তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ক কোনরূপ বাক্-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন না।

একদিন অতীব দুঃখব্যঞ্জক স্বরে তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কৃষ্ণ বন্দ্যোর সহিত একত্রে বসিয়া অখাদ্য খাইয়াছ লোকে বলিতেছে, একথা কি সত্য?" [শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভূদেব বাবুর দূর সম্পর্ক ছিল এবং

'ইংরাজী নবীস' বলিয়া কৃষ্ণবন্দ্যোর বাড়ীতে ভূদেব বাবু যাতায়াত করিতেন।] পিতার উক্তরূপ প্রশ্নে ভূদেব বাবু বলিলেন, "না, আমি খাই নাই।" ফলতঃ অখাদ্য খাইবার লোভে তাঁহার ধর্ম্মমত কখন বিচলিত হয় নাই। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান, বিবি বিবাহ বা লেখা পড়া চাকরী প্রভৃতি সুবিধার জন্য সে সময়ে দুদশ জন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইতেছিল কিন্তু ভূদেব বাবুর চক্ষে ঐগুলি একান্ত ঘৃণিত ব্যবহার বলিয়া দৃষ্ট হইত। পিতার কথায় ঐরূপ প্রবৃত্তির লোকদিগকে মনে পড়ায় তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই পিতার নিকট ধীরে ধীরে বলিলেন, "যে খাদ্য আমি আপনার সম্মুখে খাইতে পারিব না আমি তাহা কখনই খাইব না।"* এই কথায় তর্কভূষণ মহাশয়ের চিত্ত সুস্থির হইল;—পুত্রের কথার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

এই সময়ে একদিন প্রথম শ্রেণীর একটী ছাত্রের হস্তে ডেভিড হিউম রচিত প্রবন্ধমালা (হিউমস্ এসেস্) দেখিতে পাইয়া পুস্তকে কি লেখা আছে ভূদেব বাবু জিজ্ঞাসা করায় উক্ত ছাত্র বলিল, "ইহাতে খৃষ্টানীর দাঁত ভাঙ্গা আছে।" এই কথায় পুস্তকখানি পড়িতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ঐ পুস্তক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে টমপেন, গিবন, প্রভৃতির পুস্তকও পড়িয়া ফেলিলেন। এই কয়খানি পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল।

* "বাপুরে! তোমাকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়া এই হইল যে, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ত্যাগ করিলে; পরে অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অপেয় পানও করিবে—যেন সে দিন পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত থাকিতে না হয়।" * * * "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম কখনই অভক্ষ্য ভোজন বা অপেয় পান করিব না—আপনার সাক্ষাতে যাহা খাইতে না পারি, এমন কোন পদার্থ আমার গলাধঃকৃত হইবে না।"—[পারিবারিক প্রবন্ধ—ধর্ম্মচর্য্যা]

তর্কভূষণ মহাশয় কিছুদিন পরে পুত্রের সহিত কথোপকথনে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, খৃষ্টানীবিষ ইংরাজীর অধিকতর আলোচনা দ্বারাই এবং তাঁহার সহিত প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে এবং একত্রে অনেকক্ষণ চলা ফিরার দ্বারাই ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছে, তখন যাহাতে পুত্রের চিত্তক্ষেত্র ধর্ম্মভাব পরিশূন্য থাকিতে না পায়, প্রত্যুত উহাতে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক দুটি একটি কথা তাঁহার সহিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "দেখ, হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা নহে; ঈশ্বরের এক একটি অংশের ভাব এক এক দেব দেবীতে প্রকটিত। ক্ষুদ্র মনুষ্য হৃদয় অনন্তে মনস্থির রাখিবে কিরূপে? এই জন্য দেব দেবীর পূজা। অনাদি অনন্ত প্রভৃতি কথায় সকল মনুষ্যের মনে কি ঠিক একই ভাবের উদয় হয়? অধিকারী ভেদ আছে।" এই কথা গুলি পুত্রের মনে বসিতে সময় দিয়া অপর একদিন বলিলেন, "সেদিন দেব দেবীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিতে ছিলাম তাহা আমার মনঃকল্পিত কথা নহে। শাস্ত্রও তাহাই বলেন :—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

অধিকারী ভেদে উপাসকদিগের সিদ্ধির জন্যই সেই অশরীরী পূর্ণ অদ্বিতীয় চিন্ময় পুরুষের রূপ কল্পিত হইয়াছে।" ভূদেব বাবু সেদিন কোট ধরিলেন "তবে হিন্দু দেব দেবীগণ ধ্যানে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছেন প্রকৃত সেরূপ মূর্ত্তি বিশিষ্ট নহেন।" তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "ধ্যানগম্য মূর্ত্তি সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম হইতে বাহিরের বস্তু নহে।" তিনি এতদ্বিষয়ে তখন আর অধিক কিছু বলিলেন না। পুত্রকে মনে মনে কথা গুলির আলোচনা করিবার সময় দিলেন।

তিনি তর্কের ধরণে এ সকল কথা কহিতেন না। পরম পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুত্রের অজ্ঞতা হ্রাস জন্য ঠিক নূতন নূতন খবর দেওয়ার ধরণে একটু একটু বলিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে "তর্ক" উপস্থিত হইলে আর সরল মনে আধ্যাত্মিক আলোচনা হয় না; তাহাতে কেবল শব্দেরই আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়। পিতার সহিত কথায় ভূদেব বাবুর মনে সেরূপ কিছু হইতে পারিত না; ফল সুতরাং অতি সুন্দর হইতে লাগিল।

স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে কতটা অজ্ঞতা থাকিতে পরধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়া ভূদেব বাবু মনে মনে একান্তই লজ্জিত হইতে লাগিলেন। মনে হইল—"পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া—কিছুমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া—পরম পণ্ডিত পূজ্যপাদ পিতার ধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম মনে করা বড়ই অন্যায় কার্য্য হইয়াছিল—আমি ত স্বধর্ম্মের আসল কথা কিছুই জানিতাম না, দেখিতেছি!"

তর্কভূষণ মহাশয় সূক্ষ্মদৃষ্টি, সাধক ও সুবিদ্বান্ ছিলেন। খৃষ্টানী ধর্ম্মমত লইয়া চিত্তে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ আন্দোলন করায় পুত্রের যে উচ্চাধিকার লালসা হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্বই এই যে, অন্য কোন ধর্ম্মেই উচ্চ অধিকারীর ক্রমোন্নতির পথ নাই। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মে ঐ পথ অনন্ত! পুত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার পথে থাকিলে যে ক্রমে তাঁহাকে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় অবশ্যই লইতে হইবে এবং উপস্থিত আন্দোলনের পরে ঐ ধর্ম্মেই পুত্রের বিশ্বাস যে একান্তই দৃঢ়ীভূত হইবে, ইহা তর্কভূষণ মহাশয় দিব্যচক্ষে প্রথম দিনেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। আর সেই জন্যই দৃঢ়রূপে বলিতে পারিয়াছিলেন, "তোমার এমন মন অধিকদিন থাকিবে না।" কিন্তু একবার প্রকৃতরূপে আচারভ্রষ্ট হইয়া গেলে ফিরিবার পক্ষে যে সামাজিক

প্রতিবন্ধক ঘটে এবং সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া অনাচারে মগ্ন হইলে যে ভীষণ আধ্যাত্মিক অবনতির সংঘটন হয়, সেই ভয়েই অখাদ্য ভোজনের কথা তুলিয়াছিলেন।

পুত্রের বুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য তর্কভূষণ মহাশয় স্থির ও ধীরভাবে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। একদিন গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। পরে কয়েকদিনে সন্ধ্যা-বন্দনার অর্থ অল্পে অল্পে সুপরিস্ফুট করিয়া দিলেন। দেখাইলেন যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পৌত্তলিকতার "দিকেও" যায় না! এই মন্ত্রগুলির অর্থ বুঝিবামাত্র ভূদেব বাবুর মানস-চক্ষু হইতে যেন সমস্ত আবরণ খসিয়া গেল। মোহান্ধকার কাটিয়া গেলে তিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।*

পুত্র পিতৃপিতামহাদির ন্যায় সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলে গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দেব-দেবীর ধ্যান প্রভৃতির অর্থ-বোধ তাঁহারই ন্যায় ক্রমশঃ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরাজী চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহার ন্যায় গভীরভাবে স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনা না হওয়ায়, পুত্র প্রথম যৌবনকালে স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে এতটাই অজ্ঞ থাকিয়া গিয়াছিলেন, যে ভূমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মকে তাঁহার নিকৃষ্ট মনে হইয়াছিল! ইংরাজী স্কুলের ছাত্রের জন্য যে একটু বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন, তর্কভূষণ মহাশয় তাহা স্মরণপথে রাখেন নাই এবং সেই জন্য তাহার প্রতিবিধানেরও উপায় করেন নাই। এক্ষণে পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া অতি সুন্দররূপেই সেই ত্রুটির সংশোধন করিতে লাগিলেন।

* ভূদেববাবু এই সময়ের মানসিক অবস্থা স্মরণ করিয়াই যে স্বপ্রণীত "আচার প্রবন্ধে" নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।—

"সন্ধ্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ বিধি, মন্ত্রার্থজ্ঞানে যতিতব্যং। মন্ত্রের অর্থগ্রহ করিবার জন্য যত্ন করিবে। যদি সন্ধ্যা বন্দনার অর্থবোধ বিলুপ্তপ্রায় না হইত, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের কখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মতি হইতে পারিত না।"

একদিন ভগবদ্‌গীতা লইয়া পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, গীতার এই স্থানটি বড় সুন্দর, শুনিবে ?" এই বলিয়া, অত্যুচ্চ ভাববিশিষ্ট গীতার কয়েকটি শ্লোক পড়াইলেন। কোন দিন বা বলিলেন, "দেখ, নৈষধের ছন্দ বড় মিষ্ট, আজ তেমন কাজ যদি না থাকে ত একটু শুনিবে ?" এই বলিয়া, নৈষধের সৌন্দর্য্য দেখাইলেন। কোন দিন বা একটু কুমারসম্ভব পড়াইলেন।

পুত্র তখন কলেজে বড় বড় ইউরোপীয় কবির রচিত গ্রন্থ সমুদয় পড়িতেছেন। এইরূপ অবস্থায় ইংরাজীর উপর যে অসঙ্গত ভক্তি জন্মিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে পিতা তর্কভূষণ মহাশয় উল্লিখিত প্রকারে সময়ে সময়ে পুত্রকে একটু একটু সংস্কৃত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন।

তিনি পুত্রকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন, "অদ্য যে ইংরাজী কবিতা পড়িলে, তাহার অর্থ কি ? অদ্য যাহা পড়িয়াছ, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কোন স্থলটী ভাল লাগিয়াছে ?" এইরূপে পুত্রের পঠিত ইংরাজী গ্রন্থের ভাব বুঝিয়া লইয়া পুত্রকে তৎপ্রসঙ্গে দুই একটী সংস্কৃত শ্লোক শুনাইয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন।

একদিন তিনি কাউপারের লিখিত আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক সম্বন্ধীয় সমস্ত কবিতাটীর ভাব শুনিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত কবিতার এক স্থলে আছে যে, সেলকার্ক নামক এক ব্যক্তি একটি জনশূন্য দ্বীপে পড়িয়া দেখিলেন যে, তথাকার নিরীহ পশু পক্ষিগণ মানুষকে ভয় করিতে হয় ইহা না জানিয়া তাঁহার নিকটে নিঃশঙ্কে আসিতে লাগিল। তাহাতে তিনি যে তথায় একাকী, এই জ্ঞান আরও সুস্পষ্ট হওয়ায় সেলকার্কের বড়ই কষ্ট বোধ (দেয়ার টেমনেস্ ইজ্ শকিং টু মি) হইতে লাগিল। ইহা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "দেখ, কবিতায় জাতীয় প্রকৃতি কি

সুন্দর রূপেই প্রতিফলিত হয়! নিরীহ জন্তুগণ কাছে ঘেঁসিয়া আসায় মনে কতকটা প্রীতি এবং শান্তির উদয় হওয়ার পরিবর্ত্তে কষ্টের অনুভূতি শিকারপ্রিয় জাতির মধ্যেই সম্ভব; উহাঁদের সহজেই বোধ জন্মিয়া গিয়াছে যে পশু পক্ষীর মনুষ্যকে "ভয়" করাই স্বাভাবিক, তাহা না করিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহারা পূর্ব্বে কোন মনুষ্যকে দেখে নাই। সংস্কৃত "শান্তিশতকে" এইরূপ নির্জ্জন স্থলে ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন ঋষিদিগের সম্বন্ধে কি পবিত্র ভাবেরই বর্ণনা আছে!

ধন্যানাং গিরিকন্দরোদর ভুবি জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাং
আনন্দাশ্রুকণান্ পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কে স্থিতাঃ।

ধন্যপুরুষ ঋষিগণ গিরিকন্দর-মধ্যস্থ হইয়া সেই পরম জ্যোতিঃর ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন; পরমাত্মচিন্তনে আনন্দাশ্রু নেত্রবিগলিত হইয়া হৃদয় বহিয়া পড়িতেছে, আর পক্ষিগণ নিঃশঙ্ক-ভাবে তাঁহাদের ক্রোড়ে বসিয়া সেই আনন্দাশ্রু-কণা পান করিতেছে।"

একদিন মহাকবি সেক্সপিয়ার রচিত "ওথেলো" নাটকে দেস-দিমোনার নিকট হইতে ক্যাসিওর সরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে "ইয়াগোর" যেন হঠাৎ বলিয়া ফেলা অস্ফুট উক্তি "এটা আমার ভাল লাগিল না" ('আই লাইক নট দ্যাট') এই অংশটুকুর ব্যাখ্যা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় সেক্সপিয়ারের কবিত্বের অনেক প্রশংসা করিলেন; বলিলেন, "বেশ লিখিয়াছে। প্রভুর মনে একটা বিকার জন্মাইবার জন্য হঠাৎ একটা কথা মনের আবেগে বলিয়া ফেলার ধরণটুকু অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। আমাদের সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসে কতকটা ঐ রকম ভাবেই মলয়কেতুর মনে রাক্ষসের প্রতি সন্দেহ-উৎপাদনার্থ চাণক্যের কৌশলাদি বর্ণিত আছে। তাঁহার উক্তি—"হন্ত গৃহীতো রাক্ষসঃ" (এইবার রাক্ষস ধরা পড়িলেন) ঐ সকল কৌশলের সূচনায় প্রযুক্ত।

এই বলিয়া মুদ্রারাক্ষসের সেই অংশের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন।

অপরের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর (ডু টু অদার্স অ্যাজ্ ইউ উড্ হ্যাট্ দে শুড্ ডু অন টু ইউ) এই খৃষ্টীয় নীতিটীকে অনেকে সর্ব্বোচ্চনীতি বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। * ভূদেব বাবু পিতার নিকট ঐ কথা তুলিলে, হিন্দুর নীতি যে এতদপেক্ষা অনেক উচ্চতর ভাববিশিষ্ট তর্কভূষণ মহাশয় তাহা 'আত্মবৎ **সর্ব্ব**-ভূতেষু' বাক্যটী হইতে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু অনেকের নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি যখনই কোন উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবির লিখিত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট স্থলগুলির ব্যাখ্যা তাঁহার পিতৃদেবকে শুনাইয়াছেন, তখনই তাঁহার পিতৃদেব সংস্কৃত হইতে সেই মর্ম্মের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছেন; আর বরাবরই ঐ সকল সংস্কৃত শ্লোকের ভাব ইংরাজীর ভাব হইতে উচ্চতর হইত।

তিনি তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন দূরদর্শী পিতৃদেবের যত্নে এইরূপে স্বধর্ম্মে রক্ষিত হওয়ায় স্বীয় জীবনের এই সময়ের কথাগুলি স্মরণ করিয়াই যে ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উপদেশটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।—

* একদিন উড়িষ্যার পথে ষ্টীমারে একজন প্লাণ্টরের সহিত ভূদেব বাবুর অনেক কথা হয়। সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন "আমার মত এই যে, যে পারে সে লুটিয়া খাইবে; আমাকে অন্যে লুটিতে পারে লুটুক; তাহাতে কোন আপত্তি নাই। আমরা পরদেশ লুটিয়া খাইতে থাকিব, যত দিন না অফ্ বা ইস্কি নামধেয় কেহ আমাদের খায়। (টিল সম্ ওয়ান উইথ, অ্যান অফ্ অর ইস্কি টু হিজ নেম্ ইটস্ অস্ অপ্ ইন্ টর্ণ) ইহাই পৃথিবীর সনাতন নিয়ম।"—খৃষ্টীয় উৎকৃষ্ট নীতিটীর কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা! সে সময়ে রুসিয়াই ভারত-সম্বন্ধে ইংরাজের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস ছিল। উহাঁদের নামের শেষে অফ্ এবং ইস্কি প্রভৃতি অংশ থাকে; যেমন রোমানফ্, সোবিইস্কি ইত্যাদি।

"বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষাবৃত্তি অযথারূপে প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষ-সাধনের একটী প্রধানতম পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। অতএব বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি স্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরাজী পড়িবে, তখন ইংরাজী গ্রন্থে কোন উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে তাহার অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।*

তিনি যে অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পিতার পুত্র ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার পক্ষে ঐরূপ শিক্ষা সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু সকল ইংরাজী স্কুলের ছেলের গৃহে সেরূপ পাণ্ডিত্য কোথায়? অথচ প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রের ভাব যে বৈদেশিক সকল সাহিত্যের ভাব অপেক্ষা উচ্চতর, ইহা ইংরাজী স্কুলের সকল হিন্দু ছেলেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী-নবীস ব্যক্তির দ্বারা ইংরাজীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব অপেক্ষা যে আমাদের সংস্কৃতের ভাব উচ্চতর তাহা উভয় ভাষার কাব্যাদি হইতে দেখাইয়া যদি একখানি গ্রন্থ সংকলন করান হয় এবং তাহা প্রত্যেক স্কুল-লাইব্রেরিতেই রাখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

খৃষ্টীয় মিসনরিদিগের পরধর্ম্ম-নিন্দার কুহকে পড়িয়া ভূদেব বাবুর চিত্তের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, দুই তিন মাসের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। তাঁহার পরিচিতের মধ্যে কাহার পদস্খলন

* পারিবারিক প্রবন্ধ—সন্তানের শিক্ষা।

যাহাতে না হয় তদ্বিষয়ে এক্ষণে তিনি সচেষ্ট হইলেন। গোন্দলপাড়া নিবাসী ৺ অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তাঁহার ভগিনীপতি ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী শিখিবার জন্য ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলেই ভূদেব বাবু তাঁহার সাক্ষাতে খৃষ্টান মিসনরিদিগের হিন্দুধর্ম্ম-ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতেন।

একদিন তাঁহারা উভয়ে লাল বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে একজন পাদরী খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। খৃষ্টীয় মিসনরিদিগের ধরণই এই যে, এদেশীয় লোকদিগের সম্মুখে ধর্ম্ম প্রচার করিবার উপলক্ষ্যে তাঁহারা দেব-দেবীর যতটা নিন্দা করিয়া থাকেন, স্বধর্ম্মের ব্যাখ্যা ততটা করেন না। উক্ত পাদরীও সেইরূপ করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শুনিতে রাস্তায় অনেক লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ভূদেব বাবু ও তাঁহার ভগিনীপতি যখন ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন তখন সাহেব জটায়ু পক্ষীর কথা তুলিয়া লোকদিগকে বুঝাইতে ছিলেন, "দেখ, তোমাদিগের রামের সীতাকে যখন রাবণ হরণ করিল, তখন রাম সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে একটা প্রকাণ্ড পক্ষী পথিমধ্যে পড়িয়া আছে। সেই পক্ষীটা জটায়ু। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রামের পিতৃসখা সেই বৃদ্ধ পক্ষী সীতার উদ্ধারের জন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রায় গতাসু হইয়াছিল; কিন্তু রাম মনে করিয়াছিলেন যে উক্ত পক্ষীই তাঁহার সীতাকে গ্রাস করিয়াছে। এই মনে করিয়া সেই মৃতপ্রায় পক্ষীকে তিনি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দেখ দেখি, যে আপন উপকারী বন্ধুকে চিনিতে পারে না, সে আবার তোমাদের মধ্যে পাপাত্মা পুণ্যাত্মা চিনিয়া লইবে কি প্রকারে?" ভূদেব বাবু ও তাঁহার ভগিনীপতি তথায় দাঁড়াইয়া এই কথা গুলি শুনিলেন।

সাহেবের কথা শেষ হইতেই ভূদেব বাবু বলিয়া উঠিলেন, "সাহেব কি বলিতেছ?" সাহেব কথাটীর পুনরুক্তি করিলেন। সেখানে পঞ্চাশ ষাঠ জন লোক দাঁড়াইয়াছিল। ভূদেব বাবু বলিলেন, "সাহেব, শ্রীরামের কথা পরে বলা যাইবে। যীশু খৃষ্টকে যখন লটকে দিলে তখন তিনি 'পিতা আমায় পরিত্যাগ করিলে কেন' বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আবার পিতাকে বলিয়া অন্যের উদ্ধার সাধন কিরূপে করিবেন?" সাহেব ইংরাজীতে বলিলেন, (দেয়ার ওয়াজ্ এ প্রফিসি) ইহার জন্য ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। ভূদেব বাবু বলিলেন, "কি বলিতেছেন? ওটা ইংরাজী ভাষা বুঝি!" সাহেব ইংরাজীতে বলিলেন, "তুমি ইংরাজী জান।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আমি জানি আর না জানি; ইহাঁরা এতগুলি লোক যে দাঁড়াইয়া আছেন, সকলে জানেন না; সুতরাং বিচারে কি হয় ইহাঁরা কেমন করিয়া বুঝিবেন? তবে সাহেব তোমার যদি কিছু বলিবার না থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।" সাহেব তখন বাঙ্গালায় বলিলেন, "ঐ বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "দেখ, তোমরা সকলেই বিচার কর; কেহ যদি মার খাইয়া ডাকিয়া ওঠে 'বাবা গো, মা গো! তোমরা কোথা গেলে গো! মেরে ফেল্লে গো!' সেটাকে কি ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিতে হইবে? অমন ভবিষ্যদ্‌বাণী ত আমিও করিতে পারি। হাঁ, আমাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে বটে যে শ্বেত দ্বীপ হইতে ম্লেচ্ছগণ আসিবেন; তাহা সাক্ষাতে সকলেই দেখিতে পাইতেছ। আমাদের শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্‌বাণীর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ উত্তর শুনিয়া সমবেত সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। তখন ভূদেব বাবু বলিলেন, "আর যীশুখৃষ্ট মরায় অন্য সকলের পরিত্রাণ হইতে গেল কেন?" সাহেব বলিলেন, "দেখ, মানুষে পাপ করে। সেই পাপের জন্য যখন ঈশ্বর তাহাকে নরকে লইয়া যাইতে চাহেন, তখন

বলেন, উহাকে ছাড়িয়া দাও; আমার মৃত্যুর সময় আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহাতেই উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; এই কথায় ঈশ্বর উহাকে ছাড়িয়া দেন।” ভূদেব বাবু বলিলেন, “দেখ সাহেব, এক জনের মরণে আর এক জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে? কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে না?” * সাহেব বলিলেন, “একজন যদি টাকা ধার করে, আর সেই টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় তাহার যদি জেল হয়, তবে আর কেহ তাহার হইয়া পাওনাদারকে টাকা দিলে তাহার কারামুক্তি হইতে পারে না কি?” ভূদেব বাবু বলিলেন, “তা পারে বৈ কি। কিন্তু তুমি সাহেব মাল ফৌজদারীর ভেদ বুঝিতে পারিলে না, তা বিচার করিবে কি? যদি টাকার দেনা হয়, তাহা হইলে টাকা পাইয়া ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু কেহ যদি খুন করে, চুরি করে, তাহা হইলে কি আর কাহাকেও তাহার পরিবর্ত্তে লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়? পাপটা কি টাকা-ধার? না চুরি, খুন, জালিয়াতী প্রভৃতি ফৌজদারী ব্যাপার?” এই কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকগণ সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; সাহেবও বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার উল্লেখে ভূদেব বাবু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন—“পর-ধর্ম্মের দোষোদ্‌ঘোষণ করিতে যাওয়ায় একটু অশিষ্টতা থাকে এবং পরধর্ম্ম দ্বেষী মিসনরিদিগের আক্রমণে ও ধৃষ্টতায় উপেক্ষাই শ্রেয় বটে, কিন্তু যেখানে স্নেহভাজন স্বদেশীয়দিগের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষায় কর্ত্তব্যের ক্রটী হয় এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কথা যে আক্রমণেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল আত্মরক্ষা হয় (টু অ্যাটাক্ ইজ্ দি বেষ্ট ডিফেন্‌স) তাহাও স্থলবিশেষে খুবই ঠিক। যাহারা সবটার গুণাগুণ

* অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

বিচারে সক্ষম নয়, অথবা তাহার জন্য উপযুক্ত সব সময় দিবে না—তাহাদের একবার মোটা কথায় একটু চট্‌কা ভাঙ্গাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। নচেৎ পরধর্ম্মের ভাল অংশেই লক্ষ্য করিতে হয় এবং স্বধর্ম্মের সেই অংশের বিষয় ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া সকল মনুষ্যের স্ব স্ব শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিয়া স্বধর্ম্মে থাকাই উচিত।

সর্ব্বত্র সমবেক্ষেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্ম নিবিশেত বৈ॥"

মনুসংহিতার এই শ্লোকটীই ভূদেব বাবুর সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের শীর্ষদেশে স্থাপিত।

অষ্টম অধ্যায়



[দীক্ষাগ্রহণ এবং পুরশ্চরণ ; ডফ্ সাহেবের সহিত পরিচয় ;
সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্তি, হিন্দু-কলেজ পরিত্যাগ ।]

সনাতন ধর্ম্মের দিকে মতি ফিরিলেই তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। এই দীক্ষাকার্য্য ভূদেব বাবুর বিবাহের এক বৎসর পরে হয়। ইতিপূর্ব্বেই ইহাঁদিগের গুরুগোষ্ঠীর লোপ হইয়াছিল। তর্কভূষণ মহাশয় ভূদেব বাবুর মাতার দ্বারাই পুত্র এবং পুত্রবধূকে মন্ত্রদান করাইলেন; এবং অতঃপর স্বপরিবারের মধ্যেই গুরু-করণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। * দীক্ষিত হইয়া ভূদেব বাবু বিধিপূর্ব্বক যেমন জপাদি করিতে হয় তাহা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ মহানিশায় চারি হাজার করিয়া জপ করিতেন। সাগু মাত্র আহার করিয়া রাত্রি জাগিয়া যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখনও এইরূপ জপাদি কার্য্য সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। প্রত্যহ স্নানের পর মাতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে আহার করিতেন ও স্কুলে যাইতেন। কোনদিন স্কুলে যাওয়ার বেশী তাড়া-তাড়ি দেখিলে স্নেহময়ী মাতা বালক-শিষ্যের জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া যেখানে ভাত দেওয়া হইয়াছে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিতেন! ভূদেব বাবু দীক্ষাদাত্রী স্নেহময়ী গর্ভধারিণী মাতা ব্রহ্মময়ীদেবীতে জীবের প্রতি অপার করুণাপূর্ণা জগজ্জননীকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেন!

---

* এ সময় হইতে এই পরিবারে মাতা বর্ত্তমানে মাতার নিকট হইতেই দীক্ষাগ্রহণ চলিয়া আসিতেছে।—স্ত্রিয়োদীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণা স্মৃতা।

তর্কভূষণ মহাশয় পরমজ্ঞানী বিশুদ্ধাচারী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি নিজে শব-সাধনাদি করিয়াছিলেন। পুত্র ভূদেব বাবুর দ্বারা তিনি ষোলটী পুরশ্চরণ করাইয়া তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করান। তন্ত্রবিদ্যার অনেক গূঢ়ার্থও তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর তান্ত্রিক নাম আনন্দনাথ। ঐ নামে তিনি মধ্যে মধ্যে এডুকেশন গেজেটে যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

'কামক্রোধৌ ছাগমেষৌ' প্রভৃতি শ্লোকের উপর লক্ষ্য করিলে তন্ত্রের যে গূঢ়ার্থ আছে তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। মদ্য মাংস মৈথুনকে সার ভাবিয়া যে সংযমাভ্যস্ত মুক্তি-প্রয়াসী প্রকৃত উচ্চাধিকারী হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা একবারও মনে না আনিয়া অনেক সাধারণ বৈষ্ণব এবং অজ্ঞানান্ধ ইংরাজীনবীস লোক তন্ত্রের নিন্দা করে।

জ্ঞানহীন অসংযত লোকের হস্তে পড়িয়া তন্ত্রের গূঢ়ার্থ ভ্রষ্ট হইতেছে এবং অনাচার প্রশ্রয় পাইতেছে বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বড়ই ক্ষুব্ধ ছিলেন। উহার গূঢ়ার্থ প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রথম বয়সে একখানি পুস্তক লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলের পক্ষে সকল বিষয় উপযুক্ত নয় এবং তন্ত্র গুরূপদেশেই শিক্ষণীয়—যাহাকে তাহাকে দিবার জিনিষ নয়—(ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ) বলিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত হন। তর্কভূষণ মহাশয় যখন ঐ বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার একজন সুপণ্ডিত সতীর্থ তাহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তর্কভূষণ, এ সব কি?" তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তন্ত্রের গূঢ়ার্থ পুস্তকাকারে প্রচার করিবার জন্য লিখিতেছি; নতুবা ঐ সকল বিষয় সাধারণের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।" সহাধ্যায়ী বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তর্কভূষণ, তুমি কি মনে কর যে,

'তুমি' না লিখিলেই ঐ সকল সনাতন সত্য নষ্ট হইয়া যাইবে!" তর্কভূষণ মহাশয় এই মিষ্ট ভৎর্সনায় উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যা-বন্দনার এবং তন্ত্রোক্ত পূজাদির অর্থগ্রহ হইয়া এবং ভক্তিভাবে পুরশ্চরণ করিয়া ভূদেব বাবুর মনে যে ভাব দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর সর্ব্বত্র এবং নিজের আচার-প্রণালীর সকল বিষয়েই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ক্রমশঃ প্রকৃত হিন্দু-য়ানীর কোমলতা, দৃঢ়তা এবং উদারতায় সম্পূর্ণভাবে পরিষিক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

অল্পকাল পরেই সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডফ্ সাহেবের সঙ্গে ভূদেব বাবুর পরিচয় হয়। ডফ্ সাহেব ন্যায়পরায়ণ, অকপট-হৃদয়, সুবক্তা ও বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী মহলেই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং যুবকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। একদিন হরীতকী বাগানের গলিতে ঢুকিয়া সাহেব ভূদেব বাবুর বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাঁহাকে পাঠ-রত দেখেন। নিকটে গিয়া জানিলেন যে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম-বিদ্বেষী ফরাসী গ্রন্থকার ভল্টেয়ার লিখিত "মহম্মদ" নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পড়িতেছেন। সাহেব বাঙ্গালী যুবককে ওরূপ পুস্তক পড়িতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ ভূদেব বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার উপর প্রীতিলাভ করিলেন। ডফ্ সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর পরিচয়ের ইহাই সূচনা। সাহেব প্রথম দিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ছাত্রটীর নিকটে তাঁহার খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের আর কোন সুবিধা নাই। * সেই হেতু ভূদেব বাবুকে ভজাইবার চেষ্টা তিনি একবারও করেন নাই; বরং কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলিয়া-

---

* "যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ কাটিয়া যায়।"—আচার প্রবন্ধ—উপক্রমণিকাধ্যায়।

ছিলেন যে, "ঈশ্বরের সুপালন তোমাদের শাস্ত্রের একস্থলে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।" ভূদেব বাবুর প্রশ্নে সাহেব বলিয়াছিলেনঃ—

"এক সময়ে ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ! তুমি এই জগৎ-সংসার পালন করিয়া থাক; তুমি মনে কর যে কেবল তুমিই ইহা করিতে পার, আর কেহ পারে না; কিন্তু জগৎ সংসার পালন করা ততটা কঠিন কাজ বলিয়া আমি মনে করি না। আগামী দিনের জন্য জীব সমূহের পালন-ভার আমার উপরে ন্যস্ত থাকুক, দেখ, পারি কি না।" পরদিন মহাবল ভীম সমস্ত ভুবনের যাবতীয় জীব-জন্তুর আহার যোগাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "কেমন ঠাকুর, দেখিলে ত, পারিলাম কি না।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভীম, তুমি প্রভূত ক্ষমতাশালী—তোমার পারিবার কথা। কিন্তু ঐ হ্রদটায় ডুব দিয়া যে বস্তুটা হাতে পাইবে, তাহা তুলিয়া লইয়া আইস।" ভীম তৎক্ষণাৎ হ্রদে ডুব দিলেন এবং একখানা প্রস্তর তুলিয়া আনিলেন, কৃষ্ণ তখন ভীমকে পাথরখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলে ভীম তাহা করিয়া দেখিলেন, উহার মধ্যে রাশীকৃত কীট আহারাভাবে মরিয়া রহিয়াছে!—বস্তুতঃই বিধাতার বিশ্বপালন গুণের এমন সুন্দর চিত্র আর কোথাও নাই।"

ভূদেব বাবুর সহিত ডফ্ সাহেবের এইরূপ নানা বিষয়ে প্রীতিকর কথা-বার্ত্তা হইত। সেই প্রসঙ্গে ভূদেব বাবু সর্ব্বদা বলিতেন যে, ইংরাজ ও বাঙ্গালীর কথাবার্ত্তা স্থলে ইংরাজ যদি নিজের গর্ব্ব এবং বক্রোক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরলভাব গ্রহণ করেন, আর বাঙ্গালী যদি নিজের ইংরাজী বিদ্যা 'প্রকাশ' করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে সুশিক্ষিত ইউরোপীয়ের সংস্রবে আসিয়া দেশীয়গণ অনেক বিষয়েই শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

ডফ্ সাহেব প্রকৃতই বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন; বিশেষতঃ ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রে এদেশে তৎকালাগত ইউরোপীয়দিগের মধ্যে তাঁহার

সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার সহিত ভূদেব বাবু অধিকাংশ সময়ে ঐ দুই শাস্ত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেন এবং জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইতেন।* বস্তুতঃ, ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া অবধি ভূদেব বাবুর ন্যায় এতটা সুবিধা আর কোন বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষার প্রারম্ভ কাল হইতেই উলাষ্টন সাহেব ও বিবি উইলসন তাঁহার সহায় ছিলেন। কলেজে অধ্যয়ন-কালে জোন্স, হ্যালফোর্ড, রিচার্ডসন প্রভৃতি হিন্দু কলেজের তাৎকালিক সুবিদ্বান্ অধ্যাপকগণ তাঁহাকে একটু বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাঁদের সকলের নিকট হইতে তিনি যথেষ্ট আনুকূল্য পাইয়া ছিলেন। উত্তর কালে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াও ইউরোপীয় ভদ্র লোকদিগের এইরূপ আনুকূল্য হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

ভূদেব বাবুর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয় এবং পরম স্নেহময় পিতাই তাঁহার এবং পরিবারস্থ সকলের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ান।

* ডফ্ সাহেব সময়ে সময়ে পরিহাস-রসিকতাও সুন্দর করিতে পারিতেন। ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের যে মতভেদ আছে তাহারই একটী বিষয়ে একদিন কথা হইতেছিল। ডফ্ সাহেব স্কচ প্রেসবিটিরীয় মতাবলম্বী ছিলেন। ইহাঁদের মত ইংলণ্ডের সরকারী আংগ্লিকান মত হইতে কোন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভূদেব বাবু বলিলেন "আপনি এমন বলিতেছেন কিন্তু ডাক্তার স্মিথ তাহা বলেন না।" ডফ সাহেব হাসিয়া বলিলেন "তাহার ১৫০০ কারণ আছে" (হি হ্যাজ ফিফ্টীন হণ্ড্রেড রীজন্‌স ফর ইট) ভূদেব বাবু বুঝিতে পারিলেন না; বলিলেন "যদি অত কারণ থাকে তবে আপনি নিজের মতকে ঠিক বলিতেছেন কেন?" সাহেব বলিলেন, "তুমি কি জান না যে উনি ঐ মতাবলম্বী দলের দ্বারা নিযুক্ত এবং মাসে ১৫০০ টাকা মাহিনার চাকর।"—সাহেব প্রত্যেক টাকাকে এক একটী "কারণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন!

হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে দেওয়া যাইত। ছাত্রেরা তাহার পর প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ইচ্ছামত তিন বা চারি বৎসর প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। সিনিয়র বৃত্তিগুলি এক বৎসরকাল মাত্র স্থায়ী; সুতরাং প্রতি বৎসরেই সিনিয়র বৃত্তির জন্য প্রথম শ্রেণীতেও পরীক্ষা দিতে হইত। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে একই প্রশ্ন দেওয়া হইত এবং প্রথম শ্রেণীতে অন্যূন তিন বৎসর অধ্যয়ন করিলে কলেজ-পরিত্যাগের সময় ছাত্রগণকে তাহাদিগের পারদর্শিতা সূচক প্রশংসা পত্র দিবার রীতি ছিল।

১৮৪৩ অব্দে ভূদেব বাবু প্রশংসার সহিত সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৪০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। সেই বৎসর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সিনিয়র বৃত্তিধারী প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্র গোবিন চন্দ্র দত্ত, এবং খ্যাতনামা ৺প্যারীচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় ভূদেব বাবু অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য সকল ছাত্রগণ অপেক্ষা ভূদেব বাবু এবং মাইকেল মধুসূদন দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়াও অধিক নম্বর রাখিতে পারিয়াছিলেন।* ভূদেব বাবু ঐ প্রথম শ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসরই পরীক্ষার ফলানুসারে উক্ত ৪০৲ টাকার বৃত্তি বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন।

সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিত না, এবং সাধারণতঃ ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চার দিকেই অধিক দৃষ্টি থাকিত। সুতরাং ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের বিস্তর পুস্তক পড়িতে হইত।

* ১৮৪২-৪৩ সালের সাধারণ শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারী রিপোর্ট। Appendix C Pages XII & XIII.

এখনকার একজন এম এ পরীক্ষার্থী উৎকৃষ্ট ছাত্র] আপন পাঠ্য ইংরাজী সাহিত্য-সংক্রান্ত কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের যেরূপ প্রাচীন ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটির পরীক্ষা দিতে পারেন, হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা তাহা পারিতেন না সত্য, কিন্তু মোটের উপর তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রেরই পড়া শুনা এবং ইংরাজী ভাষা জ্ঞান ইহাঁদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক হইত। ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র ইংরাজী সাহিত্যে এম এ পাস হইলে ভূদেব বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ইংরাজী সাহিত্যে এম এ হইলে, কিন্তু আমি জানি যে তোমাকে এ পর্য্যন্ত স্পেন্সার একটুও পড়িতে হয় নাই, এবং তুমি সেক্সপিয়রের কয়েকখানি মাত্র নাটক ও মিলটনের অতি সামান্য অংশ মাত্র পড়িয়াছ; এখনকার ইংরাজী পড়ার ব্যবস্থা ভাল নয়।

হিন্দু কলেজে ৬ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ভূদেব বাবু কলেজ পরিত্যাগ করেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী উক্ত কলেজ হইতে প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন।*

ভূদেব বাবু যে সময়ে হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে ৺ স্যর রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র, ইংরাজী সাহিত্য,

* হিন্দুকলেজের তদানীন্তন সিনিয়র বৃত্তি-ধারী ছাত্রগণকে কিরূপ ধরণের প্রশংসা পত্র দেওয়া হইত, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তাহার নকল দেওয়া যাইতেছে। ডিপ্লোমাখানি দৈর্ঘ্যে ১৮ ইঞ্চি, এবং প্রস্থে ১৩ ইঞ্চি; উপরে হিন্দু কলেজ বাড়ীর একটি ছবি দেওয়া আছে। মোটা কাগজে ছাপা।

[কলেজ বাড়ীর ছবি]

HINDOO COLLEGE.

These are to certify that Bhoodeb Mookerjea has studied in this College for a period of 6 years and 5 months, that at the time of quitting college he was in the first class, that he has made very great progress in General Literature and acquired creditable

গণিতে ব্যুৎপন্ন এবং অধ্যয়নকেই সমগ্র জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কালাতিপাতকারী এবং সর্ব্বথা সুনীতি সম্পন্ন ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি ৺গৌরদাস বসাককে ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন :—

"ভূদেব কলেজ ছাড়ার পর হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল যাবৎ তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলাম না। আমি আর কখন তাহাকে দেখি নাই। ক্লাসে তাহার সেই স্থির প্রজ্ঞ, চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল চক্ষু এবং সেই ব্রাহ্মণোচিত গৌরবর্ণ আমার আজও বেশ মনে পড়ে। ক্লাসে ভূদেব স্থিরভাবে বসিয়া থাকিত, কথা খুবই অল্প কহিত; পুস্তক পাঠেই তাহার মন নিবিষ্ট দেখিতাম। আমি যদিও ভূদেবের সহিত কখন

---

proficiency in the English Language and Literature, and in the Elements of General knowledge and that his conduct has been quite satisfactory. At the time of leaving college he held a Senior Scholarship of the first grade.

CALCUTTA, *13th February 1846*	J. KERR	*Principal*
	G. LEWIS	*Head Master.*

C. H. CAMERON F. MELLETT F. J. MOUAT ROSOMOY DUTTA M. & SECY.	*Managing Committee*
C. H. CAMERON F. MELLETT ROSOMOY DUTTA F. J. MOUAT	*Members of the Council of Education.*

[এই সময়ে (১৮৪৬) ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর সংখ্যা আটজন এবং এডুকেশন কাউন্সিলের মেম্বর সংখ্যা সাতজন ছিল। ডিপ্লোমায় যে চারিজনের নাম স্বাক্ষর আছে, তদ্ব্যতীত—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ—ইঁহারাও ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর ছিলেন। এডুকেশন কাউন্সিলে সাতজন সভ্যের মধ্যে দুই জন দেশীয় ছিলেন—৺ রসময় দত্ত এবং ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর।]

কোন কথা কহি নাই, কিন্তু তাহার ঐ সমস্ত গুণে আমি আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়াছিলাম এবং আমার কয়েকজন সমপাঠীর চিত্তও তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ভূদেব যে সফলতা লাভ করিবে এবং একজন প্রকৃষ্ট ধার্ম্মিক পুরুষ হইবে, ইহা আমি তখন হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ভূদেবের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রাদিতে তাহার গুণগান শুনিয়াছিলাম। মাতৃভূমির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের প্রমাণ স্বরূপ এবং স্বীয় শ্রমশীল, অধ্যবসায়পূর্ণ এবং মিতব্যয়ী জীবনের ফলস্বরূপ তিনি যে বিস্তর অর্থদান করিয়া গিয়াছেন তাহাও আমি ঐ সময়ে বিদিত হইয়াছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ বাণী প্রকৃত প্রস্তাবে যে সফল হইয়াছে, উক্ত ব্যাপারে তাহা স্পষ্টতঃ দেখিয়া অন্তরে বড়ই আনন্দানুভব করিয়াছি।”

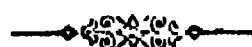
দেশীয় ছাত্র এবং ইউরোপীয় শিক্ষকের মধ্যে মনোমালিন্য কখন কখন হিন্দু কলেজেও হইত। ভূদেব বাবু যখন পঞ্চম শ্রেণীতে হ্যালফোর্ড সাহেবের নিকটে অধ্যয়ন করেন সেই সময়ে একদিন ক্লাসের একটী অশিষ্ট ছাত্র কোনরূপ অন্যায্য ব্যবহারে বৃদ্ধ শিক্ষক হ্যালফোর্ড সাহেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করায় তিনি তাহার পায়ে লাথি মারিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন ছাত্র বাহিরে গিয়া এই ব্যাপার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে জানাইলে ঐ শ্রেণী হইতে আদেশ হইল—“ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া যাও।” অবিলম্বে ঐ আদেশ অনুসারে ক্লাসের একজন ভিন্ন অপর সকলে কলেজ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পরদিন কেহ ক্লাসে আসিল না। ছাত্রেরা কলেজ বাড়ীর পূর্ব্বদিকে-স্থিত মুৎসুদ্দী ৺হরিশ্চন্দ্র বসুর পুত্র ৺রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে বসিয়া থাকিল।

যে বালক মার খাইয়াছিল, তাহার কার্য্যে অপর কাহারও সহানুভূতি না থাকিলেও, হিন্দুর ছেলের অঙ্গে সাহেবের পদাঘাত চুপ করিয়া সহ্

করা সহপাঠীদিগের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় নাই। সাহেবেরা হাতের আঘাত ও পায়ের আঘাতে বড় ইতর বিশেষ ভাবেন না; কিন্তু এদেশে সেরূপ নহে।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কলেজের অধ্যক্ষ এবং উর্দ্ধতন অধ্যাপকগণ মিলিয়া গোপনে আলোচনা করিলেন; কিন্তু কি করিতে হইবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হ্যালফোর্ড সাহেব অতি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন যে, তিনি কাজ ভাল করেন নাই; ছাত্রদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। এই কথা স্থির করিয়া যেখানে ছাত্রগণ একত্রে বসিয়া ঐ বিষয় লইয়া জল্পনা করিতেছিল, তিনি সেইখানে আসিবার জন্য কলেজ হইতে বাহির হইলেন। ছাত্রগণ এই ব্যবস্থার কথা জানিতে পারিয়াই তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সুভদ্র বৃদ্ধ শিক্ষক আসিয়া ছাত্রগণের নিকট মুখ ফুটিয়া ত্রুটি স্বীকার করিবেন, ইহা তাহাদের সকলের নিকটে বিসদৃশ বোধ হওয়ায়, ভূদেব বাবুর এবং অপর দুই এক জনের প্রস্তাব মত সকলে ধীরে ধীরে অপর পথ দিয়া ক্লাসে আসিয়া বসিল; সাহেবকে আর কিছু করিতে হইল না। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আর কোনরূপ মনোমালিন্য রহিল না; উভয় পক্ষেই ভদ্রতা প্রকাশিত হওয়ায় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধারই বৃদ্ধি হইল।

নবম অধ্যায়।



চাকরীর চেষ্টা; হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্‌ষ্টিটিউসন; ৺চণ্ডীচরণ মজুমদার; ফরাসীডাঙ্গায়, শ্রীপুরে এবং বহরমপুরে ইংরাজী স্কুল স্থাপন।

কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই শিক্ষা সভার (কাউন্সিল অফ এডুকেশনের) সম্পাদক ডাক্তার মাউয়াট সাহেবের সহিত ভূদেব বাবু পরিচিত ছিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি ভূদেব বাবুকে শিক্ষাবিভাগে দেড় শত টাকা বেতনে কোন বিদ্যালয়ে হেড মাষ্টারের পদ দিতে চাহেন। ভূদেব বাবু তখন তাঁহাকে বলেন যে শিক্ষা বিভাগের প্রচলিত নিয়মাবলীতে সকল ছাত্রের স্ব স্ব ধর্ম্ম বিষয়ে মোটামুটি কতকটা শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রকার ব্যবস্থা নাই; সেরূপ শিক্ষা এদেশীয়দিগের উপযোগী নহে; সুতরাং ঐ নিয়মানুযায়ী ভাবে শিক্ষা দান করা তাঁহার মনঃপূত হইবে না; তিনি অন্য কোন কার্য্যের চেষ্টা করিবেন।

ঐ সময়ে কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের পদ খালি হয়। তখন ঐ পদের বেতন ছয় শত টাকা ছিল। ভূদেব বাবু ঐ কার্য্যের জন্য আবেদন করিলেন এবং 'ল' মেম্বর এবং শিক্ষা সভার সভাপতি ক্যামারণ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইতিহাস এবং দর্শন শাস্ত্রের উপর সাহেবের বড়ই অনুরাগ ছিল। তিনি ঐ দুই বিষয়ের পরীক্ষায় ভূদেব বাবুর উত্তরগুলি পড়িয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "অত্যল্প দিন মাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে এরূপ যুবাপুরুষকে রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করিবার নিয়ম নাই; সুতরাং এই বিষয়ে আমি তোমার কিছু সুবিধা করিতে পারিব না। তবে তোমাকে কোন একটা ভাল কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টায় আমি রহিলাম।"

একটী বড় সওদাগরী আফিসে ক্যামারণ সাহেবের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। তিনি ঐ আফিসে ভূদেব বাবুকে একটী উচ্চ পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে ভূদেব বাবুর অত্যন্ত পীড়া হইল এবং তিনি অনেক দিন ধরিয়া রোগ ভোগ করিলেন। যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন তখন ক্যামারণ সাহেব বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ক্যামারণ সাহেব ভূদেব বাবুকে সেই কর্ম্ম দিবার জন্য যে তাঁহাকে অনেকবার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, পরে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখাৎ ভূদেব বাবু তাহা শুনিয়াছিলেন।

উল্লিখিত রেজিষ্ট্রারের পদের ন্যায় চারি পাঁচ শত টাকা বেতনের চাকরীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভূদেব বাবু অনেকগুলি আবেদন করিয়াছিলেন। এ দেশীয়ের পক্ষে প্রথমে কিরূপ চাকরী পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুই জানা ছিল না।

তিনি ঐ সময়ে অনেক বড় বড় সাহেবের নিকট উমেদারী করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু চাকরী কোথাও যুটে নাই।* সাহেববাড়ীর চাপরাসীর এবং কুকুরের দৌরাত্ম্য এই সময়ে তিনি বিশিষ্টরূপেই ভুগিয়াছিলেন।

* তাঁহার এই সময়ের মনের ভাব পারিবারিক প্রবন্ধে অতি সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত আছে ;—"আমাদের এই দরিদ্র দেশে কোন ব্যক্তিরই কুড়ে অকর্ম্মণ্য এবং উপার্জ্জনে অক্ষম হওয়া উচিত নহে। * * * ভিখারীকে ব্রহ্মচারী হইতে হয়।"—একান্নবর্ত্তিতা প্রবন্ধ।

ইহার কিছু পূর্ব্বে ডফ্ সাহেবের স্কুলে কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশীয় দুই জন হিন্দু ছাত্র * খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে হিন্দু সমাজ একটু বিচলিত হইয়াছিল। অনেকেরই মনে হয় যে, মিসনরি স্কুলে যাহাতে ছেলে পাঠাইতে না হয় এরূপ একটা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

কলিকাতার ধনশালী হিন্দুগণ মিলিয়া ৺গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে একটি সভার আহ্বান করিলেন। ঐ সভায় ধনকুবের ৺মতিলাল শীলকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করা হয়। মতিলাল শীল একটু বিলম্বে আসিয়া পৌছিলে সভাস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আমরা সকলে আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি; এইবার কাজ আরম্ভ হইবে।" সময়ে উপস্থিত না হওয়ার জন্য ইহা একপ্রকার তিরস্কার মনে করিয়া মতিলাল শীল কিছু বিরক্ত হইলেন এবং উত্তরে বলিলেন, "আমার জন্য আপনারা অপেক্ষা করিতেছিলেন কেন? এ বিষয়ের জন্য সভারও ত কোন আবশ্যক ছিল না; মহাশয়েরা সকলেই একটা একটা কলেজ করিয়া দিয়া ছেলেদের হিন্দুয়ানী রক্ষা করিতে পারেন; মিসনরি স্কুলে আর কাহাকেও ছেলে পাঠাইতে হইবে না। আমার উপর অনুমতি হউক আমিও একটা ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সভা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সেই দিনেই লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া শীল্‌স ফ্রী কলেজ নামক বিদ্যালয়ের

* রাধাকান্ত দত্ত ও উমেশচন্দ্র সরকার। (১) রাধাকান্ত দত্ত বসাকদিগের আত্মীয়। রাধাকান্ত নাবালগ বলিয়া সুপ্রীমকোর্টে মিসনরিদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইলে ব্যারিষ্টার এল ক্লার্ক পারিশ্রমিক না লইয়াই রাধাকান্তের আত্মীয়-দিগের পক্ষ সমর্থন করেন। ডাক্তার ডফ সাহেব মিসনরিদিগের পক্ষে বিশেষ তদ্বির করিয়া ছিলেন। রাধাকান্ত আপনার ইষ্টানিষ্ট বুঝিবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে এই কথা বলিয়া জজেরা মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। (২) উমেশচন্দ্র সরকারের সম্বন্ধে কোন কথা জানা নাই।

প্রতিষ্ঠা করিলেন *। অবশিষ্ট ভদ্রলোকগণ আপনাদিগের মধ্যে † কয়েক সহস্র টাকার চাঁদা ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া কিছু কাল পরে হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্‌ষ্টিটিউশন নামে স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ঐ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, ভূদেব বাবু তাঁহার অভীষ্ট প্রণালীতেই স্কুল চালাইতে পারিবেন এই কথা স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশনের কর্ত্তৃত্বভার ৺ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এবং ৺কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠতাত ৺হরিমোহন সেনের উপর অর্পিত ছিল। হরিমোহন বাবু ইহার অল্প দিন পরেই জয়পুরে দেওয়ান হইয়া চলিয়া গেলে ৺ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপরেই স্কুলের সমগ্র

* ১৮৪৫ সালের ২ রা জুন। এই কলেজের প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্ব্বে হীরালাল শীল যখন হিন্দু কলেজে নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার শিক্ষক কোনরূপ অনদাচরণ জন্য কয়েক দিন ধরিয়া প্রত্যহ তাঁহাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দেন, এবং একদিন বেত্রাঘাতও করেন। তাহাতে হীরালালের একটি কঠিন রোগের সূচনা হইয়াছিল। মতিলাল শীল পুত্রের প্রতি এইরূপ তাড়নায় বিরক্ত হইয়া প্রধানতঃ বাড়ীর ছেলেদের পড়ার জন্য নিজের দোল বাড়ীতে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৪৩ মার্চ্চ)। সেন্ট জেভিয়র কলেজ সংশ্লিষ্ট জেসুইটগণ কিছুদিন উহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ই ফ্রী কলেজে পরিণত হয়।

† গরানহাটায় একটী বাড়ীতে আর একটী সভার অধিবেশন হয়। ৺রমাপ্রসাদ রায়, হরিমোহন সেন, নবীনচন্দ্র সিংহ, সাতু সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধানাথ দত্ত, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, সাতু বাবু, লাটু বাবু, সার রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি এই সভার উদ্যোগী ছিলেন। ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে ঐ সভায় ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ৺ সার রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাকে বলেন, "আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম ; আমরা ভাবিতে ছিলাম যে, দেবেন্দ্র ভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ কে করিবে ?"

ভার অর্পিত হয়। হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন হিন্দুয়ানী রক্ষার জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং উহার অধিকাংশ সভ্যই সাধারণ হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় তখন ব্রাহ্মপদ্ধতির পোষক হইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্ম হইলেই "ওঁ" অক্ষরাঙ্কিত অঙ্গুরী পরিতে হইত। হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন নূতন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর চিহ্ন স্থাপনে ভূদেব বাবুর অনুমাত্র সহানুভূতি ছিল না।

ভূদেব বাবুর সহপাঠী (আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ সময়ে মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন; তাঁহাকে উক্ত স্কুলের ইনস্পেক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ইণ্টেলিজান্সার নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রমানাথ ঠাকুরের পুত্র ৺নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত স্কুলের পরিদর্শক (ভিজিটর) ও পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন।

অনেকে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী হেডমাষ্টারকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্যই রাজনারায়ণ বাবুকে ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সহপাঠী রাজনারায়ণ বাবুর সহিত ভূদেব বাবুর বরাবরই বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি স্কুলের ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলে ভূদেব বাবু কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হন নাই। কিন্তু ইহার পরে ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পুত্রগণের পারিবারিক শিক্ষক ৺ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী স্কুলে বেড়াইতে আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং তিনিও ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবেন এরূপ শুনা যাইতে লাগিল। ভূদেব বাবু এবং অল্প দিন পরেই তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষক—কৈকালার ৺বৃন্দাবন বসু ও চুঁচুড়ার ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—* কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

---

* (১) ৺বৃন্দাবন বাবু পরে আলেকজাণ্ডার ডফ কোম্পানীর অংশীদার হইয়া বিশেষ ধনশালী হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাড়ী খরিদ করেন।

ধর্ম্মমত লইয়া শিক্ষকদিগের সহিত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কখন কোন প্রকার কথান্তর হয় নাই। তবে এক-মতাবলম্বীদিগের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাস অজ্ঞাতসারেই একটু অধিক হইয়া পড়া মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। সেইরূপ সামান্য কিছু হইয়া থাকিবে। লোকের জল্পনায় অল্পবয়স্ক শিক্ষক-দিগের মনে তাহা হইতেই অভিমানের উদ্রেক হইয়াছিল; অপর পক্ষ সম্ভবতঃ উহা বুঝিতে পারেন নাই।

হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন ফণ্ডের সমস্ত টাকা ৺আশুতোষ দেবের হাত দিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে ন্যস্ত ছিল। উক্ত ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে ফণ্ডের টাকা সমস্তই নষ্ট হয় এবং স্কুলও অনতিকাল মধ্যে উঠিয়া যায়।

ইংরাজী শিক্ষার সহিত কতকটা স্বধর্ম্মশিক্ষা দানের প্রতি ভূদেব বাবুর যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আর চাকরীর চেষ্টা করিলেন না। ৺তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় অধ্যাপনা-কার্য্যে নিরত তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্রের কতকটা টোলের অনুকরণে নিজের বিদ্যালয়ে স্বাধীন ভাবে শিক্ষাদান করিতে সহজেই প্রবৃত্তি আসিল।

শিক্ষকতা কার্য্যের উপযোগী কয়েকজন যুবকও তাঁহার কথায় সহকারী স্বরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ফরাসী চন্দননগরের অন্তঃপাতী গোঁদলপাড়া নিবাসী তাঁহার ভগিনীপতি ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা ৺অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্ত

ভূদেব বাবুর সহিত তাঁহার যাবজ্জীবন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সেই জন্য বৃন্দাবন বাবু আপন উইলে ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র ৺ গোবিন্দ দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার সম্পত্তির একজন একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যান। (২) তিনকড়ি বাবু পরে সরকারী পূর্ত্তবিভাগে ভাল চাকরী পাইয়াছিলেন। এই স্কুলে চাকরী করিবার সময়ে ওরিয়েন্টাল অব্জারভার নামে একখানি মাসিক ইংরাজী পত্রিকা তিনি বাহির করিতেন। ভূদেব বাবু উক্ত পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন বাবুও উহাতে চলিয়াছিল।

গ্রামে সম্ভ্রম ছিল। ভূদেব বাবু প্রথমতঃ তথাকার প্রধানবর্গের সাহায্যে "চন্দননগর সেমিনরি" নাম দিয়া একটি স্কুল খুলিলেন।

ভূদেব বাবু স্বয়ং, চাঁদড়া (শ্রীপুর) নিবাসী ৺চণ্ডীচরণ মজুমদার, * ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ও ৺হরকালী মুখোপাধ্যায় উহার শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষকদিগের মধ্যে বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদার সচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান ছিলেন; ভূদেব বাবুর সঙ্গ লাভের জন্যই তিনি এই অবৈতনিক শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ভূদেব বাবুর সহিত তাঁহার আলাপের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

"১৮ বৎসর বয়সে আমি স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ঘরে বিবিধ ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন চেষ্টায় নিরত থাকি। ঐ সময়ে একদিন আমার প্রতিবাসী ও প্রিয় বন্ধু ৺ স্বরূপদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের †

* ইনি পরে লবণ বিভাগে কর্ম্ম করিয়া তৎপরে স্কুলের সব ইনস্পেক্টরী করেন। শেষে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের জনৈক আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হন। উভয়ের মধ্যে যে সকল চিঠি পত্রাদি লেখা হইত চণ্ডী বাবু সেগুলি অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন; তত দিনের (১৮৪৮) পুরাতন চিঠি পত্র আর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। ভূদেব বাবুর প্রতি ইঁহার এরূপ সভক্তিক ভালবাসা ছিল যে মধ্যে মধ্যে চুঁচুড়ার বাটীতে আসিয়া একত্রে থাকিতেন এবং শেষে শ্রীপুরে "ভূদেব চতুষ্পাঠী" নামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

† ৺স্বরূপ বাবু কলিকাতা ঠন্ঠনিয়া পল্লীর সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ভূদেব বাবুর সহিত হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন; কিন্তু পরে নিজের পরিশ্রমে ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। মিঃ জেঙ্কিন্স নামক জনৈক সিভিলিয়ানের সহিত স্বরূপ বাবুর আলাপ ছিল। বিলাতে স্বরূপ বাবুর পত্র পাইয়া পাঠান্তে সাহেব তাহার সুশিক্ষিতা কন্যাকে দিয়াছিলেন। তিনি উহা পাঠ করিয়াই বিচলিত ভাবে বলিয়া উঠেন, "বাঙ্গালীরা এত সক্ষম এবং এত ভাল ইংরাজী লিখিতে শিখিয়াছে; এ

বাটীতে ভূদেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তৎপূর্ব্বে স্বরূপের মুখে তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য আমার অভিলাষ জন্মে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার মনোমধ্যে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল, আলাপ পরিচয়ে তাহার বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। স্বরূপের সহিত তাঁহার বাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম ; ক্রমশঃ পরস্পরের মধ্যে প্রণয় এত গাঢ় হইল যে, প্রতিদিন প্রাতে বা সায়াহ্নে, হয় তাঁহার বাটীতে, না হয় স্বরূপের বাটীতে তিনজনে একত্র হইতাম এবং ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে ও নানাবিধ সদালোচনায় প্রায় তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম। এমারসনের প্রবন্ধাবলীর কথা তৎকালে অনেকে জ্ঞাত ছিলেন না ; স্বরূপ ৺রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের পুস্তকালয় হইতে উহা আনয়ন করেন। ঐ পুস্তক অধ্যয়নে আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। আমি যে উহার সকল অংশই সমানভাবে বুঝিতাম এমন নহে ; তবে যতটুকু বুঝিতাম তাহাতেই আমার বিশেষ তৃপ্তিলাভ হইত। আমাদের অন্তঃকরণ তখন নবোৎসাহে উথলিয়া উঠিয়াছিল।

"এইরূপে প্রায় একবৎসরকাল গত হইলে, ১৮৪৭ অব্দে ভূদেব কলিকাতা ছাড়িয়া চন্দননগরে আসিয়া এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ স্কুলে যে কয়জন শিক্ষক ছিলেন, বিদ্যালয়ের আয়ে তাঁহাদের নিজের নিজের আহারাদি কোনরূপে নির্ব্বাহিত হইত মাত্র। স্কুলের জন্য ঐরূপ আর একজন অবৈতনিক শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় স্বরূপের

অবস্থায় আমাদিগের ভারতাধিকার আর কত দিন স্থায়ী হইতে পারিবে!" দেশে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চাবৃদ্ধি হইলে স্বরূপ বাবু যত্ন করিয়া বাঙ্গালাতেও সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। পাড়ার কোন ছেলে লেখা পড়ায় ভাল হইলে যাহাতে সে ক্রমে উন্নতিলাভ করে তৎপক্ষে যত্নশীল হইতেন। ৺রামগোপাল ঘোষের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কোন স্বজনকে আনিবার জন্য ভূদেব স্বরূপের নিকট আপন ভগিনীপতি ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে * পাঠান। রামনারায়ণ, শ্যাম † ও হরকালী ‡ চন্দননগর বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক-দলভুক্ত ছিলেন। রামনারায়ণ যাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন তিনি চন্দননগর যাইতে অস্বীকার করায়, রাম হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে আমি ঐ সম্বাদ অবগত হইলাম। এই সুযোগে পুনরায় ভূদেবের সঙ্গ পাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছার উদ্রেক হইল। সংবাদদাতাকে বলিলাম 'আমি যাইব।' তিনি কহিলেন 'তবে আর বিলম্ব করিও না, রামকে ধর সে এখনও ষষ্ঠীতলা পার হয় নাই।' বাটীর বাহির হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রামকে ধরিলাম এবং তাঁহার নিকট আমার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলাম।

* "ইনি বাল্যকালে কিছু বাঙ্গালা ও ফরাসী শিক্ষা করিয়াছিলেন ; ইংরাজী লেখা পড়া মনোযোগ পূর্ব্বক করেন নাই। ভূদেবের যত্নে ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন। ভূদেব তাঁহাকে মুখে মুখে গল্পচ্ছলে ইতিহাস শিক্ষা দেন। তিনি অবশেষে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের অনৈক শিক্ষক হইয়া কিছুদিন ঐ পদে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।"

† "শ্যাম পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ; প্রথমে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ; কিন্তু পরে খৃষ্টান হইয়া বিলাত গমন করেন। বিলাত গমন কালেই হউক বা তথা হইতে প্রত্যাগমন কালেই হউক, তিনি যে জাহাজে আরোহী ছিলেন, উহা সমুদ্রে মগ্ন হওয়ায় তিনি ও অপর আর দুইজন এক জালিবোট অবলম্বনে তিন দিবস অহোরাত্র দাঁড় টানিয়া ও শামুক প্রভৃতি খাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কোন সময়ে কর্ণেল গুডইন সাহেব কলিকাতার মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে বক্তৃতা উপলক্ষ্যে শ্যামের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়া উক্ত ঘটনার উল্লেখ করেন।"

‡ "৺হরকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় চন্দননগর সেমিনরি উঠিয়া যাইবার পর অন্যত্র কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হন এবং অবশেষে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

রাম আমাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন; আমার প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'তোমার নিকটে লোক পাঠাইব, তাহার সঙ্গে চন্দননগরে যাইবে।' আমি 'বেশ' বলিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিলাম।

"কোন সাংসারিক ঘটনা বশতঃ ঠিক ঐ সময়ে বাড়ী ছাড়িয়া স্থানান্তর যাইবার জন্য আমার বাসনাও হইয়াছিল। দেড় বৎসর বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। আমি মাতার একমাত্র পুত্র ছিলাম; তিনিও নিঃস্ব ছিলেন না। চন্দননগর যাইবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট করায়, তিনি তাহার অনুমোদন করিলেন না। যাহা হউক, দুই এক দিনের মধ্যে তাঁহার অসম্মতিতেই আমি চলিয়া গেলাম।

"শীতকাল, রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় চন্দননগরস্থিত ভূকৈলাসের রাজভবনের সন্নিকটস্থ বাঁধাঘাটে আসিয়া আমার নৌকা লাগিল। পূর্ব্বে আমি কখন চন্দননগর দেখি নাই। দুর্গন্ধময়, অপরিষ্কার, অনবরত কোলাহলপূর্ণ কলিকাতায় থাকা অভ্যাস; সুতরাং নিস্তব্ধপ্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঐ সুন্দর নগরটী দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। ঘাটে নামিয়া পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে স্কুল-গৃহে উপস্থিত হইলাম। ভূদেব তাঁহার সহকারীগণের সহিত ঐ গৃহের একটী প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। আমায় দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তিনি তখন রামের পিতার অনুরোধে দায়ভাগের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহার গাত্রে একখানি সামান্য বনাত ছিল; পরিধেয় বস্ত্রেরও পারিপাট্য ছিল না। সহসা গাত্রোত্থান করিয়া আমার নিকটে আসিলেন এবং অঙ্গনস্থিত একটি কুল গাছের নিকট আমাকে লইয়া গিয়া কুল পাড়িয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার ঐ আমোদে যোগ দিলাম। তাহাতে তিনি যে আমায় লইয়া চলিতে পারিবেন, এরূপ কতকটা প্রতীতি তাঁহার জন্মিল। বহুদিন পরে একথা তিনি আমাকে আপনমুখে ব্যক্ত করেন।

এস্থানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যদি তাঁহার সহিত আমার গাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছিল তবে কার্য্যক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার সন্দিহান হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, দিবারাত্র একত্র বাস করিয়া কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এক মনে কোন কার্য্যবিশেষ সাধন করা, আর মধ্যে মধ্যে পরস্পর দেখা শুনা অথবা একত্র বসিয়া পুস্তক পাঠ কিম্বা সদালাপ দ্বারা দুই চারি ঘণ্টা অতিপাত করা, এতদুভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। বিশেষতঃ, তিনি জানিতেন, আমি অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ছিলাম; কখন গ্রাসাচ্ছাদন ক্লেশের ধার ধারিতাম না, মাতৃক্রোড়ে লালিত হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত মনে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতাম; সুতরাং চন্দননগর বিদ্যালয়ের বিপরীত ভাব আমার পক্ষে কতটা প্রীতিকর হইবে, ইহা সহজেই তাঁহার সন্দেহের বিষয় হইয়াছিল।

"চন্দননগর স্কুলটীর দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১০০ এবং মাসিক আয় ন্যূনাধিক ৮০৲ টাকা হইল। ঐ আয় দ্বারা বাড়ী ভাড়া, মালীর ও বিল-সরকারের মাহিয়ানা ও শিক্ষকদিগের আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। প্রথম শ্রেণীতে রিচার্ডসনের সিলেক্‌সন প্রভৃতি পুস্তক পড়ান হইত। ভূদেব বাবু স্বয়ং ঐ শ্রেণীতে শিক্ষাদান করিতেন। ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্রেণীর প্রধান ছাত্র ছিলেন। * স্কুলের তত্ত্বাবধান জন্য একটী সমিতি ছিল এবং তেলিনী-পাড়ার ৺ অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, গোন্দলপাড়ার

* "ইনি পরে একজন সুবিদ্বান মধ্যে গণ্য হন এবং বীরভূমে ওকালতী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং প্রায় ৩০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি খরিদ করিয়া উদ্যমশীল জমিদারের অনেকগুলি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। ইনি দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য এরা-রুটের চাষ করেন, এবং পতিত জমিতে সেগুন এবং কাঁঠাল গাছের বিস্তীর্ণ আবাদ করেন; শেষে হাইকোর্টে আইসেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, খলসিনীর ৺দ্বারকানাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ সভার সদস্য ছিলেন ; কিন্তু স্কুলটীর সম্বন্ধে উহাঁদের বিশেষ যত্ন ছিল না। সে জন্য কখন কখন আমাদের নিকট ইহাঁদিগকে মিষ্ট ভর্ৎসনা খাইতে হইত। *

"সকলে একাগ্রমনে কার্য্য করিতে থাকায় অতি শীঘ্রই স্কুলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। আমরা সকলেই প্রসন্নমনে নিজ নিজ সাধ্যমত স্কুলের কার্য্য সম্পন্ন করিতাম। ভাগীরথীর দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করায় ভূদেবের লক্ষ্য ছিল ; আমরা সকলেই পবিত্র মনে সম্মুখে সেই এক মাত্র লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ছিলাম। চন্দননগরে অবস্থান কালে আমাদের সকলেই প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পালাক্রমে উচ্চৈঃস্বরে ইউরোপীয় কবিগণের উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থের আবৃত্তি করিতাম। স্কুল-গৃহের পার্শ্বেই কয়েকজন ভদ্র ফরাসী বাস করিতেন। তাঁহারা আমাদিগের আবৃত্তি শ্রবণে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন।"

সকলে একত্রে গঙ্গাস্নানে গিয়া সাঁতার দেওয়া ইহাঁদিগের নিত্য

* "একদা ভূদেব রাম ও আমি বেলা অনুমান তৃতীয় প্রহরের সময় গোন্দলপাড়ায় গোপাল বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে বাবু তখন নিদ্রা যাইতেছেন ; নিকটে কয়েকজন ভৃত্য ও পারিষদ বসিয়া আছেন। বাবুর যাহাতে সত্বরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই অভিপ্রায়ে আমরা একটু উচ্চরবে কথোপকথন করিতে লাগিলাম ; পারিষদ-গণ নিবারণ করিল ; কিন্তু তাহা না শুনিয়া বরং স্বরটা এক গ্রাম আরও চড়াইয়া দিলাম। 'দিবা নিদ্রা বড়ই নিন্দনীয় এবং আমাদিগের দেশীয় বড় লোকেরা আহার ও নিদ্রা এই দুইটাই ভাল বুঝেন', এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল এমন সময়ে গোপাল বাবু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শশব্যস্ত হইয়া আমাদিগের সম্ভাষণ করিলেন। পারিষদেরা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। আমরা আমাদিগের কার্য্যোদ্ধার করিয়া স্কুলে প্রত্যাগমন করিলাম। স্কুল সমিতির সদস্যদিগের সকলের সহিত, বিশেষতঃ এই গোপাল বাবুর সহিত, ভূদেবের যাবজ্জীবন সৌহার্দ্দ ঘটিয়াছিল।"

কর্ম্মের মধ্যে ছিল। কাহারও নির্দ্দিষ্ট পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। আল্‌নাতে কয়েকখানি কাচা কাপড় ও চাদর ঝুলিত; যিনি যাহা পাইতেন তাহাই পরিধান করিতেন।

ইহাঁদিগের জলখাবার বরাদ্দ ছিল না; সকালে বৈকালে উদর ভরিয়া সামান্য একটা তরকারী মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া কখন কখন বা শুদ্ধ লবণ মাত্র দিয়া সকলে ভাত খাইতেন। মধ্যে মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতি হইলে ভূদেব বাবু নিজে পাক করিতেন। *

ভূদেব বাবু এবং যে কয়েকজন এই স্কুলে একত্রে থাকিতেন সকলেরই কোন না কোন একটা পীড়া ছিল; চন্দননগরের তখনকার জল বায়ুর এবং পরিমিত আহার ব্যবহারের গুণে সকলেই অল্প দিনের ভিতর নীরোগ হইতে পারিয়াছিলেন।

সায়াহ্নে প্রায় প্রত্যহই সকলে চন্দননগর ষ্ট্রাণ্ডে এক আধ ঘণ্টা বেড়াইতেন। রাত্রে বড় একটা পড়া শুনা করিতেন না; ঘণ্টা দুই গল্প পরিহাস ও গান * করিয়া নিদ্রা যাইতেন। ভূদেব বাবু প্রায়ই রাত্রি নয়টার সময় নিদ্রা যাইতেন এবং তিনটার সময় উঠিতেন।

* চণ্ডী বাবু লিখিয়াছেন,—"তাঁহার হস্তের অন্ন ব্যঞ্জন বড়ই মিষ্ট লাগিত। বাটনা ব্যতিরেকে শুদ্ধ জল লঙ্কা ও লবণ দিয়া তিনি যে তরকারী প্রস্তুত করিতেন তাহার সুস্বাদ আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। এক তরকারী ও ভাত খাইয়া সকলে পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম। কিন্তু একটু মাখা চোখা ব্যতিরেকে ভাত গেলা কঠিন হইত, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম "ব্রজ! জল দিলেই ত ঝোল হয়; তবে এ ঝোল কেনই বা না হয়?' আমার এই উক্তি ভূদেবের যাবজ্জীবন স্মরণ ছিল। আমার সহিত যখনই দেখা হইত প্রায় তখনই সহাস্য বদনে উহার পুনরুক্তি করিতেন।"

* ভূদেব বাবুর গলা ভাল ছিল না, কিন্তু গান শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মাদ্রাসা কলেজের শিক্ষক থাকার সময় এক দিন জনৈক

চন্দননগরে অবস্থান কালে ভূদেব বাবু চণ্ডী বাবুকে সঙ্গে লইয়া মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। তৎকালে নৌকা ভিন্ন কলিকাতা গমনাগমন করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না। সাধারণতঃ কুঠীর পান্সী অথবা গহনার নৌকাতেই যাতায়াত চলিত। কলিকাতা হইতে চন্দননগর আসিবার সময় বাগবাজারের ঘাটে নৌকায় আরোহণ করিতে হইত। কখন কখন ভদ্রেশ্বর পর্য্যন্ত আসিয়া মাঝি বলিত 'এখন ভাঁটা হইয়াছে, আর নৌকা যাইবে না' সুতরাং তথায় নৌকা হইতে নামিয়া উভয়ে পদব্রজে চন্দননগরে আসিতেন। কখন কখন গোঁদলপাড়ায় ভগিনীর বাটীতে দিবার জন্য ভূদেব বাবু হরিতকীবাগান হইতে মিষ্টান্নের হাঁড়ি বাগবাজার ঘাট পর্য্যন্ত স্বয়ং বহন করিয়া আনিতেন।

চন্দননগর স্কুলে বড়ই আনন্দে প্রীতিপূর্ণ সহযোগীদিগের সহিত সময় কাটিত। †

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের বহুল প্রচারে এদেশীয় সাধারণে সমাজের প্রকৃত অভাব সম্বন্ধে একটু চিন্তাপরায়ণ হইতে শিখিতেছেন; কিন্তু সে সময়ে অনেক সভায় একান্ত অদূরদর্শী বালকের ন্যায় মত প্রকাশ হইত :— ১৮৪৮ অব্দের ফরাসী বিপ্লবের পরই ফ্রান্স হইতে ফরাসী চন্দননগরের

সুগায়ক মুসলমানের মুখে তিনি একটী "মরসিয়া" গান শুনিয়াছিলেন। আরবী গীতটীর অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও ঐ গানে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে ওরূপ গান আর কোথাও কখন শুনিবার সুযোগ ঘটে নাই।

† চণ্ডী বাবু লিখিয়াছিলেন :—"গ্রীষ্মকালে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে, ভূদেব, আমি ও রাম তিনজনে গোন্দলপাড়ায় রাসমণির বাঁধা ঘাটে একখানি খালি মহাজনী নৌকার উপর উঠিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছিলাম। অকস্মাৎ নির্ম্মল শ্বেত মেঘমালা দর্শন করিয়া ভূদেব জর্ম্মণ কবি গেটে'র নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির আবৃত্তি করিয়াছিলেন।—

গবর্ণরের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র আইসে যে ফরাসী চন্দননগরের ভারতীয় অধিবাসিগণও ভ্রাতৃভাবের এবং সাম্যের এবং স্বাধীনতার (ফ্রেটার্নিটি, ইকোয়ালিটি ও লিবার্টি) সম্পূর্ণ অধিকারী; তাঁহারা যাহা কিছু চাহিয়া পাঠাইবেন তাহা দেওয়া হইবে। চন্দননগরের অধিবাসীগণ সভায় সম্মিলিত হইলে ভূদেব বাবু প্রস্তাব করিলেন,—"চন্দননগরে একটী স্কুল স্থাপনে সাহায্য করা হউক; তাহাতে বাঙ্গালা সংস্কৃত, ইংরাজী ও

"These clouds are living things.
I trace their veins of liquid gold,
I see them solemnly unfold
Their soft and fleecy wings;
These be the angels that convey
Us—weary children of a day,
Life's tedious nothing o'er
To where no passion comes nor woes
To vex the genius of repose,
On Death's majestic shore.

"দেখ এই মেঘমালা সজীব কেমন।
গলিত সুবর্ণ শিরা শরীরে শোভন॥
কেমন গম্ভীর ভাবে করিছে বিস্তার।
শুভ্রবর্ণ সুকোমল পক্ষ মনোহর॥
এরাই কি দেবদূত প্রেরিত ভূতলে,
লোকান্তরে আমাদের ল'য়ে যাবে ব'লে?
যথা নাই দুঃখভার যথা নাই আর।
রিপুর প্রবল বেগ মনের বিকার॥
ক্লান্ত নর ক্লান্তি দূর করে যথা গিয়া।
ভবের অনিত্য খেলা দুদিন খেলিয়া!"

ফরাসী পড়ান হইবে ; ফরাসী চন্দননগরের অনেককে ইংরাজ এলাকায় চাকরী ও ব্যবসায় করিতে হয়, ওরূপ স্কুলের সুশিক্ষায় ব্যবহারিক কার্য্যে সুবিধা হইবে।" অপর একজন তাহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন "প্রস্তাব-কারী নিজে সেরূপ স্কুলে চাকরী পাইবার জন্যই ঐ প্রস্তাব করিয়াছেন !" এই কথা বলিবামাত্র ভূদেব বাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। আর একজন বলিলেন, "বাজেয়াপ্তি ব্রহ্মোত্তরগুলি ছাড়িয়া দিতে বলা হউক।" অপরে বলিলেন "তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের মাত্র লাভ, অপরের কি ?" শেষে অধিকাংশের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রাদ্ধে দাগ দিয়া যে সকল ধর্ম্মের ষাঁড় সহরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, (যাহাদের কোন পল্লীগ্রামে গোরুর পালের সহিত রাখার সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে কাহারও মনে পড়ে না, সেগুলি যেন বাজারে অবাধে বিচরণ করিতে পায় !!

কিছু দিন পরে ভূদেব বাবু হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে যাইয়া তত্রত্য জমিদার ৺নবীনচন্দ্র মুস্তৌফী মহাশয়ের সহিত আলাপ করেন। প্রধানতঃ তাঁহার ও বলাগড় গ্রামের ৺ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে শ্রীপুরে একটী স্কুল স্থাপিত হইলে চণ্ডী বাবু এবং ৺রামতনয় বন্দ্যো-পাধ্যায় * তথায় কার্য্য করিতে থাকেন। ভূদেব বাবু মধ্যে মধ্যে উক্ত

* খলসিনীর রামতনয় বন্দ্যোপাধ্যায় "তনয় মাষ্টার" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভূদেব বাবুর প্রিয় ছাত্র ও মন্ত্র শিষ্য ফরাসী চন্দননগর নিবাসী ৺ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দুই স্কুলের সম্বন্ধে ৺রামতনয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের উপকার করিবার জন্যই ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ভূদেব বাবু চন্দননগর সেমিনরি স্থাপন করেন। চণ্ডী বাবু প্রায়ই সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করিতেন। আমিও উক্ত স্কুলে পড়াইতে যাইতাম। শিক্ষকগণের মধ্যে এমন কোন নিয়ম ছিল না যে, ইনি দ্বিতীয় শিক্ষক ইনি তৃতীয় শিক্ষক। ভূদেব বাবু যখন যাঁহাকে যে ক্লাসে পড়াইতে বলিতেন, তখন তিনি সেই ক্লাসে পড়াইতেন। ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী

স্কুল দেখিতে যাইতেন এবং তথায় প্রায় এক মাস অতিবাহিত করিতেন। ঐ সময়টা চণ্ডী বাবু চন্দননগর সেমিনরিতে কার্য্য করিতে যাইতেন।

শ্রীপুর স্কুলের সংস্থাপন সম্বন্ধে চণ্ডী বাবু লিখিয়াছিলেন—

"শ্রীপুর স্কুল স্থাপন করিতে গিয়া আমরা প্রথমতঃ চাঁদড়া 'গ্রামে অবতরণ করি। প্রাতে নৌকা হইতে নামিয়া ভূদেবকে বলিলাম, 'এই গ্রামে আমার মাতুলালয়, চলুন তথায় যাইয়া এবেলা অবস্থান করি, বৈকালে শ্রীপুরে যাইব।' তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, আমরা শ্রীপুরের বারোয়ারি ঘরে আড্ডা করি। তথায় গ্রামবাসী দুই চারি জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যুবক আসিয়া বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিলেন। ভূদেব তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং পাক করিলেন। বেড়ী না পাওয়ায় ভাতের ফেণ গড়ান একটা বিষম সমস্যা হইয়া উঠিলে ভূদেব হাঁড়ির তলা ফুটা করিয়া সহজেই তাহার মীমাংসা করিলেন! সকলে বেশ আমোদ করিয়া আহার করিলাম।"

শ্রীপুর স্কুল সম্বন্ধে পরস্পরের বক্তব্য ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রযোগে জানান হইত; তবে গ্রামে গ্রামে পত্রাদি প্রেরণ * ভারত গবর্ণমেণ্ট আজি কালি যেরূপ সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহা ছিল না।

এই স্কুলের প্রধান ছাত্ররূপে ভূদেব বাবুর বাসায় অবস্থান করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে পালিত ও শিক্ষিত হইতেছিলেন। বলাগড়ের নিকট শ্রীপুরে চন্দননগর সেমিনরির একটী শাখা স্কুল সংস্থাপন করিয়া ভূদেব বাবু চণ্ডীবাবুকে তাহার প্রধান শিক্ষক ও আমাকে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন। চন্দননগর সেমিনার ৺দুর্গাচরণ রক্ষিতের পিতামহ ৺রামতনু রক্ষিতের চাঁপাতলার গলির বাটীতে সংস্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীপুরের ন্যায় উলা, শান্তিপুর প্রভৃতি নানা স্থানে চন্দননগর সেমিনরির শাখা স্কুল সমূহ সংস্থাপন করিবেন, ভূদেব বাবুর এরূপ মানস ছিল; কিন্তু চন্দননগর সেমিনরিই এগার মাস পরে উঠিয়া গিয়াছিল।"

* ভূদেব বাবু (২৫।৫।১৮৪৮) চণ্ডী বাবুকে লিখিয়াছিলেন—

চণ্ডী বাবুর প্রযত্নে এবং স্থানীয় লোকের সাহায্যে শ্রীপুর স্কুলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঐ সময়ে শ্রীপুরে স্পিয়ার নামক জনৈক খৃষ্টান মিসনরির স্থাপিত একটি স্কুলও ছিল।

ভূদেব বাবু ১৮৪৮ অব্দের ১৮ই মে চণ্ডীবাবুকে লেখেন :—

"মনে কর যদি স্থানীয় লোকের আর সাহায্য না পাও, যদি স্পিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতিযোগী স্কুল রক্ষা করিতে থাকেন এবং মুস্তৌফী মহাশয়েরা যদি তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া চলেন —এ সকল যদি সত্য হয়, তবে তুমি এ গুলিকে পুরাতন খবর* বল আর যাহাই বল, আমি ঐ গুলি অল্প প্রয়োজনীয় সংবাদ বলিয়া মনে করি না। অতএব এ সকল সম্বন্ধে তুমি যত শীঘ্র পার আমাকে লিখিও।"

স্পিয়ার সাহেব যখন দেখিলেন যে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলটীর জন্য তাঁহার স্কুলের ক্ষতি হইতে লাগিল, তখন তিনি নূতন স্কুলটীকে তাঁহার স্কুলের সহিত 'সম্মিলিত করিয়া বিলুপ্ত' করার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। স্পিয়ার সাহেব চণ্ডীবাবুর নিকট স্কুলদ্বয়ের সম্মিলন প্রস্তাব করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। এতৎসম্বন্ধে তিনি ভূদেব বাবুকে পত্র লিখিয়া জানাইলে ভূদেব বাবু ("সরল বাঙ্গালী কোন সাহেব-বাড়ী গিয়া আদর পাইলে যে সাধারণতঃ সেই ইউরোপীয়ের

---

* "আমার স্মরণ আছে, তুমি বলিয়াছিলে যে, তোমার ডাকখরচা বড় বেশী পড়ে। রবিবার দিন হইতে তুমি তোমার ভৃত্যকে দিগড়ায় পাঠাইয়া দিও। সেইখানে আমার পত্রগুলি তোমার লোকের অপেক্ষায় থাকিবে।"

যে পত্রখানি হইতে এই কথা গুলি উদ্ধৃত হইল তাহা এখন আধ আনা মাশুলে ডাকে যায়। কিন্তু "ছয় আনা মাশুল দেয়" বলিয়া উহাতে পোষ্টাফিসের ছাপ আছে!

কথাতেই সায় দিয়া ফিরিয়া থাবেন তাহা বুঝিয়া) চণ্ডী বাবুকে নিম্নলিখিতরূপ পত্র (২।৬।১৮৪৮) লিখিয়াছিলেন *—

"সাহেব পুনঃ পুনঃ তোমাকে আমন্ত্রণ করিলেও তুমি সাহেবের বাড়ীতে যাইও না; সাহেবের যদি কিছু বলিবার থাকে সাহেব তোমার নিকট আস্থন। তিনি যদি আসেন তাহা হইলে তাঁহার স্কুলটী কোনরূপ সর্ত্ত ব্যতিরেকে সাহেব তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া দিন, এই কথাই বলিবে। স্পিয়ার সাহেবের ন্যায় লোককে সহযোগী করিলে 'আমাদের কাজ' চলিবে না। এ বিষয়ে নবীনের পরামর্শ লইও; কিন্তু পরামর্শ জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই আমার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইও।"

এই সময়ে কাশিম বাজারের স্বর্গীয়া মহারাণী † স্বর্ণময়ীর জনৈক

* "As for Mr. Spier you should by no means go to him even though he repeatedly invites you to his place. Let him come to you if he has any thing to say. And supposing he were to come, an unconditional surrender of *his* Institution is what you must stick to. We can never have a man like him for a colleague. Ask Nobin, however, for his advice, letting him know beforehand my sentiments in the matter."

† প্রাতঃ স্মরণীয়া ৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী এই স্কুলের জন্য মাসিক ৭০ টাকা এবং তত্রত্য গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট এইচ টরেন্স সাহেব মাসিক ৫০ টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হন। যতদিন পর্য্যন্ত বহরমপুর কলেজ ও তৎ সংসৃষ্ট স্কুল সংস্থাপিত না হইয়াছিল, ততদিন এই স্কুল ছিল; কলেজ স্থাপনার পর উহাতেই লীন হয়। বহরমপুরের স্কুলে চণ্ডী বাবু এক বৎসর মাত্র শিক্ষকতা করেন।

চণ্ডী বাবুর চেষ্টায় আন্দুল গ্রামে এবং তমলুকে অপর দুইটী স্কুল স্থাপিত হয়। আন্দুলের স্কুলটীতে বিশপস্ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রেভরেণ্ড "কে" এবং তমলুকের স্কুলটীতে তখনকার লবণের এজেণ্ট হ্যামিল্টন সাহেবের সাহায্য ছিল। ঐ দুই স্কুল

প্রধান আমলার সহিত চণ্ডী বাবুর পরিচয় সুযোগে বহরমপুরেও একটি স্কুল স্থাপিত হয়।

তখন চন্দননগর সেমিনরির আয় হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া অপরাপর স্কুলগুলির অভাবজনিত ঋণ শোধ করা হইত। *

এখনও বর্ত্তমান আছে। ভূদেব বাবুর ভগিনীপতির এক ভগিনীপতির যত্নে সেহাখালাতেও ঐ সময়ে একটী স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছিল।

* পত্রে (১৮।৫।১৮৪৮) ভূদেব বাবু চণ্ডী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ—

"তুমি (শ্রীপুর) স্কুলের খরচ সরবরাহ কিরূপে করিতেছ তাহা আমাকে জানাইতে ভুলিও না। তোমাকে কি স্বতন্ত্র আর টাকা ধার করিতে হইয়াছে, না ছেলেদের নিকট প্রাপ্য বেতন আদায় করিয়া তদ্দ্বারাই ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছ?"

দশম অধ্যায়

[দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ জন্য ৺তর্কভূষণ মহাশয়ের চিন্তা ; ভূদেব বাবুর ঋণ গ্রহণ ; মাদ্রাসা স্কুলে চাকরী ; কর্ণেল রাইলি ; হাবড়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা]

এইরূপে স্বাধীনভাবে স্কুল পরিচালনায় এক বৎসর কাল অতীত হইলে তাঁহার দ্বিতীয়া ভগিনীর বিবাহের দিনস্থির হওয়ার পর ভূদেব বাবু কয়েক দিনের জন্য হরিতকী বাগানের বাটীতে আসিলেন।

ঐ সময়ে একদিন ভূদেব বাবু চণ্ডীমণ্ডপের ঘরের ভিতর আছেন, এমন সময়ে তর্কভূষণ মহাশয়, প্রতিবেশী শম্ভু ঘোষকে সঙ্গে লইয়া, রোয়াকে আসিয়া বসিলেন।

তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল ; প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। তর্কভূষণ মহাশয় শম্ভু ঘোষকে বলিলেন, "শম্ভু ! বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এখন টাকার সঙ্কুলান হইলেই হয়। তুমি আমাকে আড়াই শত টাকা কর্জ্জ দিতে পারিবে কি ?" শম্ভু বিবাহের কথা শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিল "বেশ, সোদপুরেই ত হোল ? আড়াই শত টাকার জন্য আপনার কর্ম্ম আটকাইয়া থাকিবে না। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; বাবু তো খুব বিদ্বান্ হইয়াছেন, চল্লিশ টাকা জলপানি পাইয়াছিলেন ; তিনি কি কিছুই রোজগার করেন না ? এখনও আপনার কষ্ট ঘুচিল না ?" তর্কভূষণ মহাশয় একটু দুঃখিত স্বরে বলিলেন

"শম্ভু কে কাহার দুঃখ ঘুচাইতে পারে? অদৃষ্টে যাহার যেরূপ থাকে তাহার সেইরূপই হয়!"

পিতার এই কথা ও স্বর ভূদেব বাবুর কর্ণে যেন বজ্রের ন্যায় বাজিয়া উঠিল। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল - সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে অধ্যাপক পণ্ডিত পিতা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন; হিন্দু কলেজে পড়িতে ইচ্ছা হইলে নানাপ্রকার সাংসারিক অসুবিধা সহ্য করিয়া তথাকার বেতন যোগাইয়াছেন; ইংরাজী শিক্ষার বিষে বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যখন দেবপূজায় অনাস্থা দেখাইয়াছেন তখন ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া অতি মধুর ও ধীরভাবে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছেন—ওরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে একটীও কটুকথা বলেন নাই; স্কুল হইতে বাটী আসিতে কোন দিন বিলম্ব হইলে দ্বার দেশে তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন; শৈশবাবধি নিজ হস্তে মুখ ধুইয়া দেওয়া, একত্রে ক্রীড়া করা, শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা দ্বারা তাঁহার চরিত্র উন্নত ও দৃঢ় করিবার চেষ্টা— ইত্যাদি বিষয়ের স্মৃতি নিমেষমধ্যে তাঁহার মনে জাগরূক হইল। কিন্তু এমন পিতার জন্য তিনি যে কি করিয়াছেন তাহা কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না! উপযুক্ত পুত্র কোথায় ভগিনীর বিবাহ কালে স্বোপার্জ্জিত দশ টাকা দিয়া পিতার সাহায্য করিবেন, না, পিতাকে টাকা ধার করিতে হইতেছে; আর তিনি সাংসারিক কিছুতেই না থাকিয়া, উদাসীনভাবে একেবারেই সকল ধাপ টপকাইয়া, 'জগতের উপকার সাধন চেষ্টায়' স্কুল বসাইয়া বেড়াইতেছেন!

এই স্থলে ভূদেব বাবুর স্কুল স্থাপন করিতে যাওয়ার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পুত্র পাঠ শেষ করিয়া টোল করিবে, অন্ন দিয়া অন্যকে পড়াইবে এবং নিজের আহারের মাত্র সংস্থান

করিবে, তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু টোলের অধ্যাপকেরও কিছু থাকে; টোলের অধ্যাপকও ভগিনীর বিবাহের সময় দশটা বিদায়ের ঘড়া বেচিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন—ভূদেব বাবুর স্থাপিত স্কুল হইতে পেটের ভাত ভিন্ন আর কিছুই চলিত না। ওদিকে তর্কভূষণ মহাশয়ের যে আয় ছিল, পুত্রের স্কুলের বেতন দিতে না হওয়া অবধি তাহাতে সংসার 'একপ্রকার' চলিয়া যাইতেছিল। * বিবাহের বিশেষ ব্যয়ের জন্যই অর্থের অনটন বোধ হইতে লাগিল এবং ভাল লোক মাত্রেরই ঋণ করিতে যে কষ্ট হয়, তাহা তাঁহার হইতেছিল। ভূদেব বাবুর জলপানির টাকা হইতেই একখানি পাকাঘর প্রস্তুত হইয়াছিল। কলেজ ছাড়িলেই তাঁহার ভাল চাকরী হইবে এবং তর্কভূষণ মহাশয়েরও অর্থের সচ্ছলতা হইবে শম্ভু ঘোষ প্রভৃতি পাড়ার লোকে সহজেই ইহা মনে করিতেছিল। সুতরাং কন্যার বিবাহের জন্য তর্কভূষণ মহাশয়কে টাকা কর্জ্জ করিতে হইতেছে দেখিয়া শম্ভু ঘোষ একটু বিস্মিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, কয়েক মিনিটের জন্য ভূদেব বাবু যেন আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অল্পক্ষণেই আবার চিত্তকে সুস্থির করিয়া অবিলম্বে নিজের এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন।

* ৺ রামতনয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

"ভূদেব বাবু যখন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন সেই সময়ে আমি ও আমার অগ্রজ উভয়ে কলিকাতায় থাকি। অগ্রজ মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদাই ভূদেব বাবুর মহাপণ্ডিত পিতার নিকটে যাওয়া আসা করিতেন; আমিও পাঠ্য ইংরাজী পুস্তকের দুরূহ স্থলগুলি বুঝাইয়া লইতে হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ভূদেব বাবুর নিকটে যাইতাম। তখন কলিকাতায় তাঁহাদের অনেকগুলি যজমান ছিল। ৺তর্কভূষণ মহাশয় নিজের পূজা আহ্নিকে এবং শাস্ত্রচর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন।

সংস্কৃত কলেজ ছাড়াইয়া পুত্রকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে তর্কভূষণ মহাশয়কে ক্ষণমাত্রও ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই; কোন কথা উঠিবামাত্র তিনি তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য বুঝিয়া মতি স্থির করিতেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার পুত্রেরও সেইরূপ নিজের কর্ত্তব্য নির্ণয় এবং সেই বিষয়ে মতি স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। দেশময় বিদ্যালয় স্থাপনাদির সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল বিশাল কল্পনা ছিল, তাঁহার জীবনের স্থির উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, এই গুরুতর কর্ত্তব্যবোধের অনুরোধে সেই উদ্দেশ্য এবং চিন্তা তিনি এক্ষণে মন হইতে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করিলেন। তিনি আর এক দিনের জন্যও চন্দননগর প্রভৃতি স্থানের স্কুলে ফিরিয়া যাইবেন না, যেমন তেমন একটা চাকরী, যাহাই যুটিবে তাহাই করিবেন এবং উপস্থিত যেরূপে পারেন এই বিবাহের জন্য টাকা সংগ্রহ করিয়া পিতাকে দিবেন, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আপনাকে সংবদ্ধ করিলেন।

শম্ভু ঘোষের সহিত উক্তরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া তর্কভূষণ মহাশয়

বাটীতে তাঁহার দেশস্থ ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ প্রায় নিয়তই থাকিতেন। তাঁহারা এবং তর্কভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতারা যাজ্যক্রিয়া করিতেন। তর্কভূষণ মহাশয় বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কলিকাতাস্থ তাৎকালিক অনেকানেক বিখ্যাত অধ্যাপক প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে শাস্ত্রালাপের অথবা নানা দুরূহ বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত আসিতেন। আগন্তুক অধ্যাপকগণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে বেলা অধিক হইলে তাঁহাদের মধ্যে দূরস্থ কেহ কেহ আহার করিয়াই যাইতেন। এইরূপে তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ প্রায় ৭।৮ জন বাড়তি লোকের আহার হইত। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ভূদেব বাবুর মাতা ও খুল্লতাত পত্নী উভয়েই এই সমস্ত লোকদিগকে অন্ন দান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। মোটের উপর তাঁহার সংসারে মোটা ভাত কাপড়ের অসংস্থান ছিল না।"

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। পুত্র যে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহার মনের ভাব যে এরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে ৺ স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভূদেব বাবুর বড়ই সৌহার্দ্দ্য ছিল *। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহাকে টাকা ধার কে দিতে পারে ভাবিতে গিয়া, 'স্বরূপের টাকা আছে, সম্ভবতঃ সেই দিবে' বলিয়া মনে হওয়ায়, তিনি তখনই স্বরূপ বাবুর বাড়ীতে গেলেন এবং তাঁহাকে আড়াই শত টাকা ধার দিবার জন্য বলিলেন। স্বরূপ বাবু বন্ধুর কথার ভাবে তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন এবং আড়াই শত টাকা আনিয়া বন্ধুর হস্তে দিলেন; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ভূদেব বাবু সে টাকা সেই রাত্রেই পিতাকে দিলেন। 'স্কুলের লভ্যাংশ হইতে এই টাকা আসিয়াছে' মনে করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "বিবাহের জন্য আড়াই শত টাকা ধার করিতে যাইতেছিলাম; বড় সময়েই টাকাটা আসিয়াছে।"

টাকা ধার করিয়া তাহা পরিশোধের উপায় না করা বড়ই অন্যায় কার্য্য বিবেচনায় ভূদেব বাবু 'পরদিনই' এডুকেশন কাউন্সিলের সম্পাদক ডাঃ মাউয়াট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। সেদিন যে রবিবার তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না! মাউয়াট সাহেব ভূদেব বাবুকে ভালবাসিতেন বটে,

* পান এবং আহারাদি সম্বন্ধে স্বরূপ বাবুর অহিন্দু আচরণ ছিল; কিন্তু নিমন্ত্রণ স্থলে ভূদেব বাবুকে আগে বাড়ীর ভিতর হইতে আহার করাইয়া আনিয়া তবে অন্যান্য বন্ধুর সহিত নিজে আহার করিতেন। ভূদেব বাবু বন্ধুর আচরণে ক্ষুণ্ন হইতেন; নিজের পথ ভাল বলিয়া তাহাতেই দৃঢ় থাকিতেন; কিন্তু যথার্থ বন্ধুত্ব থাকায়, স্বরূপ বাবুর তুষ্টির জন্য তাঁহার দলেও বসিতেন এবং কথা বার্ত্তায় যোগ দিতেন।

কিন্তু রবিবারে দেখা করিতে যাওয়ায় একটু অসন্তোষব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "রবিবারে আমার কাছে কি জন্য? (হোয়াট্ ডু ইউ কম্ টু মি অন্ দিস্ সন্‌ডে ফর্?)" এই কথায় ভূদেব বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "রবিবারে দাতব্যের কার্য্য করিতে আপনাদের নিষেধ নাই; আমি এখন একান্তই দয়ার পাত্র (ইউ আর নট ডিবার্ড ফ্রম চ্যারিটেবল ওয়ার্কস্ অন সন্‌ডেজ্; আই অ্যাম্ নাউ অ্যান্ অবজেক্‌ট অফ চ্যারিটী)।" ভূদেব বাবুর এই কথায় এবং যেরূপ স্বরে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে সাহেব কিছু অপ্রতিভ হইলেন; বুঝিলেন যে কোন বিশেষ দুঃখ উপস্থিত হওয়াতেই তিনি রবিবারে আসিয়াছেন। তখন আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া মিষ্ট স্বরে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সাহেব ভূদেব বাবুকে যথার্থই ভাল বাসিতেন। 'যে ঋণগ্রস্তব্যক্তির এক পয়সা নাই, পরিশোধের কোন উপায় নাই, তাহার অপেক্ষা অধম কে?' —ভূদেব বাবুর মন তখন এই ভাবেই ভরিয়া ছিল। ভূদেব বাবু মাউয়াট সাহেবের নিকট তাঁহার আর্থিক অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া অবিলম্বেই একটী চাকরী হয় এরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। মাউয়াট সাহেব বলিলেন, "আপাততঃ দুইটি মাত্র চাকরী খালি আছে—একটি মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ, বেতন পঞ্চাশ টাকা; অপরটি হিন্দু কলেজের একটী অধস্তন শিক্ষকের পদ, বেতন পঁচাত্তর টাকা; কিন্তু এই দুইয়ের কোনটীই তোমার উপযুক্ত নয়; তোমার মত হিন্দুকলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা অনেকে দেড় শত টাকায় কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন; আমি তোমাকে ত তাহা দিতে চাহিয়াছিলাম! কিছু দিন অপেক্ষা করিলে ভাল চাকরী জুটিবে।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "ঋণ গ্রহণ করিয়া যে কয়দিন তাহার পরিশোধের ঠিকানা হইতে বিলম্ব হইবে, সে কয়দিন আমার বড় কষ্টে যাইবে। আমি যে কোন চাকরী গ্রহণে সম্মত আছি।" মাউয়াট

সাহেব তখন বলিলেন, "ঐ দুইটী পদ খালি আছে, সুতরাং তুমি কালই চাকরীতে ভর্ত্তি হইতে পার।—তুমি কোন্‌টী লইবে?"

ভূদেব বাবু দেখিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তিনি আপাততঃ বেতন কিছু বেশী পাইবেন বটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র পড়াইয়া * যে সুখ তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন; অধিকন্তু অধস্তন শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আপন গুণপনা প্রদর্শনের সুযোগ থাকিবে না। তিনি মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাউয়াট সাহেব বলিলেন, "মাদ্রাসা কলেজে তুমি মাহিনা কম পাইবে, কোন হিন্দু পর্ব্বোপলক্ষে ছুটী পাইবে না, এবং তোমার বাটী হইতে প্রত্যহ অনেকটা অধিক দূরে যাইতে হইবে। তখন ভূদেব বাবু সাহেবকে তাঁহার মনের ভাব সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিলে, সাহেব বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং পর দিন হইতেই ভূদেব বাবুকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

মাদ্রাসা কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া (১।২।১৮৪৯) ভূদেব বাবু অতি

* এই প্রসঙ্গে অতি সরস সুন্দর একটা গল্প আছে। কোন সুপণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ বন্যায় দেশ ডুবিয়া যাওয়ায় খড়ের গাদা অবলম্বনে নদীতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। পাণ্ডিত্য হেতু দেশ বিদেশে অনেকেরই নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন। কিছু দূর ভাসিয়া ব্রাহ্মণ একখানি গ্রামের নিকটে আসিলে গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তর্করত্ন মহাশয়! আপনি আমাদের গ্রামে বাস করুন এবং টোল খুলুন। আজ্ঞা করিলে আমরা খড়ের গাদা ডাঙ্গায় লাগাইয়া দিই।" অধ্যাপক বলিলেন, "বাপু সকল! কাব্য স্মৃতি দর্শন, পড়িবার মত ছেলে তোমাদের গ্রামে কিরূপ আছে? কতকটা ব্যাকরণ পড়া হইয়া গিয়াছে, এমন ছেলে কয়জন?" লোকেরা বলিল, "আজ্ঞে তাহা কেহ নাই। আপনিই প্রথম হইতে পড়াইয়া লইবেন।" ঐ কথা শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেন "থাক বাবা। আমি আরও খানিকটা ভাসিয়া যাই।"

অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার মুসলমান ছাত্রগণের অতিশয় প্রিয় * হইয়া উঠিলেন।

পুত্রের মুসলমান ছাত্রগণ কেহ বাড়ীতে আসিলে ৺তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাদিগকে সযত্নে বসাইতে এবং জল খাওয়াইতে কোনরূপ সঙ্কোচ করিতেন না। ছাত্রেরা যে কোন মুসলমান মৌলবীর বাটীতে আসেন নাই, একজন একান্ত আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়াছেন, তাহা বাক্যে ইঙ্গিতে বা ব্যবহারে কখন বুঝিতে পারিতেন না। উহাঁদের জন্য কাষ্ঠাসন এবং পিতলের ক্ষুদ্র নক্সাকাটা ঘটি ও রেকাবি ক্রয় করিয়া রাখা হইয়াছিল। উহাঁরা চলিয়া গেলে ঐগুলি আবার মাজিয়া অগ্নি স্পর্শ করাইয়া তাহাদের ব্যবহার জন্য পৃথক রাখা হইত। ফলতঃ হিন্দুচূড়ামণি ৺তর্কভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে দেশ ব্যবহারেও অবজ্ঞা ছিল না, এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই "অতিথি পূজা" হইত।

* মাদ্রাসা কলেজের অনেক ছাত্র ভূদেব বাবুকে যাবজ্জীবন অপরিসীম ভক্তি করিতেন। তাহার তৃতীয় পুত্র নওয়াখালিতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলে (১৮৮০), তথাকার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আনওয়ার আহম্মদ সাহেব প্রথম দেখা হইতেই বিশেষ প্রীতির সহিত "গুরু পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টম্যাকট একসময়ে মৌলবী সাহেবকে আবগারী বিভাগের ভার দিলে তিনি লেখেন যে তিনি ঐ বিভাগের অপর সকল কার্য্য করিতে রাজী, কিন্তু মদ্য স্পর্শ করেন না; এজন্য গুদামের পিপায় কত মদ আছে বা মদের গুরুত্ব কত, তাহা যন্ত্রদ্বারা 'স্বহস্তে' পরীক্ষা করিতে পারিবেন না; ঐ দুই বিষয়ে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া লেখেন যে, সকল কার্য্য 'তাঁহাকেই' করিতে হইবে—নচেৎ তিনি অবাধ্যতার জন্য রিপোর্ট করিবেন। মৌলবী সাহেব উত্তর দেন যে তিনি অবাধ্য নহেন; এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে আপত্তিকর কার্য্যের জন্য জিদ করেন নাই; কৃপা এবং প্রীতির সহিতই সকলে চালাইয়া লওয়ায় কতকটা পেনসন পাওয়ার সময় হইতে পারিয়াছে; তিনি তাঁহার নিজের প্রস্তাবিত ভাবে আবগারীর

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান মৌলবীগণ যে ধর্ম্মজীবনের এবং ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষপাতী এবং তাঁহাদিগেরও ধর্ম্ম যে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ সম্ভোগের বিরোধী, ইহা ভূদেব বাবু মাদ্রাসা কলেজের চাকরীর সময় ভাল ভাল মুসলমান দিগের সংস্রবে আসিয়া সুস্পষ্ট রূপেই জানিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমানের প্রতি তিনি বরাবরই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলিতেন, হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাই; উভয়ে এখন একদেশবাসী সুতরাং একই মাতৃ স্তন্যে উভয়ে পুষ্ট, ফলতঃ উহাঁরা "দুধ ভাই" *।

ভূদেব বাবু তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের স্থানে স্থানে মুসলমানদিগের

কার্য্য করিতে, অপর সকল বিষয়ের কার্য্য করিতে, এমন কি বদলী হইতে, যে কিছু পেনসন হয় তাহা লইয়া কর্ম্ম ছাড়িতে রাজী; তথাপিও 'অবাধ্যতা' মনে হইলে তাঁহার দুই পত্রই যেন রিপোর্টের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রিপোর্ট করেন নাই এবং অপরকেই কার্য্য দিয়াছিলেন। এই ঘটনার সময় দেখা হইলে মৌলবী সাহেব ভূদেব বাবুর পুত্রকে বলেন "তোমার পিতা যেদিন মাদ্রাসা কলেজ ত্যাগ করেন, আমরা কয়েকজন সেদিন তাঁহার সহিত কলেজের ফটকের বাহিরে কিছু দূর একত্রে যাওয়ার পর তিনি বিদায় লওয়ার সময় বলেন "মনুষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার দিকে তোমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও। যাবজ্জীবন এরূপে চলিও যেন পরকালে সুখ পাও।"—আমার চক্ষেজল আসিয়াছিল। সকল ধর্ম্মেরই এই উপদেশ; কিন্তু তাঁহার মুখের ঐ বাক্য আমার কর্ণে, আমার ধর্ম্মেরই সার উপদেশরূপে সর্ব্বদা বাজিতেছে এবং সকল প্রকার বিপদে এবং সমস্যায় মনের শান্তি রাখিয়া ভুলচুক হইতে আমাকে বাঁচাইতেছে।"

* মুসলমানদিগের মধ্যে এই স্তন্যপানজনিত সম্বন্ধ এত সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত যে, ধাত্রী কন্যা নিজের সহোদরা ভগিনীর ন্যায় একই মাতৃরক্তে পালিতা বলিয়া উহার সহিত বিবাহ চলে না। মুসলমান মাতারা অপরের ছেলেকে কোলে লইলে সে যদি স্তন্যপান চেষ্টা করে, তাহা হইলেও স্তন্যদান করেন না। বলেন যে, যদি উত্তরকালে এই "দুধের সম্পর্ক" না জানিয়া বিবাহ ঘটে, তবে বড় পাপ হইবে।

সম্বন্ধে যে সকল অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কয়েকটী এইস্থলেই উদ্ধৃত করা হইল :—

(১) "অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার কখন স্পষ্টাক্ষরে, কখন ইঙ্গিত ক্রমে অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগেরপ্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটী গূঢ় বিদ্বেষবীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমানজাতি এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বকালের পারস্যভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচারসম্পন্ন, সদ্‌ব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্দ্ধাংশ দেখা যাইত না। ছাপরা নগরবাসী কয়েকটী ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটী সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—'মহাশয়! মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উহাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।' বাস্তবিক, মুসলমানদিগের মধ্যে এমনি উদার-চেতা, পবিত্রকর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম "উও ইয়েঃ হ্যায়" আমার বোধ হইল, যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটী কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

"যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে, আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য

শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটী সর্ব্ব-প্রদেশ-সাধারণ প্রায় হিন্দিভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্ম্যশিল্প একটী উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্যনীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, সুবা এবং বাদসাহ প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটী ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।” [সামাজিক প্রবন্ধ—ভারতবর্ষে মুসলমান]

(২) “মুসলমান জাতিদিগের সম্বন্ধে দেখা যায় যে মহম্মদ এবং আয়েসা অথবা আলি এবং ফতেমার চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর ন্যায় পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ না হইলেও ঐ চরিত্রগুলিতে অনেকটা উৎকর্ষ আছে। অতএব তাঁহাদের সভ্যতাও উচ্চসভ্যতা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ঐ আদর্শ চরিত্রের প্রতি মুসলমানদিগের প্রীতি ভক্তিও অতি তেজস্বিনী এবং তাঁহাদের চেষ্টাশক্তিও নিতান্ত অল্প নয়। এই সকল কারণে মুসলমানজাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা পঞ্চম সূত্রের দ্বারা বিচার্য্য—উহা সজীব।” [সামাজিক প্রবন্ধ—পাশ্চাত্যভাব—উন্নতিশীলতা]

(৩) “ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।” [সামাজিক প্রবন্ধ—ভবিষ্যবিচার, ভারতবর্ষের কথা—ভাষাবিষয়ক]

(৪) ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-বিভিন্নতাজন্য তীব্র বিদ্বেষ বেশীদিন থাকে না। বর্ণভেদ প্রণালী গ্রাহ্য থাকায় এখানে বৈবাহিক বিষয়ে বা আহারা-

দিতে মিলন না থাকিয়াও লোকের সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া চিরাভ্যস্ত। জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয় কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারতসমাজের মধ্যে একটী বর্ণ বিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। [সামাজিক প্রবন্ধ—ভারতবর্ষে মুসলমান]

(৫) "প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসী-দিগের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারত-সমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মা-বলম্বীদিগকে অতি স্বল্পায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।" [সামাজিক প্রবন্ধ—কর্ত্তব্য নির্ণয়—সূত্র নির্দ্ধারণ]

ভূদেব বাবুর ব্যবহার গুণে সকল শ্রেণীর বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ তাঁহার নিকট আপন আপন পাঠ বলিয়া লইতে আরম্ভ করিল। মিঃ ক্লিঙ্গার নামক জনৈক ইউরেশীয় ঐ সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ভূদেব বাবুর প্রতি ছাত্রগণের এই প্রকার অনুরাগ দেখিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "ছেলেরা আপনার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট দেখিতেছি এবং আপনার দ্বারা আমার এক্ষণে অনেকটা সাহায্য হইবে বুঝিতে পারিতেছি। আপনি যদি প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া প্রথম শ্রেণী পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ সময়টা সঙ্গীত * শিখাইয়া অন্যত্র হইতে আমিও আমার আয় কিছু বাড়াইয়া লইতে পারি।"

* ক্লিঙ্গার সাহেব একটী থিয়েটারের দলে অভিনয় শিখাইতেন। ভূদেব বাবুর মুখে ৺চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয় এই থিয়েটারের দলের কথা শুনিয়া উহাতে প্রবেশলাভেচ্ছু,

ভূদেব বাবু সাহেবের অভিপ্রায় মত প্রথম শ্রেণীর ভার লইলেন এবং দুই এক মাসের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই প্রধান শিক্ষকের 'কার্য্য' করিতে লাগিলেন।

কর্ণেল রেলি নামক জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী প্রতি বৃহস্পতিবারে মাদ্রাসা কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিতেন। তিনি আরবী ভালরূপ জানিতেন এবং কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত সাধু-প্রকৃতিক মৌলবী হাফেজ আহম্মদ কবিরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। কর্ণেল রেলি দীর্ঘাকৃতি, কোপনপ্রকৃতিক এবং প্রভুত্বশালী সৈনিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে সকলে বাঘের ন্যায় ভয় করিত। তিনি যেদিন কলেজ পরিদর্শনে আসিতেন সেদিন হেডমাষ্টার ক্লিঙ্গার সাহেব অপর কোথাও যাইতেন না।

ভূদেব বাবু প্রধান শিক্ষকের অনেক কার্য্য করেন এবং প্রধান শিক্ষক যে অধিকাংশ সময় অন্যত্র ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, ইহা মৌলবী হাফেজ কবিরের অজ্ঞাত ছিল না। এ সম্বন্ধে কর্ণেল রেলির সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনিই কিছু বলিয়া থাকিবেন।

একদিন কর্ণেল রেলি ভূদেব বাবু যে শ্রেণীতে পড়াইতেছিলেন সেই

হয়েন এবং ভূদেব বাবুকে লিখিয়া পাঠান। প্রকৃত প্রস্তাবে থিয়েটারের দলে প্রবেশ করা চণ্ডী বাবুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। "যে কোন রূপে ভূদেব বাবুর নিকটে থাকাই" তাঁহার অভিপ্রেত ছিল! প্রত্যুত্তরে ভূদেব বাবু ইংরাজীতে লেখেন—"আমি তোমার কথা ক্লিঙ্গার সাহেবকে বলিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, 'কোন দেশীয় যুবক সখ করিয়া থিয়েটারে ঢুকিয়া দুই একটা বিষয়ের অভিনয় করিয়া যাইতে পারে; নতুবা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ ভাবিয়া অভিনয় শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক আপনাদের মধ্যে কেহ আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না। আপনার বন্ধুকে আনিবেন; এদিকে তাহার যদি স্বাভাবিক শক্তি থাকে, তবে তাহা সুপরিস্ফুট করার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।'"

শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভূদেব বাবুকে তাঁহার অনুগমন করিতে সঙ্কেত করিয়া কলেজের লাইব্রেরীতে যাইয়া বসিলেন। ভূদেব বাবু লাইব্রেরীতে কর্ণেলের সম্মুখীন হইবামাত্র কর্ণেল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে পড়াইয়া থাক কি না?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীস্থ বালকগণও আপন আপন পাঠ্য বিষয়ের অভ্যাস করিতে আমার সাহায্য লইয়া থাকে।" এই কথায় কর্ণেল গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা কাটাইবার চেষ্টা করিও না; স্পষ্ট করিয়া বল, প্রধান শিক্ষক স্কুল হইতে চলিয়া যায়, আর তুমি রীতিমত প্রথম শ্রেণীতে পড়াও, একথা সত্য কি না?" কর্ণেলের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার চীৎকার শব্দে ভূদেব বাবু একটু ভয় পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বাভাবিক দৃঢ়তার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি বলিলেন, "আপনি হেডমাষ্টারের কথা 'আমাকে' কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তিনি ত স্কুলেই আছেন; তাঁহাকে ডাকিয়া দিতে পারি; তিনি নিজেই সকল কথার উত্তর দিতে পারিবেন।" কর্ণেল বলিলেন, "তুমি আমার কথার উত্তর দিতে অস্বীকার করিতেছ?" ভূদেব বাবু একটু কাতর স্বরে বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন 'আমাকে' কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক হেডমাষ্টারকেই জিজ্ঞাসা করুন।" কর্ণেল ভূদেব বাবুর দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া কুপিত স্বরে বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি না?" ভূদেব বাবুর মনে হইতেছিল এইবার কর্ণেল ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে; তথাপি সবিনয়ে দৃঢ়তার সহিতই বলিলেন, "না, মহাশয় আমার উপরিতন কর্ম্মচারী সম্বন্ধে নয়।"

কর্ণেল ভূদেব বাবুর মুখের দিকে কিয়ৎকাল স্থিরদৃষ্টি থাকিয়া তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ বলিলেন,

"যুবক, সর্ব্বদা এইরূপ আচরণ করিও; তাহা হইলেই তুমি জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে" [ইয়ং ম্যান, অলওয়েজ বিহেভ দস্, অ্যাণ্ড ইউ উইল সক্‌সীড্ ইন লাইফ্]। ইহার পরক্ষণেই কর্ণেল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময়টা ক্লিঙ্গার সাহেব বিশেষ চিন্তিত হইয়া ক্লাসের ভিতর বাহির করিয়া বেড়াইতেছিলেন। কর্ণেল চলিয়া গেলে তিনি ভূদেব বাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন "তুমি আমার বিরুদ্ধে কর্ণেল রেলিকে কিছু বলিতেছিলে?" ভূদেব বাবু উত্তরে বলিলেন, "এরূপ কেন মনে হইতেছে? আমি ব্রাহ্মণ সন্তান!" [হোয়াই ডু ইউ সপোজ সো? আই অ্যাম এ ব্রামিন্স সন্, মিষ্টার ক্লিঙ্গার!]

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ভূদেব বাবু মাউয়াট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মাউয়াট সাহেব ভূদেব বাবুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি সে বাঘকে বশ করিলে কিরূপে?" [হাউ কুড্ ইউ টেম দ্যাট টাইগার?] ভূদেব বাবু ঐ কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?" সাহেব বলিলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কর্ণেল রেলিকে কি করিয়া বশ করিলে? গত বৃহস্পতিবার কর্ণেল রেলি আমার নিকট আসিয়া তোমার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন, এবং তোমাকে অবিলম্বেই সুবিধামত স্থানে হেডমাষ্টার স্বরূপে নিযুক্ত করিবার জন্য আমাকে 'অঙ্গীকার' করাইয়া তবে ছাড়িয়াছেন।"

কর্ণেল রেলির ন্যায় উচ্চপদস্থ এবং বিখ্যাত অসামাজিক কোপনস্বভাব সামরিক কর্ম্মচারী মাউয়াট সাহেবের বাড়ীতে একজন বাঙ্গালীর উপকারার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাওয়াতে সাহেব বস্তুতঃই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

অতঃপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভূদেব বাবু মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে হাওড়া স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। (১৮।১০। ১৮৪৯)।

তখন জেলা স্কুলের হেডমাষ্টারের পদগুলি ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয়-দিগের একচেটিয়া ছিল। ৺প্যারীচরণ সরকার, প্রভৃতি সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত হিন্দুকলেজের সুযোগ্য ছাত্রগণই বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই পদ পাইয়াছিলেন।

মাদ্রাসায় চাকরী আরম্ভ হইলে ভূদেব বাবু মাসে মাসে ২৫৲ টাকা আনিয়া পিতাকে দিতেন। ৫০৲ টাকা মাহিনার মধ্যে ২৫৲ টাকামাত্র দিলেও তর্কভূষণ মহাশয় কখন পুত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। হাওড়া স্কুলের চাকরী হইলে মাসে ৭৫৲ টাকা পিতাকে দিতেন। স্বরূপ বাবুর দেনা শোধ এইরূপে তাঁহার পৃথক্ রক্ষিত টাকা দ্বারা হইয়া গেলে মাহিনার অর্দ্ধেক টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইতে লাগিল। এই ভাবে অর্দ্ধেক আয়ের সঞ্চয় ব্যবস্থায় এই সময়েই, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে স্থাপিত, 'বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের' মূল পত্তন হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

[হাওড়াতে ছাত্রদিগের সহিত প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতির অনুযায়ী প্রীতিকর সম্বন্ধ; মিঃ হজসন প্র্যাট; দেশীয় সাহিত্য-সমাজ; পীটরের জীবনচরিত; এডুকেশন গেজেট]

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে হাওড়া স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১০৬ এবং প্রধান শিক্ষক ব্যতীত অপর তিন জন শিক্ষকের বেতন যথাক্রমে ৫০৲ এবং ৩০৲ ও ২০৲ টাকা ছিল। তিনজন মাত্র সহকারী অবলম্বন করিয়া ভূদেব বাবু তাঁহার স্বাভাবিক যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে বালকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, তিনিই সমগ্র স্কুলের অধ্যাপক; অপর শিক্ষকগণ তাঁহার একান্ত প্রীতিভাজন সহকারী মাত্র। তিনি প্রত্যহ সকল শ্রেণীগুলিই পরিদর্শন করিতেন, কোন শ্রেণীর কোন ছাত্রই তাঁহার অপরিচিত ছিল না। পরদিনের পাঠ্যস্থল গুলির কোথায় কি ভাবে বালকদিগকে শিখাইতে হইবে, প্রত্যহ স্কুল বন্ধ হইবার পর তিনি প্রত্যেক শিক্ষককে সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন। এই উপায়ের দ্বারা সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত্ সকল শ্রেণীর ছাত্রগণই হিন্দু কলেজের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্রের এবং পরম পবিত্র অধ্যাপক বংশ সম্ভূত অসাধারণ উৎসাহ সম্পন্ন শিক্ষকের পাঠনার ফল প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নিম্ন শ্রেণী সমূহে স্বল্পজ্ঞ শিক্ষকদের হাতে পড়িয়া ছেলেদের সময়ের যে কিরূপ অপব্যয় হয়, তাহা অনেকেরই জানা আছে। কোন প্রসিদ্ধ স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে প্রত্যহ দুই তিন

পাতা করিয়া পড়া দিতেন। সেই একই পড়া তিন চারি দিন থাকিয়া যাইত, তথাপি উহা ভাল প্রস্তুত হইয়া উঠিত না। কোন ছেলের অভিভাবক উক্ত বিষয় সেই শিক্ষকের গোচর করায় তিনি বলেন, "যাহারা পারিবে তাহারা ঐ রকম পড়িবে, আর যাহারা পরিবে না তাহাদের জন্য না হয় স্বতন্ত্র 'সেক্‌সন' খোলা হইবে।" অধস্তন শিক্ষকদিগের এইরূপ খামখেয়ালি কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানিতেও পারেন না; কিন্তু হাওড়ার স্কুলে এ সকলের স্থান ছিল না। অধাপ্য বিষয় গুলির মধ্যে যে যে গূঢ়ার্থ, লক্ষ্য নির্দ্দেশ প্রভৃতি আছে, ভূদেব বাবুর ব্যবস্থায় পাঠনার পূর্ব্বদিনে সহকারী শিক্ষকদের সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইত এবং তজ্জন্য পাঠনা অতি সুন্দর এবং ছাত্রদিগের হৃদয়গ্রাহী হইত। অধস্তন শিক্ষকেরাও এতদ্বারা সুশিক্ষক বলিয়া সুখ্যাতি ভাজন হইতে লাগিলেন এবং পরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

ঐ সময়ে স্কুল সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইউরোপীয় প্রধান শিক্ষক রাখার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্ম শিক্ষা এবং বিদ্যা দান সম্বন্ধে হিন্দুর উৎকর্ষ এবং সাহজিক শক্তির কথা না জানা থাকায় তাঁহাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, শিক্ষাদানে নিপুণতা ও অধ্যবসায়শীলতা এবং নিয়মানুগামিতা (ডিসিপ্লিন) রক্ষা করানর শক্তি ইউরোপীয়দিগের অধিক; উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল পরিচালনে দেশীয় শিক্ষকগণ তাঁহাদের সমকক্ষ নহেন।

১৮৪৮-৪৯ খৃঃ অব্দের হাওড়া স্কুল সংক্রান্ত রিপোর্টের এক স্থলে স্কুল কমিটী বলিয়াছিলেন ঃ—"স্কুলের পরীক্ষার ফল সাধারণতঃ সন্তোষজনক হইয়াছে। সকল শ্রেণী গুলিতেই বৎসরকাল মধ্যে সমানভাবে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমার বোধ হয় আর একজন শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলে ফল আরও সন্তোষজনক হইত। তিনটি শিক্ষকে কাজ চলিতে পারে সত্য, কিন্তু শিক্ষকদিগের মধ্যে যিনি যে শ্রেণীতে পড়াইবেন, তিনি

সেই শ্রেণীর জন্যই দায়ী, এরূপ ব্যবস্থায় কাজ অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। **বিশেষতঃ যেখানে ইউরোপীয় হেড মাষ্টার নাই** সেখানে এইরূপ ব্যবস্থারই প্রয়োজন।”

হাওড়ার আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হজসন প্রাট হাওড়া স্কুল কমিটীর সেক্রেটরী ছিলেন। উত্তর পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জেলার সিভিল সার্জ্জন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, সালকিয়া এবং লবণ গোলার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব—ইহাঁরা মেম্বর ছিলেন। স্কুলে তখন পাঁচটী শ্রেণী ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্ব নিম্নটীতে দুইটী বিভাগ ছিল। ১৮৪৯—৫০ সালের রিপোর্টে, হাওড়া ও উত্তরপাড়া উভয় স্কুলের ফলাফল তুলনা করিয়া স্থানীয় কমিটীর সম্পাদক নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

“জ্যামিতি ও বীজগণিতে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে ; ইহা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিশেষ গুণপনার ও যত্নের ফল। যে সকল ছাত্র বৎসরের প্রথমে কিছুই জানিত না বলিলেই হয়, তাহারাও এই এক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছে।

“দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণের ইংরাজী আবৃত্তি অতি সুন্দর। দেশীয় স্কুলে সচরাচর উচ্চারণাদি সম্বন্ধে যে সকল ত্রুটি দেখা যায়, এখানে তাহা দেখিলাম না। পঠিত বিষয়ে ছাত্রদের শব্দ বিন্যাস জ্ঞান এবং অর্থাদি বোধ বেশ হইয়াছে। উত্তর পাড়া স্কুলে দুইজন শিক্ষক বেশী থাকিলেও * তথায় এই শ্রেণীর ছাত্রগণ এ সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। ছেলেরা অতি উৎকৃষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় অঙ্ক কসিতে পারে। অঙ্ক কসিবার প্রকৃত তথ্য তাহারা যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে উক্ত প্রক্রিয়ায় তাহা বেশ বুঝা যায়। কেবল পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করাইয়া ছেলেদের ইতিহাস

* এই সময়ে মিষ্টার হ্যাণ্ড উত্তর পাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি পরে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

শিক্ষা দেওয়া হয় নাই দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। উত্তর পাড়া স্কুলে এই শ্রেণীতে ছেলেদের গোল্‌ডস্মিথের গ্রীস ও রোমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র পড়ান হয়, কিন্তু এখানে ছাত্রগণ উহার বড় সংস্করণ পড়িয়া থাকে। প্রধান শিক্ষক বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণপনা ও কার্য্যক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া আমি এই রিপোর্টের উপসংহার করিতে পারি না। যে কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত রাখা হইয়াছে সেই কার্য্যের সম্যক্ পরিচালনার উপযোগী প্রকৃতি ও কার্য্যক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তি আর কাহাকেও পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি সমগ্র দেশীয় সমাজ আমার এই বিশ্বাসের অনুমোদন করিতেছেন।”

প্রায় সাড়ে ছয় বৎসর হাবড়া স্কুলে কার্য্য করিয়া ভূদেব বাবু হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে ছাত্রসংখ্যা ২৩৬ হয়। স্কুলের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি সম্বন্ধে স্কুল কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে বরাবরই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হাওড়া স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক ও ছাত্রের প্রতিই ভূদেব বাবুর বিশেষভাবে দৃষ্টি ছিল। তাঁহার উদার হৃদয়ের সূক্ষ্ম সহানুভূতিগুণে সকলের সকল বিষয়ের সুবিধা অসুবিধা তিনি অক্লেশে বুঝিয়া লইতে পারিতেন, এবং সর্ব্বদিক্‌দর্শী হিতৈষী উপদেষ্টার আকারে সকলের চক্ষে লক্ষিত হইতেন। যে সকল ছাত্র লেখা পড়ায় ঔদাস্য করিত, তিনি তাহাদিগকে কয়েক দিনের জন্য তাঁহার বাটীতে রাখিয়া দিতে তাহাদিগের অভিভাবকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেন। এদেশে ব্রাহ্মণ শিক্ষকের বাড়ীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করা চিরপ্রসিদ্ধ প্রথা; সুতরাং অভিভাবকগণ সানন্দে ঐরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইতেন। এই রূপে পাঁচ ছয় জন ছাত্র নিয়ত তাঁহার বাড়ীতে আহারাদি ও রাত্রিযাপন করিত।

উহাদিগের মধ্যে আপনাপন বাটীতে কাহার কোন্ দিকে পাঠ বিষয়ে কিরূপ অসুবিধা আছে তাহা শীঘ্রই তাঁহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে ধরা পড়িত এবং অভিভাবকগণকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তিনি সেই সকল অসুবিধার যথাসম্ভব নিরাকরণ করাইয়া দিতেন এবং ছাত্রদেরও অন্তরে আত্ম-সম্মানবোধের উদ্রেক করিয়া দিয়া পাঠাভ্যাসে তাহাদের অধ্যবসায় জন্মাইয়া দিতেন। এক পক্ষকাল তাঁহার নিকটে থাকিলে অতিশয় দুষ্ট ও অলস বালকও কিয়ৎপরিমাণে অধ্যবসায়শীল হইয়া উঠিত। বস্তুতঃ, যাহারা অনাবিষ্ট ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, সেই সকল বালকের বাড়ীতে শিক্ষা, সাহচর্য্য, দৃষ্টান্ত, প্রভৃতি সম্বন্ধে কিরূপ অন্তরায় আছে, তাহা তাহাদের অভিভাবকগণ স্থূল দৃষ্টিতে না দেখায়, অথবা কিরূপ সহজ উপায়ে ঐ সকল অসুবিধা নিরাকৃত হইতে পারে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারায়, অনেক স্থলে ঐ সকল বালকের পাঠের ক্ষতি এবং দুর্ণাম হইয়া থাকে। তাঁহার ছাত্রগণ মধ্যে অনেকেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। কাশ্মীর ও কুমিল্লার ইঞ্জিনিয়ার সুলেখক ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও স্কুল সমূহের ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর সুশিক্ষিত সুলেখক ৺শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিচার বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ৺অমৃতলাল পাল ও ৺অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভূদেব বাবুর ছাত্র। হাওড়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়া তিনি তাঁহার চন্দননগর স্কুলের ছাত্র ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীকে নিজের বাসায় আনয়ন করেন এবং হাওড়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। দ্বারকানাথ এই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভূদেব বাবুর সহধর্ম্মিণী তাঁহার ছাত্রদিগের প্রতি একান্ত মাতৃভাবাপন্না ছিলেন; তিনিই উদ্যোগী হইয়া পরে দ্বারকানাথ বাবুর বিবাহ দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ বাবুও তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তির এবং প্রীতির নিদর্শন স্বরূপে বিবাহের পর সর্ব্বাগ্রে ভূদেব বাবুর বাড়ীতেই নববধূ আনয়ন করেন; ভূদেব বাবুর

পত্নী উহাঁকে 'আমার বড়বৌমা' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার পর, বর বধূ গুপ্তে গ্রামে তাঁহাদের নিজ গৃহে গিয়াছিলেন!

ভূদেব বাবু একেবারেই কলহ-বিমুখ ছিলেন। কিন্তু 'বিশেষ অন্যায়' দেখিলে যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত চলিতেন। হাওড়ার স্কুলে কর্ম্ম করিবার সময় তিনি কিছু কাল প্রত্যহ কলিকাতার বাটী হইতেই যাতায়াত করিতেন; তজ্জন্য তাঁহার একখানি নৌকার বন্দোবস্ত ছিল। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি স্কুল হইতে বাটী যাইবার জন্য আপন নৌকায় আসিয়া উঠিলে একজন সাহেবও ঐ নৌকাতেই উঠিয়াপড়িলেন। ভূদেব বাবু কলিকাতার আরমণি ঘাটে নামিতেন; তদনুসারে মাঝি আরমাণি ঘাটের উদ্দেশ্যই নৌকা চালাইতে লাগিল। সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "টমসন্ ঘাট চলো।" মাঝি সাহেবের কথা শুনিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ভূদেব বাবু সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন—"মহাশয়! আমি নিত্যই এই নৌকায় পার হই, মাঝি আমার মাস মাহিনা করা; অদ্যও আমিই প্রথম উঠিয়াছিলাম; সুতরাং এ নৌকা এখন আমার; আপনি আমার নৌকাতেই উঠিতে পাইয়াছেন—ইহাই জানিবেন। নিকটে আরমণি ঘাট; আমাকে নামাইয়া ওপার দিয়াই টমসন্ ঘাট যাইবে; আপনার অসুবিধা হইবে না।" সাহেব এই সুসঙ্গত এবং অতি ধীরভাবে কথিত বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, 'এতদ্দেশীয়ের' নিকট আপন জিদ বজায় রাখিবার জন্য, অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "না, আগে টমসন ঘাটে যাইবে।"

তখন ভূদেব বাবু একটু দৃঢ়ভাবে কিন্তু ধীরে ধীরেই বলিলেন, "আমার শারীরিক বল বেশী; আর আমি সাঁতার দিতে জানি। যদি এই বিবাদ উপলক্ষ্যে নৌকার উপরই হাতাহাতি হয়, এবং আমরা উভয়েই জলে পড়িয়া যাই, তাহা হইলে আমি সাঁতার দিয়া তীরে উঠিতে পারিব।"

"বলী বলং বেত্তি।" ইউরোপীয়ের সহজাত ধর্ম্মই এই যে, তিনি

দুর্ব্বলকে একটু ঘৃণা এবং সক্ষমকে সর্ব্বথা সমাদর করিয়া থাকেন। ভূদেব বাবুর ঐরূপ কথায় এবং ধরণে সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে এ ক্ষেত্রে অন্যায় জিদ ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত। তিনি অনেকটা সুভদ্র ভাবেই বলিলেন, 'আচ্ছা বাবু! আগে আরমাণি ঘাটেই চলুক।"

ভূদেব বাবু স্বভাবতঃ বড়ই 'মুখচোরা' ছিলেন। পঠদ্দশায় সহপাঠীদিগের সহিত ডিবেটিং ক্লবে বক্তৃতাদি করিয়া তিনি ঐ দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে বক্তৃতা লিখিয়া লইয়া গিয়া পড়িতে হইত। পরিণত বয়সে তাঁহার কথা বার্ত্তার ধরণে এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি যে স্বভাবতঃ একান্ত 'মুখচোরা' তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু সাধারণ সভায় তিনি কখন সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন নাই এবং তাঁহার বক্তৃতা শক্তির খ্যাতিও নাই। আবশ্যক মত সর্ব্বত্রই কথিতব্য বিষয়ের সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কিরূপে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথা গুলি মাত্র বলিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিতেন; নিজেকে কতকটা সভাক্ষুব্ধ বুঝিয়া, উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না। হাওড়া স্কুলে কার্য্য করার সময় অপরিচিত ব্যক্তির নিকটে মুখচোরা ভাব অত্যধিক প্রকটিত হইত।

প্র্যাট সাহেব প্রায়ই স্কুলে আসিয়া ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন; ভূদেব বাবু ঐ সময়ে মনে করিতেন, সাহেবের সঙ্গে থাকিয়া কি হইবে? ততক্ষণ ছাত্রদিগের ক্লাসের সাপ্তাহিক পরীক্ষার উত্তর গুলি দেখি।"— এইরূপ বিচারে তিনি লাইব্রেরিতে সরিয়া গিয়া কাজ করিতেন।

তিনি উত্তরকালে নিজের এই আচরণের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মনুষ্যের মন আপনাকে ঠকাইতে বড়ই মজবুত। আমি সে সময়ে মনে করিতাম যে, বিশেষ যখন কিছু বলিবার নাই, তখন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে তোষামোদ মাত্র করা হয়; উনি আপনার

কাজ করুন, আমি নিজের কাজ করি। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, আমার মুখচোরামির জন্যই ওরূপ বিচার প্রণালী আমার প্রীতিকর হইয়াছিল; আর সেই জন্যই 'বুঝিতে' পারি নাই যে, ওরূপ স্থলে প্রধান শিক্ষকের উপস্থিত থাকা শিষ্টাচার সঙ্গত এবং উপস্থিত থাকিলে কিছু না কিছু শেখা যায়। কিরূপ প্রশ্ন কিরূপ ধরণে অপরিচিত লোকে জিজ্ঞাসা করিলে ছেলেরা তাহার কিরূপ উত্তর দেয়, শিক্ষকের তাহা জানিয়া রাখা এবং যে সকল ছাত্র অপরিচিতের নিকট একেবারে মুখচোরা হইয়া যায়, তাহাদের ঐ দোষ শোধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত ইংরেজের সংস্রবে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়।"

সিভিলিয়ন প্র্যাট সাহেব ভূদেব বাবুর পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহারে প্রথমে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া মাউয়াট সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, হাওড়া স্কুলে একজন 'সুযোগ্য' হেড মাষ্টার পাঠান আবশ্যক। প্রত্যুত্তরে মাউয়াট সাহেব লিখিলেন, "হাওড়া স্কুলের বর্ত্তমান হেড মাষ্টার বিশেষ যোগ্য লোক; তাঁহার বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা নাই বলিয়াই আপনি এখনও তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই; উহাঁর সহিত একদিন আপনি 'নিজে চেষ্টা করিয়া' কথাবার্ত্তা কহিলেই উহাঁর উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িবেন।" *

---

* হজসন প্র্যাট সাহেব প্রকৃতই অতি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয়গণের কিসে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধন হইতে পারে, অন্তরের সহিত এই চিন্তা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। তাঁহার মনে দেশীয় বিদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না।—"বিধাতার বিধানে ইংরাজ এখন এ দেশের রাজা, দেশীয়গণ তাঁহাদের প্রজা; এরূপ অবস্থায় সিভিলিয়ানগণ যদি 'অবিরত এদেশীয়গণের কল্যাণ চিন্তামাত্র' করেন, তবেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করা হয়; অন্যথা ইংরাজের এ দেশ ছাড়িয়া যাওয়াই উচিত"—ধর্ম্মাত্মা সূক্ষ্মদর্শী প্র্যাট সাহেব এতই নিখুঁত এবং উচ্চমত পোষণ করিতেন!

মাউয়াট সাহেবের নিকট হইতে উল্লিখিতরূপ প্রত্যুত্তর পাইবার পর একদিন প্র্যাট সাহেব স্কুলের ছুটী হইলেই তথায় আসিলেন এবং ভূদেব বাবুকে সঙ্গে লইয়া একখানি বেঞ্চের উপর বসিলেন। দুই এক কথার পর তিনি ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন না কেন?" প্রকৃত প্রস্তাবে ভূদেব বাবু এরূপ সাক্ষাৎ করার সম্বন্ধে কোন কথা কখন ভাবেন নাই। সাহেবের উক্তরূপ প্রশ্নে ভূদেব বাবু কেন যান নাই তাহা ভাবিতে লাগিলেন এবং সাহেবদিগের বাড়ী যাওয়ায় যে যে অসুবিধা আছে, তাহা যেমন যেমন মনে হইতে লাগিল তাহা সরলভাবে বলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "আপনি থাকেন অনেকটা দূরে।" প্র্যাট সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আমি ঘুস্থড়িতে থাকি; একটু দূরে বটে; কিন্তু রবিবার অথবা কোন ছুটীর দিনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "রবিবারে কি ছুটীর দিনে আমি প্রায়ই কলিকাতায় পিতৃঠাকুরের নিকটে যাই; আর আমি সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভ্যস্ত নই।" প্র্যাট সাহেব বলিলেন, "আপনি কি কোন ইউরোপীয়ের সহিত দেখা করিতে যান না?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "মাউয়াট সাহেব, ডফ্ সাহেব, লঙ্ সাহেব—ইহাঁদিগের সহিত দেখা করিতে যাই। উহাঁরা আমাকে ভালবাসেন; আমাকে অনেকক্ষণ বাহিরে বসাইয়া রাখেন না এবং উহাঁদিগের চাপরাসীরাও আমার প্রতি তাচ্ছল্য দেখায় না—গা ঘেঁসিয়া চলে না।"

ভূদেব বাবু চাকরীর উমেদারী করিয়া বেড়াইবার সময় যে সকল বড় বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কাহার কাহার বাড়ীর ধরণ স্মরণ হওয়ায় সাহেবের প্রশ্নে ঐরূপ সরল ভাবে সত্য কথা ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে প্র্যাট সাহেব বিরক্তি বোধ করিবেন

কি করিবেন না, তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না। প্র্যাট সাহেবও ভূদেব বাবুর এইরূপ উত্তরে কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। সরল সত্যবাদী 'দুনিয়াদারীতে' একান্ত অনভিজ্ঞ কোন অধ্যাপক পণ্ডিতের সহিত বাক্যালাপে যেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হয়, তাঁহার সেইরূপই হইতেছিল।

তিনি বলিলেন, "আপনি আমার নিকট মাঝে মাঝে যাইবেন; সেখানে আপনার বসিবার জন্য একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; কাহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সেই ঘরে গিয়া বসিবেন এবং তথায় পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি যাহা সর্ব্বদা রক্ষিত থাকিবে, তাহা আপনি আপন ইচ্ছামত দেখিতে থাকিবেন। আপনি পৌঁছিলেই আমার চাকরেরা আমাকে সংবাদ দিবে; আমি যত শীঘ্র পারি, আসিয়া দেখা করিব। যদি বাহিরে কোথাও গিয়া থাকি, অথবা কোন কাজে নিতান্ত ব্যস্ত থাকি এবং সেজন্য আমার যাইতে কিছু বিলম্ব হয়, তবে পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া আপনি সে সময়টুকু ক্ষেপণ করিতে পারিবেন। আমার একান্ত আত্মীয় বন্ধু কেহ দেখা করিতে আসিলে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, আপনার প্রতি আমার চাকরেরা সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে। কেমন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে চলিবে না কি?" ভূদেব বাবু বিশেষ তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হাঁ, হইবে।"

অতঃপর তিনি মধ্যে মধ্যে প্র্যাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন মধ্যে উভয়েই উভয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করায়, পরস্পরের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল যে, কোন সময়ে ভূদেব বাবুর পীড়া হইলে প্র্যাট সাহেব ও তাঁহার মেম উভয়ে প্রত্যহ ভূদেব বাবুর হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বাসায় গিয়া চিকিৎসার পরামর্শ ও শুশ্রূষার উপদেশ দিয়া আসিতেন।

ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর ইণ্ডিয়ান ম্যাগজিন পত্রে প্র্যাট সাহেব যে পত্র লেখেন তাহাতে উপরোক্ত কথা বার্ত্তার একটু আভাষ পাওয়া যায় বলিয়া এই স্থলেই তাহার অনুবাদ সন্নিবেশ করা গেল :—*

"বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৯৪) জুলাই সংখ্যার ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন ও রিভিউ পত্রে আমার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ দেখিয়া চমকিত হইয়াছি। আমি মনে করিতাম, ভূদেব বাবু অনেক দিনই লোকান্তরিত হইয়া থাকিবেন। চল্লিশ বৎসর আমাদের পত্র লেখালেখি হয় নাই। কিন্তু আমি তাঁহাকে বিস্মৃত হই নাই। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই আমার প্রথম বন্ধু। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ চিত্ত আমি কোথাও কাহার দেখি নাই। আমার ভারত প্রবাসের প্রথমেই তিনি আমার মনে যে প্রগাঢ় ভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য কয়েকটী কথা বলিতেছি।

"তাঁহাকে জানিতেন এমন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আমার এই সম্মানসূচক সামান্য কথাগুলিতে হয়ত পরিতুষ্ট হইবেন। যখন ভূদেব বাবু

---

* THE LATE BHOODEB MOOKERJEE.

So many years have elapsed since I last saw my deceased friend, that it startled me to see an obituary notice of him in the July number of the *Indian Magazine & Review.* I had supposed that he had long passed away from this life. Through more than forty years of silence on both sides, I have never forgotten him. He was my first Indian friend, and I have seldom known a finer soul. He made a deep impression on me in those first years of my Indian life, and I naturally desire to say here how much I have always cherished that impression.

It may, perchance, gratify some who knew him—and are still living—to read these few poor words in his honour. Our acquain-

হাওড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার তখন হইতে আমাদের পরিচয়। আমি তখন সিভিল অফিসার স্বরূপে প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। ভূদেব বাবুর সেই দীর্ঘ সুমহান্ আকার, সেই সুগৌরকান্তি, সেই মনোরম মুখাবয়ব, সেই সুবিমল ধবল পরিচ্ছদ এখনও আমার এরূপ সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে যেন কল্য দেখিয়াছিলাম। তিনি বয়সে কিছু বড় ছিলেন এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুর প্রকৃতিসিদ্ধ চিন্তাশীলতার ও গাম্ভীর্য্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টি সর্ব্বদাই অনুভূত হইত। এটী হিন্দু ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ। জীবনের উচ্চতর আদর্শ পরিগ্রহণে তাঁহার 'নীরব তৎপরতা' ছিল; কোনরূপ বাগাড়ম্বর ছিল না; পূর্ণ আত্ম সম্মান এবং নীতি বিষয়ক সুগভীর জ্ঞান হেতু কপটতা তিনি জানিতেন না। শিক্ষকের দায়িত্ব তিনি বেশ বুঝিতেন; তাঁহার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; কিন্তু সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য ছিল না। যাহা হৃদয়ে উদিত হইত, তদ্ভিন্ন একটী

tance began when he was Head Master of the Government School in Howrah, a suburb of Calcutta, on the west bank of the River Hooghly, and when I was beginning my days of service as a civil officer. I see, as clearly as if it were yesterday, that tall and dignified figure, in his pure white robe, and those handsome features of fair complexion. He was somewhat older than I was, and spoke with that thoughtfulness and gravity which mark the Hindoo of high caste. His conversation was inspired by that strong ethical perception which is also habitual to a Hindu of Brahmin descent. There was in him a quiet readiness to accept all the higher ideals of life without any cant or surface profession; he was too full of grave self-respect, and endowed with a too high a

কথাও তিনি মুখে বলিতে পারিতেন না। কোন ইউরোপীয় পরিদর্শকের অথবা তাঁহার উপরিতন কোন কর্ম্মচারীর তোষামোদ তিনি করিতে পারিতেন না—অথচ নিশ্চয়ই জানিতেন যে তাহাতে সুবিধাই ঘটিতে পারে।

আমি যখনই যে ইংরাজকে দেশীয়ের অবিশ্বাসিতার ও কপটতার কথা বলিয়া নিন্দা করিতে শুনিয়াছি, তখনই আমি তাঁহাকে আমার ভারতীয় বন্ধু ভূদেব বাবুর কথা বলিয়াছি। ভূদেব বাবু কখন মিথ্যা বলিতে বা কাহারও তোষামোদ করিতে অথবা সরল সৎপথানুসরণের বিরোধী কোনরূপ কার্য্যই করিতে পারিতেন না। আমার সর্ব্বস্বের 'চেক' আমি ভূদেব বাবুর হস্তে নামসহি করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম;

moral sense for any insincerity. He recognized to the full the responsibility of his task as a teacher of young lads, many of whom were preparing for a college education; but he never chattered about it. He seemed incapable of saying a word more than he felt, or of resorting to flattery or obsequiousness to his English visitor and official superior. He could not be ignorant, however, that if he pleased that visitor, it might not improbably be an advantage to him for his whole life.

When, in after years, I heard Englishmen talk glibly about "native untrustworthiness and duplicity," I used to tell them of Bhoodeb Mookerjee, my Indian friend, who could not tell a lie, or fawn—or, indeed act otherwise than with the utmost uprightness. I used to add that I would, with the utmost confidence, place in that man's hands bonds or certificates "payable to bearer," representing all I possessed in the world, and without asking for receipt. Yet, all this time he was a typical Hindoo, in his wonderful dignity

তজ্জন্য কোনরূপ রসিদ লইতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। এ দিকে আবার তিনি আদর্শ হিন্দুই ছিলেন। চমৎকার গাম্ভীর্য্য ও প্রায় স্ত্রীলোকের ন্যায় মধুরতা এবং আত্মাভিমান-শূন্যতার ও সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার পবিত্র সমাবেশ তাঁহাতে ছিল। এই সকল গুণ যে কেবল তাঁহারই ছিল, তাহা নহে। এ গুণগুলি যে তাঁহার জাতীয় প্রকৃতিগত, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজাতির ভিতরে আন্তরিক ভালবাসা জন্মিয়া পরস্পরের যাহাতে নিকট সম্বন্ধ হয়—আমার বরাবরই যে ইচ্ছা আছে। ইহার হেতু ভূদেব বাবুর সহিত আমার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহাতে উভয় পক্ষেরই বিস্তর লাভ। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক যে কোন ক্ষেত্রে যদি ইংরাজ ও ভারতবাসী পরস্পরে বিশ্বস্তভাবে মিলিয়া কার্য্য করে, তবে তাহা অপেক্ষা ভারত ও ইংলণ্ড উভয়ের পক্ষে অধিকতর শুভকর আর কিছুই হইতে পারে না। তাহা হইলে একের গুণে অন্যের অভাবের পরিপূরণ হইতে পারিবে। উভয় জাতির স্রষ্টা জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সময়ক্রমে তাহা হইবে।"

ভূদেব বাবু হাবড়া স্কুলে থাকা কালেই হজসন প্র্যাট সাহেব বেহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাঙ্গলা—এই তিন প্রদেশের অংশ সংশ্লিষ্ট "পশ্চিম সার্কেলের" স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

and his almost feminine gentleness, with entire absence of self-consciousness and absolute reliableness. I am certain that these qualities were not peculiar to him ; but that they belong to his race. It was this acquaintance with Bhoodeb Mookerjee that made me, ever afterwards, long to see the existence of close personal relations, deep and hearty friendships, between the men of the West and the men of the East, alike in India and in England.

নূতন নূতন পুস্তক ছাপাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য এই সময়ে 'দেশীয় সাহিত্য সমাজ' (ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটী) নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্র্যাট সাহেব ইহার একজন উদ্যোগী ছিলেন। সুপণ্ডিত রেভারেণ্ড ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন বাঙ্গালীর গৌরব দয়ার সাগর পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত সমাজ দ্বারা 'পুস্তক নির্ব্বাচক' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন যুগপৎ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্কুল সমূহের সরকারী ইন্স্পেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সমাজ সংস্করণ চেষ্টা হেতু বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুর হ্যালিডে সাহেবের নিকটে যাতায়াত ছিল এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অনেক সিভিলিয়ানদিগের সহিত সংস্রব হেতু গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; তাঁহার অসাধারণ দানশীলতা হেতু তিনি সাধারণ জনগণেরও বিশেষ সম্মান এবং অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। ফলতঃ দেশীয়গণ মধ্যে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই সমধিক প্রতিপত্তি ছিল।

প্র্যাট সাহেবের প্ররোচনায় ভূদেব বাবু বাঙ্গালা ভাষায় রুষীয় সম্রাট মহাত্মা পীটরের জীবন চরিত লিখিয়া উক্ত সাহিত্য সমাজের হস্তে অর্পণ করেন। ঐ পুস্তকখানি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের মনোনীত হয়, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার প্রশংসা না করায় উহা প্রকাশিত হয়

The gain would indeed be great on both sides. Nothing could be better for India or for England than complete confidence and co-operation between the two races in all the fields of social, political, and religious progress. The qualities of the two should supplement one another. In time it will be so, under the controlling destinies marked out by the Creator of both.

HODGSON PRATT.

নাই। পরম স্বজাতিবৎসল এবং রুসীয় উন্নতির মূল-পত্তনকারী মহাত্মা পীটরের জীবন চরিত, একান্ত স্বদেশ-প্রেমিক ভূদেব বাবুর হস্তে চিত্রিত দেখিতে পাইলে সুখের বিষয় হইত।

এই সময়ে "ভাস্কর" নামে একখানি সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন সৎকার্য্য সম্বন্ধে অযথোচিত উক্তি প্রকাশিত হয়। প্র্যাট সাহেব উক্ত প্রবন্ধ ভূদেব বাবুকে পাঠ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রবন্ধটীতে যে সকল কথা বলা হইয়াছে ঐ সকল কি ঠিক ?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "না।" সাহেব বলিলেন, "তবে দেখুন দেখি, এরূপ লেখা কতদূর অন্যায় হইয়াছে!" ভূদেব বাবু বলিলেন, "লেখকের উহাতে দোষ নাই।" সাহেব বলিলেন, "লেখা অন্যায় হইয়াছে, অথচ লেখকের দোষ হয় নাই, সে কিরূপ কথা ?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "গবর্ণমেণ্টের-নীতি দেশীয়গণকে বুঝাইয়া দিবার কোন উপায় করা হয় নাই; সুতরাং দেশীয়গণ তৎসম্বন্ধে যখন যেরূপ আন্দাজী বুঝেন সেইরূপই বলিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণে ঠিক বুঝিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দ্বারা সর্ব্বদা সকল কথাই সরল ভাবে জানান উচিত।"

ভূদেব বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন, "সত্য এবং সরল ব্যবহারে কাহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে না—সাধারণের সহাভূতির অপেক্ষা না করিয়া, ভাল লোকের মত না লইয়া, কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইলে কার্য্যকারীদিগের মনে ক্রমশঃ হঠকারিতা, নির্দ্দয়তা, অন্যায়াচরণ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ, যে নীতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত, তাহাই সমগ্র সমাজের এবং রাজার পক্ষে প্রশস্ত—গবর্ণমেণ্টেরও সরল এবং প্রকাশ্য পথেই চলা উচিত।"

গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুঝাবার জন্য একখানি বাঙ্গালা কাগজ প্রচার সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর উল্লিখিত রূপ সুসঙ্গত প্রস্তাব প্র্যাট সাহেবের মনো-

মত হইল; তিনি উহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন এবং গবর্ণমেণ্টও উহা গ্রাহ্য করিলেন। ইহা হইতেই সাপ্তাহিক এডুকেশন গেজেট সংবাদ-পত্রের উৎপত্তি হইল (১৮৫৬)। প্র্যাট সাহেব ভূদেব বাবুকেই উহার সম্পাদক নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনকার গবর্ণমেণ্ট দেশীয় কাহাকেও সঠিক রাজনৈতিক সংবাদ দিতে এবং ওরূপ পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করায়, রেভারেণ্ড স্মিথ সাহেব উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বার বৎসর পরে (১৮৬৮ ডিসেম্বর), এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব ভূদেব বাবুর হস্তে আসিলে তাঁহার প্রস্তাব ক্রমেই এডুকেশন গেজেটের উৎপত্তি হওয়ার কথা স্মরণে তিনি তাঁহার সম্পাদিত প্রথম সংখ্যাতে উহাকে 'ঘরের ছেলে' বলিয়া অভিহিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়



[শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব, নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষা, মোগল পাঠান, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, ভূদেব বাবুর মত, ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।]

হাওড়া স্কুলে ভূদেব বাবু ছয় বৎসর আট মাস চাকরী করার পর (১৮৫৬) মফস্বলের বাঙ্গালা স্কুল সমুহের জন্য শিক্ষক প্রস্তুত করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নর্ম্যাল স্কুল সংস্থাপনের প্রয়োজন হইলে, প্রাট সাহেব ভূদেব বাবুকে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইয়া প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে পরামর্শ দিলেন। সে সময়ের হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ, কেবল মাত্র ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন, ছাত্রগণ বাঙ্গালা ভাষায় কে কিরূপ অধ্যাপনা করিতে সমর্থ তাহা বুঝিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় ঐ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়।

ভূদেব বাবু ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার "শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই পুস্তকখানি লইয়া ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উহা দেখিয়া বলিলেন; "এই যে 'ক্লেম' (দাবী) দেওয়া হইয়াছে!" ভূদেব বাবু নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্তির সুবিধা করার জন্য সত্বরে শিক্ষাসম্বন্ধীয় ঐ পুস্তকখানি লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্তরূপ 'দাবী দেওয়ার' কথা বলিয়াছিলেন।

এই পরীক্ষায় ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত ভূদেব বাবুর প্রতিযোগিতা হয়। এতৎসম্বন্ধে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন ঃ—

"মধু মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসার পর নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায়, ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দিই এবং উক্ত পদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি; পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। মধু ও আমি যতবার এক সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি প্রায় সকল বারই আমি উহার উপরে হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম। নর্ম্ম্যাল স্কুলে উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে 'পৃথিবী' লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিত; কিন্তু সেই মধু কিছুকাল পরেই, আমার নর্ম্ম্যাল স্কুলে থাকার সময়েই, মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাদবধ কাব্য অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমি নর্ম্ম্যাল স্কুলে আমার ছাত্রদের পড়াইয়াছি। * * মধুর বুদ্ধি বিদ্যুতের ন্যায় যেন চারিদিকেই খেলিত; আমার সেরূপ কিছু ছিল না। উত্তররামচরিতে আত্রেয়ী ও বনদেবতার পরস্পরের কথোপকথন প্রসঙ্গে কবি ভবভূতি লিখিয়াছেন, 'প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্নমৃদাং চয়ঃ।' আমাদের উভয়েরও ঠিক তাই হইয়াছিল; মধুর বুদ্ধি বিশদ মণির ন্যায় ছিল—প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।" *

এই প্রতিযোগী পরীক্ষায় গণিত এবং জড়-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে হইয়াছিল; ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল।

---

* শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিতে ভূদেব বাবুর পত্র।

ভূদেব বাবুকে মৌখিক পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা মির্জ্জাপুরস্থ রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের স্কুলে একদিন ইতিহাস পড়াইতে দেওয়া হয়। ৺ কালিদাস মৈত্র, পাদরী লঙ সাহেব এবং উড্রো সাহেব উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার ইতিহাসের পাঠনা শ্রবন করেন। ভূদেব বাবু ইতিহাস পাঠনার সময় নানাপ্রকার নূতন প্রণালীতে এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিসহ ধর্ম্ম-সূত্র দেখাইয়া ছাত্রদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। এই পরীক্ষার সময় তিনি যেরূপে ইতিহাসের পাঠনা করিয়াছিলেন, তাহা সেই কৌশলের উদাহরণ স্বরূপে একটু বিশদ ভাবেই লিখিত হইয়েছে।

পরীক্ষক আকবরের রাজত্বকাল বর্ণন করিতে বলিলে, ভূদেব বাবু ঐ সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, স্কুল ঘরের মেঝেতে 'মোগল পাঠান' খেলার একটি ঘর আঁকা রহিয়াছে; স্কুলের দরওয়ান এবং বেহারা উক্ত ঘর কাটিয়া কোন সময়ে খেলা করিয়াছিল। ভূদেব বাবু সেই ঘরটীকে লক্ষ্য করিয়া পাঠনা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কিসের ঘর?" একজন বলিল "মোগল পাঠান খেলার ঘর।" তখন ভূদেব বাবু বলিলেন যে, ইতিহাসের অতি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জাতীয় জীবনের সহিত নানাপ্রকারে মিশিয়া যায়। বঙ্গদেশে "ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে"—এই ছেলে ঘুম পাড়ানর ছড়াতেই ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাদুর্ভাব এবং উহাদের দ্বারা সকল প্রদেশেই চৌথ আদায় আজও পশ্চিম বাঙ্গলার প্রতি পরিবারকে স্মরণ করাইতেছে; অদ্যাপিও আয়র্লণ্ড দেশে আইরিশ মাতারা "ক্রমওয়েল ধরিবে" এই কথা বলিয়া ছেলে চুপ করাইয়া থাকেন; আয়র্লণ্ডের কাথলিক প্রজাবৃন্দ যেরূপ কঠোরভাবে ক্রম্ওয়েল দ্বারা শাসিত হইয়াছিলেন, উল্লিখিত "ক্রমওয়েল ধরিবে" কথাতেই তাহার ছায়া পাওয়া যায়; সেইরূপ

বঙ্গদেশে 'মোগল ও পাঠান' এই দুই জাতির সাম্রাজ্যাধিকার জন্য বহুকালস্থায়ী বিষম যুদ্ধবিগ্রহের চিহ্ন 'মোগল-পাঠান' খেলাতে রহিয়া গিয়াছে। পরে মোগলই বা কাহারা, পাঠানই বা কাহারা, বাবর সাহের দ্বারা পাঠানদিগের পরাজয়ে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন, তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের পাঠানবীর শেরসাহের নিকট পরাজয়, হুমায়ুনের পুনরায় সাম্রাজ্য প্রাপ্তি, সম্রাট আকবরের বহু যুদ্ধের পর বাঙ্গালা জয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। আকবর সাহের কিরূপ দূরদর্শিতা ও মহানুভবতা ছিল, কিরূপে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান সকল প্রজার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা অল্পসংখ্যক মোগলের নেতা হইলেও তিনি তৎকালীন 'পাঠানের মুলুক' আর্য্যাবর্ত্তে মোগল রাজবংশকে একেবারে সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখে বলিলেন যে, স্বজাতীয় মোগল যোদ্ধাদিগকেও মহারাজ মানসিংহ প্রভৃতি প্রতিভাশালী রাজপুত সেনাপতিগণের অধীনে কার্য্য করাইয়া এবং রাজা তোড়রমলকে প্রধান রাজস্বসচিব নিযুক্ত করিয়া, আকবর সাহ 'গুণের গৌরবের' অতীব উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐ প্রকার অসাধারণ উদারতা দ্বারা কিরূপে তিনি হিন্দু ও মুসলমান, সকল শ্রেণীর প্রতিভা-শালী লোকদিগকে 'নিজের' করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, কিরূপে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ এবং জাতি-বিদ্বেষ নির্ব্বাপিত-প্রায় করিতে পারিয়াছিলেন, কিরূপে শিল্প সঙ্গীত কাব্য ইতিহাস প্রভৃতির উন্নতি চেষ্টায় তানসেন, বীরবল, ফৈজী প্রভৃতি "আঠার রত্নের" সমাদর করেন এবং সমস্ত সাম্রাজ্যের জরিপ জমাবন্দী ও আয় ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন। আরও দেখাইলেন যে, আকবর-সাহ যদি ভারতের বাহির হইতে দলে দলে মোগল আনাইয়া ভারতের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টায় থাকিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ হিন্দু-

দিগের হৃদয়াকর্ষণ চেষ্টার স্থবুদ্ধি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না এবং তাহা হইলে মোগলের দাম্ভিকতা এবং তজ্জনিত হিন্দু ও পাঠান উভয়ের পীড়ন হয় ত এতদূর হইত যে, কখনই মোগল সাম্রাজ্য বদ্ধমূল হইতে পারিত না। এইরূপে তিনি ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আকবরসাহ নিজে যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার যেরূপ উদার হৃদয় ও দূরদর্শিতা ছিল, তাহা হইতেই তিনি মোগল-পাঠানের যুদ্ধ নির্ব্বাপিত এবং আধুনিক ভারতের উপযোগী শাসন 'সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে' করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

লঙ্ সাহেবের তখনও বাঙ্গালা ভালরূপ দখল হয় নাই। তিনি সকল কথা বুঝিতে না পারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল ত মোগল-পাঠানের কথা! আকবরের কথা কি হইল?" কিন্তু তখন সম্রাট আকবরের রাজত্ব-কালের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি কিরূপে সম্রাটের নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীদিগের যোগ্যতা ও পাঠানের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হইতে প্রসূত হইয়াছিল, ভূদেব বাবু তাহা অতি স্থকৌশলে উপপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বাবু কালিদাস মৈত্র মুগ্ধ হইয়া পাঠনা শুনিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, "অতি স্থন্দররূপেই বলা শেষ হইয়াছে।" ছাত্রগণ তদ্গত চিত্তে এই পাঠনা শুনিতেছিল। তাহাদেরই একজন পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট এই পাঠনার কথা বর্ণন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব পাঠনা অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রহিয়াছে!"

ভূদেব বাবুর হাবড়া স্কুলে থাকিবার সময়েই বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬ অব্দের ৫ আইন) ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হয়। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার সকল ভদ্র লোককেই স্বমতে আনিবার চেষ্টায় তাঁহাদিগের বাড়ী বাড়ী গিয়াছিলেন। ৺তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই; ভূদেব বাবুর সহিত ঐ বিষয়ে

অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই জনের মত একেবারে বিভিন্ন ছিল এবং দুই জনেই অকপট হৃদয় ও দৃঢ়ব্রত।

ভূদেব বাবু ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ মনে করিতেন; সমস্ত সমাজের স্থায়ী উপকারকেই সারাৎসার ভাবিতেন এবং জানিতেন যে যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজের সুবিধা, ব্যক্তিগত ইহ পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্য মোটের উপর তাহাতেই অধিক।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র সমাজ সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি একটু কম করিয়া এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদি করুণ-ভাবে একটু বিচলিত হইয়া অপরের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপস্থিত বৃদ্ধির জন্য অধিক চেষ্টা করা উচিত মনে করিতেন। সেই জন্যই, বোধ হয়, তিনি উচ্চ জাতীয় বালবিধবার বিবাহ-পোষক শাস্ত্রীয় বচনাদির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাচারপালন, পরোপকারিতা, তেজস্বিতা, সারল্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি "ব্রাহ্মণ্য" গুণে তাঁহার প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আন্দোলনে স্বসমাজের ক্ষতির ভয় করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এক প্রকার বিফল হইয়া যাওয়ার পর শেষ বয়সে * দুজনে বড়ই প্রীতিকর সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। ভূদেব বাবু বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয়ভাগে "স্বাধীন চিন্তা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

* দয়ারসাগর ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষ বয়সে তাঁহার দয়ায় উপকৃতদিগের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই ক্ষোভপ্রকাশ করিতেন; এমনকি কখন কখন বলিতেন, "আমি ত উহার কোন 'উপকার' করি নাই, 'তবে' ও ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে কেন?" তিনি অসুস্থশরীরে ফরাসডাঙ্গায় আসিলে ভূদেব বাবু তাঁহাকে দেখিতে যান। অকৃতজ্ঞতার কথা উঠিলে ভূদেব বাবু বলেন—"আপনার কিন্তু ও কথাটা বলা ঠিক নয়। ভাষার উপকার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটা আপনার নিকট

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন আমাদের নব্য সংস্কারকেরা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মত প্রচার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনাদের ন্যায় 'স্বাধীন চিন্তাশীল' বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্দে অধীর হন। এই জন্য তিনি যে আচার ব্যবহারে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাঁহাদের বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন, তখন আর 'কৃতবিদ্যেরা' তাঁহাতে স্বাধীন চিন্তার আভাস দেখিতে পাইলেন না। বিধবা বিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিপরীত ব্যবস্থা বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে 'চাঁদে কলঙ্ক' বলিয়াই আমি মনে করি; কিন্তু যে জন্যই তাঁহার ঐ দিকে প্রবৃত্তি হউক, তাঁহার জীবনে অনেকটা একই ভাবের নিয়মানুগামিতা দেখিতে পাই। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়ে অন্তঃকরণের পরাধীনতা প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়াই সুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে পরাশর স্মৃতির অধানে আসিয়া কতকটা স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়ও সেই স্বজাতীয় নায়কেরই অধীন ছিলেন; সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে স্মৃতির মতবাদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্য কোন কিছু খুঁজিতে যান নাই, এবং

'চির কৃতজ্ঞ'। ভাল লোক যাঁহাদের আপনি সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহারা আপনার 'গোলাম'। তবে সাহায্য পাইলেই একান্ত অপাত্রগুলা কিরূপে সুপাত্র হইয়া পড়িবে?" এই কথা গুলিতে ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, এবং দয়ার আবেগে যে সময়ে সময়ে তাঁহার দ্বারা 'অপাত্রে দান' ঘটিয়া গিয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়া শেষোক্ত কথাগুলি সম্বন্ধে বলেন "তা বটে!"

ইংরাজের গুলি 'নিজের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত' বলিয়া খ্যাপন করিতেও যান নাই। তবে তিনি যে সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজ ব্যবস্থার অনুকুল ছিলেন সেটী দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় তাঁহার বুঝিবার ভুল।"

ভবিষ্যতে কোন্ কার্য্য স্বজাতির সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অকল্যাণকর হইয়া দাঁড়াইবে, ভূদেব বাবু তাহা জ্ঞান চক্ষে দেখায় ভূদেব বাবু মনু ছাড়িয়া পরাশরকে ধরা "সংস্কার" মনে করেন নাই। * তিনি বলিতেন যে নিবৃত্তিমার্গে, এবং সংযমের পথেই ভারতবাসীর সকল শ্রেণীই উন্নত হইবে; অন্য পথে কতক লোককে লইয়া গেলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সমাজ আরও দুর্ব্বল হইবে মাত্র।

ভূদেব বাবুর সংস্কার পূত পবিত্র পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে স্ত্রীবিয়োগের পরেও কেহ কখন পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই;

---

* "মন্বর্থঃ বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।" অপরদিকে "কলৌ পরাশর স্মৃতঃ" বচন আছে বটে,, কিন্তু এখনও ঘোর কলি হয় নাই এবং ওদিকে সমাজের মন যায় নাই। পক্ষান্তরে মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র বলিয়াছেন যে কতক লোক কলির অধিকারের বাহিরে বরাবরই থাকিবেন;—সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ।

"যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার, তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই ত আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবেই দুই বার বিবাহ করিলে মহা সঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুইয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহাতেই কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত জন্মিবে, পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে কোম্‌তের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই একাধিকবার বিবাহ করিবে না। আমাদিগের শাস্ত্রেও বলে প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না।" [পারিবারিক প্রবন্ধ—দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ।]

তিনি যে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহের বিরোধী হইবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ভূদেব বাবু তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থে যেরূপ লিখিয়াছেন তদনুযায়ী নিয়মে বিধবার পালন করিলে সংসার অতি পবিত্র হইয়াই উঠে।*

বিদ্যাসাগর মহাশয় শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার অক্ষয় ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার দেখাইয়া বাঙ্গালা গদ্য রচনার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ভূদেব বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন "বাঙ্গালার গৌরব ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাল কার্য্যটী (ভাষার উন্নতি) স্থায়ী হইয়া স্বজাতির উপকার সাধন করিতে থাকিবে এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবে; কিন্তু তাহার ভদ্র ঘরে† বিধবা

* "উল্লিখিত নিয়মগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক পালিত হইলে বালবিধবার যে কিরূপ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধিত হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন। বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি, অভ্যাগত, কুটুম্ব, সজ্জনদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসে, স্বয়ং সবল এবং সুস্থশরীরী হয়, এবং ঈর্ষ্যাদি দোষ পরিশূন্যা হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাটীতে এরূপ বিধবার অবস্থান সে বাটীতে এক একটী জাবন্ত দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যে পরিবারের মধ্যে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রী পুরুষেরা নিরন্তর ঋষি-চরিত্রের দ্রষ্টা এবং ফলভোক্তা। তাহারা 'পরার্থজীবন' ব্যাপারটী কি, তাহা শুদ্ধ মুখে বলে না, পুস্তকে পড়ে না—উহার জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।"—[পারিবারিক প্রবন্ধ—বৈধব্য ব্রত।]

† ভদ্র ঘরে বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে উচ্চ শ্রেণীর বিধবারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধী। (১) ভূদেব বাবুর চুঁচুড়ার বাটীর উত্তরদিগের সংলগ্ন বাটীতে মৌলবী ফয়জুল্লা সাহেব, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাস করিতেন। উভয় বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ছাদে ছাদে কথা বার্ত্তা হইত। একদিন মহামান্য টিপু সুলতান বংশীয়া একটী বালবিধবা ঐ বাটীতে আসায় ভূদেব বাবুর পত্নী মৌলবী সাহেবের বড়বিবিকে বলেন, "আহা! এই বয়সে

বিবাহ প্রবর্ত্তন চেষ্টা এবং স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে এদেশীয় বালকদিগের নিকট শুধু বিদেশীয়দিগের চরিত্র ও ব্যবহারকে আদর্শ ভাবে দেখান, স্ব-সমাজের ক্ষতিকর এই দুইটী কার্য্য স্থায়ী হইবে না ; অল্পকাল মধ্যেই ঐরূপ বিধবা বিবাহ ও ঐরূপ কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক অপ্রচলিত-প্রায় হইয়া লোকের স্মরণ পথের অতীত হইয়া যাইবে।”

চরিতাবলীর ন্যায় পাঠ্য পুস্তকে সুকুমারমতি বালকেরা বড়লোকের চরিত্র পাঠ করিতে গিয়া কেবল বৈদেশিকের নাম দেখে, বিজাতীয়

এমন ঘটিয়াছে ! ইহাঁর পিতা এখনও পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করেন নাই ?” ব্রহ্মচারিণী বিধবা বলিলেন “সে কি কথা মা ! ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোন ভদ্র ঘরেই ত চেষ্টা হয় না। শুনিয়াছি খুব উচ্চ শ্রেণীর ফিরিঙ্গি মেয়েরাও দ্বিতীয় বার বিবাহ করে না। আপনাদেরও ত ‘ছোট জাতে’ বিধবা বিবাহ চলে।” ভূদেব বাবুর পত্নী বলিয়াছিলেন “অপরূপ লাবণ্য সম্পন্না লজ্জাশীলা মেয়েটী আমার কথায় হঠাৎ ফোঁস করিয়া উঠিয়া, —বড়বিবি যে বিধবা হইয়া আবার বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়া—যখন ঐরূপ বলিতেছিল তখন যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া, বড়বিবির অধোমুখ দেখিয়া, সে বড়ই সঙ্কুচিতা হইল। কত ভাল !!” (২) সম্রাট সাজাহানের সময়ে জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ বালবিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তাঁহার মাতা তীব্র বিদ্রূপে তাহাকে নিরস্ত করেন। বলেন, “জগন্নাথ ! এটা যদি ভাল কাজ হয়, তবে আগে তোমার মাকে তাহা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছ না কেন ? ও কচি মেয়ে, কিছু জানে না ; উহার ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ থাক ; এই জন্মেই মুক্তি-লাভ করিতে পাউক।” (৩) মহাপণ্ডিত শূলপাণির বালবিধবা কন্যা, তাহার পুনরায় বিবাহের বন্দোবস্ত হইতেছে জানিয়া পিতাকে শুনাইয়া ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন “অমুক পণ্ডিত মরিয়া গিয়াছেন ; পিতা তাঁহাকে যে গাভীটী দান করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আন।” পিতা বলেন, “সে কি মা ! দত্ত জিনিস ফিরিবে কিরূপে ?” কন্যা সাশ্রুনয়নে বলেন, “পণ্ডিতেরা না বলিয়াছেন যে গ্রহীতার মৃত্যুতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান (ন দানং কন্যয়াসম) ফিরিতে পারে !” লজ্জাবনত পিতা সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।—সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাদিগের মনের ভাব ঠিক এইরূপেই গঠিত।

আচারের কথায় স্তম্ভিত হয় * এবং তাহাদের স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বড় লোক বা ভাল লোক বা অধ্যবসায়শালী লোক কেহ কখন হয় নাই এইরূপ মনে করিতে শিখে এবং জাতীয় মর্য্যাদাবোধশূন্য হইয়া পড়ে। বালকদিগের এইরূপ শিক্ষা দেশের পক্ষে বড়ই অপকারী বলিয়া উত্তরকালে ভূদেব বাবু বিশেষ যত্ন করিয়া ৺কালীময় ঘটক প্রণীত তিনখণ্ড চরিতাষ্টক এবং শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশু মহাভারত, শিশু রামায়ণ, এবং (হিন্দী ভাষায়) 'বিহার দর্পণ' প্রভৃতি স্বজাতীয় মহচ্চরিত্রের চিত্রসম্বলিত উৎকৃষ্ট স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রণীত করাইয়াছিলেন। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা ৺শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত চরিতমালাতেও স্বজাতীয় বড় লোকদিগের বিবরণ থাকায়, তিনি ঐ পুস্তকখানিকে চরিতাবলী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া মনে করিতেন।

হাওড়া স্কুলে থাকিতে এদেশীয় আর একজন বড়লোকের সহিত ভূদেব বাবুর প্রথম সংস্রব হয়। উত্তর পাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হাওড়া স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর জনৈক সদস্য ছিলেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর মানসিক বলের ও তাঁহার ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টির জন্য ভূদেব বাবু তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া আসিতেন।

* ভূদেব বাবু একদিন বলিয়াছিলেন, "ডুবাল একটী বিড়াল মারিয়া তাহার চর্ম্ম বিক্রয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন—এই বিবরণ শুনিয়া এ দেশের ভদ্র হিন্দু, জৈন এবং মুসলমান সন্তানেরা কি শিখিবে? ঐরূপ কার্য্য তাহাদিগের করিতে যাওয়া কি সম্ভব বা প্রার্থনীয়? এ দেশে দান ধর্ম্মের বাহুল্য নিবন্ধন এবং পুস্তক লিখিয়া লওয়ার প্রাচীন রীতির স্মৃতি রক্ষিত থাকা নিবন্ধন, ওরূপ অবস্থাতে কাহাকেও পড়িতে হয় না।"

৺জয়কৃষ্ণ বাবুর নৈসর্গিক ক্ষমতায় ভূদেব বাবুর এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি অনেক সময়ে বলিয়াছেন—"ইংরেজের বাঁধাবাঁধি আমলের পূর্ব্বে জন্ম হইলে, ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রকৃত প্রস্তাবেই একটী 'রাজ্য স্থাপন' করিয়া যাইতে পারিতেন।"

বহুবর্ষ পরে একদিন ৺জয়কৃষ্ণ বাবু হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সভায় উপস্থিত হইয়া একটী সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেন এবং তথা হইতে চুঁচুড়ায় গিয়া ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁহার দুই চক্ষুই, ছানি তুলিতে গিয়া, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভূদেব বাবুর সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, 'যেন' বিনা সাহায্যেই অবলীলাক্রমে সিঁড়ি নামিয়া গেলেন! তখন ভূদেব বাবু তাঁহার দুই পুত্রকে বলেন, "শরীরের উপর দৃঢ়চিত্তের প্রভাবের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ আজ দেখিতে পাইলে; একজন 'প্রকৃত মানুষ' দেখিলে। হিন্দুর আদর্শ সাত্ত্বিক কর্ত্তায় ধৈর্য্য এবং উৎসাহ দুইই থাকিবে; তিনি সকল অবস্থাতেই কর্ত্তব্য পালন করেন; কোন বিপদে বা বাধায় হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়েন না। চক্ষু নাই তথাপি অটল। যখন গুমখুনির মোকদ্দমায় একবার জেল হইয়াছিল, তখন জেলের ভিতরে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় কয়েদীদিগের আহার এবং শয্যার জন্য 'বিশেষ' ব্যবস্থা দেখিয়া দাবী করিয়াছিলেন যে, যদি উঁহারা 'অভ্যাসের জন্য' বিশেষ ব্যবহার পান তবে তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত দেশীয়েরাও যেন তাহা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তার বেলি সাহেব ইহার উল্লেখে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এরূপ অটল চিত্ত খুব কম ইউরোপীয়ের আছে, এবং উহাঁর প্রস্তাবিত রূপ ব্যবস্থা স্থল বিশেষে করিবার অধিকার, এখন সকল জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরাই, উঁহার আন্দোলনের ফলে, পাইয়াছেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়



[হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা, পাঠ্যপুস্তকের অভাবে মুখে মুখে শিক্ষাদান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে মত, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, আজীবনের সৌহার্দ্দ, বুধোদয় যন্ত্র।]

হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়া * (২২।৬।১৮৫৬) ভূদেব বাবু আপন স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায়ের সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কোন পুস্তক ছিল না। তাঁহাকে প্রাণিতত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব, উত্তাপতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্য

* ভূদেব বাবুর নিয়োগপত্রে ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং সাহেব লিখিয়াছিলেন :—

You have been appointed to act as Superintendent of the Normal School for Vernacular teachers about to be established at Hoogly or such other place as may be selected. * * The ultimate appointment of a European Superintendent is in contemplation and whenever that measure is carried out your present appointment will cease—অর্থাৎ তোমাকে হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষের পদে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করা হইল; একজন ইউরোপীয়কেই ঐ ভার দেওয়ার কল্পনা আছে; তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে তোমার এ চাকরী শেষ হইবে।

অংশগুলি মুখে মুখেই শিখাইতে হইত; ছাত্রেরা তাহা খাতায় লিখিয়া লইত। পরিবৰ্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য ঐ সকল বিষয়ের কতক কতক কথা তিনি ঐ সময়ে নিজের খাতায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, * যন্ত্রবিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ত্ব (জ্যামিতি) মাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; অপর গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মুখবন্ধ এবং প্রথম অধ্যায় এরূপ সরলভাবে লিখিত যে, বালক বালিকারাও অতি সহজে বাহ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক কথা শিখিতে পারে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতেঁ গতির নিয়ম ও যন্ত্রবিজ্ঞানের কথা থাকায়, সাধারণ পাঠক অনেকে ভয়প্রযুক্ত ঐ অপূর্ব্ব প্রথমাংশ পাঠ না করিয়া বড়ই বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

তাঁহার গ্রীস ও রোমের ইতিহাস সংযুক্ত প্রথমভাগ পুরাবৃত্তসার ও ইংলণ্ডের ইতিহাস এই সময়ের রচনা। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস যেরূপ কেবল যুদ্ধাদি ঘটনাবলীতে ও তাহার সন তারিখে পরিপূর্ণ থাকে এই দুইখানি ইতিহাস সেরূপ নহে; পুরাবৃত্তসারে শিল্পপ্রণালী, লিপিপ্রণালী প্রভৃতির ক্রমবিকাশ † সম্বন্ধে অনেক তথ্য সহজবোধ্যভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ধৰ্ম্মভাবের হ্রাসেই যে জাতীয় অবনতি হয় এবং ধৰ্ম্মভাবের প্রবল

---

* ৺ কালিদাস মৈত্র মহাশয়ের প্রাকৃত ভূগোল নৰ্ম্যাল স্কুলে পাঠনাকালে ভূদেব বাবু উহার কোন কোন স্থানে সামান্য কিছু কিছু সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। এদেশে এক শ্রেণীর লোক 'কথা চালা চালিতে' বড়ই আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। সেই শ্রেণীর, কেহ ঐ বিষয় ৺ মৈত্র মহাশয়কে জানাইলে তিনি একটু অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়া, অসাবধানে বলিয়া ফেলেন "ভূদেব বাবু আমার প্রাকৃত ভূগোল কলম দিয়া কাটিয়াছেন; আমি তাঁহার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কোদাল দিয়া কাটিব!" এই কথা সেই ব্যক্তি ভূদেব বাবুর নিকট আসিয়া বলিলে তিনি স্মিতমুখে বলেন "যাহার যে অস্ত্র!"

† ঐ সকল প্রবন্ধ এখন 'বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয়ভাগে' ছাপা হইয়াছে।

উদ্রেকই যে পূর্ণভাবে কর্ত্তব্য পালন করাইয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করে, এই পুস্তকগুলি পাঠে তাহা আর্য্যেতর জাতির ইতিহাস হইতেও প্রকটিত হইয়া কতকটা পুরাণ পাঠের ফল দিয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রাণ অদম্য উদ্যমশীল লৌহপার্শ্বক দলকেই ভূদেব বাবু ইংলণ্ডের শক্তির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আধুনিক ইউরোপের ঐতিহাসিক বিবরণ সমূহ নিবদ্ধ করিয়া ভূদেব বাবু পুরাবৃত্তসারের দ্বিতীয়ভাগ রচনা, ইহার অনেক বৎসর পরে, আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মফঃস্বলে কোথাও ঐ হস্তলিপিগুলি হারাইয়া গিয়াছিল।

তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' লিখিবার চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহার দুইজনের সহিত দুই সময়ে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বড়ই মূল্যবান; এজন্য এই স্থলেই তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

তাঁহার প্রিয় ছাত্র ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সময়ে হুগলীতে থাকিতেন, এবং এডুকেশন গেজেটে ৺হেম বাবুর "ভারত সঙ্গীত" প্রথম বাহির হইয়াছিল, সেই সময়ে (১৮৭৩) একদিন তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেনঃ—

"ভারতবর্ষের রীতিমত ইতিহাস লেখা হওয়ার জন্য এখন স্বদেশভক্ত এবং স্বধর্ম্মভক্ত লোকদিগের দ্বারা উপকরণ সংগ্রহ করার সময় আসিয়াছে; ভারতের সকল প্রদেশের সুশিক্ষিত সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বহুবর্ষ ধরিয়া হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশের সভক্তিক অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিতে থাকিলে তবে কখনও উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারিবে; বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণাদি এবং অধুনাতন প্রচলিত ভারতের সমগ্র দেশীয় ভাষায় এবং পালি, ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে ভারতের

ঐতিহাসিক বিবরণ বাহির করিয়া রাখিতে হইবে; প্রাচীনকালের কীর্ত্তির এক্ষণে যে সকল ভগ্ন স্তূপ, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি অবশিষ্ট আছে, তত্তৎ বিষয় সমূহের তথ্য দেশীয় ভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া সংগ্রহ ও আলোচনা করিতে হইবে; তাহার পর কোন সময়ে আধুনিক কালের উপযোগী কিন্তু দেশীয়ভাবে ভারত-ইতিহাস লেখার চেষ্টা হইতে পারে; নতুবা কেবল মিগাস্থিনিস অথবা হুয়েন সাঙের বর্ণনা এবং রোমীয়, গ্রীক ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের চক্ষে দৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। উল্লিখিত-রূপ উপকরণ সমূহের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান এবং ধর্ম্মসূত্রের উপর অবিচলিত দৃষ্টি কোন মহাত্মা ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার যোগ্য হইবেন। নতুবা তন্ত্রশাস্ত্র কলুষিত আচারের পোষণ জন্য প্রস্তুত; পুরাণগুলি আষাঢ়ে গল্প—উহাদের মধ্যে সার কিছুই নাই; বেদ মেষপালকদিগের গান; এই সকল কথা, ভাবিয়া এবং বলিয়া এবং য়িহুদীব বর্ষগণনার খাতিরে, (অর্থাৎ পৃথিবী পাঁচ হাজার বৎসর মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে, এই হিসাব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য) ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্বদেশের এবং বিদেশের সকল ঘটনাই যেমন খৃষ্টের দুই হাজার বৎসরের মধ্যে টানিয়া রাখিতে চান, সেইরূপ বর্ষগণনা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া, যাঁহারা 'গায়ের জোরে' এটা পঞ্চম শতাব্দীর, ওটা দ্বাদশ শতাব্দীর এইরূপ বৈদেশিক ধরণে হঠকারিতার কথা বলিতে থাকিবেন, তাঁহাদের দ্বারা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লেখা অসম্ভব।"

অপর এক সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি গ্রীস রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন নাই; ইহার কারণ কি?" উত্তরে তিনি বলেন—"গ্রীক, রোমীয়

এবং ইংরাজ এই তিনটী সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখিবার জিনিস অনেক আছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ত দুইটী প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র।” ভারতবাসীর কি কি পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে জিজ্ঞাসায় তিনি উত্তর দেন, “(১) স্বধর্ম্মী বিদ্বেষ।—হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজবর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর উঠান দিয়া গেলে তথায় গোবর জল ছড়া দেওয়া হয়—একটী ছাগল আসিয়া তথায় মলত্যাগ করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে! অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, ‘সর্ব্বঘটে নারায়ণ’ আছেন, এবং ‘বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে এবং শ্বপাকে’ সমদর্শন করিতে হয়! আধুনিক কালের ‘সাধারণ’ হিন্দু-অন্ত্যজের সুখে দুঃখে, শিক্ষায় দীক্ষায় উদাসীন। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মীবিদ্বেষের জন্য ভগবান তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মীপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে—শাস্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে প্রেরণ করেন। ইহাঁরা আহারে ব্যবহারে স্বধর্ম্মীর মধ্যে পণ্ডিতে এবং মূর্খে, সুলতানে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান সহস্র সহস্র একত্র হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বন্দনা করেন; ইহা কি সুন্দর দৃশ্য! অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানী মানে ততক্ষণই ঘৃণিত; উহারা যেই মুসলমান হয় অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, ‘সেলাম মিয়া সাহেব।’ তখন উহাঁদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়! এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজত্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে ঐ দোষটা একটু কাটিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগলের সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধের সময়, বিবাহে ও আহারে বর্ণভেদ সত্ত্বেও, মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার

জাতিতে ধনগড় (ধাঙ্গড়), গাইকবাড় মেষপালক এবং সিন্ধিয়া জাতিতে কাহার হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহ পদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য রাখিয়াও দৃঢ় সম্মিলন প্রাপ্ত।

"(২) স্বদেশী-বিদ্বেষ—ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মীরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্ট্রীয় এবং শিখ প্রাদেশিকভাবের গণ্ডীর বাহির হইতে পারে নাই; সকলেই যে ভারত মাতার সন্তান এবং তাহাদের ভালবাসার পাত্র, ইহা বুঝিয়া স্বদেশীপ্রেমিক হইতে পারে নাই। শিখ সর্হিন্দ প্রভৃতি বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় বার্গি (অশ্বারোহী) নির্ম্মমভাবে রাজপুতানা ও বাঙ্গালা লুঠিয়াছিল এবং লুঠেরাই থাকিয়া গিয়াছিল; ভারতে একচ্ছত্র মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশী-পীড়ন পাপ জন্য তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের ক্ষালন জন্য ভগবান স্বদেশপ্রেমিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ওয়েলশ, স্কচ, আইরিশ ডিসেণ্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেসবিটিরিয়ান, রোমান কাথলিক, প্রভৃতি ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই দেশের কাজে একজোট। ক্লাইব একজন সামান্য ইংরাজ কেরাণী ছিলেন। বাঙ্গালা উড়িষ্যার রাজকোষের ধনে উহাঁকে কেহ স্বদেশীদ্রোহী করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি অনায়াসে মিরজাফর প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। কোন একজন ইংরাজকে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জাতিই পরিতৃপ্ত হয়। এমন কি, সাধারণ ইংরাজ জুরি অনেক সময়ে ইংরাজ অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাকে অন্যায্যভাবে "নটগিল্টী" (নির্দ্দোষ) বলিয়া, নিজেরাই নরকে যাইতে প্রস্তুত! অতটা ভাল নয়;

ধর্ম্মই সর্ব্বোপরি। কিন্তু ইংরাজের আগমনে ও সুদৃঢ় রাজ্যশাসনে সমগ্র ভারত যে একদেশ তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে; ইহাঁদের প্রদত্ত রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধায় ভারতের আভ্যন্তরিক সম্মিলনসাধন দ্রুত-বেগেই হইতেছে এবং ইংরাজ ভারতের ঐ একছত্র সম্মিলনসাধন করিয়া অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়াছেন। ফলতঃ ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম এবং বর্ণ নির্ব্বিশেষে একটা 'জাতীয় ভাব ও স্বদেশী প্রেম' বিধি-প্রেরিত ইংরাজের রাজত্বকালেই সাধারণের মধ্যেও সুপরিস্ফুট হইতেছে এবং বহুকাল ইহাঁদের শাসনে থাকিয়াই ভারতবাসী উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভারতবাসীরই মুসলমানের আদর্শে স্বধর্ম্মী প্রেম ও ইংরাজদের আদর্শে স্বদেশী প্রেম অনুশীলন করিবার খুবই সুবিধা ইংরাজদের আমলে হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভারতভূমিতে স্বধ-র্ম্মের এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ভালবাসার পোষণ উপলক্ষে অপর ধর্ম্মের বা অপর দেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হওয়া চলিবে না; উহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার, উচ্চ এবং সূক্ষ্মদর্শী আছেন।"

ভূদেববাবুর উক্ত কথাগুলিতে ভারত ইতিহাস লেখার পদ্ধতি যাহা সূচিত হইয়াছিল এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই প্রণালীতে একটু চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া সকলেই সুখী হইতেছেন। *

---

* ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে কিছু কাল হইতে আর ইউরোপীয়দিগের একচেটিয়া নাই। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রভৃতি মৌলিক অনুসন্ধান করিতেছেন; ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুলেখকগণ ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা, ইংরাজী ভাষাতেও দেশীয় দৃষ্টিতে লিখিতে পারিতেছেন।

ভূদেববাবু তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের প্রধান কথাগুলি যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার দেশবাসী সকলেরই পক্ষে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল বিষয় সম্বন্ধে সেই দৃষ্টির এবং ভাবের সর্ব্বদা আলোচনার উপকারিতা অপরিমেয়। যাঁহারা ভারত ইতিহাসের জন্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন বা হইবেন তাঁহারাও সেই দৃষ্টি যতটা পাইবার চেষ্টা করিবেন ততটাই সফলতা পাওয়ার অধিকারী হইবেন। তিনি সামাজিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ইতিবৃত্ত বলেন—এই মহাদেশে, বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, কোলেরীয়, দ্রাবিড়ীয়, তাতারীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সম্ভূক্ত বিভিন্নাকার লোক সকল বাস করিত, উঁহাদিগের মধ্যে ভাষার ভেদ বহু শতাধিক ছিল, এবং উঁহাদিগের ধর্ম্ম ভেদেরও পরিসীমা ছিল না—গোষ্ঠী ভেদে উপাস্যদেবতারও ভেদ ছিল।

"ইতিবৃত্ত বলেন যে, উল্লিখিত বিভেদ সমুদায়, আর্য্য জাতীয়দিগের সংসর্গ প্রভাবে অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুলোম বিবাহ প্রণালীর বলে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পর আকার বৈলক্ষণ্য ন্যূন করিয়া দিয়াছে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যদিও ততটা হয় নাই, কিন্তু সেখানেও অনেক দূর হইয়াছে। পূর্ব্বে যে অসংখ্য ভাষা ভেদ ছিল, তাহাও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এক্ষণে যে দশটী বা দ্বাদশটী প্রদেশীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে; সে গুলিও সর্ব্বাংশ সংস্কৃতের প্রভূত্বে পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। আর পূর্ব্বপূজিত বিভিন্ন প্রকৃতিক দেব দেবী সমূহ, আর্য্য শাস্ত্রকৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক রূপ গুণে সংঘটিত হইয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। মৌলিক বর্ণভেদ এক্ষণে জাতীয় সম্প্রদায় ভেদ রূপে পরিণত হইয়াছে।

"ইতিবৃত্ত বলেন—উপরিউক্তরূপে অযোধ্যা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদ গুলিতে কতকটা আকারাদির বৈলক্ষণ্য ন্যূন হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অভ্যুত্থিত হইয়া হঠাৎকারে বর্ণভেদের বিলোপ চেষ্টা, কর্ম্মকাণ্ডের দোষো-দেঘাষণ, এবং জ্ঞান ও উপাসনার গুণকীর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সম্রাটদিগের অধীনে একচ্ছত্র প্রায় হইয়া একবার দেখিয়াছিল, আপনার বীর্য্য এবং প্রভাবশালিতা এবং মহিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের পীড়ন করিতে লাগিল। স্বজাতি-বিদ্বেষ যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল, যে টুকু সম্মিলন জন্মিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না।

"ইতিবৃত্ত বলেন—শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী কর্ত্তৃক বৌদ্ধনিরসন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের 'তাদৃশ' একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এমন কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিল, যাহা মনে উঠিবার বিষয় মাত্র হইয়াছিল, কার্য্যে সম্পাদিত হইবার বিষয় হয় নাই। এই জন্য বৌদ্ধ স্বয়ং হীন-তেজঃ হইয়া বিনষ্ট হইল। কিন্তু শঙ্কর স্বামী বৌদ্ধবাদের মূলকথা যে, কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান এবং তপস্যা প্রধান, তাহার অন্যথা করেন নাই; স্বয়ংই তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণেতর লোকদিগেরও জ্ঞানমার্গে অধিকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"ইতিবৃত্ত বলেন—মুসলমানেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইহারই কেন্দ্রীভূত ভাষাটীকে সর্ব্বপ্রদেশে প্রচলিতপ্রায় করিয়া দিয়া এই মহাদেশের একতা সাধনের উপায় করিয়াছেন, আর সাম্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অন্ত্যজ জাতীয়দিগেরও অপর সকলের সহিত সাদৃশ্য লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখনও স্বজাতি-বিদ্বেষ দোষে দূষিত হয়েন নাই, এবং হিন্দুদিগের মধ্যে যে পানদোষ ছিলনা, মুসলমানেরা সে দোষ বিন্দু-

মাত্রও বৰ্দ্ধিত করেন নাই। ঐ সকল বিষয়ে এবং স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি একান্ত সহানুভূতি সম্বন্ধে, উহাঁরা হিন্দুদিগের আদর্শ হইয়া আছেন।

"ইতিবৃত্ত বলেন—বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, ইহাও একটী সুলক্ষণ যে, ইউরোপীয় অপর কোন জাতীয় লোকের হস্তগত না হইয়া ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের একতাপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বেগ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে বই ন্যূন হয় নাই। শুদ্ধ রাজা এক হইয়াছে বলিয়া নয়—দেশময় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নয়—সর্ব্বস্থান আয়স শৃঙ্খল স্বরূপ লৌহবর্ত্ম যোগে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও নয়—ইংরাজ ভারতবাসী সকলকেই নির্ব্বিশেষে সমান পরিমানে দূরস্থ করিয়া রাখেন, সুতরাং সকলেই আপনা আপনি সংযত হইবে, তাহা বলিয়াও নয়,—ইংরাজ রাজনীতি বিষয়ে, পৃথিবীর অপর সকল জাতীর আদর্শ স্থলীয়; ইংরাজ শুদ্ধ বিচার মার্গ অবলম্বন করিয়া যাহা ভাল বা উচিত তাহা করেন না, প্রকৃত যোগ্যতার প্রমান না পাইলে কাহার বন্ধন অল্প পরিমাণেও শিথিল করিয়া দেন না, আবার যোগ্যতার প্রমাণ পাইলেই দেন—সুতরাং ইংরাজের সংসর্গে রাজনীতি শিক্ষার উপায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সমাজের বল পোষিত এবং সুসম্বৰ্দ্ধিত না হইতে হইতে ইংরাজাধিকারে কোন অসাময়িক চেষ্টারও সাফল্য সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

"ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই অতি প্রধান ঘটনাগুলির সমালোচনায় দেখা গেল যে, প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটী যেন একটী স্থির লক্ষ্যের প্রতি অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বাঁকিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু নদী ও সাগর-সঙ্গমে যাইতে, বাঁকিয়া চুরিয়া যায়—গাছও আকাশ-মুখে উঠিতে মোড় খাইয়া উঠে—ছেলেরাও বাড়িবার সময় একবার মোটায় একবার রোগায়—সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্যের গতিই ঐরূপ।"

নর্ম্ম্যালস্কুলে কার্য্যকরার সময়ে ভূদেব বাবুর “ঐতিহাসিক উপন্যাস” গ্রন্থখানিও প্রকাশিত হয়। হাওড়ায় থাকিতেই পুস্তক খানির রচনা শেষ হয় এবং হজসনপ্র্যাট সাহেব উহার পাণ্ডুলিপি পাঠে পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন।

“ঐতিহাসিক উপন্যাসে” দুইটী গল্প আছে। প্রথম, “সফলস্বপ্ন”; দ্বিতীয়, “অঙ্গুরীয় বিনিময়।” ঐ দুইটীই ‘রোমান্স অফ হিষ্টরী (ইণ্ডিয়া)’, নামক ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। প্রথমটীতে সবক্তগিনের দস্যুদ্বারা দাসরূপে বিক্রয় ও পরে গজনী রাজ্য লাভ এবং দ্বিতীয়টীতে সম্রাট আরাঞ্জিবের কন্যার মহাত্মা শিবাজীর হস্তে পতন এবং শিবাজীর দিল্লী গমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ইংরাজী উপন্যাস লেখকের ন্যায় ভূদেব বাবু শিবাজীকে চতুর, ধর্ম্মাধর্ম্মবোধশূন্য, স্বার্থপর দস্যুপতি এবং সমাজ শাসন লঙ্ঘন করিয়া ‘প্রকৃতই’ মুসলমানীর সহিত বিবাহকারী বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। মন্দলোকের দ্বারা যে কখন মহৎকর্ম্ম সমাধা হয় না এবং যে আকর্ষণে কঠোর হৃদয় যোদ্ধারা একান্ত আত্মহারা এবং বশতাপন্ন হইয়া পড়ে, প্রকৃত বীরত্বের সেই আকর্ষণে পড়িয়া প্রগাঢ় প্রণয় উপলব্ধি করিলে স্ত্রীলোকের যে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কারই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহাও এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিজ্ঞাপনেই লিখিত আছে—“উভয় উপন্যাসেই ‘রাজ্য সম্বন্ধীয়’ যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত ইতিহাস মূলক ; অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশ মাত্র ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভাবে প্রামানিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।” বস্তুতঃ রোসেনারা বা জেবুন্নিসা বা দিল্লীর সম্রাটের অন্তঃপুরিকা অপর কেহ ‘প্রকৃত পক্ষে’ শিবাজীর হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন বা উঁহাদের মনে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল কি না, তাহা এই ‘উপন্যাসে’ কোন ‘ভাবুকের’ বা ‘সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে’ প্রধান কথা নহে। প্রকৃত প্রণয় যে সর্ব্ব ত্যাগ—এমন কি প্রণয়-পাত্রকেও

ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় তাহা ইহাতে সুন্দর ভাবে চিত্রিত আছে এবং ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষাদি জন্য ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রে জাতীয় উত্থানের ঐতিহাসিক চিত্রই প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। *

---

* (১) "জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব্বদ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান ; যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।"—[অঙ্গুরীয় বিনিময়]

(২) ক্রুর মতি নৃপালগণের যে বিষবৃক্ষরূপ মন্ত্রণা, তাহার ফলাস্বাদনে সন্তান-সন্ততি সমুদায় খর্ব্ববীর্য্য হইয়া যায়। * * * * * রাজশক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল, বিচক্ষণ এবং 'অপক্ষপাতী' হইলেই প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। * * * * এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। কিন্তু এ ভাবে চলিলে অল্পকাল মধ্যেই সুবর্ণমণিমাণিক্যাদি প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট নররত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না। * * * যেন এমন দিন কখনও উপস্থিত না হয়, যে কোন বাদসাহ হিন্দুজাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারত রাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে সে বিকারাপন্নরোগীর দৌর্ব্বল্যাধীনে নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়—তাহা সুষুপ্তির সুখানুভব নহে।" [ঐ]

(৩) "সকল জাতির অভ্যুদয় কালে তত্তৎজাতীয় জনগণের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবলা হয়। এমন কি সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকৃতি জনগণের মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। * * * ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্রীয় সেনানী প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু—বিধর্ম্মী শত্রুর নিকট ভৃতি স্বীকার করিল না!" [ঐ]

(৪) "কেবল আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া যে কোন মহারাষ্ট্র স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে নিবৃত্ত থাকিবে, আমার এমন অভিপ্রায় নহে। * * * তোমাকে দুর্গান্তরে নিযুক্ত করিব।" [ঐ]

তখন ঐ প্রদেশের সকলেই সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে দেশের সকলেই এক-মত এবং একজোট না হইয়া জাতীয় প্রধানতম কার্য্যটী আপৎ কালেও কোন শ্রেণী বিশেষের উপর ফেলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলে তাহা সাধিত হয় না এবং যেমন ধান্যের তুষ ছাড়াইয়া লইলে তণ্ডুলে জীবনীশক্তি থাকে না,—তাহার অঙ্কুর হয় না—*, সেইরূপ অন্ত্যজ হইতে ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে দৃঢ় সম্মিলনের ব্যত্যয়ে জাতীয় জীবনী শক্তির হানি ঘটে। জাতীয় সম্মিলনের এই মহাবাণী এবং 'সংঘ শক্তির' কথা যাহা ইউরোপ বজ্র নির্ঘোষে পৃথিবীকে শুনাইতেছে তাহার আদর্শ মহারাষ্ট্রীয় যে, আধুনিক ভারতকে (বৌদ্ধের ন্যায় ভ্রান্ত পথে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপলাপ চেষ্টায় না গিয়া) দেখাইতে পারিয়াছিল, তাহা অঙ্গুরীয় বিনিময়ের গল্পটা পড়িতে পড়িতে স্মরণ হইবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালার আধুনিক উপন্যাসাবলীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। ঐরূপ উপন্যাস অপরে লিখিতে আরম্ভ করিলে ভূদেব বাবু ঐ পথে

---

(৫) "এমত উদার প্রকৃতি হইয়াও যে স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহা না দেখিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস হইবে?" [ঐ]

(৬) "তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আমি তোমার মন জানি। আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে।" [ঐ]

(৭) "আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপ-নাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি বাৎসল্য প্রযুক্তই নিজ জায়াকে পরি-ত্যাগ করিলে।" [ঐ]

(৮) "মহারাজ! আমি অনুমতি করিতেছি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন, যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে পরজন্মে এই বাদসাহ পুত্রীই আপনার সহধর্ম্মিণী হইবেন।" [ঐ]

* সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপিঃ।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥

আর পরিশ্রম করেন নাই। তিনি "পুষ্পাঞ্জলি"র মুখবন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই একটু উল্লেখ করিয়া পৌরাণিক রচনা সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্মতথ্য বিবৃত করিয়াছেন ঃ—

"প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটী আখ্যায়িকা বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই ইচ্ছা ছিল দেশীয় প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিব। কিন্তু ইংরাজী 'নবেলের' উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান স্বতন্ত্ররূপ। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথেষ্ট বিস্তার থাকে; অতিশয়োক্তি এবং রূপকালস্কারেরও আধিক্য হয়।

"এক্ষণে দেখিতে পাই অনেকেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রতি বিরক্ত। কিন্তু ঐ অলঙ্কারটী অদ্ভুতরসের সহচর। অদ্ভুত অতি পবিত্র রস। বিস্ময় মনুষ্যমাত্রের স্বভাব এবং অবস্থার উপযোগী। সরলচেতার হৃদয়মুকুরে এই আশ্চর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ডের ছবি নিয়তই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির প্রতিবিম্বস্বরূপ পুরাণ-শাস্ত্র এই জন্যই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে সমাকীর্ণ।

"পুরাণ-শাস্ত্রে লিখিত নায়কনায়িকা এবং দেবাসুরগণ বহুস্থলেই রূপকালঙ্কার বিভূষিত। তাহারা বস্তুগত্যা আভ্যন্তরিক মনোভাব-স্বরূপ অথবা বাহ্য প্রকৃতির শক্তি বিশেষ। সুতরাং রক্তমাংসসম্ভূত প্রকৃত জীব-শরীরের ন্যায় তাহারা দেশকাল সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগ-বতোক্ত পুরঞ্জনোপাখ্যান ভবাটবী প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অন্যান্য পুরাণের বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ সকল কথা কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা রূপক বর্ণনার সমগ্র প্রকৃতিই সম্যক্-রূপে হৃদ্গত করিয়াছেন। এই পুস্তক যে তেমন নয়—তেমন হইতেই

পারে না—সে কথা বলিবার অপেক্ষা নাই। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ইহা অলৌকিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট একটী অদ্ভুত বর্ণনা মাত্র নহে।

"এই পুস্তকের উল্লিখিত বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, দেবী প্রভৃতি কেহ বা বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন, কেহ বা অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করেন, কেহ বা অপর সকল দেবদেবী হইতে পৃথক্-ভূত হইয়া স্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন বটে, কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস স্বজাতি অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির, এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ স্বরূপ বর্ণন করা গিয়াছে; তাহা হইলে আর ঐ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না। তাহা হইলে বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্রু বিসর্জ্জনে সঙ্কুচিতা সরস্বতীর বৃদ্ধি, এবং তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্তিতে জ্বালাদেবীর আবির্ভাব, আর অলৌকিক ব্যাপার থাকিবে না। অপিচ বিনাশমাত্রে সংসারের পর্য্যবসান এই প্রতীতিসমুদ্ভূত নাস্তিকতার প্রভাবে যে স্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং ইচ্ছাবৃত্তির স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আস্তিক্য সংস্থাপিত হইয়া চেষ্টাশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয় এ কথাও সহজ বোধ হইবে। অনন্তর দেশের পুরাবৃত্তের স্মরণে আশা এবং প্রজ্ঞার সঞ্চার, সংস্কৃতির উপায় উদ্ভাবন, এবং প্রীতির উদারতা অনুভূত হওয়া সাহজিক ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হইবে। এই পর্য্যন্ত হইলেই যে সংকীর্ণ ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া প্রশস্ত ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয়, এবং অভেদ জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়া সহিষ্ণুতার সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতীত হয় তাহাও লৌকিক যুক্তিসঙ্গত বোধ হইবে। পরিশেষে নিজ সমাজের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির মূল নিরূপিত হইলে যে অপর কোন বিভীষিকার উপদ্রব থাকিতে পারে না, এবং স্বজাতীয়ানুরাগ তাহার প্রীতিভাজন পদার্থের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া আপন অভীষ্টসাধনের উদ্দেশে সংগোপিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে ইহাও লৌকিক যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া বোধ হইবে না।

"আর একটী কথা বলিলেই গ্রন্থাভাস শেষ হয়। তরুণ বয়সে সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে, অপৌরুষেয় কোন গ্রন্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ ধর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে দেখিতেছি যে, প্রকৃতি পুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রন্থ। নরজাতি আদিমকাল হইতে পুরুষানুক্রমে ঐ পুস্তকের তাৎপর্য্যগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। উহাতে যাহা আছে তাহাই তথ্য—উহাতে যাহা নাই তাহা জানিবারও যো নাই। এক্ষণে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় হইয়াছে যে, যিনি প্রকৃতি পুস্তকের তাৎপর্য্য গ্রহণে যতদূর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দুশাস্ত্রার্থের জ্ঞানলাভেও কৃতকার্য্য। যোগাভ্যাসরত হিন্দুশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ অপরিসীম সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী, অন্তর্দর্শী এবং প্রকৃতদর্শী ছিলেন।"

—ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং পুষ্পাঞ্জলি ভূদেব বাবুর প্রগাঢ় স্বধর্ম্ম ভক্তি এবং স্বদেশ ভক্তি এবং সাধক-সুলভ ভবিষ্য-দর্শন, প্রসূত। যখন অঙ্গুরীয় বিনিময় প্রকাশিত হইয়াছিল তখন 'দেশের কথা' অপর কেহই ভাবিতে আরম্ভ করেন নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত এই নর্ম্ম্যাল স্কুলেই ভূদেব বাবুর প্রথম পরিচয় হয়। ৺ন্যায়রত্ন মহাশয় উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহাঁদিগের উভয়ের মধ্যে আজীবন প্রণয় ছিল।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর ৺বারাণসীতে অবস্থান কালে ভূদেব বাবু, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। একবার কোন কারণে ভূদেব বাবুর পত্র লিখিতে বিলম্ব হওয়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে প্রত্যুত্তরে ভূদেব বাবু (১৩।৯।১৮৮৭) লিখিয়াছিলেন :—

"তুমি লিখিয়াছ যে, আমার স্নেহ হারাইয়াছ। একটী কথা জিজ্ঞাসা

করি, আমি জীবনের মধ্যে যাহাকে একবার স্নেহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একজনও কি আমার স্নেহ হারাইয়াছে? আমি এই জানি যে, আমি যাহাকে একবার ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে চিরকালই ভালবাসিয়া থাকি। এমন হইতে পারে যে, কোন প্রীতিপাত্রের পূর্ব্ব অজানিত দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়িল; কিন্তু তাহাতে আমার ভালবাসা যায় না। তাঁহার নিন্দা করিতে পারি, তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে পারি, তাঁহার সংস্রব ত্যাগও করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার প্রতি স্নেহশূন্য হইতে অথবা তাঁহার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট ইচ্ছা করিতে পারি না।"

বস্তুতঃই স্বীয় পরিবার ও অনুচরদিগের মধ্যে ভূদেব বাবু পূজ্য দেবতার স্বরূপ ছিলেন, এবং ছাত্র সকলের নিকট এবং বন্ধু বান্ধবদিগের তিনি গুরুর ন্যায় ভক্তি ও মিত্রের ন্যায় ভালবাসা পাইয়াছেন। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে যে, "ঘনিষ্ঠতায় ঘৃণার উদ্রেক করে," এবং "কেহই তাঁহার আপন খানসামার কাছে বড় লোক নহেন।" এ সকল কথার অর্থ এই যে, অধিকাংশ লোকেরই ত্রুটি আছে; ঘনিষ্ঠতায় সেই ত্রুটি ছাপা থাকে না। কিন্তু ভূদেব বাবুর সহিত যিনি 'যত অধিক' সংস্রবে আসিয়াছেন তিনি ততই সেই নির্ম্মল এবং উদার চরিত্রে অধিকতর ভক্তির কারণ দেখিতে পাইয়াছেন। ভূদেব বাবু কাহাকেও পাপাশয় বা একান্ত অলস দেখিলে ব্রাহ্মণস্বভাবসুলভভাবে তীব্র তিরস্কার করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমা এবং দোষ সংশোধনে সাহায্যদান এরূপ অসাধারণ ছিল যে, কাহারও মনে কৃতজ্ঞতা ভিন্ন বিরূপতা আসিত না। তাঁহাকে যে কখন, 'বন্ধু বিচ্ছেদের কষ্ট এবং ছাত্র বিদ্রোহের মনস্তাপ এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের বিরাগের দুঃখ' পাইতে হয় নাই, ইহা আধুনিক বাঙ্গালীর পক্ষে কম কথা নয়।

ভূদেব বাবু নর্ম্যাল স্কুলের চাকরীর সময়েই ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত

একযোগে বুধোদয়যন্ত্র * নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন (১৫ই ভাদ্র ১২৬৮)। প্রত্যেকে পাঁচ শত মুদ্রা মাত্র মূলধন দিয়াছিলেন। ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বস্তুবিচার নামক গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হয়। মডেল স্কুলের বালকগণের বস্তুজ্ঞান যেরূপ হওয়া উচিত বলিয়া ভূদেব বাবু বিবেচনা করিতেন, উক্ত বস্তুবিচার গ্রন্থখানি ঠিক সেইরূপ ভাবে বিরচিত।

৺ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় কালিদাসকে ভবভূতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করিয়াছেন। ভূদেব বাবু ভবভূতির বিরচিত মহাবীরচরিতের বড়ই অনুরাগী ছিলেন এবং

* (১) মুদ্রাযন্ত্রের কি নাম রাখা হইবে এই বিষয়ে যখন পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় আলোচনা করিতেছিলেন তখন ভূদেব বাবু বলেন, "ধেনু মঙ্গলবারে প্রসূতা হইলে বৎসার মঙ্গলা নাম রাখা হয়; আমাদের যন্ত্র বুধবারে ভাল দিন দেখিয়া খোলা হইতেছে; ইহার নাম 'বুধোদয়' রাখা হউক!"

(২) প্রথম যেদিন অক্ষর গুলি 'কেশে' সাজান হইতেছিল, সেইদিন ভূদেব বাবু তাঁহার কয়েকটী বন্ধুকে এবং ছাত্রকে ছাপাখানায় লইয়া গিয়া কৌতুক করিয়া বলেন "পরমাণু সকলের বিভিন্ন প্রকারের সংযোগ 'হঠাৎ ঘটিয়া গিয়া' জগতের এবং জীবের উৎপত্তি হইয়াছে যাঁহারা বলেন, এবং চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক; এই সকল অক্ষরকে পরমাণু স্বরূপ মনে করিয়া, চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া যেমন তেমন করিয়া 'কম্পোজ' করিয়া দেখি, কি দাঁড়ায়!" সকলে সেইরূপে অক্ষর বসাইলে 'গেলি প্রুফ' তুলিয়া, দেখা গেল যে অর্থযুক্ত বাক্য একটীও প্রস্তুত হয় নাই! তখন প্রত্যেকে আপনাপন কম্পোজ করা অক্ষরগুলি নানারূপে সরাইয়া বসাইয়া, উল্টাকে সোজা করিয়া দিয়া এবং অক্ষর বাদ দিয়া কোন না কোনরূপ অর্থযুক্ত এক একটী বাক্য প্রস্তুত করিলেন। ভূদেব বাবু তাঁহার প্রুফের উপর অনেকক্ষণ স্থিরলক্ষ্য থাকিয়া শেষে "আছ শ্যামা চৈতন্যরূপিনী" এই বাক্যটী প্রস্তুত করিতে পারায় পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলেও ইহাতে যেন একটু 'দৈবী অনুগ্রহই' উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হৃদয়েও তিনি ঐ গ্রন্থের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়া তাঁহারা দ্বারা 'রামচরিত' নামক গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন।

বাঁকীপুর হইতে (১৭।৮।১৮৮০) ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ভূদেব বাবু মহাবীরচরিত সম্বন্ধে লিখিয়া ছিলেন :—

"মহাবীরচরিতটাতে হাত দিয়াছ কি? গ্রন্থটী খুব ভাল; শ্রীরামের চরিত্রটী ঠিক দেখাইয়া দিতে পারিলে অবশ্যই কাহার না কাহার উপকার দর্শিতে পারে। আহা! অমন গাম্ভীর্য্য, অমন জিতেন্দ্রিয়তা অমন উচ্চ অভিলাষ, অমন পবিত্র অভিলাষ, অমন একাগ্রতা আর অমন বিনয় কি আর কোথাও প্রদর্শিত আছে? লেখনা; লিখিতে লিখিতে নিজেরই মনে বোধ হইবে যে একটা ভাল কাজ করিতেছ—ঠাকুর ঘরে বসিয়া অভীষ্ট দেবতারই পূজা করিতেছ।"

ভূদেব বাবুর সহিত ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে কিরূপ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ এবং অকপট ভ্রাতৃভাব ছিল তাহা এই "রাম চরিত" পুস্তক সম্বন্ধে (১) চিঠি (২) উপরে লিখিত পত্র (৩) বিজ্ঞাপন এবং (৪) উৎসর্গ পত্র হইতে সুস্পষ্ট হইবে। আদি কবির প্রতি ভূদেব বাবুর ঐকান্তিক ভক্তিও ইহাতে প্রকাশিত। রাম চরিত পুস্তকখানি লেখা হইয়া গেলে ৺ন্যায়রত্ন মহাশয় উহার একটী বিজ্ঞাপন লিখিয়া ভূদেব বাবুকে দেখিতে দিলে তিনি উহাকে এরূপ পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন করিয়াদেন যে তাহা ভূদেব বাবুর নামে প্রকাশিত হইলেই ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তুষ্টি হইত। ভূদেব বাবু ঐরূপ পরিবর্ত্তন কালে বেশ বুঝিয়া ছিলেন যে অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর উহা সম্পূর্ণই মনঃপূত হইবে। পরিবর্ত্তিত বিজ্ঞাপনটী পাঠাইয়া দিবার সময় ভূদেব বাবু লেথব্রিজ সাহেবের উক্তি জানান উপলক্ষ্যে উভয়ের পরিচিত ইংরাজী শিক্ষিতদিগেরই পরাধীন চিত্তার উল্লেখ করিয়াছেন, ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর প্রকৃত পক্ষে কোন কটাক্ষ করেন নাই।

(১) চিঠি :—

রামগতি !

রামসীতা চরিত্র সম্বন্ধে যে কোন অত্যুক্তি তোমার বিজ্ঞাপনে লেখা হয় নাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই ইংরাজী কাগজ টুকু পাঠাইলাম। * ইংরাজেরা যাহা ভাল বলেন তাহাই ভাল এবং তাঁহারা যাহা ভাল না বলেন তাহা ভাল নয়; কিন্তু এস্থলে ইংরাজের মত আমার অভিমতি হইতে অভিন্ন হইতেছে। আর ভবভূতি, বাল্মীকির লেখাকে 'সংস্কার' করিয়া লইয়াছিলেন, এ কথা কি বলিতে আছে—অমন কথা লিখিও না।

* Nowhere else, I believe, are Poetry and morality so charmingly united—each elevating the other—as in the pages of this really holy poem. There are indeed many poetical compositions—nay almost all good poetry is such—as forcibly teach us some moral truths, but the Ramayana is the only poem which inspires our breasts with a love of goodness in the entire sense of the word. We rise from its perusal with a loftier idea of almost all the virtues that can adorn men—of truth, of fluial piety of paternal love, of female chastity and devotion, of a husband's faithfulness and love, of fraternal affection, of meekness, of forgiveness, of fortitude, of universal benevolence. What, for instance can excite a greater reverence of Divine Truth than the perusal of that scene where Dasaratha parts with his beloved son for Her sake, and at last sacrifices his life for Her? What can more impressively teach us filial love than the conduct of Rama giving up his domestic felicity, his kingdom, to preserve his father's vow? Well may the Ramayana challenge the literature of every age and country to produce a poem that can boast of such perfect characters as a Rama and a Sita.

4 New Square
Lincoln's Inn

Roper Lethbridge.

(২) উত্তরেপত্র :—

শ্রীচরণেষু

"ইংরাজেরা যাহা ভাল না বলেন, তাহা ভাল নহে" এরূপ বোধ অধিক-ইংরাজীজ্ঞদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; আমার সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে—বরং বিপরীতই হওয়া সম্ভব। রামায়ণ ও মহাভারতকে রাম ও যুধিষ্ঠিরের জীবন চরিত মাত্র বলায় আমি মাইকেলকে নিন্দা করিয়াছি। ফল কথা বিজ্ঞাপনে রামসীতা চরিত্র সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন

অর্থাৎ প্রকৃতই পবিত্র এই কাব্যগ্রন্থ খানিতে যেরূপ চমৎকাররূপে নীতি শিক্ষা এবং কবিত্ব শক্তির একাধারে সন্নিবেশ হইয়াছে তেমন আর কোন গ্রন্থে হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই—কবিত্ব শক্তির উৎকর্ষে নীতি গুলিকে একদিকে যেমন উচ্চে তুলিয়াছে, তেমনি আবার নীতি গুলির উৎকর্ষে কাব্যাংশকেও উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে। কিছু না কিছু নৈতিক তথ্য আমাদিগের মনে বসাইয়া দিতে পারে এমন কাব্য অবশ্য অনেকেরই আছে প্রায় সকল ভাল কাব্যই সে শিক্ষা দেয়, কিন্তু পূর্ণভাবে সাধুভাব প্রতি অনুরাগ দ্বারা আমাদিগের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিতে একমাত্র কাব্য-গ্রন্থ এই "রামায়ণ"ই পারে। সত্যপ্রিয়তা, পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি, সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ, স্ত্রীর সতীধর্ম্ম এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি, স্বামীর স্ত্রীর প্রতি আসক্তি এবং অনুরাগ, সৌভ্রাত্র, বিনয়, ক্ষমা, বীরত্ব, সার্ব্বজনীন উপচিকীর্ষা, প্রভৃতি মানুষকে সমালঙ্কৃত করিবার মত যত গুণ আছে সকল গুলিরই উচ্চতর আদর্শ এই রামায়ণ গ্রন্থ পাঠে আমরা প্রাপ্ত হই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি গ্রন্থের যে স্থলে সত্য পালনের অনুরোধে প্রিয়পুত্র রামকে বনে পাঠাইবার পর দশরথের প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিল সেই প্রসঙ্গে সত্যের প্রতি যেরূপ আস্থা জন্মাইয়া দেয়, তদপেক্ষ বেশী আস্থা জন্মাইয়া দিবার মত আর কোন উপায় আছে কি? পিতার অঙ্গীকার রক্ষার জন্য রাম গৃহ সুখ রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করিলেন ইহা অপেক্ষা পিতৃভক্তি অধিকতর হৃদয়গ্রাহীরূপে শিক্ষা দিতে আর কি আছে? সর্ব্বকালের এবং সর্ব্ব দেশের সাহিত্য ইতিহাসও সীতার ন্যায় সম্পূর্ণ চরিত্র দেখাইবার জন্য রামায়ণ নির্ভয়ে আহ্বান করিতে পারে।

নিউস্কোয়ার, লিনকনইন্। রোপার লেথব্রিজ

তাহা আমার কোনরূপেই অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয় নাই। তবে ভবভূতি যে বাল্মীকির উপাখ্যানে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব যোগ করিয়া সমধিক প্রীতিপ্রদ করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞাপনের কোনস্থলে একটু বলিবার ইচ্ছা ছিল, সেই জন্যই ঐ বিজ্ঞাপনে নূতন এক পঙ্‌ক্তি বসাইয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি যখন সে বিষয়ে বিচার করিয়া তাহা কাটিয়া দিয়াছেন, তখন তাহা কাটাই আছে, আর বসাই নাই।

বিজ্ঞাপনটী আপনকার নামেই প্রকাশিত হইবে এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল—সেইরূপ কথাও একবার হইয়াছিল—কিন্তু কেন সেরূপ করেন নাই বুঝিতে পারি নাই।

কতকাল দেখা শুনা হয় নাই এবং কতকাল হইবে না!!

প্রণতস্য শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ

(৩) রাম চরিতের বিজ্ঞাপন :—

"লোকোত্তর ভাবের বিন্দুমাত্র আরোপ না করিয়া দেখিলেও, আদি-কবি-বাল্মীকি-বিরচিত শ্রীরামচন্দ্রচরিত অতি মহৎ এবং পরম পবিত্র বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত কবির হৃদয় হইতে, এই যে মহনীয় নিধি উদ্ভুত হইয়াছে, ইহা আর্য্যজাতীয়দিগের উদার এবং পবিত্রচিত্ততার বিশেষ পরিচায়ক। কারণ, যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে গুণ না থাকে, তজ্জাতীয় কবিরা সেই সেই গুণে বিভূষিত নায়কের সরস প্রকৃত বর্ণনা করিতে পারেন না।

ভারতবর্ষে যে শ্রীরামচন্দ্রচরিত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা এতদ্দেশীয়দিগের যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি সৌভাগ্যেরও বিষয়। একটী চরিত্র আদর্শস্বরূপে বিদ্যমান না থাকিলে, হিন্দুজাতি সহস্রাধিক বর্ষ হইতে যেরূপে অধঃপতিত হইয়া আছে, তাহাতে কি এই জাতীয়দিগের মধ্যে আর ধর্ম্ম থাকিত না পবিত্রতা থাকিত, না কোন প্রকার মনুষ্যত্ব থাকিত?

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অদ্যাপি হিন্দুজাতীয় পুরুষদিগকে পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল পত্নী প্রেমানুরাগী, ত্যাগশীল, বিনয়ী ও লোকানুরঞ্জক করিয়া রাখিয়াছে; এবং রামপত্নী জানকীর চরিত্রও হিন্দু মহিলাদিগের মনে সতীধর্ম্মের আদর্শরূপে চিরপ্রভাসিত হইতেছে। ওরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পুরুষ এবং স্ত্রী চরিত্র দুইটী পৃথিবীর অপর কোন জাতির মধ্যে—অপর কোন ভাষার গ্রন্থে—দৃষ্ট হয় না। সংসারাশ্রমীরা আর কোন চরিত্র পাঠ করিয়া সকল অবস্থার,—সকল বিষয়ের সকল গুণের—যথাযথ উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অপর কোন চরিত্র হইতে কেবল অনূঢ়াবস্থার কোন চরিত্র হইতে বানপ্রস্থাশ্রমের, অথবা কোনটী হইতে একমাত্র ক্ষমা বা দয়া বা ধৈর্য্য বা সত্যনিষ্ঠা বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা বা অধ্যবসায় বা দূরদৃষ্টি বা উচ্চাভিলাষ বা অন্য কোন গুণবিশেষের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রচরিত্র সেরূপ আংশিক পদার্থ নহে। উহা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। উহা হইতে সকল অবস্থারই যথাযথ শিক্ষালাভ হইতে পারে।

"পরিণতপ্রজ্ঞ" মহাকবি ভবভূতি, তাঁহার মহাবীর চরিত নাটকে, শ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এক স্থলে "চারিত্র পঞ্জিকা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ঐ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই স্থূল বাঙ্গালা অনুবাদে, মহাকবির বিমল, সুগভীর এবং সুপ্রশস্ত ভাব সকলের যৎসামান্য আভাসমাত্রই পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যখন পবিত্র আর্য্যবংশসম্ভূত ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রচরিতকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা বিধেয়, তখন বিচক্ষণ পাঠকগণ যে নিজ নিজ যত্নদ্বারা এই বাঙ্গালা অনুবাদ হইতেও আপন আপন "চরিত্র পঞ্জিকা" সংগ্রহ করিয়া লইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ইতি।

হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়
২৯এ মাঘ সংবৎ ১৯৩৭ } শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

(৪) রাম চরিতের উৎসর্গ পত্র ঃ—

অনরেবল্ শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয় মহনীয়চরিতেষু। সবিনয়ং নিবেদনম্

আপনি মহাকবিভবভূতি প্রণীত মহাবীরচরিত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, এবং কোন এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ঐ নাটকের উচ্চ, উদার, বিশুদ্ধ এবং মানবচরিত্রের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শক সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবপরম্পরা বাঙ্গালাভাষায় অবতারিত হইলে, এই নীতি-বিপ্লবের সময়ে উপকারের সম্ভাবনা আছে। আপনকার সেই বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া আমি ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই রামচরিত রচনা করিয়াছি। এক্ষণে ইহা আপনকার করকমলে সমর্পণ করিলাম। মহাবীরচরিত পাঠে আপনকার যাদৃশ আনন্দলাভ হইয়া থাকে, এই রামচরিত পাঠে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র হইলেই আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

চিরবিধেয়স্য শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

যেরূপ ভাবে লিখিত হইলে দেশীয় বালকগণের প্রকৃত নীতিশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে পারে বলিয়া ভূদেব বাবু মনে করিতেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'নীতিপথ' নামক গ্রন্থখানি সেইরূপ ভাবেই বিরচিত। প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ দেশীয় চরিত্র অবলম্বনেই লিখিত। অধিকন্তু প্রত্যেক প্রবন্ধের আদিতে বালকদিগের অভ্যাসের জন্য সুন্দর সুন্দর নীতিগর্ভ শ্লোক এক একটী উদ্ধৃত করা আছে। এইরূপ উপায়ে বালকদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করাই ভূদেব বাবুর অভিমত ছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পাঠশালাসমূহে যে চাণক্য শ্লোক কণ্ঠস্থ করান হইত, তাহাতে অল্পবয়স্ক বালকদিগের জিহ্বার জড়তা দূর হইত, এবং উচ্চ নীতিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌গ্রথিত হইয়া পড়িত। আমার বেশ মনে পড়ে যেদিন আমি

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

শ্লোকটী প্রথম অর্থবোধসহ অভ্যাস করি যেদিন আমার মন 'বিশেষ' বিচলিত হইয়াছিল এবং আমার 'সুপুত্র' হইবার ইচ্ছা সেইদিন হইতে প্রবল ভাবে উদয় হইয়াছিল।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের কথা, জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মহেন্দ্রদেব, সুভদ্র স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মিঃ লজ, বর্দ্ধমানাধিরাজ ৺মহতাপ চাঁদ, চুঁচুড়ায় বাটী নির্ম্মাণ এবং বাস, স্কুল পণ্ডিত এবং ম্যানেজার দিগের সহিত সহানুভূতি, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ, সমান ঘরে বিবাহ, কন্যার প্রাপ্য]

হাওড়া স্কুলের ন্যায় নর্ম্ম্যাল স্কুলেও ভূদেব বাবু ছাত্রগণের বিশেষ ভক্তি এবং অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নর্ম্ম্যাল স্কুল হইতে যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভূদেব বাবুর একাগ্রতা ও উৎসাহ বহুল পরিমাণে সংক্রমিত হইয়া পড়ায় দেশের পক্ষে অনেক মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। সে সময়ে অনেক মফঃস্বল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনে সুস্পষ্ট লিখিয়া দিতেন যে, "হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্রের আবেদন অধিকতর আদরণীয় হইবে।"

ভূদেব বাবুর শিক্ষাদানাদি সম্বন্ধে বঙ্গবাসীতে সালিখা নিবাসী ৺তারকব্রহ্ম গুপ্ত (১৯।৫।১৮৯৪) লিখিয়াছিলেন—

"১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে আমরা কয়েকজন তাঁহার প্রথম ছাত্র হই; আমাদের কয়েক জনকে দার্শনিক পণ্ডিত করিবার জন্য ভূদেব বাবু কিছু অধিক দিন নিকটে রাখেন। শিক্ষা সৌষ্ঠব ও উপদেশ কৌশল তিনি যে কি অদ্ভুতরূপ জানিতেন তাহা যাঁহারা অন্ততঃ একদিন মাত্রও তাঁহার কাছে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। গণিত অথবা ক্ষেত্রতত্ত্বাদি শিক্ষা দিবার সময়ে

খড়ি হাতে করিয়া ভূদেব বাবু যখন বোর্ডে অঙ্কপাত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখন বোধ হইত যে, এক একটী ভূদেব বাবু এক একটী ছাত্রের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এরূপ কোন ছাত্র ছিল না যে, বুঝিতে পারিলাম না বলে ; বুঝিতে না পারা দূরে থাকুক, বোধ হইত যেন উপদেশ বাক্য-গুলি একেবারে পাথরে খোদিতের ন্যায় হৃদয়ে অঙ্কিত হইল ! ইহা ব্যতীত ভূদেব বাবু ছাত্রদিগের সহিত এরূপ কথা কখন বলেন নাই বা এরূপ গল্প কখন করেন নাই, যাহাতে ছাত্রদিগের কিছু না কিছু জ্ঞানলাভ না হইত। অপিচ ছাত্র সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর আর একটি অসাধারণ গুণ দেখা যাইত, যাহা একান্তই দুর্লভ। ভূদেব বাবুর প্রত্যেক ছাত্রই মনে করিত ভূদেব বাবু সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল বাসেন ; সকলেরই মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।”

তাঁহার ছাত্র ৺ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

“হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল সংস্থাপিত হওয়ার পর, রামগোপাল বিদ্যান্ত, কৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকব্রহ্ম গুপ্ত প্রভৃতি বার জন আমরা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ছাত্র হই। ছাত্র মাত্রেরই প্রতি তাঁহার অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহ এত অধিক ছিল যে তাঁহার ছাত্রগণ মধ্যে সকলেই আজও মনে করিয়া থাকেন যে, বাবু মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা ‘আমাকেই অধিক স্নেহ’ করিতেন ; নানা শাস্ত্রে ও নানা বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ও শিক্ষাদানে নিপুণ ছিলেন বলিয়া তিনি ভূগোল ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেকানেক সংস্কৃত পুস্তকের শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক তত্তৎ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন :—

(১) সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যক্রমৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রকরৈরিব॥ *

---

* চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত, বন, গ্রাম, পথ ও বৃক্ষ পরিবেষ্টিত থাকায় ভূপিণ্ড, কেশর সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত কদম্ব কুসুম গ্রন্থির ন্যায় হইয়াছে।

(২) অদ্বারেণচ নাতীয়াৎ গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতং।
রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ *

ইত্যাদি শ্লোক সমূহ অধ্যয়ন কালে তাঁহারই মুখে শুনিয়া শিখিয়াছিলাম; তখনকার সকল কথাই সুস্পষ্ট মনে আছে। অধ্যাপনাকালে তাঁহাকে কখন ক্রুদ্ধ হইতে দেখি নাই; তাঁহার করুণাপূর্ণ সহাস্য আননই কেবল মনে পড়ে। হায়! তেমন শিক্ষাদানকুশল সুশিক্ষক কি আর কেহ কখন জন্মিবেন।"

ভূদেব বাবুর ছাত্রগণ চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের ধরণে ভূদেব বাবুর বাড়ীতে সর্ব্বদা অবাধে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার পারিবারিক জীবনের রীতিনীতি দেখিয়া অতি উচ্চ শিক্ষাই লাভ করিতে পাইতেন।

এতৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৺ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত তিনটী বিবরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

(১) "ভূদেব বাবুর পিতার পীড়িতাবস্থায় একদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম; যাইয়া দেখিলাম, কর্ত্তা তক্তপোষের উপর শুইয়া আছেন; পুত্র নিকটে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছেন। বাবুর পিতা আমার সহিত কথা কহিবার উপক্রম করায় কাসিতে কাসিতে তাঁহার মুখে গয়ের আসিল। উহা ফেলিবার ইচ্ছায় তক্তপোষের নীচে পিকদানীর অনুসন্ধান করিতে যাইতেছেন, বাবু তাহা বুঝিয়া এবং তথায় পিকদানী দেখিতে না পাইয়া, পিতার গয়ের ফেলিবার জন্য আপন দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া দিলেন। তাহাতে কর্ত্তা মহাশয় স্বহস্তে পুত্রের হস্ত সরাইয়া ভূমিতে গয়ের ফেলিলেন এবং বলিলেন 'তোমার মত পুত্ররত্ন যেন সকলেই লাভ করে।' "

* প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত গ্রাম অথবা গৃহে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবেশ করিবে না এবং রাত্রিকালে বৃক্ষ মূল দূর হইতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে।

(২) "বাবু একবার তাঁহার বাড়ীতে কৃষ্ণনগরের সরভাজা আনাইয়াছিলেন। মাতৃদেবী (বাবুর স্ত্রী) হাঁড়ী হইতে তাহা বাহির করিয়া বাবুকে ও আমাকে জল খাইতে দিলেন। বাবু কহিলেন, 'বাবাকে দেওয়া হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, 'তাঁহার জলখাবার সময় তাঁহাকে দিব।' 'বাবু বলিলেন, ঠাকুর দেবতার জন্য অগ্রভাগ তুলিয়া রাখার ন্যায় আমাদিগকে দিবার আগে বাবার জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়াছ ত?' মাতৃদেবী মিথ্যাকথা জানিতেন না; দোষ হইয়াছে বুঝিলেন এবং সঙ্কুচিতা হইয়াই বলিলেন, 'না, স্বতন্ত্র রাখা হয় নাই।' এই কথা শুনিয়া বাবু ঐ জলখাবার ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন 'এমন যেন আর কখন হয় না।"

(৩) "কলিকাতায় বাসের সময় তর্কভূষণ মহাশয়ের পীড়া হইলে, তাঁহার জন্য প্রত্যহ এক কলস করিয়া গঙ্গাজল চুঁচুড়া হইতে লোকদ্বারা দৈনিক যাত্রীবাহী নৌকাযোগে কিছুকাল ধরিয়া পাঠান হয়। তখন কলিকাতায় জলেরকল হয় নাই এবং সেই সময়ে তথায় গঙ্গাজল বড় লোনা হইয়াছিল।"

নর্ম্যাল স্কুলে আসিবার অল্প পরেই ভূদেব বাবুর অসাধারণ বুদ্ধিমান ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন প্রথম পুত্র ৺ মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমকালে দেহান্ত হয়। জ্বর হইয়া কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই বালকের মৃত্যু হয়। পারিবারিক প্রবন্ধের 'গৃহে মৃত্যু ঘটনা' প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ আছে। * পীড়ার আরম্ভ হইতে তর্কভূষণ মহাশয় সর্ব্বক্ষণ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বহস্তে বালকের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল শেষ হইয়া গেলে নির্ব্বিকৃতমুখে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। তর্কভূষণ

* "সংসারে থাকিতে গেলেই কখন না কখন মৃত্যু ঘটনা দর্শন করিতে হয়। * * * আমার প্রিয়তমকে হঠাৎকারে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে উবিয়া যাইতে দেখিয়াছি এবং বজ্রাহতবৎ চেতনা শূন্য হইয়াছি। আমি অনেকদিন বাঁচিয়া আছি, মৃত্যু অনেক রূপেই আমাকে দেখা দিয়াছেন।"

মহাশয় যাবজ্জীবন আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া তাহাতে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন যে এই শোকাবহ ব্যাপারে একদিনের জন্যও তাঁহার দুঃখ প্রকাশ হয় নাই। *

ভূদেব বাবুর শরীরে তাঁহার ভক্তিমতী মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ভাব-প্রবণতা বিশিষ্ট পরিমাণে ছিল। পরম জ্ঞানী এবং ভক্তির পূর্ণতায় একান্ত নির্ভরশীল পিতার শিক্ষায় এবং নিজের উত্তরকালের অভ্যাসে তিনিও ভাবের এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় প্রায়ই পুত্রকে স্বপ্নে দেখিয়া চমকিত হইতেন; এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁহার সময়ে সময়ে বোধ হইত যেন পুত্র নিকট দিয়া দৌড়াইয়া গেল।

৺মহেন্দ্রদেব বার বৎসর বয়সেই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রায় সমগ্র পাঠ্য পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু তাঁহার "গৃহ কথা" শীর্ষক একখানি বাঁধান খাতায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন :—

"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মহেন্দ্রদেব দ্বাদশবর্ষ বয়সে গিয়াছে। তাহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তাহার শেষ পাঠ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা। অমি অন্ধকারে তাহার হাত লইয়া আপ-

---

* তাঁহার পরিবার মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ৺তর্কভূষণ মহাশয় প্রথম পৌত্রের এইরূপ অকাল মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিত্ব জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যনিবন্ধন জন্ম পত্রিকা প্রস্তুতমাত্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন।; সেই জন্য ঐ পৌত্রটীকে কোলে পিঠে লইয়া আদর করিতেন না এবং তাঁহার সমক্ষে উহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণের কথা উঠিলে ঐ সকল কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। ইহাতে বালকের মাতা পিতা তখন আশ্চর্য্য হইতেন। তিনি কখন কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই; কিন্তু "অবশ্যম্ভাবী দুঃখভোগের কথা পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলে লাভ কি?"—এই যুক্তির উল্লেখে অপর পৌত্রদিগের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত না করায়, বিশেষতঃ অসামান্য গুণবান্ প্রথমজাত পৌত্রের প্রতিই তাঁহার ঔদাসীন্য প্রদর্শনে, পরিবার মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ বিশ্বাস জন্মে।

নার অঙ্গুলি দ্বারা ঐ পঞ্চম প্রতিজ্ঞার চিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিজ্ঞার প্রমাণ বলিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতেই প্রতিজ্ঞাটী পরিষ্কার রকম বুঝিয়াছিল ; আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই।

"উহার পাঠ্যাভ্যাস প্রণালী এইরূপ ছিল ;—আমার সম্মুখে পাঠ্য পুস্তকটী খুলিয়া দিত, আমি পড়িয়া যাইতাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শব্দের অর্থ এবং বৈয়াকরণ অন্বয় বলিয়া দিতাম। সে তন্মনস্ক হইয়া শুনিত ; তাহার পর পুস্তক বন্ধ করিয়া খেলা করিতে যাইত। পাঠ যতই কঠিন থাকুক উহাতেই তাহার আয়ত্ত হইত।

"প্রতিদিন স্কুল হইতে আসিলে 'কেমন 'প্লেস' রাখিয়াছিলে' জিজ্ঞাসা করিতাম। সে প্রায়ই 'ফাষ্ট' থাকিত। যদি কোন দিন 'সেকেণ্ড' 'থার্ড' থাকিত এবং তাহা শুনিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইতাম, তবে বলিত 'আর কেহ কি 'ফাষ্ট' থাকিবে না ?—থাকুক না বাবা !'

"একদা তাহাকে রেল গাড়ীর এক কামরায় তুলিয়া দিয়া আমি অন্য কামরায় ছিলাম। উহার কামরায় ৺রামগোপাল ঘোষের জামাতা বীরনারায়ণ বাবু উঠিয়াছিলেন। তিনি উহার সহিত কথা কহিয়া এত প্রীত এবং চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, 'এমন ছেলে কোথাও কখন দেখি নাই।'

"আমার আদেশ অনুসারে 'আলফ্রেডের জীবন চরিত' বলিয়া একখানি কাগজ লিখিয়াছিল। লেখাটা বেশ সুপ্রণালীপূর্ব্বক হইয়াছিল ; একটীও ভুল হয় নাই। পাছে সেখানি থাকিলে আমার দুঃখ বাড়ে, এই মনে করিয়া ঐ কাগজটী নষ্ট করা হইয়াছে। নষ্ট করা ভাল হয় নাই ; নষ্ট করায় দুঃখ কম হয় নাই ; সে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এটা অধিকতর দুঃখ। এই মনে করিয়াই তাহার কথাগুলি লিখিলাম।"

এই দুর্ঘটনায় ভূদেব বাবু কিছুদিনের জন্য ছুটীর প্রার্থনা করিলেন।

উড্রো সাহেব ঐ ছুটীর দরখাস্ত পাইবামাত্র হুগলী নর্ম্যাল স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন এবং ভূদেববাবুর মনের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি ক্ল্যাস ছাড়িয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তোমার পৃথক ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবে, তাহাতে কিছুই আপত্তি নাই; কিন্তু তোমাকে এখন ছুটী দেওয়া হইবে না।" উড্রো সাহেবের এই আদেশ ভূদেব বাবু তখন বড়ই নির্ম্মম বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবিলম্বেই উহার সারবত্তা বুঝিতে পারিলেন। অনুমতি থাকিলেও ভূদেব বাবু স্কুলবাটীতে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় নিস্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারিলেন না; পাঠনার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতেই যে অধিকতর শান্তি তাহা সুস্পষ্ট দেখিলেন।

এই সময়ে তিনি যে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন; তাহার উল্লেখ পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গে আছে। *

৺ মহেন্দ্র দেব 'রাঙ্গাআলু ভাতে', 'কাঁচাকলা ভাতে', 'ডাল ভাতে' প্রভৃতিই খাইতে ভাল বাসিতেন। ভূদেব বাবুকে আহারের সময়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, সেগুলি পাতে একটু সরাইয়া রাখিতে লক্ষ্য করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ঋষিদিগের পদানুসরণকারীদিগের প্রিয় সাত্ত্বিক আহার পরিত্যাগ করিতে নাই। খাও।" সেই ধীর গম্ভীর পিতামহের কতটা প্রীতি এবং শ্রদ্ধা বালক ভিতরে ভিতরে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা ভূদেব বাবু ঐ কথায় ঐ একবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন।

* "কৈ ?—একি হইল ?—সেইটা ?—সেই সর্ব্ব প্রথমেরটা ?—সেই সাক্ষাৎ দেবতুল্য শক্তিসম্পন্নটী ?—সেটী কোথায় গেল ?—আর এখানে থাকিব না। বৃক্ষবাটীকা হইতে বাহির হইয়া সে যথা গিয়াছে সেইখানেই যাইব।—বাহির হই—হাত ধরিলেন—নিকটে একটী গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। দেখিলাম গাছটীর তলায় অনেকগুলি অপক্ব কুঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বাষ্পদগ্ধ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'মুকুল যত হয় ফল তত হয় না'। তথ্য বুঝিলাম। থামিলাম। ইতি প্রবোধদায়িনী"—

প্রথম জাত এই পুত্রটী পাইয়া এবং হারাইয়া ভূদেব বাবুর মনের ভাব এবং কার্য্য-প্রণালী কিরূপ হইয়াছিল তাহা তাঁহার রচনাবলীর অনেক স্থলেই প্রকটিত আছে ঃ—

(১) "বাপ মা সন্তানের জন্য যে কত শত করেন, শাস্ত্রে এবং লোকের মুখে তাহারই ভূয়োভূয়ঃ ব্যাখা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সন্তান যে পিতা মাতার অশেষ উপকার করে, তাহা শাস্ত্রে ইঙ্গিত-মাত্র উক্ত হইয়াছে, কোথাও সুবিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সন্তান পিতা মাতার 'নিরয়-ত্রাতা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। * * * সন্তান দ্বারা স্বার্থপরতার সংস্কার হইতে থাকে, * * * সন্তানের জ্ঞানোন্মেষ হইবামাত্র পিতা মাতার বোধ হইতে থাকে যে, তাঁহারা নিজে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সন্তানও সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইবে; আপনারা নিশ্চেষ্ট হইলে সন্তানের অবস্থার উৎকর্ষসাধন হইবে না। বস্তুতঃ সন্তান পালন করিতে করিতেই শিক্ষাপদ্ধতির যে কত নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হয়, মানবহৃদয়ের যে কত অপরিজ্ঞাত তথ্য পরিজ্ঞাত হয়, কার্য্যের বিঘ্ন বৈষম্য সমুদায় উৎসাহ-শক্তির উত্তেজনায় যে কিরূপ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এইটী উদাহরণ দিতেছি। প্রথম সন্তানের জন্ম হইলে কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন এবং চিকিৎসাবিধান এমন উত্তমরূপে শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, অনেক সময়ে কৃতবিদ্য চিকিৎসকেরা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন * এবং তাঁহার উপদেশ পাইয়া কৃতকার্য্য হইতেন। ছেলেটী দুর্ব্বল ছিল। ক্রমে তাহার শরীর সুস্থ এবং সবল হইল। তাহার শিক্ষা কার্য্যের বিধান করিতে করিতে শিক্ষা

* পারিবারিক প্রবন্ধের ডাক্তার দেখান প্রবন্ধে ভূদেববাবুর এই প্রথম জাত পুত্রেরই অপর এক সময়ের অসুখে চিকিৎসার কথা বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

পদ্ধতির সমুদায় সূত্র পিতার আয়ত্ত হইয়া গেল।* [পারিবারিক প্রবন্ধ—নিরপত্যতা।]

(২) "প্রথম সন্তানের মৃত্যু সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। অপত্য-বিয়োগ যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর নাই বলিলেও চলে। যাঁহার সন্তানবিয়োগ হইয়াছে, তাঁহারই হৃদয় ক্ষত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম সন্তানের বিয়োগ যন্ত্রণা কিছু বিশেষ যন্ত্রণা। প্রথম সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যে বাৎসল্যভাব জন্মে তাহা অতি অপূর্ব্ব। বাৎসল্যভাবের সহিত প্রথম পরিচয় এবং ঐ ভাবের অভিনব সুখোপলব্ধি প্রথমজাত সন্তানকে লইয়াই হয়। প্রথম সন্তানের প্রতি মমতা অতি প্রগাঢ়। প্রথম সন্তানটী নিতান্তই নিজস্ব। যম ঐ নিজস্বের লোপ করিয়া মমতার ভ্রম ঘুচাইয়া দিলে একেবারে আকাশ হইতে রসাতলে পড়িতে হয়। তাহার পর আর যত সন্তান জন্মে, কাহার প্রতি আর তেমন মমতা জন্মে না। সন্তান সত্য সত্যই আপনার নয়, এই ভাব চিরজাগরূক হইয়া উঠে; তাহাদিগের সকলেরই উপর যমের ভাগ আছে জানিয়া আর পূর্ব্বের মত গাঢ় মমতা জন্মিতে পায় না। উহারা নিজস্ব নহে—অন্যের গচ্ছিত ধন—নাড় চাড়, কিন্তু আমার বলিয়া মনে করিও না। অথবা উহারা ত থাকিবেই না—তবে রেখে যেতে পারিলে হয়, মনোমধ্যে নিরন্তর এই ভাব উদিত থাকিয়া আপনার জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দেয়। আমাদিগের মধ্যে যে ঔদাসীন্য মানসিক দুর্ব্বলতা এবং অধ্যবসায় বিহীনতা দৃষ্ট হয়, তাহার অন্যতম কারণ আমাদিগের প্রথমজাত সন্তান-গুলির অকাল মৃত্যুর প্রাচুর্য্য।" [পারিবারিক প্রবন্ধ—জেঁয়াচ্]

ইহার পর ভূদেব বাবু চুঁচুড়া মাধবী তলায় বাসা করেন এবং পরে চুঁচুড়া বড়বাজারে বাড়ী করেন। ভূদেব বাবুর পিতা ৺তর্কভূষণ মহাশয়

* এই উপলক্ষ্যে শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল।

পুত্রৈশ্বর্য্যে ৺গঙ্গাতীরে তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিলে কলিকাতার বাস উঠিয়া উৎপরিবর্ত্তে চুঁচুড়াই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সকলের বাসস্থান হইয়া পড়িল।

নর্ম্যাল স্কুলের ছেলেরা কিসে লেখা পড়ায় এবং চরিত্রে ভাল হয়, পূর্ব্বে শুধু সেই দিকেই ভূদেব বাবুর মনোনিবেশ ছিল; ক্রমশঃ তাঁহার সযত্নে শিক্ষিত ছাত্রেরা কোথায় কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহার নিয়ম-মত সংবাদ রাখিতে এবং তাঁহারা যাহাতে আপন আপন জেলাতেই সুবিধামত চাকুরী প্রাপ্ত হয়েন সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেও লাগিলেন। নানাস্থানের স্কুলের ম্যানেজারদিগের সহিত চিঠিপত্র চলিতে লাগিল এবং ক্রমশঃই দূরদর্শনের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিবার শক্তি বিশিষ্ট-ভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বহুদর্শী মিষ্টার অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগী একান্ত দরিদ্রাবস্থা হইতে লোহার কারখানায় অতুল্য ধনী হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন:—"যে নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভাল করে না, তাহার সে কার্য্য থাকে না; যে নিজের কার্য্য ভাল করে, তাহার সে কার্য্য থাকে; যে নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভাল করে এবং আরও কিছু অধিক করে তাহারই 'উন্নতি' হয়।"

শেষোক্ত কথাটী প্রকৃত হিন্দুমতের সহিত মিল করিয়া নিম্নলিখিত ভাবেও বলা যায়:—"যে কর্ত্তব্য বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, নিজের কার্য্যের সহিত চতুর্দ্দিকের কার্য্যের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া, সেই সকল কার্য্যেও বিশেষজ্ঞ হইয়া, অপরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সর্ব্বদা সাহায্য করিতে উন্মুখ এবং সর্ব্বথা সুপরামর্শ দিতে সক্ষম, সে ব্যক্তি ভিতরে সর্ব্বদ্রষ্টার চক্ষে উচ্চতর কার্য্যের উপযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং সময়ক্রমে তাহার ইহলৌকিক উন্নতিও অনিবার্য্য।" ভূদেব বাবু সকল কার্য্যই "জন্মভূমির এবং ইষ্টদেবী জগজ্জননীর সেবা বুদ্ধিতে" করিতেন; সেই জন্য নর্ম্যাল স্কুল

যে 'উদ্দেশ্যে' সৃষ্ট, সেই 'মফঃস্বল স্কুলে স্বদেশীয়দিগের সুশিক্ষার' সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল ;—'সেটা ইনস্পেক্টরের কার্য্য, আমি ছেলেদের পরীক্ষায় পাশ করাইয়াই খালাস' এভাব তাঁহার মনে কখনই স্থান পায় নাই।

ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব এই সময়ে নর্ম্ম্যাল স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রতিযোগিপরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। ভূদেব বাবু বলিলেন, "প্রতিযোগিপরীক্ষায় ফল ভাল দেখাইবার জন্য হেড মাষ্টারগণের ভাল ভাল ছেলেদিগকেই স্কুলে রাখিতে এবং বৎসরের মধ্যে মফঃস্বলের স্কুলে পণ্ডিতের প্রয়োজন হইলে নিরেশ ছেলেই তথায় পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতে পারে ; মফঃস্বলের স্কুল সমূহের জন্য এক্ষণে এত পণ্ডিতের আবশ্যক হইতেছে যে, নর্ম্ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় এমন কি প্রথম বর্ষীয় শ্রেণী হইতেও ছাত্র পাঠাইয়া দিতে হইতেছে ; যখন পণ্ডিতের সংখ্যা প্রয়োজনের অনুরূপ হইবে—যখন মফঃস্বল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ভিন্ন অন্য ছাত্রকে পণ্ডিত স্বরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন—'তখন' প্রতিযোগিপরীক্ষার ব্যবস্থায় উপকার হইবে। উড্রো সাহেব এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে সক্ষম না হইয়া প্রতিযোগিপরীক্ষারই প্রবর্ত্তন করিলেন। ভূদেব বাবু স্কুলে কখন ছেলে আটকাইয়া রাখিয়া মফঃস্বলস্থ স্কুলসমূহে পণ্ডিতী করিবার জন্য নিরেশ ছেলে একটীও পাঠান নাই, তথাপি তাঁহার একাগ্রতার ও পরিশ্রমের গুণে মাঝারি ছেলেরাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং হুগলী নর্ম্ম্যালেরই ফল ভাল হইতে লাগিল। অতঃপর লজ সাহেব *

---

* ইনস্পেক্টর লজ সাহেব স্কুল পরিদর্শন রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :—

"হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের সাধারণ কাজ কর্ম্ম, ছাত্রদিগের পাঠোন্নতি ও প্রধান শিক্ষকের সুকৌশল সম্পন্ন বন্দোবস্তে আমি যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছি।" (১৮৫৯-৬০ অব্দের রিপোর্ট)। "হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের ফল যে এত উৎকৃষ্ট, তাহার একমাত্র

ইনস্পেক্টর হইলে এই প্রতিযোগিপরীক্ষা সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর কথাগুলিই সঙ্গত মনে করিয়া তিনি উক্ত প্রথা উঠাইয়া দিলেন।

হুগলী কলেজ বাড়ীতেই লজ সাহেবের বাসা ছিল। ভূদেব বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পর পাল্কি করিয়া ঐ কলেজ বাড়ীর নিকটস্থ আপন বাসায় আসিতেন। লজ সাহেব ঐ সময়ে প্রায়ই কলেজের সম্মুখের রাস্তায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেন। ভূদেব বাবুকে ওরূপ অবেলায় স্কুল হইতে আসিতে দেখিয়া সাহেব রহস্য করিয়া বলিতেন, "জীল জীল" (কার্য্যে অত্যধিক 'উৎসাহ')। লজ সাহেবের বার্ষিক রিপোর্টে ভূদেব বাবুর স্কুল রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ প্রায়ই উদ্ধৃত হইত; ভূদেব বাবুর রিপোর্টের একটী অংশের মর্ম্ম দেওয়া হইতেছে :—

(১) উচ্চশ্রেণীতে সংস্কৃত ভাষার অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ এবং মুগ্ধ-

---

কারণ, প্রধান শিক্ষক বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুচারু বন্দোবস্ত। এই স্কুলের প্রারম্ভ কাল হইতেই তিনি ইহাতে সুব্যবস্থার সংস্থাপন করিয়াছেন। হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের উপর যে দেশীয় সাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বেশী হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে যে সকল ছাত্র এই স্কুল ছাড়িয়াছে তাহাদিগের কাহাকেও বসিয়া থাকিতে হয় নাই। স্কুল পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা কর্ম্ম পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত নয় এরূপ অনেক স্কুলের ম্যানেজারদিগের নিকট হইতে প্রায়ই পত্র আসিয়া থাকে। তাঁহারা তাঁহাদিগের স্কুলের জন্য 'হুগলী নর্ম্ম্যাল" বিদ্যালয় হইতে পণ্ডিত পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া থাকেন এবং আজকাল প্রায় সকল স্কুলেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবার সময়ে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অনুরোধ করিয়া থাকেন যেন 'হুগলী নর্ম্ম্যালের'ই কোন ছাত্রকে তাঁহাদের স্কুলে শিক্ষকতা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়।" (১৮৬০-৬১ অব্দের রিপোর্ট)

"কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা—এই তিন স্থানের নর্ম্ম্যাল স্কুলের মধ্যে হুগলী নর্ম্ম্যালের প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" (১৮৬১-৬২ অব্দের রিপোর্ট)

বোধ ব্যাকরণ পাঠনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ ব্যাকরণের রচনা কৌশল এরূপ উৎকৃষ্ট যে তাহাতে বুদ্ধি বিশিষ্টরূপে মার্জ্জিত হয়।

(২) এই নর্ম্যাল স্কুলের একজন ছাত্র প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি প্রাথমিক পুস্তক এবং অপর একজন কোনিকসেক্‌সন সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া সংশোধন জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

(৩) ড্রইং শিক্ষাদিবার জন্য একজন শিক্ষকের বড়ই প্রয়োজন; আমার ঐ শিক্ষা হয় নাই বলিয়া আমি তাহার অভাব পাঠনাকালে সর্ব্বদাই বোধ করিয়া থাকি।

(৪) এই স্কুলের ছাত্রদিগকে মফঃস্বলে পণ্ডিতী করিতে যাইতে হইবে; একটু সার্ভেইং (জরীপ) এবং দরখাস্ত লেখার এবং জমিদারী মহাজনী হিসাব রাখা শিখাইয়া দিতে পারিলে, ইহারা গ্রামিকদিগের উপকারে লাগিবে এবং উপযুক্তরূপ সম্মান এবং প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবে।

(৫) সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা ইতিহাস, ভুগোল এবং সাহিত্যে আর মাতৃভাষায় উত্তর লিখিতে পাইবে না। নর্ম্যালস্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকেরাই ইংরাজী স্কুলে ঐ বিষয়গুলি পড়াইবেন এইরূপ কল্পনা ছিল [১৮৬১ অব্দের পূর্ব্বের ঐ সুসঙ্গত ব্যবস্থা ১৯১০ অব্দে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'মাতৃভাষাতেই সকল শিক্ষা দান' ভূদেব বাবুর চির অভিলষিত ছিল।]

(৬) নর্ম্যাল স্কুলের সকল ছাত্রকেই স্কুল বোর্ডিংয়ে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ১২ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ (তখনকার হারে ৫॥০ হিঃ) মাসে ৫৫৲ টাকা মাত্র। ঐ টাকাতেই স্কুল এবং সকল ছাত্র রাখার উপযুক্ত বোর্ডিং হইতে পারে। এখন মাসে ১০০৲ টাকা ভাড়া লাগিতেছে।

স্কুল ইনস্পেক্টর লজ সাহেবের নিকট ভূদেব বাবু প্রস্তাব করেন যে, নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্রগণ যাহাতে আপন আপন বাড়ীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থানেই কর্ম্ম পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। লজ সাহেব বলেন, "তাহাতে পণ্ডিতেরা বাড়ী নিকটে পাইয়া প্রায়ই তথায় যাতায়াত করিবে; ইহাতে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাঘাতই ঘটিবে।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আপনি যে অপকারের আশঙ্কা করিতেছেন স্কুল তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা দ্বারাই তাহার প্রতিকার হইবে। পণ্ডিতেরা ১৫ কি ২০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন; অধিক উন্নতির আশা নাই; এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যদি বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে কাজ পান, তাহা হইলে ছুটীর সময়ে সহজে পারিবারিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে পারায়, তাঁহাদিগের কতকটা সাংসারিক স্থবিধা হইবে; স্থতরাং চিত্তে সন্তোষ এবং কার্য্যে উৎসাহ থাকিবে; অল্প বেতনে দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিলে ক্রমশঃ উৎসাহ কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে 'কার্য্যে অবহেলা করিয়া সর্ব্বদা বাড়ী যায়' উল্লেখে পাছে অন্যত্র বদলী হইতে হয়, এই আশঙ্কায় প্রায় সকলেই বিশেষ মনোযোগের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে তৎপর থাকিবেন।" ভূদেব বাবুর এই কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং সহানুভূতিপূর্ণ বলিয়া লজ সাহেব তাঁহার প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভূদেব বাবুর সেজ খুড়ার মৃত্যু হয়। তদুপলক্ষে লজ সাহেবের নিকট পত্র দ্বারা ছুটীর প্রার্থনা জানাইয়া তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন; আটকিন্সন সাহেব তখন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর। তিনি ঠিক ঐসময়ে হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল দেখিতে আসিয়া প্রধান শিক্ষককে তথায় দেখিতে পাইলেন না এবং নিজে বাঙ্গালা না জানায় দ্বিতীয় শিক্ষক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে তৎসম্বন্ধে কোন কথা পরিস্কার-

রূপে বুঝিতে পারিলেন না। আটকিন্সন সাহেব বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং ভূদেব বাবুর নিকট 'কৈফিয়ৎ তলব' করিবার জন্য লজ সাহেবকে পত্র লিখিলেন। লজ সাহেব তখন বীরভূমে স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর 'দরখাস্ত' সাহেবের আফিস হইতে 'দস্তুরমত ভাবে' মফঃস্বলে পৌছিতে বিলম্ব হইয়াছিল; ডিরেক্টর সাহেবের 'পত্র'-সম্বন্ধে তাহা হয় নাই। তথাপি লজ সাহেব প্রত্যুত্তরে আটকিন্সন সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন "ভূদেব বাবু তাঁহার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে এ পর্য্যন্ত জানান নাই বটে, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে উহার অবশ্যই সন্তোষজনক কারণ আছে এবং সেই জন্য আমি ওরূপ পরিশ্রমী ও একাগ্রচিত্ত শিক্ষকের কৈফিয়ৎ চাহিয়া অসম্মান করিতে একান্তই অনিচ্ছুক।"

ইংরাজেরা স্বভাবতঃই দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে কার্য্যে শিথিল মনে করিতে এবং তাহা বলিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সেই জন্য এই পত্রে ভূদেব বাবুর প্রতি উপরস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর আন্তরিক শ্রদ্ধা অসাধারণভাবেই প্রকটিত।

একদিন ভূদেব বাবু ছাত্রগণকে পুরাবৃত্তসার পড়াইবার সময় প্রসঙ্গ-ক্রমে অধিকারী এবং পরিবৃত্তি ভেদে ধর্ম্মমত বিভেদের কথা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। গোয়াড়ীকৃষ্ণনগর হইতে আগত জনৈক পাদরী ভূদেব বাবুর সেই আধ্যাপনা শুনিয়া প্রধান প্রধান অপরাপর পাদরীগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার ঐতিহাসিক সত্যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া ছেলেদের পড়াইতেছেন। মিসনরীগণ উল্লিখিত বিষয়ে একটী প্রবন্ধ ইংরাজী "হরকরা" পত্রে প্রকাশিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র আবেদনে তাঁহাদের অভিযোগ গবর্ণমেণ্টকেও অবগত করাইলেন। গবর্ণমেণ্ট হরকরা পত্রের প্রবন্ধ এবং আবেদন পত্র সম্বন্ধে লজ সাহেবকে ভূদেব বাবুর কৈফিয়ৎ লইয়া রিপোর্ট করিতে বলিলেন। ভিতরে ভিতরে যে এত কাণ্ড হইয়াছিল ভূদেব বাবু তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

একদিন প্রাতে লজ সাহেব কলেজ হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে ভূদেব বাবুর বাসার নিকটে আসিয়াছিলেন; ভূদেব বাবু সেই সম্বাদে বাসা হইতে বাহির হইলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। লজ সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক্ষণে রাজত্ব করিতেছেন, আপনি একথায় বিশ্বাস করেন কি না?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "করি বৈ কি; নূতন টাকায় তাঁহার নাম দেখিতে পাইতেছি; সরকারী চিঠি পত্রে তাঁহার নাম শুনিতেছি; ফলে তিনি যে রাজত্ব করিতেছেন ইহা আমি বিশ্বাস করি।" ভূদেব বাবু প্রশ্নের উত্তর দিলেন বটে কিন্তু কেন যে লজ সাহেব তাঁহাকে 'এরূপ' প্রশ্ন করিলেন, বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। লজ সাহেব তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, মহাত্মা আলেকজাণ্ডর একজন ছিলেন, একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?" এই প্রশ্নে ভূদেব বাবুর [illegible] আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু মহারাণীর সম্বন্ধে যতটা, ততটা নহে। কেহ তাঁহাকে বলেন সেকেন্দর, কেহ বা বলেন, আলেকজাণ্ডর। আর তাঁহার রাজ্য যে পরিমাণে এবং যত শীঘ্র বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে বস্তুতঃ তাহা না হইয়া থাকিতেও পারে।" সাহেব বলিলেন, "যাহাই হউক আপনি আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্ব বিষয়ে কতকটা ত বিশ্বাস করেন।—আচ্ছা, আপনি এডাম ও ঈভের বিবরণে বিশ্বাস করেন কি?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "না, একমাত্র পুরুষ ও একমাত্র স্ত্রী হইতে যে সকল মনুষ্যেরই উৎপত্তি হইয়াছে ইহা আমি বেশ বিশ্বাস করি না; মঙ্গোলীয় ককেসীয় নিগ্রো প্রভৃতি নানাজাতির মুখশ্রীতে অতিশয় বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।" সাহেব বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি নাই; ও বিষয়ে মতভেদ আছে; এখন বুঝা গেল যে আপনি ইতিহাসে বিশ্বাস করেন।"

ভূদেব বাবু সাহেবকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব ভূদেব বাবুকে হরকরার প্রবন্ধ এবং গবর্ণমেণ্টের আদেশ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্প্রতি কোন মিসনরী নর্ম্ম্যাল স্কুলে আসিয়াছিলেন কি ?" ভূদেব বাবু বলিলেন "আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে ত অনেক দিনের কথা।" সাহেব বলিলেন, "মিসনরীরাই এতদিন ধরিয়া এই সকল কাণ্ড করিয়াছেন।" তখন ভূদেব বাবু সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কিরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।" সাহেব বলিলেন, "আবার কি কৈফিয়ৎ দিতে হইবে ? আমি ত এতক্ষণ আপনার কৈফিয়ৎই লইতেছিলাম ! বুঝিলাম ইতিহাসে আপনার বিশ্বাস আছে। মহারাণীর অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন, আলেকজাণ্ডরের সম্বন্ধেও আপনার বিশ্বাস আছে, তবে এতদপেক্ষা কিছু কম; আর এডাম ও ঈভ সম্বন্ধে আপনার অনেক সন্দেহ। বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মনুষ্যের নিকট হইতে এতদপেক্ষা অধিক আর কিছুর আশা করা যায় না। 'ইতিহাসে বিশ্বাস' বলিতে খ্রিষ্টধর্ম্মীগণ অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকের লিখিত ইতিহাসই বুঝিয়া থাকিবেন। যাহা হউক আপনাকে আর কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না; আমিই জবাব লিখিয়া দিব।"

নর্ম্ম্যাল স্কুলে ভূদেব বাবুর শিক্ষাদান কেবল পুস্তক পাঠনামাত্রেই নিবদ্ধ ছিল না। ভূয়োদর্শন দ্বারা ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে তাহারা মফঃস্বলের স্কুলসমূহের সুযোগ্য শিক্ষক হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে সময়ে সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজের প্রাসাদ ও মনোহর উদ্যানাদি, রাণীগঞ্জের কয়লার খনি, কলিকাতার দুর্গ, বীরভূমের পার্ব্বত্য অঞ্চল, বারাকপুরের পার্ক প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাইতেন।

ভূদেব বাবুর নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে এই ভাবে নানা বিষয়ে

বুদ্ধির পরিচালনা হওয়ায় অনেকের নৈসর্গিক শক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং সেইজন্য দেখা যায় যে, স্কুল পণ্ডিতিতে বদ্ধ না থাকিয়া অনেকে পরে স্ব-চেষ্টায় বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। ফরাশিডাঙ্গার ৺ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটী ইনস্পেক্টর), শান্তিপুরের ৺রামগোপাল বিদ্যান্ত (ইঞ্জিনিয়ার), মানকরের ৺কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (উকীল), এবং ৺ রামদাস সেন, ৺যাদবচন্দ্র হাজরা, ৺দীননাথ রায় প্রভৃতি অনেকে স্কুলসমূহের সব ইন্‌স্পেক্টর অথবা ট্রেণিং স্কুলসমূহে শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহাঁরা যাবজ্জীবন ভূদেব বাবুর প্রতি অসামান্যভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

নর্ম্ম্যাল স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় হইতেই বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ৺মহাতাব চাঁদের সহিত ভূদেব বাবুর পরিচয় হয়। মহারাজাধিরাজ ভূদেব বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন। ভূদেব বাবু যখন দার্জ্জিলিঙ্গে যাইতেন, তখন মহারাজ তাঁহাকে থাকিবার জন্য তথায় একখানি পৃথক বাড়ী এবং ব্যবহারের জন্য নিজের বাছাই করা একটি ভাল ও শান্ত ঘোড়া দিতেন। মহারাজ মহাতাব চাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্দ্ধমানাধিপতিগণ আপনাদিগের এলাকাস্থ প্রায় সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই পৌরহিত্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করাইতেন; কিন্তু মহারাজ মহাতাবচাঁদ ঐ কুলপ্রথা ছাড়িয়া কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পৌরহিত্য ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন। এই কার্য্যের উল্লেখ করিয়া ভূদেব বাবু মহারাজাধিরাজকে একটু অনুযোগ করিলে মহারাজ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের উপর দোষারোপ করেন এবং নিজে ও তাঁহার পরিবারবর্গ 'প্রকৃত পক্ষে যে পঞ্জাবী' তাহার উল্লেখ করেন। তাহাতে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র প্রভৃতি আপনার দেশবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষদিগের এ দেশে ব্রহ্মোত্তর দানরূপ অক্ষয়কীর্ত্তিতে দোষারোপ করিবেন না। তাঁহারা এত ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন যে

'বর্দ্ধমান চাকলায় যাহার ব্রহ্মোত্তর নাই সে বুঝি ব্রাহ্মণই নয়' এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে। আপনারা যে পঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এ দেশের কুলীন ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষেরাও কান্যকুব্জ হইতে আগত। কিন্তু যখন কুলের আদিপুরুষ মহাত্মারা আপনাদিগকে বাঙ্গালীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তখন আপনি বহুপুরুষ পরে নিজেকে পাঞ্জাবী বা আমি আজ নিজেকে কনৌজী বলিয়া সাধারণতঃ বাঙ্গালীর নিন্দা করিতে গেলে কি তাঁহাদের গৌরবের হানি করা হয় না?" ব্রাহ্মণসুলভ এইরূপ স্পষ্টবাদিতা এবং সূক্ষ্মদর্শন জন্য মহারাজাধিরাজ তাঁহাকে বড়ই ভক্তি এবং সম্মান করিতেন।

ভূদেব বাবুর প্রথম পুত্রের পর তাঁহার এক কন্যা হয়। ইহাঁর* বিবাহ (১৮৫৮ খৃঃ) হরিতকী বাগানের বাড়ীতে নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণ বারাসত নিবাসী ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছিল। ৺তারাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় পড়াশুনায় একান্ত একাগ্রচিত্ত লোক খুবই বিরল। তিনি ফরাসী ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছিলেন; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আদ্যন্ত পড়ার উপলক্ষ্যে বিবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্যক্ আলোচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার ইংরাজী লেখার সুখ্যাতি যথেষ্ট ছিল। ১৮৭২ অব্দের 'বেঙ্গলম্যাগাজিনে' ইহাঁর লিখিত 'প্রিভিলেজ্‌ড অফেণ্ডার্স'

* "কন্যাটী বাড়িতে লাগিল, লেখা পড়ায় মনোযোগ প্রদর্শন করিতে লাগিল, বুদ্ধি এবং সুশীলতায় উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। পিতা কন্যাকে তদুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু ধনবান নহেন বলিয়া পাছে সুপাত্র সংযোজন না হয়, এইরূপ ভয় হইতে লাগিল। তিনি ধন বৃদ্ধির উপায় করিতে না পারিয়া ভাবিলেন, যদি পাঁচ জনে আমাকে ভাল বলিয়া জানে তবে মেয়ের বিবাহের জন্য ভাল ছেলে জুটিতে পারিবে।" [পারিবারিক প্রবন্ধ—নিরপত্যতা]



৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

(নিরঙ্কুশ অপরাধী) প্রবন্ধ অনেক উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ইউরোপীয় অপরাধীদিগের উপযুক্ত সাজার প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তার উদ্রেক করিয়াছিল। তিনি অল্পদিন শিক্ষকতা করিয়া পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

পিতা ৺ তর্কভূষণ মহাশয়ের সম্মতি ক্রমেই ভূদেব বাবু আপন কন্যাগণের বিবাহ স্থলে মেলভঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমা কন্যার বিবাহ পণ্ডিতরত্নী মেলের, দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া কন্যার বিবাহ ফুলে মেলের এবং কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ স্বীয় খড়দহ মেলের পাত্রে দিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু ভারতের হিন্দু সমাজের সজীবতায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন এবং বলিতেন যে অন্তঃশাসিত পরোক্ষদৃষ্টি এবং সংযমশীল এই সমাজ, সাময়িক প্রয়োজন মত অল্পাধিক সংস্কার অনেকদিন ধরিয়া অল্পে অল্পে 'যেন অলক্ষ্যেই' করিয়া লইয়া থাকেন; কৌলীন্য প্রথার এবং মেল [illegible] াটির দিক হইতে ব্রাহ্মণ সমাজের যে ভাবে মন ফিরিতেছে তাহা অশাস্ত্রীয় নহে এবং সমাজের পক্ষে উপকারী বলিয়াই অনেক ভাললোকে মনে করিতেছেন; উহা বর্ণের আভ্যন্তরিক সম্মিলনের দিকে; সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ একই ছিল এবং যাতায়াতের সৌকর্য্যে এবং সুবিস্তৃত ভাবে বিদ্যার অনুশীলনে ধীরে ধীরে 'পুনরায় একই বলিয়া লক্ষিত' হইতেও পারে; প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রে এমন কোন পার্থক্য নাই, যাহাতে বিবাহ এমন কি অন্নাহার পর্য্যন্ত অপ্রচলিত হইয়াছিল;* এখন ভঙ্গকুলীনদিগের মেল রক্ষার জন্য 'বিশেষ' চেষ্টা অনাবশ্যক।

---

* "একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থানভেদজনিত বিবাহপ্রতিষেধ এখন দেখা যায়, তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণ মধ্যে বিবাহ

'কন্যা পুত্রের বিবাহ' সম্বন্ধে পারিবারিক প্রবন্ধে তিনি যে মত গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নিজ পরিবার মধ্যে তিনি ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছিলেন :—

(১) "যেখানে বংশ মর্য্যাদা স্বীকৃত, যেখানে গুণের গৌরব, সেই খানেই ব্রাহ্ম বিবাহ প্রচলিত হইবে এবং পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে।"

(২) "পিতা আপনার পুত্র অপেক্ষা জামাতা যাহাতে রূপে, গুণে, কুলেশীলে উৎকৃষ্ট বই অপকৃষ্ট না হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

"বস্তুতঃ কন্যাদান স্ব-ঘরে এবং সমান ঘরে করাই বিধেয়—কিছু উচ্চ অবশ্যই লইবে, কিন্তু খুব উচ্চে হাত বাড়াইবে না। * * * খুব উচ্চ ঘরে কন্যা দেওয়ায় নিজের এবং কন্যার উভয়েরই অনাদর হয়। আবার খুব নীচ ঘরে দিলেও অন্য প্রকারে সেই ফল ফলে। নীচ ঘরের লোকেরা মনে করে, কন্যার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি যাহাই করুন, আর যাহাই করুন, তাঁহারা অনাদর করিতেছেন ; এবং তাই ভাবিয়া তাঁহারা আত্ম গৌরব হানির শঙ্কায় আপনারাই সমধিক পরিমাণে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব কন্যার বিবাহ সমান ঘরেই দিবে।"

(৩) "পিতা কন্যাকে আপনার শক্তির অনুসারে 'ধনরত্নসমন্বিতা' করিয়া দান * করিবেন—যদি পারেন কন্যাকে কিছু বিষয় দিবেন—বর পক্ষের পীড়াপীড়ির প্রতীক্ষা করিবেন না * * * নিসর্গতঃ কন্যা সন্তান-দিগেরও পিতৃধনে কতক অধিকার আছে। আমাদের ব্যবহার শাস্ত্রে ঐ নৈসর্গিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। বরকর্ত্তা জ্ঞাতসারেই হউক

হইলে ভারত সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।" [সামাজিক প্রবন্ধ-ভারতবর্ষের কথা-সামাজিক বিষয়ক]।

* দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সেই নৈসর্গিক বলে বলীয়ান্। কন্যাকে কিছু সম্পত্তি প্রদান করিলেই ঐ শক্তির পূজা হইয়া যায়; তিনি আর বর-কর্ত্তার সহকারিণী থাকেন না।"

কন্যা পিতৃ গৃহে যেরূপ সদাচার, সুরুচি, সুকথা এবং ভদ্রতার মধ্যে প্রতিপালিত এবং শুচি আহারে অভ্যস্ত, শ্বশুরগৃহে প্রথম গিয়া তাহাই দেখিলে তাহার সে পরিবারে মিশিয়া পড়া সহজ হয় এবং সেই জন্য সকল দিক হইতেই 'সমান ঘরে বিবাহই' বাঞ্ছনীয়।

ভূদেব বাবু জ্যেষ্ঠা কন্যার এবং অন্য তিন কন্যার এবং পৌত্রীদিগের বিবাহে যেরূপ ধন রত্ন দেওয়া, সকল দিক দেখিয়া সঙ্গত বলিয়া স্থির করিতেন, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই জানাইয়া দিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের উপযুক্ত স্থলেই বিবাহ গুলি অবশেষে ঘটিয়াছিল; সুতরাং সে সকল স্থলে দরকসাকসি প্রভৃতি অযোগ্য এবং অপ্রীতিকর কোন কিছু ঘটে নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

[মিঃ উড্রোর ছুটি ; নূতন পদের সৃষ্টি ; মেডলিকট সাহেব ; সহকারী ইনস্পেক্টরের পদপ্রাপ্তি ; সার আশলী ইডেন ; অতিরিক্ত ইনস্পেক্টরের পদ সৃষ্টি এবং তাহার প্রাপ্তি ; ভারতে ও ইংলণ্ডে শিক্ষার ব্যবস্থা ; প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার চেষ্টা ; ৺গুরুদাস রায় ; অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ ।]

এই সময়ে স্কুল ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব বিলাত যাইবার জন্য ছয় মাসের ছুটী লইলে জিয়লজিকাল সর্ভের (ভূতত্ত্ব পরিমাপ) বিভাগের মিঃ জে জি মেডলিকট সাহেবের ঐ কার্য্যে নিয়োগের হুকুম হইল। উড্রো সাহেব কার্য্যের ভার ছাড়িয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূদেব বাবু তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

কেহ কোথাও চলিয়া যাইবার সময় এদেশীয় সহানুভূতিপূর্ণ শিষ্টাচার-পরায়ণ লোকেরা স্মরণ করেন যে তাহাতে নিজের কি অসুবিধা এবং সেই কথা জানাইয়া তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করেন। "যাইতেছ—তা বেশ—আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই"—এ ভাবটা ঠিক্ নয়। "ভাই! সৎপরামর্শ দেওয়ার লোক হারাইতেছি।" অথবা "মহাশয় আমার একজন সহায় ছিলেন—যাইতেছেন।" এই ভাবের কথাই সঙ্গত। ভূদেব বাবুর সহিত উড্রো সাহেবের মিল ছিল। তিনি উড্রো সাহেবকে বলিলেন, "আপনি ছয়মাসের জন্য চলিলেন; ইতিমধ্যে যদি কোনরূপ সুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা আপনার অনুপস্থিতিতে আমি পাইব না।" সাহেব বলিলেন, "কিসের সুবিধা"? ভূদেব বাবু বলিলেন, "পদ ও বেতন বৃদ্ধির।"

এই কথার উত্তরে সাহেব যদি বলিতেন "তুমি পরিশ্রম করিতে থাক, যিনিই কেন আমার কার্য্য করিতে আসুন না, কে কর্ম্মঠ, কে অকর্ম্মণ্য সংজেই তাহা জানিতে পারিবেন ;" অথবা যদি বলিতেন "তোমার সম্বন্ধে আমার অভিমতি আফিসের কাগজে লেখাই আছে"; অথবা যদি বলিতেন, "আমি তোমার অনুকূলে দুই ছত্র লিখিয়া রাখিয়া যাইব"—তাহা হইলে ঐরূপ শিষ্টাচার সম্মত কথাবার্ত্তাতেই প্রসঙ্গের উপসংহার হইয়া যাইত।

কিন্তু উড্রো সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিলেন, "আবার তোমার পদবৃদ্ধি কি হইতে পারে ? তোমার ত চূড়ান্তই হইয়াছে।"

ফলতঃ মাসিক তিন শত টাকা বেতনে নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উপরে শিক্ষা বিভাগে কোন বাঙ্গালীরই তখন উচ্চতর পদ বা বেতন ছিল না। ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলে ঐ বেতনে তখন একজন ইয়ুরোপীয় নিযুক্ত ; "ভূদেব বাবু একজন ইংরাজের পদ অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহার নর্ম্ম্যাল স্কুলে আসার সময় হইতেই এইভাব কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মনে রহিয়াছিল। "এ দেশীয়ের ইহার উপর আবার উন্নতি কি হইতে পারে ?" ইহা মনে করিয়াই উড্রো সাহেব ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এদেশে উর্দ্ধতন সমস্ত পদই যে ইংরাজের একচেটিয়া থাকা অনৈসর্গিক ও অন্যায্য এবং তাহা অমন করিয়া বলিলে উপযুক্ত দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের যে বিশেষ মনঃক্ষোভ জন্মিতে পারে, তখন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ও-সকল বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা পর্য্যন্ত হইত না বলিয়া, তাহা উড্রো সাহেবের মনে পড়ে নাই।

সাহেবের ঐ কথায় ভূদেব বাবু বলিয়া উঠিলেন, "আপনি বলিলেন কি ! আমার এই সাঁইত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স ইহারই মধ্যে আমার উন্নতির যাহা কিছু হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে ! আর যদি প্রকৃতই তাহা হয়, তথাপি তাহা আমাকে কেন জানাইলেন ?" এই সময়ে উড্রো সাহেবের স্ত্রী সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। ভূদেব বাবু তাঁহাকে দেখিয়া

বলিলেন, "মিসেস্ উড্রো! সাহেব আমাকে যাহা বলিলেন তাহা আপনি শুনুন। আমার এখন দুইটী ছেলে, তিনটী মেয়ে; এখনও দুটী মেয়ের বিবাহ দিতে বাকী আছে; আমার স্ত্রী পুত্রাদির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তিত থাকিতে হয়; এই বয়সে প্রাণপণে খাটিয়া আরও কিছু উন্নতির আশা করা আমার পক্ষে কি একান্তই অস্বাভাবিক? সাহেব তাহাই বলিতেছেন!" বিবি উড্রো সাহেবকে বলিলেন, "কেন উড্রো তুমি বাবুকে এরূপ কথা বলিয়াছ?" তখন উড্রো সাহেব বড়ই অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কথাবার্ত্তা অপ্রীতিকরভাবে শেষ না হয় এজন্য ভূদেব বাবু সাহেবকে বলিলেন, "এ সব কথা যাউক; আপনার স্থানে কাজ করিবেন কে?"

সাহেবের কথায় মনে আঘাত পাইয়া ভূদেব বাবুর একাগ্রতা তখন পূর্ণভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি মনে করিতেছিলেন "আমি 'এই উড্রো সাহেবের দ্বারাই' আমার পদোন্নতির একটা উপায় করিয়া লইয়া তবে ছাড়িব"—কিন্তু কি পদ যে হইতে পারে তখন তাঁহার মনে তাহার কোন ঠিকানাই হয় নাই!

ভূদেব বাবুর উক্তরূপ প্রশ্নে উড্রো সাহেব বলিলেন, "জিয়লজিকাল সর্ভের মেড্‌লিকট সাহেব।" ভূদেব বাবু এই সংবাদে যেন একটু পথ দেখিতে পাইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আপনি আপনার অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের বিষয়ে যেরূপ মনের ভাব পোষণ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টও আপনার প্রতি সেইরূপ করিতেছেন।" এরূপ কথায় সাহেব বিশেষ বিস্মিত হইয়াই বলিলেন, "সে কি রকম?" ভূদেব বাবু বলিলেন "আপনি শিক্ষা বিভাগের একজন বিশেষ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী; দুইটী সার্কেলের কার্য্য আপনি একা চালাইতেছেন; কিন্তু আপনার স্থানে ভিন্ন বিভাগের এমন একজন লোক কার্য্য করিতে আসিতেছেন, যাঁহার শিক্ষা

বিভাগের কোন অভিজ্ঞতা নাই। এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যেন বলিতে চাহেন যে, যত্ন ও পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতার কিছুই মূল্য নাই, এবং আপনি যে কার্য্য চালাইতেছেন তাহা যে সে লোকে করিতে পারে। কিন্তু তাহাই কি সত্য, এবং সঙ্গত বিবেচনা ?”

এই কথায় উড্রো সাহেবের আত্মগরিমায় একটু আঘাত লাগিল, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় ত্রুটি অনুভব এবং তৎপ্রতি অভিমানের উদ্রেক হইল। ভূদেব বাবু সাহেবের যত্ন এবং অভিজ্ঞতার উল্লেখ করায় তাঁহার প্রতি এ সকল কথাতেও কোনরূপ বিরুদ্ধভাব মনে উঠিল না। সাহেব বলিলেন, “আমি কি করিব ? গবর্ণমেণ্ট এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন।” ভূদেব বাবু বলিলেন, “আপনাকে যখন আবার ছয় মাস বাদেই আসিয়া পুনর্ব্বার নিজ কার্য্যের ভার লইতে হইবে, তখন আপনার অধীনস্থ সার্কেলের উন্নতি অবনতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা গবর্ণমেণ্টকে একবার বলাটা আপনার উচিত। আপনি অনায়াসেই জানাইতে পারেন যে, আপনার স্থানে যিনি আসিতেছেন তিনি এ বিভাগের পক্ষে নূতন লোক, সুতরাং তাঁহার একজন এমন উপযুক্ত সহকারী থাকা উচিত যদ্দ্বারা কর্ম্মের কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না হয়। ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেব যদি আপনার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার পত্র পাঠাইয়া দেন, তবে উহা গ্রাহ্য হওয়াই সম্ভব।” এই কথার পর ভূদেব বাবু পুনরায় বিবি উড্রোকে বলিলেন, “কেমন, মিসেস্ উড্রো, আমি কি অসঙ্গত কথা বলিতেছি ?” বিবি বলিলেন, “না উড্রো, বাবু ত সঙ্গত কথাই বলিতেছেন ; নূতন লোকে কোন সাহায্য না পাইয়া তোমার ন্যায় ‘দুইটা সার্কেল চালাইতে’ পারিবে কেন ?” উড্রো সাহেব দেখিলেন এরূপ ব্যবস্থা হইলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকার করা হইয়া যায় যে তাঁহার কার্য্য অন্য ব্যক্তি বিনা

সাহায্যে চালাইতে পারেন না ; সুতরাং একটু সন্তোষের সহিতই ভূদেব বাবুর মতানুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি সম্মত হইলেন। ভূদেব বাবু তখন বলিলেন, "কাল বৃহস্পতিবার ; সম্ভবতঃ প্রতি সপ্তাহের ন্যায় কালও প্রাতে আটকিন্সন সাহেব ছোটলাট বাহাদুর বীডন সাহেবের বাড়ী যাইবেন। আমার মনে হইতেছে যে আপনি আজই যাইয়া আটকিন্সন সাহেবকে বলিলে এই কার্য্য সহজেই ঠিক হইয়া যাইবে।" বিবি তখনই উড্রো সাহেবকে ডিরেক্টর সাহেবের কাছে পাঠাইলেন ।

পরদিন বৈকালে ভূদেব বাবু আবার উড্রো সাহেবের সহিত দেখা করিয়া শুনিলেন যে, উড্রো সাহেবের প্রস্তাব আটকিন্সন সাহেব ছোটলাট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করায় তিনি উক্ত প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া উড্রো সাহেবের অনুপস্থিতি কালে ছয় মাসের জন্য মাসিক চারি শত টাকা বেতনে একজন সহকারী ইনস্পেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা মঞ্জুর করিবেন বলিয়াছেন।

ভূদেব বাবু তখন উড্রো সাহেবকে বলিলেন, "একটী নূতন পদের ত সৃষ্টি হইল ; কিন্তু উক্ত পদে কে নিযুক্ত হইবে ?" উড্রো সাহেব বলিলেন "কেন, বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি আছেন।" ভূদেব বাবু কি বলেন শুনিবার জন্যই বোধ হয় সাহেব ঐ সঙ্গে ভূদেব বাবুর নাম করিলেন না। ভূদেব বাবু বলিলেন, "লোক অনেক আছেন সত্য, কিন্তু আপনি কাহার জন্য বলিবেন? সমস্ত প্রদেশের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লওয়া ডিরেক্টরের কার্য্য ; আপনার সার্কেলের মধ্যে যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাহারা যে কে কিরূপ উপযুক্ত তাহা আপনারই জানিবার এবং ডিরেক্টরকে জানাইবার কথা ; আপনার অধীনে আমিই সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ; আর মফস্বলের ম্যানেজার এবং শিক্ষকগণের সহিত সর্ব্বদাই আমার পত্র লেখালেখি থাকাতে

আপনার সার্কেল সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই আমার জানা আছে। আমার দ্বারা কাজ ভাল চলিবে একথা যদি আপনার মনে হয়, তবে আমাকে ভিন্ন আপনি অন্য কাহাকে কিরূপে মনোনীত করিবেন?"

পূর্ব্বদিনের কথাবার্ত্তার বিষয়টা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল বলিয়া ভূদেব বাবুর সহিত সাহেবের কথা হইতেছে দেখিতে পাইবামাত্র বিবি উড্রো-নারীসুলভ কৌতুহল বশতঃ ঐ ঘরে আসিলেন। ভূদেব বাবু বিবিকে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া বিবি বলিলেন, "একথা সত্য। উড্রো! তুমি তোমার কার্য্য করিবে; আটকিন্সনের কার্য্য তুমি করিতে যাইবে কেন? তোমার অধীনস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মচারীর জন্য তুমি যদি না বলিবে তবে কে বলিবে? বাবুত ঠিকই বলিতেছেন যে তোমার অধীনস্থ লোকেরা তোমারই মুখ চাহিয়া কার্য্য করিতেছেন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উড্রো সাহেব ভূদেব বাবুর জন্যই বলিলেন। ডিরেক্টর সাহেব ভূদেব বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মাসিক চারিশত টাকা বেতনে ছয় মাসের জন্য স্কুল সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টরের পদগ্রহণ করিতে আপনি স্বীকৃত আছেন কি না?" * ভূদেব বাবু উক্ত পদে কার্য্য

* এই ঘটনারই উল্লেখ করিয়া ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন:— "ঐ ব্যক্তির আর একটী পুত্র হইল। সেটী যখন চারি পাচ বৎসরের তখন তিনি একদিন তাঁহার মনিবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন।" কথাপ্রসঙ্গে মনিব বলিয়া ফেলিলেন, 'তোমার যতদূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—আর কি হইবে?' ইংরাজ জাতীয় মনিবের ঐ হৃদয়শূন্য বিরস বাক্য যেমন কাণে গেল, অমনি হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—ছেলে-টীকে মনে পড়ায় প্রজ্বলিত ক্রোধের দমন হইল এবং মুখ হইতে এমনভাবে যুক্তি পরম্পরা নির্গত হইল যে মনিব একেবারে মুষ্টিমধ্যে আসিলেন; প্রদত্ত পরামর্শ সমস্ত শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলেন এবং ঐ ব্যক্তির উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' বাস্তবিক প্রীতিভাজন সন্তান আলস্য নিশ্চেষ্টতা, নিরুৎসাহতা

করিতে স্বীকৃত হইয়া আটকিন্সন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মেড্‌লিকট সাহেব কোথায় থাকেন আটকিন্সন সাহেব ভূদেব বাবুকে তাহা বলিয়া দিলেন। ভূদেব বাবু তখন মেড্‌লিকট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

জর্জ্জ মেড্‌লিকট সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর যে দিন প্রথম সাক্ষাৎ হয় সে দিন পরস্পর অভিবাদনের পর পূর্ব্বে কে কোথায় কি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইত্যাদি প্রসঙ্গে একটু আলাপ হইলে মেড্‌লিকট সাহেব আরও কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টায় বলিলেন, "আমি অনেক গুলি দেশীয় রাজ্য দেখিয়াছি।"—এদেশীয় সমাজের এবং ব্যবস্থার নিন্দা মাত্র করিয়া থাকেন এরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট অনেক স্থূলদর্শী মদগর্ব্বিত ইউরোপীয়কে ভূদেব বাবু ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন; এক্ষণে মেড্‌লিকট সাহেবকে "আমি অনেক দেশীয় রাজ্য দেখিয়াছি" এই কথামাত্র বলিতে শুনিয়া, পরে যে সাহেব অপর ইংরাজের ন্যায় দেশীয়দিগের নিন্দা আরম্ভ করিবেন ইহাই তাঁহার মনে হইল। 'ঐরূপ নিন্দা শুনিয়া কি হইবে' মনে করিয়া, ঐ প্রসঙ্গ যাহাতে শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বাক্যের শেষাংশ-টুকু পূরণ করিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সহিত কিন্তু সহজ স্বরেই বলিলেন,—"আর দেখিয়াছেন যে উহার কোনটীই সুশাসিত নহে।"

নূতন ইনস্পেক্টর মেডলিকট সাহেব জিওলজিকল সর্ভে বিভাগ হইতে আসিতেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা তাঁহার তেমন ছিল না, তাঁহার ধরণটা একটু 'হোঁৎকা' গোছের হওয়ারই সম্ভাবনা, এইরূপ ধারণার সহিতই ভূদেব বাবু নূতন মনিবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন; মেডলিকট সাহেবের প্রথম কয়েকটী কথাতেও কোনরূপ বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন নাই।

অপ্রযত্ন, অসমীক্ষ্যকারিতা প্রভৃতি নিরয় হইতে পিতামাতাকে বিমুক্ত করে, এবং সেই জন্যই সন্তানকে নরকত্রাতা বলা যায়।— [পারিবারিক প্রবন্ধ—নিরপত্যতা]

ভূদেব বাবুর কথায় মেড্‌লিকট সাহেব কিয়ৎক্ষণ ভূদেব বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "না, আমি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে অনেক-গুলির শাসন প্রণালী বৃটিশ রাজ্যের শাসন প্রণালী অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট।"

নূতন মনিবের এইরূপ উত্তরে ভারতের ভক্ত-সন্তান ভূদেব বাবু বিস্মিত এবং একান্ত পুলকিত হইলেন। অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে উভয়ের কথোপকথন হইল। ক্রমে উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারিলেন। মেড্‌লিকট সাহেব যে একজন বুদ্ধিমান সদাশয় এবং অসাধারণ বিশুদ্ধ প্রকৃতির ইউরোপীয়, ইহা বুঝিয়া ভূদেব বাবু সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। মেডলিকট সাহেবও ভূদেব বাবুর স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, আত্মমর্য্যাদা বোধ, উচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং বহু দিগ্‌দর্শী পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহার মত লোককে নূতন কার্য্যে সহকারী স্বরূপে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলেন।

মধ্য বিভাগের অস্থায়ী সহকারী ইন্‌স্পেক্টরের পদে এইরূপে নিযুক্ত হইয়া (১৫।৭।১৮৬২) ভূদেব বাবু যথেষ্ট উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। মেডলিকট সাহেব এবং তিনি উভয়ে একই ঘরে একই টেবি-লের উপর কাগজ পত্র রাখিয়া সামনা সামনি বসিয়া কার্য্য করিতেন। মাঝে মাঝে উভয়ের নানা বিষয়ে মন খুলিয়া আলাপও চলিত। * অত্যল্প

* সামাজিক প্রবন্ধের জাতীয়ভাব প্রকরণের প্রথম দুই অধ্যায়ে এই মেড্‌লিকট সাহেবেরই বিশেষ উল্লেখ আছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে :—(১) "বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একটী ইউরোপীয়" (২) সরলচেতা সাধুশীল ইউরোপীয়" (৩) "অতি সুবোধ এবং বহুদর্শী কোন ইউরোপীয়ের সহিত ১৮৬৩ অব্দে এই সকল বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।"

দিনের মধ্যেই দুই জনে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল, এবং উভয়ে একমনে এক যোগে কার্য্য করায় কার্য্যও খুব ভালরূপ চলিতে লাগিল।

এইরূপে তিনমাস্ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন ভূদেব বাবু মেডলিকট সাহেবকে বলিলেন "অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ক্ষেত্রে কার্য্য করায় আর আমার পূর্ব্ব পদে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা নাই।" মেড্‌লিকট সাহেব বলিলেন, "সে সম্বন্ধে কোন্ পথে কি করা যাইতে পারে কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছ?" ভূদেববাবু বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে গবর্ণমেণ্টে অনেকের সহিত আপনার পরিচয় আছে।" মেড্‌লিকট বলিলেন, "হাঁ আশ্‌লী ইডেনের সহিত আমার বিশেষ হৃদ্যতা আছে;—আচ্ছা আমি এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিব।" ও বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। কিন্তু কয়েক দিন পরে মেডি্‌লিকট সাহেব ভূদেব বাবুকে বলিলেন, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে ইংরাজ পরিচালিত একখানি উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ পত্রের উপযোগী একটী প্রবন্ধ আপনি লেখেন। ঐ পত্রে আমিও লিখিয়া থাকি।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আপনি যখন বলিতেছেন, তখন লিখিতে চেষ্টা করিব।" ভূদেব বাবু স্কুলবুক-সোসাইটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পরদিন তাহা মেড্‌লিকট সাহেবের হস্তে দিলেন। মেডলিকট সাহেব পড়িয়া বলিলেন,"বেশ হইয়াছে,—আমি যদি ইহার দুই একটী স্থলে কেবল দুই একটী কথার পরিবর্ত্তন করি তাহাতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আপনি উহা লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" মেড্‌লিকট সাহেব উক্ত প্রবন্ধের দুই একটী স্থলের যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

—ইউরোপীয়েরা 'বিশেষ' হৃদ্যতা না জন্মিলে এ দেশীয়দিগের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহেন না। মেডলিকট সাহেবের উদার এবং সরল মনের একটী অতি সুস্পষ্ট চিত্র সামাজিক প্রবন্ধের ঐ দুই অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী সপ্তাহের 'ইণ্ডিয়ান 'এম্পায়ার' * নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধ বাহির হইল। ব্যারিষ্টার গিফোর্ড সাহেব উহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী (পরে ছোটলাট বাহাদুর) ইডেন সাহেব প্রভৃতি উক্ত পত্রিকায় লিখিতেন। উল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের পর মেড্‌লিকট সাহেব ভূদেববাবুকে পর পর সপ্তাহে প্রকাশের জন্য আরও দুই তিনটী প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার কয়েক সংখ্যা পড়িয়া এবং প্রথমবারের পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভূদেব বাবু পত্রের ধরণ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। পরে যে প্রবন্ধগুলি লিখিলেন তাহাতে আর কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইল না। প্রবন্ধগুলি যথাকালে পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। অতঃপর এক দিন মেড্‌লিকট সাহেব ভূদেব বাবুকে বলিলেন, "ইডেন সাহেব একবার আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।"

ভূদেব বাবুর সহিত তাঁহার চাকরী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ কথা হইবার পর হইতেই ভূদেব বাবুকে যাহাতে আর নর্ম্ম্যাল স্কুলে ফিরিয়া যাইতে না হয় তদ্বিষয়ে মেড্‌লিকট সাহেবের একান্ত আগ্রহ হইয়াছিল। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী এবং তাঁহার বন্ধু ইডেন সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন চেষ্টাতেই তিনি ইডেন সাহেবের সহিত সংসৃষ্ট কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া ইডেন সাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং মেড্‌লিকট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এই সকল প্রবন্ধ কে লিখিতেছে? গিফোর্ড বলিল, তোমার নিকট হইতেই এগুলি পাইয়াছে; কিন্তু তুমি শিক্ষা বিষয়ে এত বিস্তারিত কথা এর মধ্যে কিরূপে শিখিবে?—তোমার লেখা নয়।" উত্তরে মেড্‌লিকট সাহেব তাঁহাকে বলেন যে, উক্ত প্রবন্ধগুলি তাঁহার সহকারী জনৈক

* অনেক অনুসন্ধানেও এই পত্রের এক সংখ্যাও পাওয়া যায় নাই।

কৃতবিদ্য এবং অসাধারণ উচ্চ প্রকৃতির, এ দেশীয় ভদ্রলোক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

ইডেন সাহেবের সহিত পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রথম সাক্ষাৎকার এবং সমাদর প্রাপ্তি ঘটিলে ভূদেব বাবু তাঁহার কথানুসারে মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। ইডেন সাহেব গবর্ণর জেনরেল লর্ড অকলণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র। সাবেক উচ্চ বংশোদ্ভব সিভিলিয়ানদিগের ন্যায় তিনিও মনে করিতেন "নৈসর্গিক ক্ষমতায় দেশীয় সাধারণে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজদিগের অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে নিকৃষ্ট, সুতরাং দেশীয়েরা নেতৃপ্রধান ইংরেজের অধীনে কতকটা সুখে ও শান্তিতে, কিন্তু একান্তই বিনীতভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে, ইহাই বিধাতার নির্ব্বন্ধ; পরন্তু দেশীয়দিগের মধ্যে বিধাতা যাঁহাদিগকে সক্ষম ও গুণবান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ইংরাজের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র পার্থক্য করা উচিত নহে; 'বিশেষ গুণের' আদর করিতেই হয়; তাহার বিরোধী ব্যবস্থা বরাবর টিঁকে না।"

বাদসাহী মেজাজ বলিলে যাহা বুঝায়, ঐ সকল সিভিলিয়ানের কতকটা তাহা ছিল; তাঁহারা সাধারণ ইংরাজ এবং দেশীয় জনগণ উভয় অপেক্ষাই আপনাদিগকে অনেক উচ্চ মনে করিতেন; সুতরাং তাঁহারা কারবারী বা প্ল্যাণ্টার বা কলওয়ালা সাধারণ ইংরাজদিগের সহিত একত্রে পান ভোজনও করিতেন না। কোন কোন ইংরাজের সম্বন্ধেও "ছোটাজাত" শব্দ সময়ে সময়ে তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হইত; কিন্তু এ দেশীয় উচ্চবংশীয় বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে তাঁহারা তুল্যমূল্যভাবে আদর ও সম্মান করিতেন।

নীলের হাঙ্গামার সময় ইডেন সাহেব স্বজাতীয় প্ল্যাণ্টারদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণরূপে দেশীয় প্রজারই অনুকূল

ছিলেন। "নীল না বোনায় গবর্ণমেণ্টের বিরক্তি হয় না"—প্রকাশ্য আদালতে এই কথা সর্ব্বদা বলিয়া তিনি রায়ইতদিগকে অবাধ্য করিতেছেন, নীলকরেরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার নামে এই অভিযোগ করিতেন। লাট সাহেব হইয়া তিনি দেশীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইন প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ উহাঁকে অব্যবস্থিতচিত্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইডেন সাহেবের সমস্ত কার্য্য স্মরণ রাখেন নাই এবং সেই জন্য তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন "দেশীয়" কোন কথা লিখিবে ইহা তাঁহার চক্ষে, 'গুরুজনকে পদাঘাত' করার ন্যায় অবিনয়—ইহা তাঁহার সহ্য হইত না! তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ঐ গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয়ের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় এবং সমস্ত দেশীয়ের মধ্যে যত গুণ আছে, ঐ গবর্ণমেণ্টের ভিতরে তাহার অপেক্ষা অধিক গুণ আছে! কিন্তু প্রকৃত তেজস্বী ইংরাজের ন্যায় তিনি এ দিকে আবার অন্যায় অবিচারের একান্তই বিরোধী ছিলেন। সুপালিত পরিবারে পুত্র কর্ম্মচারী প্রভৃতির বাটীর কর্ত্তার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট বিনম্র সুভদ্র ধরণে গবর্ণমেণ্টের নিকট এ দেশীয়গণ সর্ব্বদা একান্তই বিনীতভাবে থাকিবে, কিন্তু সদয় ব্যবহার এবং খাঁটি সুবিচার পাইবে, এইরূপই তাঁহার মত ছিল।

ফলতঃ তিনি দেশীয়কে বিশেষ ভালবাসিয়া নীলকরের বিরোধী হন নাই; সাধারণতঃ দেশীয়কে অনেকটা নিরেশ মনে করিয়াও তাহাদিগকে সুবিচার দিতে পারিয়াছিলেন। "কোন জাতীয় অপরাধীর সহিত আমার সহানুভূতি নাই" (আই হ্যাভ নো সিমপ্যাথি উইথ দি ক্রিমিন্যাল্স অফ এনি কমিউনিটি) তাঁহার এই কথা প্রকৃতই তাঁহার মনের কথা ছিল। এই জন্যই তিনি ইল্‌বার্ট বিলের প্রবর্ত্তনের মূল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, দেশীয় বিশ্বস্ত হাকিমে ইংরাজ অপরাধীর বিচার করায় কোন ক্ষতি নাই; তাহাতে "রাজার ইজ্জতের" হানি হইবে না।

ভূদেব বাবুর লিখিবার, বুঝাইয়া বলিবার এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়া ইডেন সাহেব তাঁহাকে যথার্থই ভালবাসিতে লাগিলেন। তিনি নিজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ভূদেব বাবুর সবল চরিত্র, সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির এবং বাক্যে এবং কার্য্যে সর্ব্বদা মিল দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। ইডেন সাহেব নিজে একজন "লিখিয়ে" লোক ছিলেন। তিনি "লিখিয়ে" লোক মাত্রেরই সমাদর করিতেন *। ভূদেব বাবুর সহিত এবং ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার যাবজ্জীবন বন্ধুত্বের ঐ একই কারণ।

ইডেন সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর প্রথম সাক্ষাৎকারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য (১৮৬২-৬৩ অব্দে বজেটে) ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এই টাকার ব্যবহার কি প্রণালীতে করিতে হইবে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এ যাবৎ তাহার কিছু স্থির করেন নাই।

ফলতঃ ঠিক যে সময়ে ভূদেব বাবুর সহিত ইডেন সাহেবের বিশিষ্ট পরিচয় হইয়া শ্রদ্ধার উদয় হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ঘটনাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী উপযুক্ত প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া ঐ ত্রিশহাজার টাকার সুসঙ্গত ভাবে বার্ষিক ব্যয়ের প্রয়োজন আসিয়া পড়ে। ইডেন সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইলে ভূদেব বাবুর কার্য্য ক্ষমতার এবং অভিজ্ঞতার ব্যবহারে গবর্ণমেণ্টের ঐ ব্যয় সফল হইতে পারে ইডেন সাহেবের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

* তিনি বলিতেন "বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের মধ্যে 'লিখিয়ে' লোকেরাই সর্ব্বোচ্চ। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নতি শুধু কলমের জোরে যে এখন হইতে পারে, ইহাই আধুনিক সভ্যসমাজের সর্ব্বপ্রধান প্রশংসার কথা।" আমাদেরও শাস্ত্রের কথা—"পুরুষস্য বাগেব রসঃ।"

যখন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগীয় ডিরেক্টরের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকার সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রস্তাব হইতেছে না কেন, তখন ডিরেক্টর সাহেব ব্যস্ত হইয়া ইনস্পেক্টরদিগকে লিখিলেন যে, কিরূপ উপায়ে প্রাথমিক শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সহজে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যেন সত্বর রিপোর্ট পাঠান।

মধ্য বিভাগের প্রতিনিধি স্কুল ইনস্পেক্টর মেডলিকট সাহেব ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট যে রিপোর্ট (৯।৮।১৮৬২) প্রেরণ করেন তাহার উপসংহারে লিখিয়াছিলেন, "মধ্য বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর জেলার স্কুল পাঠশালাদি পরিদর্শন করিয়া আমার নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহাও পাঠাইয়া দিতেছি। উহা পাঠেই উহার উৎকর্ষ উপলব্ধি হইবে। ভূদেব বাবুর শিক্ষা বিষয়ের অভিজ্ঞতার এবং গুরুতর বিষয় সকলে সমীচীন মীমাংসা করিবার অসাধারণ নৈসর্গিক শক্তির সম্পূর্ণ সাহায্য আমার এই রিপোর্টে লেখার সময় পাঠাইয়াছি।" ভূদেব বাবু মেড্‌লিকট সাহেবের রিপোর্টের উপকরণ সংগ্রহ জন্য বৰ্দ্ধমানের পাঠশালা পরিদর্শন কালে বরাবর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবেই সাহেবকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর জিলার পাঠশালা সম্বন্ধে নিজে যে রিপোর্ট করেন তাহাতে প্রাচীন পাঠশালায় কি জন্য কতক চাষীর ছেলেও আসিত এবং উন্নত স্কুল পাঠশালায় কি জন্য সে পরিমানে আসার সম্ভাবনা নাই তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগ শেষ পয্যন্ত তাঁহার ঐ বিষয়ের সুপরামর্শ গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার প্রথম প্রবর্ত্তিত পাঠশালাগুলিতে তিনি এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে উপযোগী প্রাচীন অত্যুৎকৃষ্ট রীতি অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন :—

(১) প্রাচীন পাঠশালাগুলি প্রাতে ছয়টা হইতে নয়টা এবং অপরাহ্নে তিনটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত; উহাই এ দেশের উপযোগী। উহাতে দশটা—চারিটার মধ্যে চাষীর ছেলেরা মাঠে খাদ্যাদি লইয়া যাওয়ার সময় পায়।

(২) খড়ি দিয়া লেখা, তাহার পর তাল পাতে এবং তাহার পর কলা পাতে লেখার ধারা এবং উচ্চারণ করিয়া করিয়া লেখা ভাল পদ্ধতি। প্রথম হইতেই শ্লেট, পেন্সিল, ছাপান পুস্তক এবং কাগজে লেখার ব্যবস্থায় দরিদ্র চাষীর সুবিধা হয় না।

(৩) মানসাঙ্ক অনেকটাই কমাইয়া শ্লেট পেন্সিলের অঙ্ক শিক্ষায় দরিদ্র চাষী শ্রেণীর সাধারণতঃ বিশেষ উপকার হয় না।

(৪) স্কুলের মাহিনা নগদ আদায়ও ঐ শ্রেণীর তৃপ্তিকর নহে; উহারা কিছু কিছু তণ্ডুলাদি দিত।

ভূদেব বাবু অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছিলেন যে, যে কয়েকটী 'উন্নত পাঠশালায়' নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রেরা পড়াইতে গিয়াছিল সেই সকল গুলি-তেই পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তরের ছাত্র অনেকে পাঠ-ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় ছাত্রসংখ্যা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর অভিভাবকেরা "পড়ান ভাল হইতেছে" বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন! ভূদেব বাবুর লক্ষ্য ছিল যাহাতে স্বদেশীয় সকল শ্রেণীরই সম্পূর্ণ সুবিধা হয়—সেই জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল যাহাতে নিম্নস্তরেরও উপযোগী করিয়া গঠিত প্রাচীন পদ্ধতি অক্ষুন্ন থাকে, অথচ উচ্চতর শ্রেণীতে বই পড়া ভাল হয়।

ডিরেক্টর বাহাদুর এক্ষণে ইনস্পেক্টরদিগের প্রেরিত রিপোর্ট সমূহের প্রতিলিপিসহ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটরীর নিকট যে পত্র পাঠাইলেন (নং ২৮৭৩ ডিসেম্বর ১৮ই ১৮৬২) তাহার উপসংহারে

লিখিলেন, "সহকারী ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় হইতে আমরা উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে যে বিশিষ্টরূপ সাহায্য পাইয়াছি সে কথা আমি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে ইচ্ছা করি। ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট হইতে এবং ভূদেব বাবুর সহিত চিঠি পত্রাদির সংস্রবে আসিয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে পাঠশালা সমূহের উন্নতি সাধন সংক্রান্ত এই বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহার পদটী স্থায়ী করিয়া দেওয়া হয় ইহাই আমার অভিপ্রেত। এ সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ কার্য্যকুশলতা ও যেরূপ বিশেষ অভিজ্ঞতা তাহাতে এ কার্য্য তাঁহার দ্বারাই যে সর্ব্বতোভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ইহার পরেই (১৩।১।১৮৬৩ হইতে) ভূদেব বাবু স্কুল সমূহের অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন, এবং বর্দ্ধমান কৃষ্ণনগর ও যশোহরের তিনটি ট্রেণিং স্কুলের তত্ত্বাবধান ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইল। মেড্‌লিকট সাহেব পশ্চিম সার্কেলের এবং উড্রো সাহেব মধ্য সার্কেলের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর হইলেন। বর্দ্ধমানের ট্রেণিং স্কুল ১৮৬২ সালের ২রা ডিসেম্বর এবং কৃষ্ণনগর ও যশোহরের ট্রেণিং স্কুল যথাক্রমে ১৮৬৩ সালের ১৫ই ও ২৭শে জানুয়ারী স্থাপিত হয়; এবং ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন, ৺ নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ও ৺ সীতানাথ তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের এই তিনজন কৃতবিদ্য ছাত্রকে ভূদেব বাবু যথাক্রমে উক্ত তিনটী ট্রেণিং স্কুলের অধ্যক্ষতা পদে মনোনীত করেন।

একটি কমিটী সংস্থাপিত করিয়া তদ্দ্বারা যাহাতে এই সমস্ত ট্রেণিং স্কুলের পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং পরীক্ষান্তে পরীক্ষার ফল বিষয়ে একটী রিপোর্ট লিখিত হয় তজ্জন্য ভূদেব বাবু, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺দীনবন্ধু মিত্র, রেভাঃ লালবিহারী দে এবং ৺তারাকান্ত বিদ্যাসাগর দ্বারা ট্রেণিং স্কুল

সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ করাইলেন। উহাঁরা সকলেই ট্রেণিং স্কুলগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন।

এইরূপ ঘটনাচক্রে ভূদেব বাবুর হস্তে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে ভার পড়িয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিলেন, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারই নিকটে শ্রুত এবং তাঁহার রিপোর্ট এবং পুস্তকাদিতে প্রকাশিত কয়েকটী অভিমত সঙ্কলিত করিয়া এইস্থলে দেওয়া যাইতেছে :—

(১) ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থার এবং শিক্ষার সম্বন্ধে যতই আলোচনা হইতেছে ততই উহাদের উৎকর্ষ এবং সারবত্তা "সকল বিষয়েই" * প্রমাণিত

* অধিকারী ভেদ স্বীকার, যোগ সাধনা, নাড়ী বিজ্ঞান, শবদাহ ব্যবস্থা, সাত্ত্বিক প্রকৃতির গঠন, প্রভৃতি অপর "সকল" বিষয়েরই উৎকর্ষের কথা ছাড়িয়া কেহ কেহ ভারতের পরাধীনতার উল্লেখই সর্ব্বদা করিয়া থাকেন এবং ভারতের সকল ব্যবস্থাই যে নিকৃষ্ট, ঐ ঘটনা হইতেই সাধারণ ভাবে তাহার অনুমান করিতে চাহেন। এসম্বন্ধে ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন :—কোন ভদ্র পল্লীতে ডাকাইত পড়িলে যদি পল্লীবাসীদের সম্মিলিত ভাবে বাধা প্রদানের অভাবে লুণ্ঠন কার্য্য সমাধা হইয়া যায়, তাহাতে ডাকাইতদিগের সুদৃঢ় দল বন্ধন এবং লাঠিবাজীর দক্ষতা মাত্র গ্রামবাসীদিগের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; তাঁহাদের নিজের অপর সকল বিষয়ের সুভদ্র ব্যবস্থাগুলিতে কোন দোষই পড়েনা। প্রকৃত কথা এই যে (১) ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধে প্রজা সাধারণের ধর্ম্মে, ধনে মানে, এবং ভূমিতে হস্তার্পণ হইত না বলিয়া তাহারা যুদ্ধ সম্বন্ধে "ঔদাসীন্যে অভ্যস্ত" হইয়াছিল; সেই জন্য প্রতি গ্রামে "মিলিসিয়া" সৈন্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে ঘটে নাই। (২) ভারতের সীমান্ত প্রদেশের রাজারাই তখন বহিঃশত্রু হইতে সাধারণতঃ দেশ রক্ষা করিতে পারিতেন। বাহিরে তেমন প্রবল কেহ ছিল না; এজন্য রাজাদিগের মধ্যে আপৎকালে সম্পূর্ণ সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য একজন "ডিক্টেটর" বা সর্ব্বাধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থাও ছিলনা। এই দুই কারণে যে ধর্ম্মোন্মত্ত বিপুল মুসলমান শক্তি হঠাৎ উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্ব-রোমক-সাম্রাজ্য, পারস্য, আফ্রিকা ও স্পেনকে অবলীলা ক্রমে পদানত করিল, তাহাকে ভারত সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে পারে নাই। (৩) তদ্ভিন্ন জনগণের

হইতেছে। প্রাচীন ভারতের 'গ্রামিক ব্যবস্থাও' পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ ছিল। ইউরোপে যতই "স্থানীয় কার্য্য স্থানীয় লোকের হস্তে দেওয়া উচিত"— এই জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে ততই 'ভারতীয় গ্রামিক ব্যবস্থার' সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হইতেছে।

(২) প্রত্যেক গ্রাম বিভিন্ন পাড়া এবং টোলার সহিত ধরিলে, এক একটী ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্রের ন্যায় অন্তঃশাসিত * ছিল। উহাতে ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকল বর্ণের এবং অধ্যাপক, লেখক শিল্পী, কৃষক, শ্রমজীবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক ছিল। মুসলমান আমলেও গ্রামিক ব্যবস্থা অনেকটা সুরক্ষিত ছিল; কেবল জমিদারেরা গ্রামের ষষ্ঠাংশ বা কোথাও কোথাও তদধিক উৎপন্নাংশ, নবাব সরকারে আদায় করিয়া দিতেন। দেশের সমস্ত আবাদীভূমি এবং বাস্তুজমি কোন না কোন গ্রামের কোন না কোন চৌকিদারের এলাকাভুক্ত ছিল। ইংরাজের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারেরা ভূমিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলে এবং অনেক বিষয়ই মফঃস্বল পুলিশের হস্তে পড়িলে, গ্রামিক স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; এখনও অনেক গ্রামে চৌকি-দারদিগের সাবেক চাকরান জমির নিদর্শন পাওয়া যায় এবং কোন কোন গ্রামে কর্ম্মকার এবং কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পীগণ আজও কৃষ্যুৎপন্ন শস্যের অত্যল্প অংশ সকল ক্ষেত্র হইতে পাইয়া থাকে। তাহাদিগকে যে সযত্নে গ্রামে বসান হইয়াছিল ইহা তাহারই স্মৃতি চিহ্ন।

(৩) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল এবং ক্রিয়াকার্য্যে তাঁহারা গ্রামিকদিগের নিকট হইতে সিধা এবং প্রণামী পাইতেন। নির্লোভ,

মধ্যে সকল অনৈক্য নিরাকরণের অমোঘ উপায়—"সার্ব্বভৌম এক রাজার দীর্ঘকাল ধরিয়া সুদৃঢ় শাসন" ভারতবাসী ইতিপুর্ব্বে পায় নাই। উহা পাইয়া ভারত উপকৃত।

* বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ—বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন।

সংযত-চরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অন্নদান করিয়া, নিজ গৃহে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে রাখিয়া, ছাত্রদিগকে "প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা" দিতেন; উন্মুক্তদ্বার পর্ণকুটীরে, পরিচ্ছন্নভাবে, সদাচারে, উচ্চ চিন্তায়, অত্যল্পব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ ছাত্রেরা পাইত এবং গ্রামিকেরাও তাহা দেখিয়া ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ থাকিত। এখনকার স্কুলের ও কলেজের 'হষ্টেলে' পৃথকবাসে সেরূপ 'গুরুগৃহ বাসের' পূর্ণ উপকার পাওয়া অসম্ভব। মিথিলা, নদীয়া, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, বাকলা, খানাকুল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সমাজের টোলগুলি যেন কতকটা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-সমষ্টির প্রতিরূপ ছিল।

(৪) প্রত্যেক গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি সর্ব্বশ্রেণীর বালকদিগকে লিখন, পঠন, নামতা, মানসাঙ্ক, দাতাকর্ণ, গঙ্গাস্তব, চাণক্য শ্লোক প্রভৃতির শিক্ষা দিতেন। গুরুমহাশয়ের 'শাসনে থাকিয়া' ছেলেরা অনেকটা সংযত চরিত্র হইত। ঐ প্রাথমিক শিক্ষা অন্ত্য-জাদি ভিন্ন সকলের পক্ষেই যে অনেকটা 'বাধ্যতা মূলক' এবং সুব্যবস্থিত শিক্ষা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সমস্ত পাঠশালায় 'সর্দ্দার পোড়োর' ব্যবস্থা ছিল; গ্রামিক মণ্ডলাদির প্রদত্ত অধিকারের ব্যবহারে গুরুমহাশয় অনুপস্থিত (ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং নবশাক শ্রেণীর) ছেলেদের 'ধরিয়া আনাইয়া' পড়াইতেন। "গুরুমহাশয়! গুরুমহাশয়! তোমার পোড়ো হাজির"—প্রভৃতি ছড়া আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অভিভাবক-দিগের প্রশ্রয়ে, ছেলেদের ঔদ্ধত্যে এবং পুলিসের ভয়ে গুরুমহাশয়েরা এখন সর্ব্বত্রই সে ব্যবহার ছাড়িয়াছেন। গুরুমহাশয়েরাও যে গ্রাম হইতে কিছু কিছু সাহায্য বৃত্তির স্বরূপ পাইতেন এবং ছাত্রদিগের অভি-ভাবকদের নিকট হইতে পৃথক আরও কিছু কিছু পাইতেন এবং গ্রামে লেখাপড়ার অনেক কার্য্যে লাগিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে এইভাবে 'উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার' এবং 'যথেষ্ট প্রসারিত ভাবে নিম্ন প্রাথমিক

শিক্ষার' ব্যবস্থা এক প্রকারে ক্ষুৎপন্ন হইতে "গ্রাণ্ট ইন এড" প্রণালীতে এবং স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের প্রদত্ত সাহায্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৫) ইংলণ্ডের অধিবাসী সাক্‌সনদিগের সমস্ত ভূমিই বিজয়ী নর্ম্মান জমিদার (ব্যারন) দিগের হস্তে পড়ে; তখন গ্রামিকদিগের কোন প্রকার স্বত্বই বাকী রাখা হয় নাই। জমির জন্য জমিদারদিগকে রাজাকেও কোন খাজনা দিতে হইত না, যুদ্ধে সাহায্য মাত্র করিতে হইত। সাধারণ লোকের শিক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্তই ছিল না। পাদ্রিরাই লিখিতে পড়িতে জানিতেন; এই জন্য 'ক্লার্ক' বা লেখক শব্দের মূখ্য অর্থই 'পাদ্রি'! মঠে পাদ্রিরা গ্রীক লাটিনের শিক্ষা পাইতেন। যখন ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল এবং মঠের ভাল ভাল বাড়ীতে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও ঐ গ্রীক লাটিনের শিক্ষাই দেওয়া হইতে লাগিল। মঠের প্রচুর ভূসম্পত্তি হইতে কলেজগুলির যথেষ্ট আয় রহিল। [এদেশেও ইংরাজী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে ইংলণ্ডের ভাল বাড়ীর এবং ব্যয় বাহুল্যের আদর্শ আসিয়া পড়িয়াছে—এদেশের উপযোগী প্রাচীন ব্যবস্থা—'পর্ণ-কুটীরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের অন্ন দিয়া পড়ানর আদর্শ' অণু-মাত্রেও উহারা পায় নাই]। ইংলণ্ডে তখনও সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা হয় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোকে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া চরিত্রবান্ হইলেই দেশের পক্ষে যথেষ্ট—সাধারণ লোকে উহাদের দেখিয়া শিখিবে; জল যেমন মাটিতে বসিয়া নিম্নে যায় শিক্ষাও সেইরূপ যায়—এই মত [ইহাকে 'ফিলট্রেশন থিওরি' বলা হইত] প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ বস্তুতঃ একান্তই অসার নহে; ভদ্র পল্লীর অন্ত্যজেরাও অনেকটা সুভদ্র কথা কহে।

(৬) সর্ব্বোচ্চ প্রকৃতির ইংরাজেরা মনে করেন—"দাসের মনিব দাসের অপেক্ষাও ত্বরিত-গতিতে অবনতি প্রাপ্ত হয়; এজন্য ব্রিটিশ প্রজা

এবং ভারতের প্রজার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই রাখা উচিত নহে; সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন সাম্রাজ্যের সকল অংশেরই পাওয়া উচিত; ঐরূপ প্রীতির বন্ধনে যে 'ফেডারেশন' বা সম্মিলন, তাহাতেই সমগ্র মানবজাতি একদিন রাজ্যগঠণপ্রণালীর আদর্শ পাইবে।"—এই শ্রেণীর মহাত্মাদিগের সংখ্যা একান্তই অল্প; সময়ে সময়ে দুই একজন ঐ মহোচ্চ প্রকৃতির লোক যে জন্মেন, তাহাতেই ইংলণ্ডের মহত্ত্ব। মধ্যম প্রকৃতির ইংরাজেরা যদিও এরূপ 'পরার্থেই স্বার্থ দ্রষ্টা' নহেন এবং ভারত অধিকার হইতে ইংলণ্ডের অনেকটা 'সুবিধাই' চাহেন এবং সেজন্য ভারতবাসীকে একেবারেই তুল্যমূল্যরূপে ব্যবহার করিতে বা উহাদের উন্নতির পথ 'সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত' করিয়া দিতে চাহেন না, তথাপি ইংলণ্ডের সুবিধার জন্যও "ভারত-বাসীর বিশেষ অনিষ্ট" হয় ইহা তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই চাহেন না; প্রত্যুত আপনাদের যে যে প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবস্থায় উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা ভারতবাসীকেও দিতে একান্তই আগ্রহান্বিত।* [এই কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিলে ইংলণ্ডের নূতন নূতন ব্যবস্থার অনুকরণে এদেশে কোন্ প্রকার ব্যবস্থা প্রণয়ণের প্রস্তাব উঠিবে তাহা দুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা অনুমান করা যায়!] অধম প্রকৃতির ইংরাজেরা প্রায়ই ভারতসম্বন্ধে,

* ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িতেছে।
* * এইমহানিষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই সুদূরদর্শী এবং উদারমতি ইংরাজ শাস্তৃগণ কেহ বা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, কেহ বা স্বদেশীয় বিদ্যাদানের, কেহ বা স্বায়ত্ত শাসন শক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। সে সকল উপায় একান্ত নিষ্ফল হয় নাই—কিন্তু পর্য্যাপ্তও হয় নাই। এখনও সমাজের উপরিভাগ নামিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের যে এতদূর দারিদ্র্য হইয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরাজরাজের তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত ছিল না।" [সামাজিক প্রবন্ধ—ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা—আর্থিক অবস্থা বিষয়ক।]

'কর্ত্তৃত্ব ভার' পায়েন না; তবে কেহ কেহ কখন কখন অধম প্রকৃতিকদিগের মতগুলি উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া সর্ব্বসাধারণ ইংরাজের নিকট বিশিষ্টভাবেই নিন্দিত হইয়াছেন। একজন বলিয়াছিলেন ভারতের রক্তমোক্ষণ করিয়া লইতেই হইবে (ইণ্ডিয়া মষ্ট ব্লীড্)। আর একজন বলিয়াছিলেন—আমরা ভারতে উচ্চশীর্ষ লোক রাখিতে পারি না (উই ক্যানট টলারেট টল পপিল্জ্ ইন্ ইণ্ডিয়া) ! কিন্তু সাধারণতঃ ইংরাজ এখনও ন্যায় পথকেই সুবিধার পথ বলিয়া (অনেষ্টি ইজ্ দি বেষ্ট পলিসী) প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করেন এবং সেই জন্যই এতটা শক্তিমান রহিয়াছেন।

(৭) ইংরাজ স্বদেশে বিত্তশালী জমিদার শ্রেণী হইতে শিক্ষিত এবং কর্ম্মঠ লোক অনেক পাইয়া সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই বাঙ্গালাকে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা একটী ভূমিতে-স্বত্ব-বিশিষ্ট শ্রেণী দিয়াছিলেন—ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাতে এখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক অধিক। ইংরাজেরা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে প্রাচীন গ্রীক লাটিনে শিক্ষিত চরিত্রবান্ লোক দ্বারা উপকার পাইয়া এদেশেও প্রথমে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই 'গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮২৪)। তৎপূর্ব্বে (১৮১৬) যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা 'হিন্দুদিগের চাঁদায়' হয়। তখনও ইংলণ্ডে সাধারণ শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করেন নাই। মেকলে সাহেব স্বদেশে গ্রীক লাটিন শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধেও অজ্ঞতামূলক তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিতেন এবং 'দধি দুগ্ধ মধু সমুদ্রের' উল্লেখ দ্বারা উহার অধিক সংস্কৃত শাস্ত্রে আর কিছুই নাই, এই ভাব প্রকাশ করেন (১৮৩৫)। তিনি ভারতবর্ষেও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী হইলেন। ঐ সময়েই ইংলণ্ডে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। ভোট দিবার ক্ষমতা সাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি হওয়ায় ইংলণ্ডের

মন্ত্রী-সভার সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইল যে, যাহারা পালিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাইবে, সুতরাং তাঁহাদের 'মনিবের স্থানীয়', তাহারা একেবারেই নিরক্ষর না থাকা ভাল (দি নেসেসিটি অফ টীচিং আওয়ার মাষ্টার্স)। সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রথম গ্রাণ্ট ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট ১৮৩৩ অব্দে করিলেন এবং ১৮৩৯ অব্দে ইংলণ্ডে শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হইল। ভারতেও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে গ্রাম্য পাঠশালা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হয় এবং মিঃ আডামস্ উহাদের সংখ্যা একলক্ষ বলিয়া অনুমান করেন। লর্ড হার্ডিংয়ের আমলে (১৮৪৪) বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় ১০১টী মডেল স্কুল স্থাপিত হয়; বোর্ড অফ রেভিনিউ উহাদের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলি ভাল চলিল না। তাহার কারণ নির্দ্দেশ ঠিকই করা হয়; লোকে 'বাঙ্গালা শিক্ষা' প্রতি গ্রামেই সস্তায় পাইতেছিল; সেজন্য দূরে অধিক বেতন দিয়া ছেলে পাঠাইতে তাহারা রাজী হয় নাই। এই বিষয়টী সুবাবাঙ্গালায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারায় যখন লর্ড ডালহৌসি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ন্যায় নূতন পাঠশালার ব্যবস্থা বাঙ্গালায় করিতে বলিলেন, তখন উক্ত প্রদেশের অনুকরণে বাঙ্গালায় প্রাচীন পাঠশালাগুলির অস্তিত্ব একেবারেই লোপ করিয়া একটা শিক্ষাকরের সাহায্যে নূতন পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা হইল না। এই জন্য বাঙ্গালায় ভাল পুস্তক প্রস্তুত করার চেষ্টা হইল; জুনিয়র এবং সিনিয়র পরীক্ষায় বাঙ্গালায় প্রশ্ন দেওয়া হইতে লাগিল; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রাম্য পাঠশালাগুলি নষ্ট করায় ফল নাই বুঝিয়া এবং উহাদের উন্নতি জন্য কি করা যাইতে পারে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, সেগুলির উপর হস্তক্ষেপ করা হইল না।

(৮) আয়র্লণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট দ্বারা বহুলক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়া ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেই সময়ে কোর্ট অফ ডিরেক্টরেরাও তাঁহা-

দের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা সংক্রান্ত অনুজ্ঞা (ডেস্প্যাচ) পাঠান (১৮৫৪)। উহাতে ভারতবাসীকে শিক্ষাদান ধর্ম্ম্য-কর্ত্তব্য (সেক্রেড ডিউটী) বলিয়া স্বীকৃত হয়; এবং বলা হয় যে (১) শিক্ষা বিস্তারে ফৌজদারী অপরাধের হ্রাস হইবে, (২) বিশ্বাসী ও সক্ষম সরকারী কর্ম্মচারী প্রস্তুত হইবে এবং (৩) ভারতবাসীর ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়া ইংলণ্ড এবং ভারত উভয় দেশেরই উপকার হইবে। ১৮৫৯ অব্দের ডেস্প্যাচে (রিভাইজড কোডে) (১) শিক্ষা বিভাগ; (২) বিদ্যালয় এবং কলেজ, (৩) জিলা স্কুল, (৪) মধ্যশ্রেণীর স্কুল (৫) প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাচীন দেশীয় পাঠশালা (৬) ট্রেনিং স্কুল, (৭) টেক্‌নিক্যাল (শিল্প) স্কুল, (৮) বালিকা বিদ্যালয় এবং (৯) গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রণালীর কথা সুস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছিল। এই সকলের মধ্যে পঞ্চম দফার অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুরী হইয়াছিল।

তখন ইংলণ্ডে যেরূপ নূতন স্কুল ও নূতন শিক্ষাকর ব্যবস্থা হয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার জন্য চেষ্টা উপলক্ষে "ঠিক সেইরূপ" করা হইলে, তথাকার প্রাচীন গুরুদিগের ও পাঠশালাগুলির উচ্ছেদ হইয়া গেল! কিন্তু ভূদেব বাবু নর্ম্ম্যাল স্কুলের কার্য্যকালে এবং প্রতিনিধি আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর থাকার সময়ে ইংলণ্ডের এবং ভারতের অপর প্রদেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় রিপোর্টগুলি সযত্নে পড়িয়া স্বায় কার্য্য সংসৃষ্ট সকল বিষয়ই সুচিন্তিত এবং সুনির্দ্ধারিত রাখিয়াছিলেন; সুতরাং বাঙ্গালা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যভার ভূদেব বাবুর উপর পড়ায়, তথাকার ফল উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ হয়। বহু সহস্র বৎসরের দেশীয় পাঠশালাগুলি বাঙ্গালায় অক্ষুন্ন রহিয়া গেল; কতকগুলি মাত্র উন্নত করা হইল। পাঠশালার গুরুদিগকে, বা তাহাদের বয়স অধিক হইয়া থাকিলে তাহাদের কোন আপনার লোককে, ট্রেণিং স্কুলে পাঠাইয়া

কিছুদিন শিক্ষা দেওয়া হইল; ঐরূপ শিক্ষিত গুরুকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতে লাগিল এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকের ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উৎসাহে গ্রামবাসীরাও পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য যত্নবান হইল; তাহাদের সাহায্যে পাঠশালার জন্য সস্তায় পরিচ্ছন্ন চালাঘর সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। ফলতঃ স্বদেশভক্ত প্রকৃতদর্শী দেশীয় কর্ম্মচারীর সাদরে সাহায্য লইলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য যে কত ভাল হইতে পারে তাহা এই পাঁচ টাকার পাঠশালাগুলি, দেখাইয়া গিয়াছে।

ভূদেব বাবুর সর্ব্বদা স্থির লক্ষ্য ছিল যেন দেশের সকল কার্য্যেই সাধারণের উৎসাহ থাকে। কিন্তু কোন অধিকার বা দায়িত্ব না থাকিলে ঔদাসীন্য আসিয়া পড়া স্বাভাবিক; এইজন্য তিনি উন্নত পাঠশালাগুলিতে প্রথম হইতেই স্থানীয় লোকদিগের কতকটা হাত রাখিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যবস্থা করিয়া লইলেন যে (১) ঐ পাঠশালা গুলির জন্য ভবিষ্যৎ গুরু গ্রামের লোকেরাই মনোনীত করিবেন (২) এক বৎসর শিক্ষা পাইয়া গুরু প্রশংসাপত্রসহ ফিরিলে গ্রামের পাঠশালায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং না করিলে সরকারী যে ৬০৲ টাকা ঐ গুরুর উপর খরচ হইয়া যাইবে তাহা দণ্ড স্বরূপ দিতে কয়েকজন গ্রামবাসী চুক্তি পত্রে আবদ্ধ থাকিবেন। (৩) পরন্তু ট্রেনিং স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুরু সেই পাঠশালায় না পড়াইলে ঐ বৃত্তির (৬০৲) টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। এইভাবে সরকারী ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত পাঠশালায় গুরুরা নিজেদের গ্রামবাসীদেরই লোক বলিয়া বুঝিত ও সরকারী কর্ম্মচারী মনে করিয়া অহঙ্কৃত হইত না।

গ্রামের লোকে কোন বাধা উপস্থিত করিলেও ভূদেব বাবু তুষ্ট হইতেন। সাধারণের কার্য্যে ঔদাসীন্যই তিনি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা

মারাত্মক দোষ বলিয়া ধরিতেন এবং সেইজন্য অন্যায্য বাধাতেও কিছু জীবনী শক্তির উপলব্ধি করিয়া তাহাতেও শুভ লক্ষণই দেখিতেন। *

ভূদেব বাবু বলিতেন, এবং সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, যে সকল লোকের বা যে সকল প্রতিষ্ঠানের-সম্পূর্ণ খরচ, বাহির হইতে যোগান হয়, সে সকলে গর্ব্ব এবং আলস্য আসিয়া পড়ে; যে সকল লোকের বা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার স্থায়ী আয় নাই তাহাদের মধ্যে প্রায়ই নিরুদ্যম আসিয়া পড়ে; 'কিছু' স্থায়ী আয় এবং উদ্যমের জন্য উৎসাহ দান থাকিলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুফল দেখা যায়। এই জন্য ভূদেব বাবু গুরুমহাশয়দিগের পাঁচ টাকামাত্র মাসিকআয়ের ব্যবস্থা স্থির রাখিয়া দিয়া প্রাচীন (গ্রাণ্ট-ইন এড্) সাহায্যের পদ্ধতিই বলবৎ রাখিলেন। [পরে তাঁহার নিজের টাকায় সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্য জন্য স্থাপিত বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড হইতেও অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের সেই ভাবেই 'কিছু সাহায্যের' ব্যবস্থা করেন।]

ভূদেব বাবুর প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থায় উন্নত-পাঠশালার প্রত্যেককে বার্ষিক ৬০৲ টাকা দিতে হইত। পরে কম টাকা খরচে অধিক কাজ "দেখাইবার জন্য" সিভিলিয়ান মিঃ হ্যারিসন সাহেবের প্রবর্ত্তিত মেদিনীপুর জিলার ব্যবস্থারই আদর হয়। উহাতে সকল গ্রামের সকল পাঠশালাই সরকারী রেজেষ্টরী-ভুক্ত করা হয়; এবং কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে ও রেজেষ্টরী রাখিলে ছাত্রদিগকে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষায় আসিতে দেওয়া হয় এবং 'পরীক্ষার ফল অনুসারে পুরস্কার' দেওয়া হয়। উহাতে নূতন একটী পাঠশালাও স্থাপন

* I need not say why I read this as a good sign. In all that concern the people of this country and more especially the people of the mafassal, nothing is to be more apprehended than utter apathy and indifference. (১৮৬৪ অব্দের ২৮শে মের রিপোর্ট)

না করিয়া সরকারী রিপোর্ট অধিক পাঠশালা (সেগুলিত পূর্ব্বকাল হইতেই ছিল) "দেখান" হইতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ভূদেব বাবুর পাঁচ টাকার পাঠশালাগুলিই প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং ঐ ভাবে ক্রমশঃ "স*ল পাঠশালাকেই" উন্নত করিতে থাকিলে উপযুক্ত ব্যয়ে উপযুক্ত পাঠশালা সর্ব্বত্র গঠিত থাকিয়া 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উপকরণ' এতদিনে ঠিক হইয়া থাকিত!

ভূদেব বাবু অধীনস্থ সব ইনস্পেক্টরদিগকে এবং স্থানীয় লোকদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত পাঠশালা সমূহের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। স্থানীয় লোকদিগের যাহাতে যত্ন হয় তজ্জন্য তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র যাইয়া তত্রত্য লোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়াছিলেন।

অন্যান্য জেলার ন্যায় যশোহরের জমিদারদিগের সহিতও তিনি সাক্ষাৎ করেন। নড়ালের ৺গুরুদাস রায়ের সহিত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় বিবরণে ভূদেব বাবুর মানসিক গঠন কিরূপ ছিল তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। তিনি ভাল চাকরী করিতেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বা বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কিছুমাত্র গৌরব ছিল না; তাঁহার মনে গৌরব ছিল ত্যাগী ব্রাহ্মণ-পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে।—নড়ালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺গুরুদাস রায়ের সহায়তা পাইলে তাঁহার এলাকাভূক্ত স্থানসমূহে উন্নত পাঠশালা স্থাপনের সুবিধা হইবে বলিয়া ভূদেব বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলে ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূদেব বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, সেখানে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ উপায় ত হইবেই না, অধিকন্তু আপনাকে অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়াআসিতে হইবে। লোকটা বড়ই দুর্ম্মুখ।" ভূদেব বাবু কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, তথাপি আমার তাহাতে কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।

আমি ব্রাহ্মণ; গুরুদাস রায় নিতান্ত অপ্রিয়ভাষী হইলেও আমার প্রতি কোনরূপ কটূক্তি করিবেন না। কোন চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে আইস।” তিনি বলিলেন, “না মহাশয়! আপনার যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে আপনি যান আমি নিবারণ কিরূপে করিব? কিন্তু আমাকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতেই অনুমতি দিবেন; আমি একবার গিয়াছিলাম।”

ভূদেব বাবু একাই গুরুদাস রায়ের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, তথায় অনেকগুলি লোক উপবিষ্ট; গুরুদাস, বাবু অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ এবং ভাল আসনে বসিয়া আছেন; অপরাপর লোকগণ নিম্নে ফরাসের উপর বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,—তন্মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণও ছিলেন। সভার মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ভূদেব বাবু গুরুদাস রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণ”। গুরুদাস বাবু তখন “কুড়ুল কাটা” গোছের একটি প্রণাম করিয়া বলিলেন, “বসুন”। ভূদেব বাবু বলিলেন, “আপনাকে পরিচয় দিয়াছি, আমি ব্রাহ্মণ; কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণের জন্য বসিবার আসন ত নির্দ্দিষ্ট দেখিতেছি না; আমার বসিবার স্থান কোথায়?” গুরুদাস বাবু তখন একজন ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “একখানা আসন দে রে।” ভৃত্য গালিচা আসন আনিয়া ফরাসের উপর বিছাইয়া দিলে ভূদেব বাবু তদুপরি উপবেশন করিলেন।

গুরুদাস বাবুর পারিষদবর্গের মধ্যে একজন ভূদেব বাবুকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। তিনি ইত্যবসরে ভূদেব বাবুর পরিচয় গুরুদাস বাবুর গোচর করেন। ভূদেব বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র আসন না থাকার কথা বলায় গুরুদাস রায় মনে মনে ভূদেব বাবুর উপর কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সরকারী চাকরী করেন জানিতে পারিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত রূপ “বামনাই ফলানর” জন্য কতকটা প্রতিশোধ

লইতে পারিবেন ভরসা হওয়ায়, একটু হৃষ্টচিত্তে ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি করা হয় ?"

ভূদেব বাবু উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণের কার্য্য অধ্যয়ন অধ্যাপন ; তাহাই করিয়া থাকি। গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রণালীতে পাঠশালা সমূহ স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন ; আমি সেই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়া থাকি।" গুরুদাস বাবু তখন একটু স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কার্য্যের জন্য ম্লেচ্ছের বেতন লইয়া থাকেন ?"

ভূদেব বাবু বলিলেন, "হাঁ, ঐ কার্য্যের জন্য আমার বর্ত্তমান রাজ সরকার হইতে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে—রাজার জাতি বিচার করিতে হয় না। *

* (১) কোচবিহারে রাজার জাতি বিচার সম্বন্ধে একটা সরস গল্প প্রচলিত আছে। তথায় কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে কাঁসার থালে খাইতে দিয়াছিলেন; রাজ ভ্রাতাকে তাহা দেন নাই। বলেন, "রাজ শরীরে অষ্টদিকপালের সমাবেশ; কিন্তু রাজার 'ভ্রাতা' কোচজাতীয় মাত্র ; জল আচরণীয় নহেন।"

(২) ভূদেব বাবু সরকারীর কার্য্যকে জন্মভূমির কার্য্য বলিয়াই মনে করিতেন এবং সরকারী বেতন জন্মভূমিরই দান মনে করিতেন। এই জন্যই তাঁহার কার্য্য এত উৎকৃষ্ট হইত। তিনি উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা "অনেক অধিক সুস্পষ্ট ভাবে" বুঝিতেন যে, সরকারী কার্য্যে যতই 'এ দেশের প্রকৃত উপকার' করা হইবে, 'ততই' রাজার কার্য্য সুচারুরূপে করা হইবে, এবং ততই রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা রাজার প্রতি "প্রকৃত কৃতজ্ঞতা" পোষণ করা হইবে। কোনরূপ জুলুমে রাজার ইজ্জত বাড়ে না, প্রত্যুত প্রজার অসন্তোষে রাজারই ক্ষতি করা হয়। তাহাতে প্রকৃত রাজভক্তি নাই। এইজন্য তিনি এদেশের বিশেষ অবস্থায়, সরকারী চাকরীকে ম্লেচ্ছ রাজার বৃত্তি-গ্রহণ-ভাবে দেখিতেন না। শাস্ত্রে আছে যে রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয়েতর রাজার দান গ্রহণ করিতে নাই। (ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহীয়াদরাজন্য প্রসূতিতঃ)—কিন্তু মহারাণীর আদ্যশ্রাদ্ধে রাজবাড়ীতে বিদায় গ্রহণ (!) এবং দেশের কার্য্যে দেশের রাজস্ব হইতে রাজার হাত দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ, ঠিক এক নয়। ৺ গুরুদাস রায়ের সহিত তর্কে ভূদেব বাবুর এত কথার অবতারনার প্রয়োজন হয় নাই।

বিশেষতঃ, যখন 'দেশীয়' ভূস্বামিগণ ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত দ্বারা প্রকারান্তরে বিদ্যালোপ চেষ্টাতেই নিযুক্ত আছেন, তখন 'রাজার' এই বিদ্যাবিস্তারে যত্ন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য আর কিছু আছে কি?"

সর্ব্বদা চাটুকার বেষ্টিত গুরুদাস রায় ভূদেব বাবুকে যেরূপ অপ্রস্তুত করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এবং তাঁহার বাক্যে এবং আকারে প্রকৃত ব্রাহ্মণের 'অদৃষ্টপূর্ব্ব-তেজ' অনুভব করিয়া তাঁহার প্রতি একান্তই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দ্বারা মহাশয়ের কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে?" ভূদেব বাবু বলিলেন "আপনার জমিদারীর মধ্যে কোথাও আমার লোকে পাঠাশালা স্থাপন করিতে যাইলে আপনার তত্রত্য কর্ম্মচারিগণ যদি একটু পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে এই কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হয় এবং তৎসংস্পৃষ্ট সকলেরই পূণ্যলাভ হয়।" এই কথায় গুরুদাস বাবু বলিলেন, "আমার জমিদারীর মধ্যে যেখানে আপনার লোক পাঠশালা স্থাপনের জন্য যাইবেন, তাঁহার যথা সম্ভব সাহায্য করিতে আমার তথাকার কর্ম্মচারিগণ কোন মতে ত্রুটি করিবে না; আমি আজ হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

অতঃপর ভূদেব বাবু গুরুদাস বাবুর সহিত যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রতিগমন করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে ভূদেব বাবুকে যথার্থ তেজস্বী ব্রাহ্মণ জ্ঞানে গুরুদাস বাবু তাঁহার প্রতি বরাবরই যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন। ভূদেব বাবুর প্রেরিত শিক্ষাবিভাগের কোন কর্ম্মচারী তাঁহার জমিদারী মধ্যে কোথাও পাঠশালা স্থাপন করিতে গেলে যাহাতে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ সাহায্যদান করেন, সে পক্ষে অচিরেই তিনি সর্ব্বত্র আদেশ পাঠাইয়া দিলেন। ফলে কাজও তদনুরূপ হইতে লাগিল। ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা সকলেই বলিয়াছেন যে, তাঁহা-

দের মধ্যে যিনি যখন গুরুদাস রায়ের জমিদারীর মধ্যে কোন পাঠশালা স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছেন গুরুদাস রায়ের লোকে তাঁহাকে সবিশেষ যত্নের সহিত সাহায্য করিয়াছেন। ফলতঃ গুরুদাস রায়ের জমিদারী মধ্যে উন্নত পাঠশালা স্থাপন যেরূপ সহজ এবং স্বল্পায়াসসাধ্য হইয়াছিল তেমন আর কুত্রাপি হয় নাই।

গুরুদাস রায়ের সহিত ভূদেব বাবুর এই সাক্ষাৎ হওয়া প্রসঙ্গে একটী অমূলক গল্প কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায়। তাঁহারা বলেন যে —গুরুদাস রায় ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন "ব্যাতোন কত?" উত্তরে ভূদেব বাবু তাঁহার বেতনের পরিমাণ চারিশত টাকা বলিলে গুরুদাস রায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া "ড্যাড্‌ডা মুন্সেফের ব্যাতোন"—ভোগী ব্যক্তির জন্য তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র আসন (মাইচ্যা) আনাইয়া দিয়াছিলেন! পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেকে প্রথম পরিচয়ের সময়েই সরলভাবে 'বেতন কত' জিজ্ঞাসা করেন, এবং দুর্ম্মুখ গুরুদাস রায় স্বতন্ত্র আসন দিয়া ভূদেব বাবুর সম্মাননা করিয়া ছিলেন, এই দুইটী প্রকৃত কথা মাত্র শেষোক্ত মিথ্যা গল্পটীর ভিতরে আছে। কিন্তু ভূদেব বাবুকে নিজের বেতনের পরিচয় ঐ ক্ষেত্রে দিতে হয় নাই এবং চারি শত টাকা বেতন শুনিয়াই অত বড় ধনী গুরুদাস রায় বিচলিত হন নাই।

ভূদেব বাবু এইরূপে যাঁহার সহিত কোনরূপ সংস্রবে আসিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অধীনস্থ ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ সকলেই তাঁহার একান্ত প্রীতিভাজন এবং তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন। প্রতিবৎসর বার্ষিক রিপোর্ট দিবার সময় তাঁহারা সকলেই চারি পাঁচ দিনের জন্য চুঁচুড়ায় আসিয়া একত্র হইতেন। সকলে ভূদেব বাবুর বাড়ীতেই বাসা পাইতেন এবং ভূদেব বাবু সকলকে লইয়া (পংক্তি ভেদাদির হিন্দু আচার

সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া) আহারাদি ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ভূদেব বাবুর পত্নী এই সকল সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীগুলির প্রতি সম্পূর্ণ মাতৃ-বুদ্ধিতে যত্ন করিতেন; সকলেরই জন্য পর্য্যাপ্ত হয়, এরূপ পরিমানে থালা বাটী গেলাস আসন এবং তোষক চাদর বালিশ মশারি ক্রীত হইয়াছিল * এবং সুরক্ষিত থাকিত; কাহার কাহার পত্নীর জন্য গহনা গড়াইয়াও দিতেন। † বস্তুতঃ স্বদেশীয় উচ্চতর পদস্থ সহৃদয় ব্যক্তির অধীনে চাকরী করিয়া যে কত প্রকারে কত সুখ হইতে পারে, তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণই অনুভব করিতেন। একদিন পলান্নাদি বিবিধ ভোজ্যের প্রশংসাচ্ছলে একজন ডেপুটী ইনস্পেক্টর বলিয়াছিলেন, "এটা ত আমাদের 'মিটিং' (কার্য্যের জন্য একত্র সম্মিলন) নয়; এ "মিট ইটিং" (সুপক্ক মাংস ভোজনের ব্যবস্থা) !

ভূদেব বাবু বরাবরই তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী কেহ চুঁচুড়ায় আসিলে অপর বন্ধুদিগের ন্যায় তাঁহার বাটীতেই অবস্থান এবং আহার করাইতে যত্ন করিতেন। রাজশাহীর ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস (ইনি পরে ক্যাম্বেলী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান হইয়া রায় বাহাদুর পদবী পাইয়াছিলেন) বলিয়াছিলেন যে তিনি, তাঁহার এক রাজশাহীর বন্ধুর আত্মীয় হুগলী কলেজের অধ্যাপক থাকায় তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিয়াছিলেন; ইহাতে

---

* (১) কিছুরই অভাব নাই; কিছুরই অস্থিরতা নাই; সকলই যথাযথ। যাহাতে দৃষ্টি করেন তাহাই উথলিয়া উঠে। (পারিবারিক প্রবন্ধ—উৎসর্গ)

(২) "বোধ হয় আমার মত অনেক গৃহস্থের মধ্যে এত অধিক এবং এত প্রকার গৃহোপকরণ নাই" (ঐ—গহনা গড়ান)

† "অমুককে তুমি ভালবাস; সেও তোমার বাধ্য। কিন্তু তার মা * * বৌটীকে দেখিতে পারে না। গহনাপত্র কিছুই দেয় না। আমি বৌকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছি। * * মধ্যে মধ্যে কিছু করিয়া দিবেন।"

ভূদেব বাবু অনুযোগ করিয়া বলেন "বন্ধুর বন্ধু' বুঝি 'তোমার নিজের বন্ধুর' অপেক্ষা নিকটের হইল!" তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ এইরূপ পূর্ণ প্রীতিতে 'এরূপ' মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহা যিনি তাঁহাদের মুখে না শুনিতে পাইয়াছেন তিনি বুঝিতেই পারিবেন না।

কোন একজন আধপাগ্‌লা ডেপুটী ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবুর অধীনে আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ডিরেক্টরের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করেন যে, "ভূদেব বাবু ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সহিত হাস্য পরিহাস দাবা খেলা প্রভৃতি করিয়া থাকেন; আবার কাজের সম্বন্ধে সামান্য ত্রুটী দেখিলেই অত্যন্ত অধিক কড়াকড়ি করিয়া থাকেন; 'তখনই' ভুল শোধরাইয়া দিতে বলেন; তাঁহার মেজাজের ঠিক না পাওয়ায় বড়ই অসুবিধা হয়।"

ডিরেক্টর সাহেব সেই দরখাস্ত ভূদেব বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়া লেখেন "অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সহৃদয়তার, উদারতার ও কার্য্য দক্ষতার এরূপ সুন্দর প্রশংসাপত্র লাভ সম্ভবতঃ অন্য কাহারও ভাগ্যে কখন ঘটে নাই!"

যে সকল কেরাণী, সব ইনস্পেক্টর বা ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ ভূদেব বাবুর সহিত মফঃস্বলে থাকিতেন, তাঁহারা সকলে প্রায় তাঁহার সঙ্গেই খাইতেন; সুতরাং সে জন্য স্বতন্ত্র একটা উদ্যোগে তাঁহাদিগকে সময় অতিবাহিত করিতে অথবা নিজেদের অর্থব্যয় করিতে হইত না। এইরূপে অনেকটা সময় ভূদেব বাবুর নিকটে থাকিতে পাওয়ায়, তাঁহারা কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা লাভ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে অতি সামান্যরূপ আহার্য্য দ্রব্যেই বিশেষ তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন সমাপন করিতে দেখিয়া তাঁহারাও কর্ত্তব্যপালন জন্য আহারাদির কষ্টভোগকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলেন।

মানকরের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন —"ভূদেব বাবু পাল্কী করিয়া বেলা নয়টার সময় চম্পাইনগর পৌছিলেন; সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে শিব মন্দিরের নিকট খিচুড়ী চড়াইয়া দিল; তরকারী কিছুই সঙ্গে ছিল না, একটা কৎবেল মাত্র পাওয়া গেল। পূজারী ব্রাহ্মণকে পাইয়া ভূদেব বাবু ঐ মন্দির স্থাপনের বিবরণ সম্পর্কে চাঁদসদাগরের শিবপূজা, মনসার অপমান এবং বেহুলা নখিন্দরের [বেহুলা লক্ষ্মীন্দ্রের] উপাখ্যান শুনিতে লাগিলেন। বেহুলার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া ভূদেব বাবু বলিলেন, 'এবারে আমার মেয়ে হইলে বেহুলা নাম রাখিব।' * গ্রামের জনৈক বৃদ্ধলোক ঐ কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, 'চাঁদ সদাগরের নাম করিলে সে দিন নিশ্চয়ই একটা গোলযোগ হয়—হয় ত ঝড় উঠে।'

"আমি দামোদরে স্নান করিতে গেলাম। ভূদেব বাবু বলিলেন, তোমার আসিতে বিলম্ব হইবে; আমি তোলা জলে স্নান করিয়াই খাইব।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আপনি অসময় করিবেন না—আপনার অন্য সব সহ্য হয় দেখিয়াছি, কিন্তু স্নানের পর আর আহারে বিলম্ব সহ্য হয় না। [ভূদেব বাবু প্রত্যুষে নিত্য কর্ম্মগুলি করিয়া রাখিতেন; বরাবর তাড়াতাড়ি স্নানাহার করার পরই কোন না কোন কার্য্যে যাইতে বা ব্যাপৃত হইতে হওয়ায় এই অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়; পেনসন লওয়ার পর, আবার স্নানের পর পূজাদির অভ্যাস হইয়াছিল।] ভূদেব বাবু দশটার সময় খিচুড়ীর অংশ এবং কৎবেলের অর্দ্ধাংশ ভোজন করিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম যে আমার অংশের কৎবেলটুকু একটা বানরে লইয়া গিয়াছে। ভূদেব বাবু হাসিয়া বলিলেন দেখ, 'চাঁদ সদাগরই বা বানররূপী হইয়া এই উৎপাত ঘটাইল'!"

* তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাকে 'বহুলা বলিয়া' ডাকিতেন।

ষোড়শ অধ্যায়



[আচার রক্ষা, মেডলিকট সাহেব, হিল সাহেব, আটকিন্সন সাহেব, সার সিসিল বীডন, প্রকৃত হিন্দুর বিধি প্রতিপালনের সামঞ্জস্য, নিজের সম্বন্ধে সংযমের কঠোরতা এবং অপরের সম্বন্ধে প্রীতির উদারতা মুসলমানের গড়গড়া, মেড্‌লিকট সাহেবের শুশ্রূষা, 'করস্পর্শ' সমস্যা, ৺রামমিশ্র শাস্ত্রী, ৺নিমাইচরণ সিংহ, রেলপথে ও ষ্টীমারে যাত্রা, গার্হস্থ্য পূজা।]

অনেক বড় বড় ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় হিন্দু-আচার-পরায়ণ ভূদেব বাবুকেও তাঁহাদের সহিত 'খানা খাওয়ার' অনুরোধে অনেকবার পড়িতে হইয়াছিল! তিনি ঐ সকল অনুরোধের প্রত্যাখ্যান, পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিয়াছিলেন। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং ভিন্ন সমাজের লোকের মুখে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির আধার আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব জনিত—কোনরূপ তাচ্ছিল্যের কথা পাছে শুনিতে হয়, এই ভয়ে তিনি নিজের শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন না। লৌকিক যুক্তিরই অবতারণা করিতেন। তাঁহার পরমবন্ধু মেডলিকট সাহেবকে এবং পরিচিত জেল সমূহের ইনস্পেক্টর-জেনারেল হিল সাহেবকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'হিন্দু সমাজে খাওয়া দাওয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে [বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ] লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

(১) "আমার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ সম্পন্ন কোন ইউরোপীয় তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে আমি তাহা অস্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন তুমি অস্বীকার করিলে, আমি আর জিদ করিব না ; কিন্তু কেন অস্বীকার করিলে তাহা

স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। আমি বলিলাম "তোমার সহিত একত্রে ভোজন করা আমাদিগের সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর কি হইতে পারে? তদ্ভিন্ন ভাবিয়া দেখ, আমাদের আর কি আছে? আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা গিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের আক্রমণ হইতেছে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্য শাস্ত্রও এ পর্য্যন্ত এমন ভাব ধারণ করে নাই যে, তজ্জন্য বিশেষ আত্মগৌরব জন্মে। আমাদের আত্মগৌরবের এবং স্বাতন্ত্রিকতার বস্তু আর কি আছে? * থাকিবার মধ্যে কুসংস্কারই বল, আর সমাজ নিয়মই বল, এই জাতিভেদ এবং আচার ভেদ আছে; আমি তাহারও বিসর্জ্জন দিতে পারি না।" তিনি বলিলেন 'আর কখন তোমাকে ওরূপ অনুরোধ করিব না—আমি ঐরূপ কুসংস্কার গুলিকে বিশিষ্ট সম্মান করিয়াই চলিয়া থাকি; প্রত্যুত সকল প্রকার কুসংস্কার বিচ্যুত ব্যক্তি যদি কেহ থাকেন, তিনি হয় পরম জ্ঞানী অথবা 'সবলোঠ' হইবেন—আমরা কেহই পরম জ্ঞানী নহি,—'সবলোঠ' হওয়া অনাবশ্যক।"

(২) "অপর কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে একত্রে ভোজনের জন্য অনুরোধ করেন। আমি অস্বীকার করি। তিনি ইহার উহার তাহার নাম করিয়া বলিলেন—ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত খাইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি আমার স্বীকৃতি না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন—'বড় ক্ষোভের বিষয়! যাহাদিগের সহিত আমরা একত্রে খাইতে চাই তাহারা স্বীকার করে না; আর মনে মনে যাহাদের সহিত চাহিনা, তাহারাই খাইতে আইসে।' তখন বলিলাম 'যদি মহাশয়ের সহিত ভোজন স্বীকার করিতাম তাহা হইলে যাহাদের সহিত চাহেন না,

* স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসেও (৫৪ পৃঃ) এই ভাবের কথা আছে।

আমিও সেই দলভুক্ত হইয়া যাইতাম না কি?' তিনি অপ্রস্তুত হইয়া রহিলেন।"

ঐ প্রবন্ধেই ভূদেববাবু লিখিয়াছেন :—

"ধর্ম্ম মনোগত কাজ, এটা খাইলাম বা ওটা খাইলাম না বলিয়া ধর্ম্মের হানি বা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না'—এটীও থাকা কথা নয়। আহার্য্যের সহিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। * * তাচ্ছিল্য পূর্ব্বক দেশাচারের বিরুদ্ধ হইয়া চলা অতি অপকর্ম্ম। * * * (স্ব-সমাজের সহিত) যেখানে সহানুভূতি না থাকে, তথায় ধর্ম্ম জ্ঞানের মূলেই কীট লাগিয়াছে বলিতে হইবে।"

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেব একদিন মেডলিকট সাহেবের সহিত কথায় কথায় বলেন যে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই ইংরাজদিগের সহিত একত্রে খানা খাইবার জন্য ব্যগ্র। মেডলিকট সাহেব বলেন যে তিনি জানেন যে অন্ততঃ একজন অত্যুৎকৃষ্ট ভাবে ইংরাজীতে শিক্ষিত বাঙ্গালী কখন কোন ইংরাজের সহিত খানা খাইবেন না এবং ভূদেব বাবুর নাম করেন। উত্তরে আটকিন্সন সাহেব বলেন "পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

এই সময়ে ভূদেব বাবু তাঁহার অধীনস্থ ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ যাহাতে একজন করিয়া চাপরাসী পায়েন তজ্জন্য ডিরেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আটকিন্সন সাহেবের আহ্বানে তাঁহার আফিসে গিয়া দেখা করিলে ঐ সুসঙ্গত প্রস্তাব ছোটলাট সাহেব মঞ্জুর করিয়াছেন ইহা জানাইয়া আটকিন্সন সাহেব বলিলেন "ছোটলাট সাহেবকে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা আপনি গিয়া বাচনিক জানাইবেন আমি এই অনুমতি পাইয়াছি; আগামী বৃহস্পতিবারে প্রাতে আটটার সময় তাঁহার নিকট যাইবেন; এই অনুমতি আপনার প্রতি

বিশেষ সমাদরের চিহ্ন।” ভূদেব বাবু নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাকালে লাট সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ছোটলাট বাহাদুর বীডন সাহেব সম্ভ্রান্ত দেশীয়দিগের বরাবরই সমুচিত সম্মাননা করিতেন এবং আহারের সময়ে (বেলা নয়টা) উপস্থিত তেমন দেশীয়দিগকেও তাঁহার সহিত আহার করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন; ইহা জানিয়াই আটকিন্সন সাহেব লাট বাড়ীতে ভূদেব বাবুর ঐ সময়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং মনে মনে হাসিতে ছিলেন।

ছোটলাট বাহাদুর বীডন সাহেব ভূদেব বাবুর সহিত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা শেষ করিবার পরই ‘ছোট হাজিরার’ ঘণ্টা বাজিল। বীডন সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলে ভূদেব বাবু সেলাম করিয়া বিদায় গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন। সাহেব বলিলেন “কিছু খাইয়া যাইবেন, আসুন”। ভূদেব বাবু অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, “আমি হিন্দু; কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।” ছোটলাট বাহাদুর নিজে উপরোধ করিয়া ফেলিয়াছেন; উপরোধ করার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। আর সে পর্য্যন্ত ঐরূপ অনুরোধ অপর কোন ইংরাজী-ওয়ালা প্রত্যাখ্যান না করায় ইংরাজী শিক্ষিত মাত্রেই সাহেবী খানা খাইয়া থাকেন এবং উহাদের মধ্যে ‘তেমন হিন্দু’ কেহই থাকিতে পারেন না এই সংস্কার দৃঢ় হইয়া থাকায়, মনে হইল যে এখানে ইতিপূর্ব্বে কখন খান নাই সেই জন্যই বুঝি ‘লজ্জা করিতেছেন’। সুতরাং পুনর্ব্বার বিশেষ আদর করিয়াই বলিলেন, “সাহেবী খানাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ত কোন দোষ নাই—খাইয়া গেলে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিব।” ভূদেব বাবু বিনীতভাবে বলিলেন, “আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন; আমি যখন স্কুলে ইংরাজী পড়ি, পিতা তখন বলিয়াছিলেন, ‘তুমি এইবারে আহারাদির

দোষে লিপ্ত হইয়া জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে দেখিতেছি'। আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে যাহা তাঁহার সমক্ষে খাইতে পারি না, তাহা কখনই আহার করিব না। এখন দেশাচার বিরুদ্ধ আহার করিলে আমি নিজের চক্ষে যাবজ্জীবনের জন্য বড়ই ছোট হইয়া যাইব।"

ছোটলাট বাহাদুর ভূদেব বাবুর কথায় তাঁহার পিতৃভক্তির, স্বজাতি প্রবণতার এবং আত্মমর্য্যাদা বোধের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্মিতমুখে সজোরে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

ইহার দুই একদিন পরে মেডলিকট সাহেব হাসিতে হাসিতে ভূদেব বাবুকে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার ভিতরের খবরটা বলিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় কাহার কাহার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এবং আইরিশ কেহ কেহ ইংরাজ রাজের প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা হইতে হইতে একদিন মেড্‌লিকট্ সাহেব ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন—

"বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আপনার পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহার মস্তিষ্কের কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই একটা ফুটা আছে *।" সকল ধর্ম্মেই উচ্চ শ্রেণীর গভীর চিন্তাশীল ও পবিত্র লোক সকল আছেন। তাঁহারা যখন স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী সেই ধর্ম্মের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাইয়াই তাহাতেই স্থির থাকিতে পারিতেছেন, তখন ধৈর্য্যের, ভক্তির ও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পথে না থাকিয়া যদি কোন যুবা হঠাৎ পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে পাগল; তাহার মস্তিষ্ক সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কেমন করিয়া বলা যাইবে? এই জন্য সূক্ষ্মদর্শী হিন্দু কাহাকেও ধর্ম্ম-ত্যাগ করিতে বলেন না।

* In truth, the man who forsakes his ancestral religion, must have somewhere a crack in his brain.

কোন সময়ে মেডলিকট সাহেব ভূদেব বাবুর বাটীতে আসিয়া লুচি তরকারী প্রভৃতি দেশীয় ভোজ্য আহার করেন। আহারান্তে একটু সঙ্কুচিত ভাবে ভূদেব বাবুকে বলেন, "আমি তোমার বাটীতে আহার করায় বাটী অপবিত্র হইল না ত (আই হোপ আই হ্যাভ নট ডিফাইল্ড ইয়োর হোমষ্টেড)? ভূদেব বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "এরূপ কথা ঘুণাক্ষরেও মনে করিবেন না। অভ্যাগত ব্যক্তি হিন্দুর গুরু স্থানীয়; তাঁহার জাতি বিচার করিতে শাস্ত্রে বিশেষ নিষেধ আছে।"

প্রকৃত হিন্দু নিজের সম্বন্ধে সম্পুর্ণরূপে সংযত এবং বিধি প্রতিপালনে দৃঢ়; কিন্তু অপরের সম্বন্ধে একান্তই উদার। প্রকৃত হিন্দুয়ানী কোন অবস্থাতেই "সর্ব্বোচ্চ ভদ্রতার" প্রতিষেধক নহে। ভূদেব বাবুর মুসলমান ছাত্রদিগের সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যাপক পণ্ডিত পিতার ব্যবহারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানে তাঁহার প্রতিবাসী ৺মৌলভী ফয়জুল্লা সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর নিজের ব্যবহারের কথা, কয়েক বৎসর পরে ঘটিয়া থাকিলেও, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একদিন মৌলবী সাহেব গড়গড়ায় তামাক খাইতে খাইতে তাঁহার বাটীতে কোন কথা বলিবার জন্য পায়চারি করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। ঘরের ভিতরে টেবিলের উপরে গড়গড়া রাখিয়া দিয়া মৌলবী সাহেব কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পরে উহাঁরা দুজনেই বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসেন; সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা হয়। শেষে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় মৌলবী সাহেব নিজের গড়গড়াটী লইবার জন্য ঘরে যাইবার উপক্রম করায়, ভূদেব বাবু তাঁহার নবম বর্ষীয় পুত্রকে আদেশ করিলেন "গড়গড়া আনিয়া দাও"। মৌলবী সাহেব থামিলেন, কিন্তু বালকের মনে হইল "মুসলমানের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কিরূপে স্পর্শ করি"! ইহা বুঝিতে পারিয়া ভূদেব বাবু পুত্রের দিকে এরূপ তীব্র

দৃষ্টিপাত করিলেন যে মুহূর্ত্ত মধ্যে গড়গড়া বাহিরে আসিয়া পৌছিল। মৌলবী সাহেব চলিয়া গেলে বাড়ীর ভিতর যাইয়া ভূদেব বাবু তাঁহার একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ পুত্রকে হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন; "বাড়ীতে যিনি আসিবেন তাঁহার জাতি বর্ণ ধর্ম্ম বিচার করিতে নাই। স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা আসিয়াছেন গৃহীকে এই এইরূপ মনে করিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে, (হিরণ্য গর্ভ বুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী) অতিথি সৎকারে কিছু মাত্র ত্রুটী হইলেই আর হিন্দুয়ানী রহিল না। মুসলমান অতিথির গড়গড়া তাঁহাকে আনিয়া দেওয়ার জন্য স্পর্শ করায় দোষ হয় নাই। গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে পার। কিন্তু তাঁহাকে 'সম্পুর্ণ যত্ন' করা না হইলে আমাদের বড়ই পাপ হইত।"

ভূদেব বাবু যে কার্য্য প্রয়োজন পড়িলে নিজেই করিতে রাজী ছিলেন না, সেরূপ কোন কার্য্য পুত্র বা ভৃত্যদিগকে করিতে আদেশ করিতেন না। যে কার্য্য তাঁহার 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বোধ হইত তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সংকোচ থাকিত না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সর্ব্বদা বলিতেন যে "সনাতন ধর্ম্ম কোন প্রকারেই উচ্চ ভাবের বিরোধী হইতেই পারে না। ভক্তিভাবে অনুসন্ধান করিলেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়।"

যখন ভূদেব বাবু অতিরিক্ত ইনস্পেক্টার, তখন (৭।৬।১৮৬৩) মেড্লিকট সাহেব তাঁহাকে মেদিনীপুরে তাঁহার বাঙ্গালায় যাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। উহাতে লিখিত আছে "আমি এক মাস গোমাংস খাই নাই এবং তুমি যত দিন এখানে থাকিবে তাহা স্পৃষ্ট হইবে না। *

* সুশিক্ষিত এবং সহৃদয় ইউরোপীয়ের কিছু কালের জন্য গোমাংস ত্যাগ সম্বন্ধে একটী সরস গল্প প্রচলিত আছে। সার উইলিয়ম জোন্স যখন ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন, তখন একদিন শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের ভাব কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শিরোমণি মহাশয় অনেক বার চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে

My dear Rhoades:

xxx do pray come down here: I have a room for you: you will sneer at my dilapidated apartment I dare say but I'm not proud come along

I have not eaten beef for a month, & none shall

untouched what you've

seen. !

Ever yours

[illegible]

7 June 63

সাহেবের বাঙ্গালার সংস্পৃষ্ট বিস্তীর্ণ খোলা ময়দানে ভূদেব বাবুর তাঁবু পড়িয়াছিল। একটী পাল খাটাইয়া তথায় তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত হইত। সে সময়টায় সন্নিকটস্থ বাড়ীতে গোমাংস আসিতে না দিলে নৈষ্ঠিক হিন্দু সহকারী বন্ধুর প্রতি একটু বিশেষ খাতির দেখান হইবে এবং তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ থাকিবে না এইরূপ, ইউরোপীয়ের পক্ষে অনন্যসাধারণ, গভীর সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়াই সাহেব ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ফলতঃ উহাঁদের পরস্পরের সহিত প্রীতির এবং মেড্‌লিকট সাহেবের অন্তঃকরণের গঠনের নিদর্শন এতদ্দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কয়েক বৎসর পরে যখন উন্মাদ রোগে মেড্‌লিকট সাহেবের মৃত্যু হয়—তাহার পূর্ব্বের চল্লিশ দিন ভূদেব বাবু ঐরূপ তাঁবু ফেলিয়া সাহেবের নিকটে বাস করেন। তাঁহার হস্তেই সাহেব ঔষধ খাইতেন; তাঁহার কথাতেই একটু চুপ করিতেন। যখন মেমও সাহেবকে থামাইতে পারিতেন না, তখন ভূদেব বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে "মেড্‌লিকট" মাত্র বলিয়া ডাকিলেই সাহেব সে অবস্থাতেও হাঙ্গামা থামাইয়া ফেলিতে পারিতেন এবং শিশুর ন্যায় ভূদেব বাবুর কথায় চুপ করিয়া শুইতেন। উত্তরকালে ভূদেব বাবু ইংরাজের বাটীর সন্নিকটে তাঁবু ফেলিয়া আরও কয়েকস্থলে ছিলেন।

না পারিয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া ফেলেন "যাও! আরও শুয়ার, গরু, মুর্গি বেশী করিয়া খাও! তবেত বুঝিতে পারিবে!!" কথাটায় সাহেব একটুও বিচলিত হইলেন না; অন্য বিষয় লইয়া পড়িতে লাগিলেন। শিরোমণি মহাশয় কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলার পর কয়েক দিন বড়ই অপ্রতিভ হইয়া থাকিলেন। প্রায় দেড় মাস পরে সাহেব একদিন শিরোমণি মহাশয়ের সহিত সেই দুরূহ বিষয়ের কথাবার্ত্তা তুলিয়া সেবারে বিষয়টী বেশ বুঝিয়া লইলেন এবং তাহার পর বলিলেন "দেড় মাস পাউরুটি মাখন তরকারী সিদ্ধ, মোরব্বা এবং দুগ্ধ আহারে ছিলাম; সাত্ত্বিক আহারে প্রকৃতই সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিবার প্রবৃত্তি এবং শক্তি বর্দ্ধিত হয়।"

আরায় জে, ওয়ার এড্গার সাহেবের এবং জলপাইগুড়িতে সার উইলিয়ম হর্শেলের বাঙ্গালার নিকটে, এবং পরে রেঙ্গুনে (চীফ কমিশনর) সার্ আশলি ইডেন সাহেবের প্রাসাদের ময়দানে। এই তিন জনেরই সহিত তাঁহার একান্ত প্রীতির সম্বন্ধ ছিল।

ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসী অনেকেই ইংরাজের সহিত করমর্দ্দন (শেক্হ্যাণ্ড) করার জন্য লালায়িত; তাহা ঘটিলে বড়ই গৌরবান্বিত বোধ করেন! ভূদেব বাবু সেটা পছন্দ করিতেন না; অথচ ইউরোপীয় শিষ্টাচারের অনুরোধে তাহা করিতে হইত। কোন সময়ে স্কুল পরিদর্শন করিতে কোন জিলায় গিয়া তথাকার ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহাদের অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয় এবং তাহাতে সাহেব ভূদেব বাবুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়েন। ভূদেব বাবুর বিদায় গ্রহণ সময়ে সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া করমর্দ্দন জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া বলেন "আমি এদেশীয়দিগের সহিত সাধারণতঃ 'শেক্হ্যাণ্ড' করি না। সেইজন্য আপনি আসিলে তাহা করি নাই; সে ক্রটী ধরিবেন না।" সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার সহিত এইবার 'শেক্হ্যাণ্ড' করিতে পাইয়া ভূদেব বাবুও অধিকাংশ ইংরাজী শিক্ষিত এদেশীয়ের ন্যায় 'কৃতার্থ' হইয়া যাইবেন! কিন্তু 'তোমার স্বদেশীয়দের আমি সাধারণতঃ শিষ্টাচার প্রয়োগের যোগ্য মনে করি না—তবে তুমি বেশ'—এই ভাবের ঐ কথাটায় নিতান্ত স্বদেশভক্ত ভূদেব বাবুর মনে বড়ই ক্ষোভের উদ্রেক হইল। তিনি দূরে হইতেই 'সেলাম' করিলেন; সাহেবের করমর্দ্দন করিলেন না; সাহেবকে প্রসারিত হস্ত গুটাইয়া লইতে হইল। ভূদেব বাবু স্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন;—"ভিন্ন ভিন্ন সমাজে শিষ্টাচার প্রদর্শন-পদ্ধতি ভিন্নরূপ। আমি আপনার নিকট আসিলে আপনি যে করমর্দ্দন জন্য হস্ত প্রসারণ করেন নাই, আমরা যে তখন প্রাচ্য ধরণে সেলাম (উহাও

নমোনারায়ণ ভাবে এক হস্ত দ্বারা নমস্কার) দ্বারাই কার্য্য শেষ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার প্রকৃতই তৃপ্তি হইয়াছিল; সুতরাং আপনি সেজন্য ক্ষুন্ন হইবেন না। আমাদের পরম পবিত্র শাস্ত্র সর্ব্বঘটে নারায়ণ স্বীকার করেন; জগতে 'ঘৃণার' বস্তু কিছুই দেখেন না। কিন্তু অন্ত্যজ, এবং ম্লেচ্ছাদির আচার অশুদ্ধির জন্য বা অন্য কারণে তাহাদের 'অস্পৃশ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার পিতৃদেব কোনরূপ ঘৃণা বোধ না করিয়া, এমন কি গৃহে আনিলে বিশেষ প্রীতির সহিত ই রুগ্ন অন্ত্যজ শিশুর মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার পর 'স্নান' করিতেন! আমি ইউরোপীয় বন্ধুদের সহিত প্রীতি পূর্ব্বক কর মর্দ্দনের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন, হস্ত ধৌত এবং সুবিধা থাকিলে, গঙ্গাজল স্পর্শও করিয়া থাকি। 'ঘৃণার' জন্য এরূপ করি না; নিজেদের, বিধি পালন জন্যই করি। এজন্য কোন ইউরোপীয় কর মর্দ্দন না করায় যে আমার তৃপ্তিই হয়, তাহা এক্ষণে আপনি সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ইহা জাতীয় গর্ব্ব জন্য কর মর্দ্দনে অনিচ্ছা নয়; হিন্দুর প্রীতির সহিতও অপরের শরীর স্পর্শে অনিচ্ছা। এবারে যখন কর মর্দ্দন ঘটিয়া যায় নাই এবং 'আমাদের মধ্যে প্রীতির উদ্রেক বস্তুতঃই হইয়াছে' উহা তখন আজ আর নাই হইল!"

---

* আমাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন থাকায় আমরা জানি যে লোকে এক-দেশ বাসী, এক ভাষাভাষী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া পান ভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া এমন কি অন্যোন্যের শরীর স্পর্শ অনুরাগী না হইয়া এক সমাজ সম্বদ্ধ এক মতানুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে; সুতরাং আমাদের হৃদয়ে ভিন্ন জাতীয় লোকের প্রতি তেমন তীব্র বিদ্বেষ ভাব জন্মিতে পারে না। অপর সকলের অপেক্ষা বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা হইয়াও ইংরাজ বর্ণভেদ মানেন না—সুতরাং তাঁহাদের সমাজিক পার্থক্য গুলি অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এই নিমিত্ত তিনি আপনার জাতীয় গৌরব বজায় রাখিবার জন্য অধিকতর ব্যস্ত থাকেন। এইজন্য তাঁহার পার্থক্য বুদ্ধিটী নিরন্তর ঘর্ষণে অধিকতর তীক্ষ্ণধার হইয়া থাকে। [সামাজিক প্রবন্ধ—ইংরাজের বৈদেশিক ভাব।]

ভূদেব বাবু এই কথাগুলি বিভিন্ন সমাজের আচার পদ্ধতির দার্শনিক বিশ্লেষণ করার ভাবে একান্ত ধীরতার সহিত বলায়, বিশেষতঃ শেষের কথাগুলি প্রীতির সহিত উচ্চারণ করায় সাহেবের মনে বিরক্তির উদয় হইল না। তিনি বলিলেন আপনি মধ্যে মধ্যে দেখা করিলে নিজেকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিব; হিন্দুর মধ্যে এতদিন রহিয়াছি, কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর মনের ভাব কিছুই বুঝি নাই—দেখিতেছি।"

বস্তুতঃই বহুকাল ধরিয়া সাত্ত্বিকতা কমিয়া আসায়, পূর্ণ প্রীতির সহিত সকল শাস্ত্রোক্তির সামঞ্জস্য করার চেষ্টা আমাদের কমিয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদ্যার পূর্ণতা এবং বিনয়ের ও প্রীতির পূর্ণতা হওয়ার কথা, তাঁহাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা এবং গর্ব্ব বাড়িয়া গিয়াছিল; 'অস্পৃশ্য' শব্দে 'ঘৃণ্য' বোধ অনেকের হইয়াছিল। অনুপবীত পুত্রের স্পৃষ্ট অন্নভোজন না করিয়াও যেমন পিতা তাঁহার প্রতি পূর্ণ স্নেহ সম্পন্ন থাকিতে পারেন—লোকাচার মতে যেমন কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ 'অস্পৃশ্যা' হইলেও 'ঘৃণ্যা' নহেন, সেইরূপ অন্ত্যজাদিকে সাধারণতঃ স্পর্শ না করিয়াও হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তাহাদের প্রতি এবং জগতের সর্ব্বত্রই পূর্ণপ্রীতিসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর পিতার সাধনা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রীতি অনন্যসাধারণ ছিল বলিয়াই তিনি পুত্রের মুসলমান ছাত্রদিগের সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন * এবং তাঁহার নিকট

* প্রদেশ নির্ব্বিশেষে ভারতের অত্যুচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা যে এই ভাবেই শাস্ত্রোক্তিগুলির পূর্ণ সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া থাকেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণে সুস্পষ্ট হইবে।

আলোয়ার প্রান্ত নিবাসী রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত একান্তই আচারনিষ্ঠ ৺রাম মিশ্র শাস্ত্রী ৺বারাণসী সংস্কৃত কলেজে ষড়্‌দর্শনের অধ্যাপক এবং দেশ বিদেশ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। একদিন কোন জর্ম্মণ অধ্যাপক ৺কাশীতে তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে, পণ্ডিতজী দ্বারদেশে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া এবং যাহাতে তাঁহার বাটীর ক্ষুদ্র

ভূদেব বাবুও সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। মুসলমান 'অতিথি' তাঁহার পুত্রের নিকট তাঁহার স্বসম্পর্কীয়দিগের অপেক্ষা কম সম্মান পাইলে, আর 'স্বয়ং ব্রহ্মার তুল্য' সম্মান করা হয় না! সেই জন্যই ভূদেব বাবু গড়গড়া আনিয়া দিতে আদেশ করেন। অজ্ঞতামূলক 'গর্ব্ব এবং ঘৃণা' পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একান্তই বিরোধী ভাব এবং বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে বড়ই বিড়ম্বিত এবং দুর্ব্বল করিয়াছে।

ভূদেব বাবুর প্রকৃত, সুতরাং একান্ত উদার, হিন্দুয়ানী সম্বন্ধে আর একটী কথা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কয়েক বৎসর পরে এডুকেশন গেজেট যখন ভূদেব বাবুর হস্তে আসিবার ব্যবস্থা হইল তখন ঐ পত্রের সহকারী সম্পাদক ৺নিমাই চরণ সিংহ * ভূদেব বাবুর সহিত দেখা

দ্বারের চৌকাঠে দীর্ঘকায় সাহেবের মস্তকে আঘাত না লাগে, সেজন্য স্বীয় অপর হস্ত তাঁহার মস্তকের উপর রাখিয়া সযত্নে গৃহে প্রবেশ করান। সাহেব চলিয়া গেলে পণ্ডিতজী তাঁহার তক্তাপোষের উপরের চেটাই ও চাদর কাচিতে দিলেন, তক্তাপোষটা ধৌত করিলেন এবং নিজেও স্নান করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা—তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "পণ্ডিতজী সাহেবের জন্য অতটাই বা করিলেন কেন? আবার শুদ্ধি জন্য এতটাই বা করিতেছেন কেন?" পণ্ডিতজী বলেন "দুইই আমার শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা জন্য। যদি 'অতিথি' সাহেবের মাথায় আঘাত লাগিত এবং যদি তাঁহাকে অস্পৃশ্যভাবে ব্যবহার দেখানয় তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিত, তাহা হইলে শাস্ত্র-অমান্যের দোষ আমার কতই অধিক হইত! তাহা না করায় আমিও সুখ পাইয়াছি, মনে আঘাত পাইতে হয় নাই। এখন দেহশুদ্ধির জন্য অল্প পরিশ্রম মাত্র হইল; মনঃকষ্ট কাহারই হইল না। ইহাই শাস্ত্রীয় সামঞ্জস্য।"

* ৺নিমাই চরণ সিংহ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভক্ত এবং নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি মহাভারতের কিয়দংশ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু উৎসাহিত করিতেই তাঁহার পরম ভক্ত নিমাই বাবু "যে আজ্ঞা" বলিয়া একটী বিধবাকে বিবাহ করেন। পল্লীগ্রামে তাঁহার মাতা ঐ সংবাদ পাইয়াই নিমাই বাবুকে পত্র লিখিয়া পাঠান যে তিনি যেন অবিলম্বে তিন চারি দিনের ছুটী লইয়া তাঁহাকে দেখিতে বাড়ী আইসেন। মাতার ব্যারাম হইয়াছে মনে করিয়া নিমাই বাবু ছুটী লইয়া বাটী গেলেন। মাতা সেই দিনই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরদিন একটী কুমারী কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন—"যাহা করিয়া ফেলিয়াছ তাহার পরে এই এক মাত্র উপায় আছে। সে 'বিধবাটীকে' না হয় কলিকাতার

করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলেন "আমি এখনও অন্য কোন কর্ম্মের যোগাড় করিতে পারি নাই।" ভূদেব বাবু বলেন "কলিকাতা ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় আসিতে কি আপনার বিশেষ অসুবিধা হইবে?" নিমাই বাবু বলেন "না! কিন্তু আপনি কি জানেন না যে আমি বিধবা বিবাহ করিয়াছি? আপনি কি আমাকে রাখিবেন!" নিমাই বাবু মনে করিয়াছিলেন যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুসমাজের মধ্যে বিধবা বিবাহের বিরোধী, হিন্দু-শাস্ত্রীয় নিত্য নৈমিত্তিক আচারের পূর্ণ ভাবে পালনকারী এবং স্পর্শ ও সংস্রব দোষাদি সম্বন্ধে সকল 'শাস্ত্রীয়' নিষেধেই বিশ্বাসী, ভূদেব বাবুর ন্যায় ব্যক্তি অবশ্যই তাঁহার সংস্রব পছন্দ করিবেন না এবং সেই জন্য তাঁহার ৫০১ মাহিনার চাকরীটী কোন সুব্রাহ্মণকেই দিবেন। কিন্তু ভূদেব বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার পছন্দসই কার্য্য করিলে রাখিব না কেন? প্রেসম্যানটীত মুসলমান এবং হয়ত সে বিধবা-বিবাহ-প্রসূত। তবে আমার অপছন্দের কিছু সে আমার পুস্তকে বা কাগজে 'ছাপিবার' চেষ্টা করে নাই!" নিমাই বাবুর এডুকেশন গেজেটের কার্য্য তাঁহার যাবজ্জীবন চলিয়াছিল। তিনি চুঁচুড়ায় আসিবার কিছুদিন পরে তাঁহার ঐ পত্নী ভূদেব বাবুর বাটীতে মেয়েদের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে 'অতিথি' হিসাবে যত্ন করা এবং জল খাওয়ান হইয়াছিল। কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ার পর যে মাদুরে তিনি বসিয়াছিলেন তাহা কাচাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ভূদেব বাবুর পত্নী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিয়াছিলেন "আর একটু হইলেই

বাসাতেই রাখিও; কিন্তু কখনও বাড়ীতে আনিও না। তোমার এবারের স্ত্রী তোমার মাতার সেবা করিবে এবং পিতৃপুরুষকে জল পিণ্ড দিবার উপযুক্ত সন্তানের জননী হইবে।" মাতৃভক্ত নিমাই বাবু এবারেও "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেইরূপই করিলেন! তাঁহার এই দুই বিবাহে (বিধবা বিবাহ জন্য) মাতার এবং আত্মীয়দিগের ক্ষোভ এবং (বহু বিবাহ জন্য) ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্ষোভ হইল। পিতৃ পিতামহের পথে একটু দৃঢ়তার সহিত থাকিলে ভক্তিভাজন কাহারও প্রকৃতপক্ষে ক্ষোভের কারণ ঘটিত না।

বিছানা পত্র সৃষ্টি ছুঁইয়া দিয়াছিলেন আর কি ! মুসলমানে খৃষ্টানে এবং ছোট জাতের হিন্দুতে বিধবা বিবাহ করে ; ওটা উহাদের চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্ম হইয়া যদি তাহা করিতেন, সেও কতকটা শোভা পাইত। কিন্তু কায়স্থ ব্রাহ্মণের মেয়ের বিধবা বিবাহ না হইলে চলে না অথবা যেন লজ্জাজনক কিছু হয় নাই, এই ভাবে হিন্দুর বাড়ীতে সেরূপ বিবাহের পর মিশিতে আসা—এটা বুঝিতেই পারি না ! ”

যে বাড়ীতে উচ্চশ্রেণীর 'হিন্দুর' মধ্যে বিধবা বিবাহ অসঙ্গত বলিয়া সকলের এতই দৃঢ় ধারণা, নিমাই বাবুর এবং তৎপত্নীর মৃত্যুর পর ঐ বিধবা-প্রসূত দুইটী শিশুপুত্র সম্বন্ধে সেই বাড়ীতেই কথা হইল “আহা ! বাপ মার অন্যায় কার্য্যের জন্য উহারা যে একান্তই নিরাশ্রয় ! উহাদের পল্লীগ্রামের বাটীতে উহাদের কেহ যত্ন করিবে না এবং আশ্রয় দিবে না।” তখন উহারা ভূদেব বাবুর বাটীতেই আনীত এবং সযত্নে পালিত এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল ব্যয় বহন পূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়াছিল। প্রথম দিন একবার বাড়ীর চাকরেরা বলিয়াছিল—“আমরা ব্রাহ্মণ বাড়ীতে কাজ করিতে আসিয়াছি ; এ সকল বিবাহের ছেলেদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে আসি নাই !” কিন্তু একান্ত শিশু বলিয়া উহাদের উপর চাকরদেরও মমতা হয় এবং “গঙ্গাজলে দোষ থাকে না” বলিয়া তাহারাই—উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া দিত।

ভূদেব বাবুকে গাড়ী পাল্কী ভিন্ন নৌকায় ষ্টীমারে, রেলপথে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতে হইয়াছে ; পরিদর্শনই তাঁহার কার্য্য ছিল। দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ দর্শনও তিনি অনেক করিয়াছিলেন। তিনি লোকাচারানুযায়ী “বৃহৎ কাষ্ঠের উপরে দোষ নাই”—এই বিধির মান্য করিতেন অর্থাৎ নৌকায় এবং ষ্টীমারে অন্ন পাক করাইয়া খাইয়াছেন ; ট্রেনে জল খাবার খাইয়াছেন। পরম কারুণিক হিন্দু শাস্ত্র তাঁহার সেবকদিগকে উচ্ছৃঙ্খল

হইতে নিষেধ করেন, কিন্তু অসহনীয় চাপও দেন না। অধিকারী বিচার করেন। ইহা কেবল ব্রাহ্মণ-বিধবারই ধর্ম্ম নহে; ইহা সকল অবস্থায় এবং সকল লোকের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। দক্ষিণ আফ্রিকায়, কানেডায়, কাবুলে এবং চীনে হিন্দু রহিয়াছেন; তথায় স্থানের প্রভাবে অল্প অল্প আচার পার্থক্য জন্মিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেরূপ আচার পার্থক্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেও আছে। বাঙ্গালায় স্মৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা অধিক থাকায় এবং জলের কোনরূপ অপ্রাচুর্য্য না থাকায় এবং শীত প্রধান দেশ নহে বলিয়া, বাঙ্গালায় যেরূপ আচারের উৎকর্ষ আছে মাড়োয়ারের মরুভূমিতে বা ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ততটা স্নানাদি সম্বন্ধে সুসঙ্গত আচার প্রচলিত নাই। ভূদেব বাবু বলিতেন ঃ—

"স্বগৃহে সম্পূর্ণাচারঃ তদর্দ্ধং পরবেশ্মনি।
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং পথি শূদ্রবদাচরেৎ ॥

—শাস্ত্রের এই বিধি মনে রাখিয়া চলিতে হয় অর্থাৎ অনিচ্ছার সহিত, বাধ্য হইয়া, যতটুকু আচার পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া করিয়া ফেলি-তেই হয়, তাহা হিন্দু-শাস্ত্র মার্জ্জনা করেন; তবে এতদ্বারা যথেচ্ছাচারের অণুমাত্র প্রশ্রয় যে দেওয়া হয় নাই, তাহাও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়।"

যে অল্প সংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ আজও একান্ত দৃঢ়তার সহিত সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া পূর্ণভাবেই শাস্ত্রীয় আচার রক্ষা করিতেছেন এবং সৎপ্রতিগ্রহেই নির্ভর রাখিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া যাইতেছেন, তেজস্বী পণ্ডিত ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের ভক্ত পুত্র যে তাঁহাদেরই স্ব-সমাজের সর্ব্বোচ্চ বলিয়া স্বীকার এবং মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভূদেব বাবু ষ্টীমারে করিয়া নদী পথে কামাখ্যাদিতে এবং ভারতের সমুদ্রপথে রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, কলম্বো, বোম্বাই এবং চাঁদবালি দিয়া ৺পুরী

গিয়াছিলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ থাকিত এবং ইংরাজদিগের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর খাদ্যের মূল্য সহ পূর্ণভাড়া দিয়াও সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর ডেকের যাত্রীদিগের ন্যায় * কোনরূপ খাদ্যাদি না লওয়ায় ষ্টীমার কোম্পানিকে যে অতিরিক্ত 'লাভ' দিতেন, তজ্জন্য নিজের রন্ধন করাইবার পৃথক স্থান পাইতেন। তাঁহার সুমিষ্ট কথায় সকল কাপ্তেনই বিশেষ ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিতেন। কেবল ১৮৮৫খৃঃ অব্দে মাদ্রাজ দিয়া ৺কাঞ্চী, মদুরা প্রভৃতি যাওয়ার সময় ভূদেব বাবু টমাস্ কুক নামক যাত্রী (টুরিষ্ট) কোম্পানীর সাহায্য গ্রহণ করিলে ঐ কোম্পানির প্রেরিত অল্প বয়সের কর্ম্মচারী সাহেবের কথাতেও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানি রন্ধন জন্য পৃথক স্থান দিতে অস্বীকার করেন। কুক কোম্পানির সাহেবটী ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন "বাবু! ভারতের সাধারণ নিরীহ যাত্রীদিগকেই উপকূলভাগের বন্দর গুলিতে অধিক লইয়া যাওয়ার অভ্যাসে, ইহাঁদের নিরঙ্কুশ ভাব এবং গর্ব্ব বাড়িয়া গিয়াছে; উচিত ব্যবস্থা ভুলিয়া যাইতেছেন। ইহাঁদের লণ্ডন আফিসে এ বিষয়ে জানাইব। পি ও কোম্পানির ইউরোপীয় যাত্রী অধিক; উহাঁদের আফিসে চলুন, উহাঁদের ভাড়া একটু বেশী হইবে; কিন্তু দেশীয় এবং ইউরোপীয়ের সহিত সমভাবের ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া আপনি খুসি হইবেন।" ভূদেব বাবু তাহাই করেন এবং প্রকৃতই তথায় উচ্চশ্রেণীর সৌজন্য দেখিতে পান। তিনি বলিয়াছিলেন "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানির

* ভারতীয় সাধারণ শ্রমজীবি এবং মাড়োয়ারি বণিকাদি ষ্টীমারে অহিন্দু খাদ্য না খাইয়া কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাইতেছেন; লক্ষ লক্ষ হিন্দু ৺পুরী ও ৺দ্বারকা সমুদ্রপথে যাইতেছেন। 'তাঁহারা কেহই ভক্তিহীন বা ইংরাজী ভাবাপন্ন নহেন।' তাঁহাদের সম্বন্ধে ভারতের সাধারণ হিন্দুসমাজ সমুদ্রযাত্রায় জাতিপাত প্রভৃতির কোন উল্লেখই করেন না। যাঁহারা স্বৈরাচার এবং অখাদ্য ভোজনে রত সেই শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত গর্ব্বিত লোকের সম্বন্ধেই হিন্দুসমাজ সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশবাস সম্বন্ধে আপত্তি করেন। সমাজের মনে এই ভাবটা বহু কালে এবং অলক্ষ্যেই হইয়া দাঁড়াইতেছে।. ভূদেব বাবু সেই গণ্ডির ভিতরেই ছিলেন। বস্তুতঃ উচ্ছৃঙ্খলতার, -নাচারের এবং সমাজকে উপেক্ষা করার পাপেই বিলাত ফেরতেরা একঘরে।

লোকে কিন্তু অন্য অন্য বারে আমার সহিত খুব ভাল ব্যবহারই করিয়াছিলেন; এবারে উহাঁদের আফিসে ব্যক্তিগত গর্ব্বের উদাহরণ পাওয়া গেল; নচেৎ ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা কর্ম্মচারীদিগকে অসৌজন্যের দ্বারা ব্যবসায়ের ক্ষতি করিতে দেন না।" ষ্টীমারে একটু গঙ্গামৃত্তিকা এবং গঙ্গাজল সঙ্গে লইয়া যাইতেন; ভক্তিভাবে এবং সদাচারেই শুচিতা। ৺গঙ্গা মাহাত্ম্যে তিনি একান্তই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন * এবং ৺গঙ্গাগর্ভে দেহান্ত হওয়া জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবুর বাটীতে গার্হস্থ্য নিত্য পূজাদিরও কিছু উল্লেখ এই আচার সংস্পৃষ্ট কথার সহিত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উহাঁর বাটীতে শ্রীশ্রী দধিবামন (শালগ্রাম শিলা), শ্রীশ্রীবাণেশ্বর শিবলিঙ্গ, শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীর ঘট এবং শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার ধাতুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। শেষোক্ত মূর্ত্তি তাঁহার মধ্যম খুল্লতাতের বিধবা পত্নীর † দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করান হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের তিন বৎসরে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহারই দ্বারা সঙ্কল্প করাইয়া হরিতকী বাগানের বাটীতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা একটু সমারোহের

---

* গঙ্গাজল সম্বন্ধে একটী সরস গল্প প্রচলিত আছে। কোন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ৺কাশীতে গঙ্গাস্নান করিয়া ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন। একটী অন্ত্যজ বালক স্নান করিতে আসিয়া জলে লাফাইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণের গায়ে জলের ছিটা লাগে; ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলে একজন বাঙ্গালী বলেন "মহাশয়! কোন্ জলের ছিটা তাহার স্মরণ করুন! ঐ জল ঐ বালককে পবিত্র না করিয়া যদি নিজেই অপবিত্র হইয়া গেল, তবে আমরা এখানে স্নান করিতে আসিয়াছি কেন? 'ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং' সন্ধ্যার মন্ত্রে আছে; সেই খানটাই কি আওড়াইতে ছিলেন এবং মা সদয়া হইয়া কি ভাবে ভগবানের করুণাবারি রূপী গঙ্গাজল-বিন্দু আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত পবিত্র করেন—তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন?" ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ ক্রোধ শান্তি হইল—এবং তিনি পুনরায় স্নান না করিয়া ভক্তিভরে বলিলেন "মা! অপরাধ লইও না" এবং পুনরায় আচমন করিয়া সন্ধ্যায় মন দিলেন।

† ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ভূদেব বাবুকে অপরিসীম স্নেহ করিতেন। তিনি ভূদেব বাবুর উল্লেখ "শত্তুরু" (শত্রু) এই নামে করিতেন। বিশ্বাস ছিল যে ঐরূপ বলিলে ভূদেব বাবুর অকালে মৃত্যু দ্বারা তাঁহার প্রতি 'শত্রুর' কার্য্য করিয়া যাওয়া ঘটিবে না;

সহিত করা হয়। ঐ পূজায় কুষ্মাণ্ডাদি বলি হইতে দেখিয়া কেহ ভূদেব বাবুকে বলেন "পাঁঠা বলি হইল না কেন? বিধবার সঙ্কল্পিত পূজা বলিয়া?" ভূদেব বাবু উত্তর দেন "কুষ্মাণ্ড বলিই কুল-প্রথানুসারে করা হয়। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে উক্ত আছে যে সমাধি বৈশ্যের সাত্বিক পূজাতেও নিজের গাত্রের রক্ত বলি স্বরূপে দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি ছাগ বলি আমাদের কেন হয় না তাহা জানি না।" তাহার পর হাসিয়া বলেন "পাঁঠাটা বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলেই গৃহস্থের অতিথির মধ্যে পরিগণিত এবং অবধ্য * হইয়া যায় —হয় ত কোন পূর্ব্ব পুরুষ এরূপ মনে করিয়াছিলেন।" পরিহাসের ধরণে উক্ত হইলেও ঐরূপ একটা ভাব ভূদেব বাবুর মনের ভিতরে বরাবরই ছিল এবং হিন্দু মাত্রেরই মনে অল্পাধিক পরিমাণে আছে। যখন বহুবর্ষ পরে ভূদেব বাবুর স্থাপিত ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ের জন্য মহামাস তৈল এবং বৃহৎ ছাগাদ্য ঘৃত প্রস্তুত হয়, তখন নপুংসক ছাগ দুইটী ক্রীত হওয়ার পর ভূদেব বাবুর বাটীর সীমানার মধ্যে আনিতে দেওয়া হয় নাই। কবিরাজ মহাশয় বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "এ বাটীর কুলাচার কি পবিত্র"!

৺হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী শ্রীধর নারায়ণ শালগ্রাম শিলা কোন সময়ে অপহৃত হয়। কিন্তু "যেখানেই থাকুন, তাঁহার পূজা আমাদের কর্ত্তব্য"—এই বুদ্ধিতে ভূদেব বাবুর বাটীতে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিয়মিত পূজা করা ও ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

এক সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় ভূদেব বাবু তাহাকে ৺কাশীতে পাঠাইয়া দেন; কিন্তু শেষে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। বলেন "৺কাশীতে মরিয়া শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়া চুপ করিয়া থাকা পোষাইবে না!" সম্ভবতঃ 'শত্তুরু'কে না দেখিয়া দেহত্যাগে রুচি না হওয়াই বাড়ীতে ফেরার কারণ! তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত আছে যে তিনি ভূদের বাবুর শিশু পুত্র কন্যাদিগকে দুগ্ধ খাওয়াইতে দেখিলে বলিতেন "আমার শত্তুরুর দুধ কমাইয়া ফেলিতেছে।" স্নেহের এতই আতিশয্য ছিল!

* "যজ্ঞে বধোঽবধঃ"। যজ্ঞে বলিদান বধ নহে; সেই পশুরই অধিকতর উপকার। মুসলমানও কোরবানি বা ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদন (বলিদান) না করিয়া মাংসভক্ষণ করেন না। উহাঁরা স্বগৃহে খাদ্যাদি দিয়া পালন করার জন্যই হিন্দু: 'মুসলমানের মুর্গি পোষা' বলিয়া দোষ ধরেন।

সপ্তদশ অধ্যায়



[প্রাট সাহেবের পত্র, স্কুল পরিদর্শনের রিপোর্টে নীলকর, ম্যালেরিয়া, কার্য্যের ব্যবস্থা, কার্য্যে উৎসাহ দান, সংশোধনে সাহায্য,—শিক্ষাদর্পণ,—কন্যার বিবাহ,—পিতৃবিয়োগ,—পদোন্নতি—পুত্রের বিবাহ।]

সিভিলিয়ান হজসন প্রাট সাহেব ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে গিয়া তথা হইতে ভূদেব বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে সেই প্রকৃত উচ্চমনা ইংরাজের পিতৃভক্তির সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় বলিয়া তাহার একাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

আমার প্রিয় বন্ধু,

তোমার দ্বিতীয়পত্র পাইয়া আমার স্মরণ হইয়াছে যে কতটা সময় তোমার প্রথম পত্রের উত্তর না দিয়া কাটিয়া গিয়াছে! আমি সেজন্য একান্তই লজ্জিত হইয়াছি। তোমার পত্র পাইলে আমার প্রকৃতই সুখ হয় এবং তাহাতে অনেক তৃপ্তিকর সংবাদ পাই। মিসেস প্রাটের শরীর ভাল ছিল না, সেজন্য স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু পিতার স্মরণ শক্তি একেবারেই নাশ হইয়া যাওয়াতে আমাকে বড়ই অসুবিধায় পতিত ও চিন্তায় মগ্ন করিয়াছে। কথাবার্ত্তা কহিয়া বা পড়া শুনা করিয়া সময় কাটানর তাঁহার উপায় নাই; সকল শব্দই ভুলিয়া গিয়াছেন; কথার বা লেখার দ্বারা কিছু বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায় নাই। অথচ শরীরে এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে। অন্য কোনরূপ রোগই নাই। দেখিতে শুনিতে পান; চলিতে ফিরিতে, হস্তের ও পদের ব্যবহার করিতে, কোন

Brighton : 25 February 1860

My dear friend

* * * * * *
But if it is God's will that
I should occupy myself
wholly in this private duty,
at the sacrifice of all
public & more conspicuous
occupations, I must be

complain, knowing that His Will can not err.

***

Believe me, my dear friend, the

Very sincerely

Yours

Hodgson Pratt

ব্যাঘাত নাই। এই জন্য এক ঘণ্টাও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আমার অন্য ভাই ভগিনী কেহ নাই; আমার উপরই নির্ভর। বাহিরের অনেক কাজে লাগিতে পারিতাম; তাহার সাধও ছিল; ভারতে অনেক কাজ করিবার রহিয়াছে; কিন্তু যখন এই গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যই আমাকে ঈশ্বর দিলেন, তখন তাহাই করিব। তাঁহার ত' ভুল হয় না! * * *

তোমার হজসন প্রাট।

সাহেব অত বড় চাকরীতে আর ফিরিয়া আসেন নাই।

ভূদেব বাবুর বাৎসরিক রিপোর্ট গুলি ডিরেক্টর সাহেবদিগের রিপোর্টের সহিত ছাপান এখনও কোন কোন আফিসে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পাঠশালা পরিদর্শন জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতেন, এজন্য ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মফঃস্বলের অবস্থা তাঁহার ন্যায় জানার সুবিধা অন্য কোন এক ব্যক্তির কখন ঘটে নাই বলা যায়। তিনি স্বদেশীয়দিগের প্রতি একান্ত সহানুভূতি পূর্ণ হৃদয়ে সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখিতেন; এজন্য তাঁহার রিপোর্ট হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জনা যায়। ১৮৬৩-৬৪ এবং ১৮৬৪-৬৫ অব্দের রিপোর্ট হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

(১) সাঞ্চাভাঙ্গা স্কুলের পণ্ডিতটী কৃষ্ণনগর ট্রেনিং স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ। গবর্ণমেণ্টের মাসিক সাহায্য ৫৲ ভিন্ন তিনি বিগত কয়েক মাসে গ্রামবাসীদিগের নিকট যাহা পাইয়াছেন তাহা গড়পড়তায় মাসে ৭৵৹ দাঁড়াইয়াছে।

ভিন্ন গ্রামের একজন ব্যক্তি আসিয়া তাহার নিজ গ্রামে একটী পাঠশালা স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন 'গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীরা মধ্যে মধ্যে উহার পরিদর্শন জন্য আমাদের গ্রামে

আসিলে **নীলকরের জুলুমের মাত্রা** * একটু কমিতে পারে।' পাঠশালা স্থাপন জন্য ইচ্ছা উদ্রেকের বিচিত্র কারণ বটে! [ষ্ট্রেঞ্জ মোটিভ্ ফর সেটিং অপ এ স্কুল]

---

* নীলকরের অসহনীয় অত্যাচারের কথা "নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কল্লে ছারেখার। অসময়ে হরিশ মোল লংয়ের হোল কারাগার।"—প্রভৃতি গান বাঙ্গালীর মনে চিরজাগরূক রাখিবে। যখন এনিলাইন রংএর শস্তায় উৎপত্তিতে নীলের ব্যবসায় একরূপ উঠিয়া গেল, তখন মফঃস্বলের কথা বিশেষভাবে জানা থাকায় ভূদেব বাবু কোন সহৃদয় ইউরোপীয়কে বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালী রাইয়তের অশ্রুধারা জর্ম্মণির রাসায়নিক পরীক্ষা বিধান গৃহে দানা বাঁধিয়াছে" [টীয়ার্স অফ দি বেঙ্গলি রাইয়টস্ হ্যাভ্ ক্রিষ্ট্যালাইজড্ ইন জর্ম্মণ ল্যাবোরেটরিজ্!]

ভূদেব বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ হইতে নীলকর সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—(১) নীলের চাষের দ্বারা রাইয়তদিগের প্রতি বিঘা ভূমিতে অন্যূন সাতসিকা করিয়া লোকসান হইত * * * রাইয়তেরাও জানিত অথবা সন্দেহ করিত যে কমিশনর, জজ, মাজেষ্টর প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ ইংরাজেরা অনেকেই নীলকুঠির অংশীদার। [ঐ "প্রথম অধ্যায়"]

(২) নীলকর সাহেবেরাও অনেক স্থলে ঐরূপ (বেঙ্গল কোল কোম্পানীর লাইবেলের মোকদ্দমায় প্রকাশিত দেশীয় মহাজনের কয়লার নৌকা দামোদরে ডুবাইয়া দেওয়া এবং ছলে বলে অনেক ভূমি সম্পত্তি আপনাদের অধীন করিয়া কয়লার বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লওয়ার ন্যায়) 'তেজস্বিতা' সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যে একজন স্পষ্টাক্ষরে (কলিকাতা রিভিউপত্রে) স্বীকার করিয়াছিলেন যে ৪০ বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় জমিদারবর্গকে কখন ভয় কখন প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ জন্মাইয়া ক্রমে ক্রমে নীলকরেরা সর্ব্বতোভাবেই স্বকার্য্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কত নীলকর যে ক্লাইব সাহেবের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড এবং অসম সাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন, কত নীলকর যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় প্রাজ্ঞতা এবং একাগ্রতা সহকারে আপনাপন অধিকার দৃঢ়তর করিয়া লইয়াছিলেন, কত নীলকর যে এলেনবরার ন্যায় দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত প্রজাবর্গকে শাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহা কে বলিতে পারে?' ফলতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এ দেশের রাজকার্য্য আপনাদের হস্তগত করিয়াছিলেন, তজ্জাতীয় অপরাপর লোকেও যে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণ বৃত্তির লক্ষণ বলিলেও চলে।" (ঐ—তৃতীয় অধ্যায়)

(৩) "কুঠীতে আট বাণ্ডিল নীল চারার দাম এক টাকা ধরা হইত। * * রাইয়ত-

(২) "কৃষ্ণনগরে স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যা কম। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বড়ই শোচনীয় অবস্থা; শিশু এবং বালক বালিকার মৃত্যু অত্যন্তই অধিক হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা বাঁচিয়া উঠিয়াছে তাহাদেরও অনেকের এখনও স্কুলে আসার অবস্থা হয় নাই। [বাস্তবিকই নদীয়া যশোহর প্রভৃতির বাঙ্গালী ঐ সময়ে নীলকর এবং ম্যালেরিয়ার দ্বারা একান্তই প্রপীড়িত হইতে ছিল। স্কুল সংসৃষ্ট কথাতেও সে বিষয় ভূদেব বাবু কোনরূপে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছিলেন।]

(৩) আমাদের পাঠশালা গৃহগুলি অবশ্যই খুব সামান্য ধরণের হইবে (মষ্ট অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কোর্স বি ভেরি পুওর অ্যাণ্ড অম্বল্), কিন্তু সেজন্য অপরিচ্ছন্ন বা অস্বাস্থ্যকর (ডার্টি অ্যাণ্ড অন্‌হেল্‌দি) হওয়ার কোন কারণই নাই।"

(৪) "ছাত্রগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ বসিবে; শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর অনুসারে ওঠাউঠির সুবিধা হইবে না। ছাত্রেরা অপনাপন মাদুর লইয়া আইসে; ঐ সকল লইয়া ওঠাউঠিতে গোলযোগ ঘটিবে। বেঞ্চ টেবিল চেয়ারের কোন প্রয়োজন নাই। হস্তে অঙ্কিত মানচিত্রের

দিগের দাদন শোধ যাইত না। বর্ষে বর্ষে দেনা বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে তাহারা কুঠীর গোলাম হইয়া পড়িত। অজ্ঞ রাইয়তেরা, মনে করিত যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে তাহারা আপনাদের ক্ষতি স্বীকার [ঠিক যে সময়ে আশু ধান্য পরিপক্ক হয় সেই সময়েই নীলের চারা কাটিয়া কুঠিতে বহন করা প্রয়োজন; নিজেদের পাকা ধানের ক্ষতি করিয়াও প্রবল কুঠিয়ালদের কার্য্য আগে করিতে হয়; আমলাদিগের হিসাবে এবং পিয়াদার রোজেও অনেক অত্যাচার ছিল] করিয়াও কুঠিয়াল সাহেবদের নীলের চাষ করিয়া দেয়। আর এতদিন খাদ্য দ্রব্যাদির অতিশয় সুলভ মূল্য ছিল, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশে প্রজাদিগের একপ্রকার গুজরান হইত। * * যেরূপ চাউল ১৮৪০ সালে টাকায় একমণ এখন তাহা দুই টাকা হইয়াছিল এই * * সকল কারণ মিলিত হওয়াতে রাইয়তদিগের মধ্যে নীল চাষের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। * * গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন (১৮৬০ সালের ১১ আইনের ২ ধারা) যে যে রাইয়ত দাদন লইয়া নীলের চাষ না করিবে তাহাকে দাদনের পাঁচ গুণ জরিমানা দিতে হইবে এবং কয়েদ খাটিতে হইবে।" (ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়)

ব্যবস্থা করিতেছি। জমি মাপার শিক্ষা দেওয়ার একান্তই প্রয়োজন। তাহার ব্যবস্থাও হইয়া যাইবে। তক্তা সংগ্রহ করিয়া শিক্ষকদিগকেই ব্লাক বোর্ডের কাজ চালাইতে হইবে। গ্রামের লোকে উহার জন্য সম্ভবতঃ বিশেষ চেষ্টা করিবেনা। ছাত্রেরা শুচি হইয়া পড়িতে আসা উচিত। গুরু সে কথা অভিভাবকদিগকে বলিয়া বুঝাইবেন। জলে কাচিয়া শুষ্ক করা কাপড় পরিয়া আসিলেই হইবে।" [কয়েকদিনের ঘর্ম্মসিক্ত পিরান পরিয়া অনেক ছাত্র একঘরে বসায় অনেক ইংরাজী স্কুলের ঘরে একটা দুর্গন্ধ বোধ হয়; উহা অবশ্যই অস্বাস্থ্যকর; দেশীয় ব্যবস্থাই ভাল]।

(৫) "ছাত্রদিগের দেয় 'স্কুল ফি' সম্বন্ধে ডেপুটী ইনস্পেক্টর যেন হস্তক্ষেপ না করেন। উহা গ্রামের লোকেরাই স্থির করিবেন। নগদ পয়সা বা খাদ্যদ্রব্য উভয় প্রকার 'ফিই' চলিবে। এ বিষয়ে শিক্ষকের সহিত মতান্তর হইলে গ্রামের কয়েকজন প্রধান লোকে পঞ্চায়েতী দ্বারা মীমাংসা করিয়া দিবেন। অভিভাবকেরা স্বেচ্ছায় বস্ত্র বা উপহার 'নিজেরা' গিয়া গুরুকে দিলে তাহা গ্রহণ করায় আপত্তি নাই। কিন্তু ছাত্রদিগের হস্ত হইতে গুরু ওরূপ কিছুই লইবেন না।"

(৬) "পাঠশালার জন্য মোট বরাদ্দের টাকার ভিতর হইতেই গুরু-দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার দেওয়া সঙ্গত। অনুপস্থিতি প্রভৃতি জন্য যে বৃত্তির টাকা কাটা যায়, তাহা হইতেই গুরুদিগকে পুস্তক এবং অর্থ পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করা যাইতে পারে। [চৌকিদারী ফণ্ডে চৌকিদারদিগের জরিমানার টাকা এইভাবে জমা করিয়া উহাদিগকে চোর ধরা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ইহার অনেক বৎসর পরে প্রবর্ত্তিত হয়।]

(৭) "কেহ কেহ বলেন যে বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ব্যয় বৃথা এবং অত্যধিক। আমার বিশ্বাস এই যে সুচারু পরিদর্শনের ব্যবস্থা না করাই

হার্ডিং মডেল স্কুল গুলির অকৃতকার্য্যতার কারণ। পাঠশালার পরিদর্শকগণ একটী বা দুইটী শ্রেণীতে শিক্ষকের সমক্ষে নিজেরা একটু একটু ভাল করিয়া পড়াইবেন এবং স্কুলের পরিদর্শন রেজিষ্টারে তাঁহার লক্ষিত ত্রুটী গুলি সংশোধনের উপদেশ সহিত লিখিয়া দিবেন। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা 'অনেক' পাঠশালার শিক্ষা উন্নত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্কুলকে তাহারই পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনা দ্বারা দেখিতে হইবে, ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে কি না। বিভিন্ন অবস্থার অপর কোন স্কুলের সহিত তুলনায় সে ফল পাওয়া যায় না।"

(৮) "আমার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরগুলির সম্বন্ধে আমি অতিশয় ভাগ্যবান। একজন তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা বশে অপছন্দ-সই কার্য্য করায় আমাকে বর্ষ মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল—এক্ষণে তিনি এরূপে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন যে আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি।" [এই ভাবেই তিনি সকলকে সংশোধন করিয়া, উদ্যমশীল এবং ভক্ত সহায়ক করিয়া লইতেন—নাম ধরিয়া রিপোর্টে নিন্দা করিলে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিরুৎসাহ আনিতে এবং ক্ষতিও হইতে পারে বলিয়া তাহা সহজে করিতেন না। ৺ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺লোহারাম শিরোরত্ন, ৺নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺হরমোহন ভট্টাচার্য্য এই সময়ে পাঠশালার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন]।

(৯) "পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এবং পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন যথাক্রমে বহরমপুর এবং কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক হইয়া বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগর ট্রেনিং স্কুল ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁদের মত অত্যুৎকৃষ্ট লোক পাওয়া দুরূহ এবং পাইলেও তাঁহারা উচ্চতর বেতনের উপযুক্ত বলিয়া সত্বরই অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। এজন্য ট্রেনিং স্কুলের হেডমাষ্টারদিগের সাময়িক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা সঙ্গত হইবে।"

[শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম শ্রেণী ভিন্ন সাময়িক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা তখন ছিলনা ; পরে হইয়াছে ।)

(১০) "মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়গুলিতে যেরূপ বৃত্তি পরীক্ষা হয়, এই নূতন পাঠশালাগুলির জন্যও সেইরূপ বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে অতি দরিদ্র রাইয়তেরও মেধাবী সন্তান ক্রমশঃ বৃত্তির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিতে পারিবে। এতদ্বারা রাইয়ত শ্রেণীর ছাত্র বিশেষের যে উপকার হইবে তাহার অপেক্ষা সমগ্র শ্রেণীর উপকার শতগুণ অধিক হইবে।" [ইহার পর গবর্ণমেণ্ট প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা করিয়াছেন]।

(১১) "আমি এক এক সময়ে মনে মনে ভাবি যে যদি আমার ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ এরূপ বুদ্ধিমান, একাগ্রচিত্ত এবং উদ্যমশীল সহকারী না হইতেন—আমাকে অন্য লোক লইয়া কার্য্য করিতে হইত, তাহা হইলে কার্য্যের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কি কোন মতেই ঘটিতে পারিত' ইহাঁদের মধ্যে চারিজনের কার্য্য ঠিক ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিখুঁত ভাবে চলিতেছে ; দুইজনের কষ্টসহনশীলতা প্রকৃত পক্ষেই অসাধারণ ; একজন যখন চেষ্টা করেন, তখন মফঃস্বলের লোকদিগকে বুঝাইয়া—মিলাইয়া—শিখাইয়া সকল কঠিন কার্য্যই করাইয়া লইতে পারেন। নূতন দুইজনের সম্বন্ধে এই ভাবেরই প্রশংসা আগামী বৎসরে করিতে পারিব এরূপ আশা করি।"

(১২) "একজন ডেপুটী ইনস্পেক্টরের এলাকায় গিয়া দেখিলাম যে অম্লশূলের বেদনায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আমি তখনই ছুটী লইতে বলিলাম ; কিন্তু তিনি তাহা মানিলেন না। পনের দিন আমার সহিত সেই কষ্ট সহ্য করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। অপর একজনের নিকট আমার পত্র বাহকের দোষে সম্বাদ পৌঁছিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল।

তিনি তৎক্ষণাৎ ২৫শে ডিসেম্বরের শীতের রাত্রে ১৪ মাইল ঘোড়ায় আসিয়া রাত্রি তিনটার পরেই আমার সহিত দেখা করেন।" [ভূদেব বাবু যে অত রাত্রি থাকিতে নিদ্রাত্যাগ করিতেন, তাহা তাঁহার সহকারীরা সকলেই জানিতেন।]

(১৩) "বেচার হাট পাঠশালা।—শিক্ষক পরিশ্রমী; ছাত্রেরা প্রায় সকলেই নিম্ন শ্রেণীর। গ্রামের মধ্যে কে কে পাঠশালাটীর জন্য যত্ন প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের নাম আমার নোট বহিতে লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিলে উচ্ছব ডোমের বৃদ্ধা মাতা তাহার পুত্রের নাম লিখিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কি করিয়াছে?" উত্তর—"কেন, এই পাঠশালার এই ঘরের ছপ্পরটা সে অমনি ছাইয়া দিয়াছে!"—অবস্থাপন্ন রাইয়তেরা বাঁশ খড় দিয়াছিল; দরিদ্রেরা বিনা মজুরিতে কার্য্য করিয়াছে; নগদ এক পয়সাও খরচ হয় নাই।"

(১৪) "সাঁকারি।—গুরুটী পরিশ্রমী কিন্তু গ্রামের লোকে উঁহাকে এখনও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেছেন না। অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীরা বলিলেন 'স্কুল পাঠশালায় আর আমরা চাঁদা দিয়া জড়াইয়া পড়িতে চাহিনা।' জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে গ্রামের সাহায্য প্রাপ্ত মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের শিক্ষক টাকা ভাঙ্গায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন; স্কুল ম্যানেজারকে সাক্ষী দিতে হইয়াছিল! উনপঞ্চাশটী ছাত্র আসিয়াছে। বাবু নীলমাধব রায় আমাকে বলিলেন যে তিনি গুরুর আয় সম্বন্ধে যত্ন করিবেন। একটু চাপিয়া থাকিলেই পাঠশালাটী ভাল চলিবে।"

(১৫) "একবেকি।—শিক্ষকের নিজের অঙ্কিত মানচিত্র হইতে শিক্ষা দিতেছেন। স্থানীয় জমিদার সৈয়দ ফরমান আলি পাঠশালাটীর উপর বিশেষ যত্ন করিতেছেন।"

(১৬) "শ্রীমানপুর।—প্রায় সকলেই উচ্চশ্রেণীর লোকের ছেলে। বই এবং শ্লেট সকলেরই আছে; ছেলেদের হাতের লেখা একেবারেই ভাল নয়; মানসাঙ্কে যত্ন করা হয় না। গ্রামের মধ্যে যাঁহাদের পাঠশালাটীর উপর সুনজর আছে সকলেই স্কুলের ধরণে পড়ান চাহেন।"

(১৭) "নূতন সড়ক। শিক্ষকটী ভাল কিন্তু একজন প্রাচীন ধরণের বৃদ্ধ গুরুমহাশয় আসিয়া নিকটে একটী পাঠশালা খুলিয়াছেন এবং গ্রামের গৃহিণীদিগকে বুঝাইয়া কতকগুলি ছাত্রকে এই পাঠশালা হইতে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন। পাঠশালার ছপ্পর দিয়া জল পড়ে; তাহার ব্যবস্থা প্রথমেই না করিয়া গ্রামের লোকে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চির জন্য চাঁদা তুলিতেছেন! ছাত্রদিগের রুগ্ন চেহারা।"

(১৮) "দোগাছিয়া।—শিক্ষক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম 'জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে স্কুলে আসিয়াছ কেন!' উত্তর 'এ ঘরটা আমার বাসার অপেক্ষা ভাল।' প্রশ্ন—'তোমার অসুস্থ শরীরে আসায় যদি ছাত্রদের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হয়।' উত্তর—'উহাদের আপনার আপনার জ্বর সকলেরই আছে! দিনের মধ্যে কোন না কোন সময়ে গ্রামের সকলেই জ্বর ভোগ করে।' শিক্ষকটী ঔদাসীন্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম 'বিভিন্ন শ্রেণীর ধারাবাহিক পাঠের ব্যবস্থা (রুটীন) কোথায় লেখা আছে?' শিক্ষক দেওয়ালে একটু লেখা কাগজ আঁটা দেখাইলেন।—উহার অনেকটাই আরস্থলায় খাইয়া ফেলিয়াছে!"

(১৯) "ভীকুটিয়া।—পাঠশালার আটচালা ঘরটী সুন্দর। গ্রামের লোকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। গুরুর বাড়ী ঐ গ্রামেই। যতদিন আটচালা প্রস্তুত হইতেছিল ততদিন গুরু ছাত্রদিগের নিকট কোনরূপ "ফি" লন নাই। পড়ান খুব ভাল হইয়াছে।"

(২০) "বাঙ্গালায় এখন যে ত্রিশ সহস্র পাঠশালা বর্ত্তমান আছে তাহাদের স্থাপনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে প্রায় একইরূপ বলিয়া জানা যায়। একটু অবস্থাপন্ন একজন গ্রামবাসী তাঁহার ছেলেদের পড়া শুনার জন্য একজন গুরুকে স্বগৃহে আহার ও বাসস্থান এবং এক বা দুই টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া রাখিলেন; গ্রামের সকলেই সেই গুরুর নিকট পড়িবার অনুমতি পাইল, একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়া গেল। উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্থাপিত এবং প্রধানতঃ তাহাদের সাহায্যেই রক্ষিত পাঠশালা গুলিতে নিম্ন শ্রেণীর ছেলেরাও পাড়ত। ছাত্রদত্ত বেতন "(ফি)" সকলেরই পক্ষে কম, তাহাও আবার অবস্থানুযায়ী। মূল্যবান কোন ছাপান পুস্তকের বা শিক্ষা বিধানের জন্য নানা প্রকার উপকরণের আবশ্যক হইত না। কেহ কেহ মনে করেন যে পাঠশালা গুলি স্থধু নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের জন্যই থাকা উচিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধুই নিম্নশ্রেণীর সাহায্যে এখনও কোন পাঠ-শালা স্থাপিত বা রক্ষিত হইতে পারে না। আমি পাঠশালায় সকল শ্রেণীর ছাত্রকেই পড়িতে আসিতে দেখিতেছি। সে সম্বন্ধে উহাদের যেমন পাইয়াছি তাহাই রাখিয়াছি; তবে সকল বিষয়েই শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য যে চেষ্টা করা হইতেছে তাহার ফল সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ১৮৬২ অব্দে আমি রিপোর্ট করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষিত পণ্ডিতদিগের দ্বারা যে সকল গ্রাম্য পাঠশালার উন্নতি সাধন জন্য পরীক্ষাবিধান করা হইতেছিল তাহা হইতে নিম্নশ্রেণীর লোকের ছেলেরা অনেকে ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমার নূতন পাঠশালাগুলি সম্বন্ধে আমি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি এবং বলিতে পারি যে ইহাদের সম্বন্ধে সেরূপ কিছু ঘটে নাই। কিন্তু আমি ওগুলিকে শুধুই নিম্নশ্রেণীর (মাসেস্) জন্য নির্দ্দিষ্ট স্কুলে পরিণত করা সম্ভব মনে করি না এবং যে ব্যবস্থানুযায়ী

কার্য্য (স্কীম্) চলিতেছে তাহার ঐরূপ উদ্দেশ্য বলিয়াও মনে হয় না।

২১। "বর্ত্তমান ব্যবস্থা গ্রামবাসীগণকে তাহাদের নিজেদের স্কুলগুলির উন্নতি সাধনে যত্ন করিতে বলিতেছে; যে স্কুলগুলির উপর সরকারী টাকা খরচ হইতেছে সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাহাদিগকে দায়ী করিতেছে, এবং ছাত্রদিগকেও 'স্কুল-ফি' কিছু কিছু দিতে বলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে যাহারা নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট তাহাদেরই সাহায্য করিতেছে—তাহাই গ্রাণ্ট-ইন-এড ব্যবস্থার মূলসূত্র।* বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে পাঠশালার গুরুরা ছাত্র-দত্ত-বেতনে, সিধায়, উপহারে মাসে অন্যূন পাঁচ টাকা পাইতেন; এখনও সেদিক দিয়া অন্যূন পাঁচ টাকা পাইয়া থাকেন; যাহা সাধারণে দিতেছিল তাহার 'স্থলে' সরকারী খরচ না করার (নেভার সবষ্টিটিউটিং ষ্টেট সপোর্ট ফর প্রাইভেট কন্ট্রিবিউশনস্) নীতি অক্ষুন্নই রাখা হইয়াছে। ফলতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে 'গ্রাণ্ট-ইন্-এড' নিয়মের ব্যতিক্রম না করিয়া পাঠশালায় শিক্ষিত গুরু নিযুক্ত এবং পাঠশালাগুলি গ্রামের দলাদলি উপলক্ষে বন্ধ হইবার ভয় হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত, হইতেছে। তাহা সাধারণ গ্রাণ্টইন-এড নিয়মাবলীর দ্বারা সংসাধিত হইত না।

২২। "দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর (মাসেস্) জন্যই নির্দ্দিষ্ট স্কুলগুলির সমস্ত খরচই সরকারী তহবিল হইতে হওয়া আবশ্যক; পুস্তকাদিও বিনামূল্যে

* The present scheme requires the people to set about the *improvement of their own schools*, it requires them to be bound on heavy penalties to keep up the schools upon which Government money is expended, it requires the payment of fees by the children who attend the schools ; in short it proceeds entirely on the principle of the grant-in-aid system of offering help to' those who help themselves—[Report of 1863-64.]

দিতে হয়; এমন কি বস্ত্র অর্থ এবং আহার্য্য ঘুস স্বরূপে দিয়া উহাদের স্কুলে নিয়মিত আসার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক করিতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃ সকল বড় বড় গ্রামে উন্নত পাঠশালা স্থাপিত হইয়া গেলে, ঐ সকল পাঠশালার গুরুদিগকে মাসে মাসে অল্প কিছু দিলেই তাহাদের দ্বারা নৈশ বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে পারিবে। তাহাতে দৈনিক কার্য্যের ব্যাঘাত না হওয়ায় মজুর শ্রেণী হইতেও কতক লোক অল্পে অল্পে আসিয়া কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।"

২৩। "মার্কিন দেশে দরিদ্র স্কুলের পরীক্ষায় বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে; অনেক ধনী ব্যক্তি তথায় ঐরূপ বৃত্তি স্থাপনের সাহায্য করিয়াছেন। আমার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরেরাও জমিদারদিগের নিকট আবেদন করিয়া দুই একটি ঐ ভাবের বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও অল্প খরচে কতকগুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়া দিলে পাঠশালাগুলির ইজ্জত বাড়ে; সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর একান্ত দরিদ্রের পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয় এবং ইংরাজ সংসর্গে যে সামাজিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী * সে দিকেও সহায়ক হয়।" [—"**এখন সর্ব্ব শ্রেণীর উন্নতি** সহ হিন্দুর উন্নতির দিন আসিয়াছে"—পিতার এই আশার উক্তি ভূদেব বাবু সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া চলিয়াছেন।]

২৪। "বাবু শিশির কুমার ঘোষ, খুলনার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর, লিখিয়াছিলেন:—(১) খুলনায় অনেক ভদ্রলোকের বাস; অধিকাংশেই কায়স্থ। (২) পাঠশালার জন্য গুরুর নির্ব্বাচন গ্রামবাসীদিগের হস্তে থাকা ভাল নয়, উহা ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের হস্তে আসা উচিত (৩) যে গ্রামের

*Calculated to bring to maturity that incipient social revolution which must be the result of England's connection with India, as the opening up of the highest university education to the lowest order of the native community.

পাঠশালা সে গ্রামের গুরু হওয়া ভাল নয়, (৪) এখন ছোট জাতের (লো কাষ্ট) গুরুর নির্ব্বাচন-রোধ যতটা ন্যায়পরায়ণতা দেখাইয়া (শো অফ জষ্টিস্) করিতে পারা যায়, তাহা করাই ভাল।" *

সেক্রেটারী অফ ষ্টেট (ইণ্ডিয়া আফিস লণ্ডন ২৩।৭।১৮৬৪) গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে প্রেরিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় পত্রে দেশীয় সাবেক (ইণ্ডিজিনস্) পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া এবং অল্প বৃত্তি দিয়া তাহাদের কার্য্যে ফিরাইয়া পাঠানর ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার উত্তমরূপ হওয়ার আশা প্রকাশ করিয়া লেখেন,—"আমি এই কার্য্যের পরিচালন জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারীর ঐকান্তিকতা এবং সুবুদ্ধি এবং গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থায় যতটা উন্নতি হইতেছে তাহার প্রকৃত ধারণা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছি।" †

* নির্ভীক দেশীয় দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকার স্থাপয়িতা, অমিয় নিমাই চরিতের ভক্ত বৈষ্ণব লেখক ৺শিশির বাবু তখন অল্পবয়স্ক। মানুষের মত যে কত বদলাইয়া যায়—কত উন্নতি যে হইতে পারে—তাঁহার এক সময়ের এই কথাগুলি তাহার নিদর্শন স্বরূপ বোধ হওয়াতেই উহাদের উল্লেখ করা হইল। তখন শিশির বাবু স্থানীয় দেশীয় লোকদিগের অধিকার তাহাদের গ্রাম্য পাঠশালাগুলিতেও খর্ব্ব করিতে ইচ্ছুক; এবং 'নিম্ন শ্রেণীর' প্রতি বিরূপ। কিন্তু তিনি যাবজ্জীবন ভূদেব বাবুর প্রতি একান্তই ভক্তিমান ছিলেন এবং ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর লিখিয়াছিলেন—"আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাঙ্গালায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেব বাবুতে দেখিয়াছি।"

† I have perused with much interest the report of Babu Bhoodeb Mukherjee, the inspector specially appointed to Superintend the working of this system and have been much gratified at that officer's zeal and intelligence and the correct comprehension manifested in his report of the progress of the Government in the establishment of the system.



৺রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায।

ডিরেক্টর সাহেব ঐ পত্রের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া (৩০৮৯ নং ২২। ১০।১৮৬৫) ভূদেব বাবুর জ্ঞাতার্থে পাঠাইয়া দিলে মেডলিকট্ সাহেব ভূদেব বাবুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সৌভাগ্য জন্য আনন্দ প্রকাশ (কন্‌গ্র্যাচুলেট্) করেন। ভূদেব বাবু বলেন,—"তোমরা যে আমাকে ভালবাস এবং ভাল বলিয়াছিলে তাহা আমি জানি; ইহাতে নূতন কি হইল যে সে জন্য আনন্দ প্রকাশ?" মেডলিকট সাহেব হাসিয়া বলেন,— "ইহাতে কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ উপকার আছে; এখন অল্পকাল মধ্যে কেহ তোমার উপর চটিলেই 'অনুপযুক্ত' বলিয়া ফেলিতে সাহস করিবে না। চৌকিদারের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া যদি গবর্ণর জেনারেল কিছু বলেন, তখন তাহা আর চৌকিদারের রিপোর্ট থাকে না—তাহা গবর্ণর জেনারেলের উক্তি হইয়া যায়!"

ভূদেব বাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ উত্তরপাড়ার ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছিল। তিনি হাইকোর্টের উকিল এবং উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সম্পাদক ছিলেন। ইহাঁর পিতা ৺জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একান্ত নিকট জ্ঞাতির "জামিন' হইয়া ৫০ হাজার টাকার দায়ে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূণ্যবলে পুত্রদ্বয় (কনিষ্ঠ পুত্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কৃতি হইয়া ক্রমশঃ সেই ঋণ শোধ করিতে পারেন। ভূদেব বাবুর এই কন্যা, এক পুত্র (৺ ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুক্ত প্রদেশে মুনসেফ হইয়াছিলেন) এবং এক কন্যা (উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়) রাখিয়া যান।

১২৭১ সালের বৈশাখ (১৮৬৪ মে) মাস হইতে ভূদেব বাবু শিক্ষাদর্পণ নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। উহার আকার ফুলস্কেপ দুই ফর্ম্মা (৮ পৃষ্ঠা) এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত দেড় টাকা

ধার্য্য হয়। তখন সম্বাদ পত্র পাঠাইতে ⁄০ করিয়া মাশুল লাগিত। অনেকটা কূপমণ্ডুকবৎ গ্রাম্যগুরু মহাশয়দিগের স্থলে যে সকল ট্রেনিং স্কুলের উত্তীর্ণ শিক্ষক উন্নত পাঠশালায় কার্য্য করিতে বসিতেছিলেন তাঁহারা সকল দিকেই উজ্জ্বল হইয়া উঠেন, একটু দেশের সম্বাদ পান এবং পল্লীগ্রামের ছাত্রেরাও তাঁহাদের নিকট হইতে একটু দূর পর্য্যন্ত দেখিতে শিখেন, এই পত্রিকা প্রচারের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল এবং সেইজন্য 'পাঠশালার পণ্ডিতদিগকে' কাগজটী (অর্দ্ধমূল্যে ডাকমাশুল সহিত বার্ষিক আঠার আনা মাত্র মূল্যে) দেওয়া হইত। প্রায় সাত শত গ্রাহক হয়। পত্রের অধিকাংশ ভাগই ভূদেব বাবু নিজে লিখিতেন। তাঁহার পিতার লিখিত বাল্মিকী রামায়ণের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা (ইহা বিশ্বনাথ রামায়ণ নামে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন) এবং তাঁহার নিজের লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসের কতক অংশ ইহাতেই প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। ইতিহাসখানি বীডন সাহেবের আমল পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল এবং ভূদেব বাবুর দেহান্তরের পর 'বাঙ্গালা ইতিহাস তৃতীয় ভাগ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রিয় ছাত্র ৺ শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * এবং ৺ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডেপুটী ইনস্পেক্টর (পরে কবিরাজ) ৺যশোদানন্দন

* ৺ শরৎ বাবুর সরস বাঙ্গালা কবিতার উদাহরণ স্বরূপ স্কুল কলেজে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য রিচার্ডসনের সিলেক্‌সনে মুদ্রিত 'রাজপুতস্‌ ল্যামেণ্টের' অনুবাদের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।—

কোথাহে বীরেন্দ্র বৃন্দ নরকুল মনি। প্রতাপে যাঁদের হায় কাঁপিত ধরণী॥

* * *

মহামনা মহাবলী বিনা তোমা সবে। জাতি সুবন্ধন ভার অন্যে কি সম্ভবে॥
আজও কি দিবেনা হায় করিয়াছ মনে। স্বাধীনতা বীজমন্ত্র স্বজাতির কানে॥

* *

আপনার স্বাধীনতা আপনি বজায়। প্রতিজ্ঞা এখন এই রাখিব নিশ্চয়॥

—এই ইংরাজী কবিতায় "হুজ্‌ গড্‌ ইজ্‌ গোল্‌ড" অনুবাদে হয় "টাকা যার ইষ্ট দেব।"

সরকার, ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি কয়েকজনের প্রবন্ধ ও কবিতা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শিক্ষাদর্পণের নমুনা স্বরূপ কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

১। "যে সকল দেশে বিদ্যা-চর্চ্চার বাহুল্য এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে সর্ব্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সম্বাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইতে থাকে! * * বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। * * যাঁহাদের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করেন তবে বুঝিব যে দেশ মধ্যে যাহাতে এমন একখানি কাগজ চলে দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। * * পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভালকথা শুনিতে পান না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলির এবং নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব * * কতকগুলি করিয়া সম্বাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে * * নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে সার সংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষা-দর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্ম্মণ দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য * *।" [প্রথম সংখ্যা হইতে।]

২। "আমাদের দেশের প্রকৃত ঐতিবৃত্তিক বিবরণ এ পর্য্যন্ত কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। তাহা না হওয়ার কারণ দেশীয় লোকদিগের কুসংস্কার এবং গবর্ণমেণ্টের ভয়। দেশীয় লোকের কুসংস্কার এই যে, তাঁহারা এমত সকল ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করা দূরে থাকুক, পাছে নূতন করা-

দানের সোপান হয় এই সন্দেহে গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতাই করেন; পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের ভয় যে পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কোন কাজ নির্ব্বাহ করিতে গেলে প্রজাপীড়ন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, এক্ষণে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য এমন সুসম্বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ঐ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ প্রজাসাধারণের সমক্ষে এমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ভাজন হইয়া উঠিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিলে উহাঁদিগের দ্বারা দেশের প্রকৃত ঐতিবৃত্তিক বিবরণ অনেকটা সংগ্রহ করিতে পারেন। সম্প্রতি কোন একটী জিলা লইয়া আরম্ভ করিয়া দেখিলে হয় এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ তাহার অধিবাসী সংখ্যা এবং অন্যান্য বিবরণ বিবৃত করিয়া দিতে পারেন কি না।"

[ছয় বৎসর পরে প্রথম সেন্‌সস্ (লোক গণনা) অনেকটাই শিক্ষা-বিভাগ সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীদিগের সহায়তায় করা হয়; রাজকার্য্যাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর এতটাই সূক্ষ্ম এবং 'দূর দৃষ্টি' ছিল।]

৩। "মনুষ্যের ধর্ম্মকেই মনুষ্যত্ব বলে। * * অপরাপর জীব এক-প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় সংস্কারের অধীনে কার্য্য করে। * * পশুরা ভয় পাইলেই পলাইবে, ক্রুদ্ধ হইলেই অনিষ্ট চেষ্টায় ধাবমান হইবে, ক্ষুধিত হইলেই খাইবে, শ্রান্ত হইলেই বিশ্রাম প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে। মনুষ্যেরাও ঐরূপ ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাহা তাদৃশ অবশ্য-নিয়তরূপে প্রতীয়মান হয় না। মনুষ্যেরাও ক্রুদ্ধ হইলে মারিতে যায়, কিন্তু মনে করিলে ক্ষমা করিতেও পারে। মনুষ্যেরা ক্ষুধিত হইলে খায়, কিন্তু মনে করিলে সেই সময় উপবাসেও যাপন করিতে পারে। এই স্বেচ্ছাধীনতাই মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম। আমি করিব, আমি বাড়িব, আমি ওরূপ হইব না, ইত্যাকার চিন্তা কেবল মনুষ্যের পক্ষেই সঙ্গত। * * যে সকল মনুষ্যের এই শক্তি প্রবল তাহাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি এবং

ইন্দ্রিয়বৃত্তি ইহার একান্ত অধীন। তেমন লোক কোন মহদ্ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যদি ভয় পাইব না মনে করিয়া থাকেন, তবে কিছুতেই তাঁহার ভয় হইবে না। যদি আলস্য করিব না মনে করিয়া থাকেন, তবে আর আলস্য তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবে না। সুখে প্রমত্ত হইব না মনে করিলে, সুখ আর তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। * * মনের জোরই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। * * এই মনের জোরেই মনুষ্যেরা ঈপ্সিত লাভ করিতে পারে।"

৪। "যাহা প্রচলিত রীতির অবিরুদ্ধ হইয়া অভীপ্সিত ফল প্রসবে সমর্থ হইবে, সেইরূপ কোন প্রণালীর অনুসরণ করাই বাস্তবিক কার্য্যকারী —অপর কেবল বুদ্ধির প্রাথর্য্য প্রদর্শন এবং বাগাড়ম্বর মাত্র।"

৫। "ইংলণ্ডের রাজামাত্য এবং রাজকর্ম্মচারীগণ অনেকেই বড় মানুষের ছেলে। ইংলণ্ডের বড় মানুষেরাও কেহ এমত মনে করেন না যে আমাদের ছেলেরা আর কি জন্য পরিশ্রম করিবে? কি জন্য কষ্ট পাইয়া লেখাপড়া শিখিবে? কোম্পানীর কাগজে নামটা সহি করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল!"

৬। "সংস্কৃত ভাষায় আদি মহাকবি বাল্মীকির রচনায় কোন কৃত্রিম অলঙ্কারের পারিপাট্য নাই। মহামুনি যেন সহজে কথা কহিয়া গিয়াছেন এমনই বোধ হয়। বাঙ্গালা ভাষার এই প্রথম অভ্যুদয় কাল। কিন্তু ইহাতে সারল্য এবং স্বভাবোক্তির প্রতিভা লক্ষ্য না হইয়া শব্দালঙ্কারের প্রতি সমধিক লক্ষ্য হইয়া থাকে।" [এক্ষণে সংস্কৃত হইতে শব্দাড়ম্বরের অনেকটা হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজী ধরণে এবং অবোধ্যভাবে শব্দ বিন্যাসের আগ্রহ কাহার কাহার রচনায় অত্যধিক!]

৭। "ইংরাজদিগের প্রাধান্যের হেতু বিদ্যাও নয়, বুদ্ধিও নয়, ধর্ম্মশীলতাও নয়। ইহাদের প্রাধান্যের হেতু এই যে, উহারা ভাঙ্গা মানুষ

নহে—উহারা 'গোটা' মানুষ। মেষের পাল নহে। আপনাপন বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া চলে; তাহাতে বুদ্ধি ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়। ঠেকা দেওয়া গাছ অল্প বাতাসেই পড়িয়া যায়। যে গাছ আপনার শিকড়ের জোরে বৃদ্ধি পায় সে ঝড়েও পড়ে না।"

৮। "গ্রীস দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে মেলা প্রদর্শনের রীতি ছিল। তথায় বিবিধ মল্লক্রীড়া, সংগীত, বাদ্য, অভিনয়, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতির পরীক্ষা লওয়া হইত। আমাদের এই সকল মেলাতেও কেন তাহাও হউক না? ঘোড় দৌড়, বন্দুক ছোঁড়া, তলোয়ার খেলা, সাঁতার দেওয়া, লাফাইয়া উঠা প্রভৃতি বল এবং লক্ষ্য-জ্ঞানের কার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করায় বড় বড় জমিদার এবং ভদ্রলোকের সন্তানেরও কোন দোষ নাই। * * পয়সার প্রত্যাশা করিলেই দোষ হয়। নচেৎ শরীরে বল থাকা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি? * * গ্রীকেরা যেমন পত্র-বিনির্ম্মিত মুকুট পারিতোষিক পাইয়া সুবর্ণময় রাজমুকুট অপেক্ষাও অধিক গৌরবের পদার্থ বোধ করিতেন, আমাদের এখানেও পুষ্পময় মুকুট বা মালা পারিতোষিক হইবে।"

৯। "আমরা এই দেশের লোক। ইহার জল বাতাস, ভূমি-প্রসূত দ্রব্যাদি, ইহার রৌদ্রের তাপ প্রকৃত অবস্থায় থাকিলে, কিছুই আমাদের পক্ষে হানিকর হইতে পারে না। জননী যদি পীড়িতা না হয়েন তবে তাঁহার স্তন্যই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনোপায়। বাঙ্গালীর পক্ষে বঙ্গভূমিও সেইরূপ। * * **আমরা চেষ্টা করিলেই আপনাদিগের অবস্থা দিন দিন ভাল করিয়া লইতে পারি।** * * এক সময়ে ইংরাজদিগের দেশও বদ্ধ জলাশয়ে পরিপূর্ণ ছিল; তখন ইংলণ্ডের লোকেরা পালাজ্বর এবং প্লীহাদি-রোগে নিরন্তর দুঃখ পাইত। * * তাঁহারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের

দেশের বাদা ভুমি সমূহকে পরিশুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এখনকার ইংরাজেরা পূর্ব্বকালের ইংরাজদিগের অপেক্ষা সবল শরীর এবং দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। ইহাতেই বোধ হয় যে দেশের যে সকল দোষে লোকের সর্ব্বদা পীড়া হয় সেই সকল দোষ অপ্রতিবিধেয় নহে।”

১০। “যেমন পার্লিয়ামেণ্ট সভা অপরাপর রাজ কার্য্যে প্রজাসমষ্টির প্রতিভূ, জুরিরা ধর্ম্মাধিকরণ কার্য্যে সেইরূপ প্রজাসমষ্টির প্রতিভূ মাত্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এখনও এদেশে এমত লোক আছেন যাহারা জুরিতে যাওয়া এক বিষম বিপদ জ্ঞান করেন।”

১১। “যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের এমন প্রকৃতি নয় যে উহা অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রবৃত্তি প্রদান করে। ‘প্রকৃত আন্তরিক বিশ্বাস’ বশতঃ পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে হিন্দুর চক্ষে সেই ব্যক্তি যে অধার্ম্মিক এবং বিদ্বেষভাজন হয়েন না, প্রহ্লাদ চরিতই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।”

১২। “দেশে বড়মানুষ থাকা ভাল বটে, কিন্তু তাহারা ‘প্রকৃত বড়’ মানুষ হইলেই দেশের মঙ্গল হয়। নচেৎ তাহাদিগের দ্বারা অপকার বই উপকার হয় না।”

১৩। “আমরা বলি বি, এ, পর্য্যন্তই কলেজে পড়া হউক। পরে পাঠ সমাপন করিয়া যিনি পারিবেন তিনি এম, এ হইবার নিমিত্ত পরীক্ষা দিবেন। এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত অঙ্ক, ভূগোল, ক্ষেত্রতত্ব, ইতিহাস এবং পদার্থ-বিদ্যা বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়।”

১৪। “সাহায্য দানের প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি কাহার সহায় হয়, সে ব্যক্তি প্রবলতর হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে প্রধান হয় না। যাহার সহায়তা করিতে যায় সেই প্রধান হয় এবং সে স্বয়ং গৌণ হইয়া থাকে। কিন্তু সাহায্য প্রদত্ত স্কুলে যাহাদিগের স্কুল তাহারা অপ্রধান

হইয়া পড়েন; অর্থাৎ ইন্‌স্পেক্টরেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন! এই ব্যাপারটী আমাদের মনে ভাল বোধ হয় না।”

১৫। “এখন ইংরাজী শিক্ষা দিবার যে প্রণালী আছে তাহা বাঙ্গালীর সন্তানদিগকে ইংরাজী শিখাইবার উপযুক্ত নহে; * * তাহাতে শব্দের শিক্ষাই হয় * * পরিস্ফুট জ্ঞান জন্মে না এবং ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া আপনাদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি অথবা কোন নূতন তথ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না।”

১৬। “ইংরাজের রাজ্য হইয়া আমাদের দেশে এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। **যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করা**। এ পদ্ধতি সকল বিষয়েই প্রয়োগ হইতেছে। সুতরাং দেশীয় ভাষার প্রতিই বা পরিচালিত না হইবে কেন? যাহার যাহা ইচ্ছা লেখ। বঙ্গীয় সরস্বতীর এই বারোয়ারী পূজাতে সকলেই পুরোহিত; সকলেই কর্ত্তা; সকলেই নিমন্ত্রিত!”

১৭। “যদি গবর্ণমেণ্ট পাঠাশালাগুলির প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তবে টোলগুলিই বা কি জন্য অনুগ্রহভাজন না হয়?”

১৮। “ভাষা ভেদই জাতিভেদের অসাধারণ লক্ষণ। যে সকল লোকের মাতৃ (জাতীয়) ভাষা এক প্রকার, কাহাকেও বহি পড়িয়া শিখিতে হয় না, সকলেই সাধারণতঃ পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে, তাহারা এক জাতি। * * জাতি থাকায় তেজস্বিতা, স্বাধীন বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি যে সকল শুভ ফল দর্শে তাহা আমাদিগের মাতৃ ভাষার উন্নতি সহকারেই ঘটিতে পারে। আর যে প্রকারে উৎকর্ষ হউক না কেন তাহা ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত হইবে, জাতিগত হইবে না।”

১৯। “এদেশে জলকষ্টই অন্ন কষ্টের কারণ। অনেক বড় বড় নদী রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যেমন ১৮৩৭।৩৮ অব্দের দুর্ভিক্ষের পর উত্তর পশ্চিম

অঞ্চলে গঙ্গার খাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন উড়িষ্যার এই দুর্ভিক্ষের পর সেখানেও সেইরূপ করুন। [উড়িষ্যার নদীগুলিতে বাঁধ দিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্রে জল সেচনের সুবিধা করিয়া দেওয়ায় উড়িষ্যায় ১৮৬৬ অব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর, আর সেরূপ অন্নকষ্ট হয় নাই।] হিন্দু রাজা এবং জমিদারেরা যে সকল সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি খনন করিয়া দিয়াছেন এবং যাহা পুরিয়া যাইতেছে, জমিদারেরা তাহার সংস্কার করিয়া দিউন। নিরীক বাড়াইবার উপায় অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া, ধান্য বৃদ্ধির পথ বাহির করা আবশ্যক। যবদ্বীপ আমেরিকা প্রভৃতি কোথাও কোথাও বিঘা প্রতি ২৭ মণ ধান্য হয়।"

২০। "যে দেশ যত অধিক স্বাধীন এবং প্রজাতন্ত্র সেই দেশে চাকুরীর গৌরবও সেই পরিমাণে ন্যূন হইয়া থাকে। মার্কিনেরা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্বাধীন জাতি। উহাঁদের দেশে চাকুরীর সমাদর কিছুমাত্র নাই। এমন কি উহাদিগের দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিরা স্বদেশের প্রেসিডেণ্ট হইতেও ইচ্ছা করেন না।"

২১। "ভিন্ন জাতীয় লোক রাজা হইলে সহজেই যে একটী দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বীডনসাহেবের সেই দোষই হইয়াছিল। তিনি ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস এবং এদেশীয়দিগের চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। কোন্ ইংরাজ গবর্ণনরের এ দোষ না হইতে পারে? কালেক্টর সাহেবেরা অন্ন দুর্ম্মূল্য হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে মহাজনদিগের গোলায় যথেষ্ট ধান্য মজুদ আছে; ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বাক্য প্রমান বীডনসাহেব দেশীয় মহাজনদিগের চক্রান্তেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন! তিনি রেভিনিউবোর্ডের উপর দুর্ভিক্ষ বিষয়ক তাবৎ অনুসন্ধানের ভারার্পণ করেন। রেভিনিউবোর্ড বলিতে লাগিলেন—চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই।

বীডনসাহেব মিউনিসিপাল প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া এদেশের ভাবী মঙ্গলের একটী প্রধান সোপান প্রস্তুত করিয়াছেন; তাঁহার যত্নে জুরি প্রণালী এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে; শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্য সুসমবর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং সিবিলিয়ানেরাও স্বেচ্ছাচারী হইলে পদচ্যুতঃ হইতে পারেন তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে।

যখন কলিকাতাবাসী সওদাগরেরা কমিটি করিয়া উড়িষ্যার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার লইয়া ছিলেন, তখন বীডনসাহেব রেভিনিউবোর্ডের দ্বারাই উহা সম্পন্ন হইবে এই কথা বলাতে ইউরোপীয় সওদাগরদিগের কর্ত্তৃত্বাভিলাষের ব্যাঘাত করা হইয়াছিল। ইংরাজী সম্বাদপত্র সকল ঐ দলেরই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা যে শতমুখে বীডন-সাহেবের নিন্দা করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমাদের দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী সম্পাদকেরাও কেহ কেহ তাঁহাদিগের মতানুগামী হইয়াছেন। * * এই সময়ে মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে স্মরণ হয়। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা সকল কথাতেই ইংরাজদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করিতেন। যখন মেকলে সাহেব প্রথম 'ব্লাক অ্যাক্‌টের' প্রস্তাব করেন তখন ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং ৺রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি মহাশয়েরাও ইংরাজ সম্পাদক এবং উকীল বর্গের সহিত যোগ দিয়া 'ব্ল্যাক্ অ্যাক্টের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন। হরিশ বাবু না থাকিলে সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও বাঙ্গালী মহাত্মারা কেহ কেহ ইংরাজদিগের মন রাখিবার জন্য যে কি না করিতেন তাহা বলিতে পারি না। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; সে হরিশ্চন্দ্র ও নাই, সে পেট্রিয়টও নাই।"

২২। "আজি কালি ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক বুদ্ধিমান হইয়া উঠিয়াছেন। উহঁাদের বিনির্ম্মিত যন্ত্রজাত কিরূপ কৌশল

সম্পন্ন তাহা পুস্তকাদি পাঠ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই 'বজেট' কাণ্ডও সেইরূপ একটী কল; উহার ফের চক্র সমুদয় বুঝিয়া উঠা ভার। * * সামান্য গৃহস্থের পক্ষে আয় ব্যয়ের নিয়ম যেরূপ রাজ্যের পক্ষে ও সেই নিয়ম বলবান্। যিনি আপনার নিয়মিত আয় হইতে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কিছু সঞ্চয় এবং সেই অর্থ হইতে বাটীর ও সম্পত্তির কিছু কিছু উন্নতি করেন তিনিই পরবর্ত্তী-গণের হিতকারী; যিনি ঋণ-জালে জড়িত হইয়া বাটী নির্ম্মাণাদি করেন, তিনি সন্তনাদির উপকারী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। * * প্রস্তাবিত উড়িষ্যা ক্যান্যালের ন্যায় বিশেষ বিশেষ প্রধান প্রধান কার্য্যের জন্য ঋণ গ্রহণ হউক। কিন্তু সৈনিকাগার প্রভৃতি পূর্ব্বে যেরূপ চলিতে ছিল, সাধারণ রাজস্ব হইতেই অল্পে অল্পে চলিতে থাকুক।"

২৩। "যেমন গ্রীকেরা কখন আপনাদের জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করে নাই—রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরাজেরাও করিতে ইচ্ছুক নহেন, আমাদিগেরও সেইরূপ থাকা উচিত। সাহেবদের স্থানে শিক্ষা করায় হানি নাই; অনেক উপকারই আছে; কিন্তু একেবারে সাহেব হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত আত্মগৌরব বিহীন ব্যক্তির কার্য্য।"

(২৪) "আরিষ্টটলও বলিয়াছিলেন যেমন বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের গুণ ~~কিছু~~ কিছু বিভিন্ন প্রকার, সেইরূপ বিভিন্ন মনুষ্য জাতির মধ্যে বিভিন্ন গুণ বিদ্যমান; জাতিত্ব বিনষ্ট হইলে ঐ গুণের বিনাশ হয়। আমরা জাতি-বৈরতার পক্ষপাতী নহি *। ইংরাজেরা সাহসিক, কর্ম্মঠ, অধ্যবসায়শীল

* বহুকাল পরে টনি সাহেব কাহাকেও বলিয়াছিলেন (বাবু ভূদেব উইথ হিজ সি, আই, ই, অ্যাণ্ড ফিফটীন হণ্ড্রেড এ মন্থ ইজ ষ্টিল অ্যান্টি-ব্রিটিশ) "ভূদেব বাবু সি-আই-ই হইয়াছেন এবং মাসিক পনের শত টাকা মাহিনা পান, তথাপি ব্রিটিশ-বিদ্বেষ্টা।" ভূদেব বাবু ঐ কথা শুনিয়া টনি সাহেবকে লিখিয়া পাঠান ;—"আপনি নাকি আমাকে ব্রিটিশ বিদ্বেষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ? কথাটা কি প্রকৃত ? আমি স্বদেশের পক্ষপাতী

* * রাজনীতিকে উত্তমরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুরা বুদ্ধিমান চিন্তাপরায়ণ, ইন্দ্রিয় দমনশীল, অস্বার্থপর, বিশ্বাসবান। প্রাচীন হিন্দুরা আধ্যাত্মিকতাতে সমধিক প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র নব্য ইউরোপীয়দিগের চমৎকারজনক হইয়া রহিয়াছে। আমাদের এইমাত্র ইচ্ছা যে ইংরাজেরা যেমন আপনাদের নামের গৌরব করেন আমরাও সেইরূপ করি। আমরা সাহেব হইয়া যাওয়া ভালবাসি না।. * * যাহার মনে ঐভাব না জন্মিবে তিনি আপনার উন্নতি এবং স্বজাতীয় জনগণের উন্নতি একই পদার্থ বলিয়া ভাবিতে পারিবেন না —অথবা তিনি স্বজাতীয়বর্গের অপেক্ষাকৃত অবনতিই আপনার উন্নতি বলিয়া মনে করিবেন। সেই সমুদায়, ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থপর ব্যক্তি কখনই কাহার প্রকৃত প্রণয়, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র হইতে পারে না।

(২৫) এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে যে অনুবিকীর্ষার প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে তাহারও একটী কারণ স্বদেশ বিষয়ক অনভিজ্ঞতা। আমরা অন্যজাতীয় লোকের বিষয়ে যাহা দেখি শুনি বা অধ্যয়ণ করি তাহা অবিকল অনুকরণ করিতে ধাবমান হই—আমাদের জাতীয় প্রকৃতি দেশের অবস্থা, এবং বর্ত্তমান সামাজিক প্রণালী কিরূপ তাহা সবিশেষে জানা থাকিলে ঐরূপ কাপুরুষের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। * * দেশ, কাল, পাত্র, ভেদে সকল নিয়মেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কৃতবিদ্যেরা যে সকল নিয়ম শিক্ষা করেন তাহা স্বদেশের উপযোগী করিয়া লইবেন এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েন না।”

(প্রোইণ্ডিয়ান) বটে কিন্তু তাহাতে কি ব্রিটিশ বিদ্বেষ্টা হইতেই হয়? ভারতের স্বার্থ কি সর্ব্বোতোভাবেই ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধ বলিয়া আপনি ‘অনুভব’ করিতেছেন! শান্তি শিক্ষাদি অপর সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও রেলের দ্বারা ভারতের সম্মিলন প্রাপ্তির জন্য আমি যে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ তাহা আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন।” এই পত্রের কোন উত্তর আসে নাই।

(২৬) "যদি দেশীয় প্রধান প্রধান লোকের একবার মনোযোগ হয়, তবে গবর্ণমেণ্টও এমত নিয়ম করিয়া দিতে পারেন যাহাতে আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় বিদ্যা এবং জাতীয় শিক্ষাচার্য্যেরা গৌরবান্বিত হয়েন। * * মনে করা যাউক আমাদের পঞ্চাশৎ সদাশয় ব্যক্তি মাসিক ১০৲ কিম্বা ৮৲ করিয়া এক একটী বৃত্তি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তাহা হইলে আমরা অনুমান করি গবর্ণমেণ্টও অপর কয়েকটী চতুষ্পাঠী-বৃত্তি সংস্থাপিত করিতে পারিবেন এবং এমন নিয়ম করিয়া দিতে পারেন যে, যে চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা উৎকৃষ্ট পরীক্ষা প্রদান করিবেন সেই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক উহারা এক একটী বৃত্তি পাইবেন। প্রতি বর্ষে পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং ঐ পরীক্ষার ফল বিচার করিয়া বর্ষে বর্ষে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যাইবে। চতুষ্পাঠীর একজন প্রধান অধ্যাপক এবং সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপক পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেই আর কোন পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিবে না।" [দেশ, কাল, পাত্র, অনুকুল হইয়া উঠিলে, সহবাস-সম্মতি আইন উপলক্ষে আন্দোলনে হিন্দুসমাজে অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের প্রভাব অনুভূত হইলে, বহু বর্ষ পরে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় অধ্যাপকদিগকে বৃত্তি দানের এবং ছাত্রদিগকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়াই ঘটিয়া উঠিয়াছে।]

(২৭) "গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য একজন ইংলণ্ডের বড় লোকেরই পাওয়া উচিত। পুরাতন সিবিলিয়ানেরা যতই ভাল হউন, ও পদের যোগ্য হইতে পারেন না। তাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র এবং স্বপক্ষপাতী হয়।"

(২৮) "ইংলণ্ডের সহিত যাতায়াতের সুবিধা বাড়িয়া অবধি অগত্যা ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেকাংশে বিশুদ্ধ চরিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। টেলিগ্রাফ চলিতে আরম্ভ হওয়াতে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড ক্যানিং আপনার কর্ত্তৃত্বের চরমাবস্থায় যে চুক্তি ভঙ্গের অন্যায্য আইন

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়ের অনুগ্রহে আমরা তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারী এ দেশীয়-দিগকে সিবিলিয়ানের কর্ম্ম দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন; এদিকে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বলিতেছেন যে, যে সকল প্রদেশে ইংরাজ, পর্য্যটকদিগের গতি বিধি অথবা দেশের শ্রীবৃদ্ধি (ডেভেলপমেণ্ট)-কারীর (নীলকর, খনিওয়ালা প্রভৃতির) সমধিক বাস হয়, তথায় এ দেশীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ হইতেই পারে না!"

(২৯) "গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির উপায় না দেখিয়া ব্যয় লাঘব করিবার পথ দেখুন। সৈন্য সংখ্যা কিছু কম করুন। পব্লিক্ ওয়ার্কের প্রধান কার্য্য যে সৈনিক বারিক একবার প্রস্তুত করিয়া আবার ভাঙ্গিয়া ফেলা, আবার গড়া, তাহার প্রতিবিধান করুন—রাস্তা সকল মাটীতে, ইটে কি রৌপ্যে নির্ম্মিত হয় তাহা দেখুন—বড় বড় কর্ম্মচারীদের বেতন কিঞ্চিন্ন্যূন করুন—দরবারী এবং বারবরদারী খরচ যাহাতে কমে তাহা করুন, বিলাতের ব্যয় এবং এতদ্দেশীয় নবাব সুবার পেনসন কমাইয়া দিউন—এ দেশীয় যোগ্য লোক দেখিয়া উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, **তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতন দিউন।** এই সকল উপায় করিলে আয় ব্যয় সমান হইয়া দাঁড়াইবে, কিছু উদ্বৃত্তই বা থাকে।"

(৩০) "এক্ষণে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের বিলের নীচে সম্পাদক-দিগকে লিখিয়া দিতে হয় যে, যদি অঙ্গীকৃত নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকার ব্যয় না হয় তবে তাঁহারা দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারার অনুসারে দণ্ডার্হ হইবেন। * * এমন অনেক সম্পাদক আছেন যাহারা স্ব স্ব সংস্থাপিত বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালী সুচারু রূপে এবং প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে চলিবে বলিয়াই গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক করিয়াছিলেন * * এমন সম্পাদক অনেক আছেন যাঁহারা আবার গ্রাম মধ্যে কৃতবিদ্য শিক্ষক

দিগকে লইয়া উহাঁদিগের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। * এই সকল লোক যে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবিধির নাম শুনিলে সাতিশয় দুঃখিত এবং ভগ্নোৎসাহ হইবেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * * দণ্ডবিধি স্মরণ করাইয়া দিলেই ইন্‌স্পেক্টরদিগের মুখ্য কর্ত্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের টাকা যথোচিত ব্যয় হইয়াছে কিনা 'দেখা', তাহা সুসিদ্ধ হইল কি? যদি ইহাতেই সুসিদ্ধ হয় তবে পুলিশের চৌকীদারেরা যেন আর রাত্রি জাগরণ করিয়া পাহারা দেয় না—এক একটী দীর্ঘ যষ্ঠির অগ্রভাগে এক একখানি দণ্ডবিধির পুস্তক বান্ধিয়া দিয়া তাহা রাস্তায় রাস্তায় পুঁতিয়া রাখিয়া সচ্ছন্দে নিদ্রা যায়!" [স্বদেশীয়দিগের সম্বন্ধে কাহার কোনরূপ অশিষ্টাচরণই ভূদেব বাবুর অলক্ষিত থাকিত না এবং উহাতে তাঁহার বড়ই ক্ষোভ হইত। নিজে পুরাইন্‌স্পেক্টর হইলে, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিও তাঁহার এলাকাধীন হইলে, তিনি বিল হইতে দণ্ডবিধির উল্লেখ উঠাইয়া দিয়াছিলেন।]

(৩১) "কর একবার আসিলে কি আর যায়? দেখ আয়-কর একবার 'উঠিয়া' ছিল কিন্তু যায় নাই, আবার বসিল।"

(৩২) "পরমাহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। ইনি সত্য সত্যই আমাদের একজন প্রধান লোক। * "সাহেব ভুলান বড় লোক" নহেন।"

(৩৪) "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সহৃদয় হিন্দু মাত্রেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং এই নিয়মের প্রবর্ত্তকদিগকে

* ইহাঁর সম্বন্ধে ৺রমাপ্রসাদ রায়ের উক্তির একটী সরস গল্প প্রচলিত আছে:— কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিয়াছিলেন "এ মোকদ্দমায় কিছু নাই; আপীল করা বৃথা।" সেইদিন আদালতে ৺রমাপ্রসাদ রায় তাঁহাকে বলেন "আজ একজন মক্কেল আমাকে কাগজ দেখাইবার সময় বলিল যে তুমি বলিয়াছ 'এ মোকদ্দমায় কিছু নাই।' সে মোকদ্দমা আমি লইয়াছি। কিছু নাই কি রকম? উহাতে উকীল ফি আছে; মুহুরীর মেহনতানা আছে; নাই কি?"

সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন। সংস্কৃত আমাদের অত্যুৎকৃষ্ট জাতীয় মূল ভাষা। * * ফার্ষ্ট আর্টস ও বিএ পরীক্ষায় কেবল একটু সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ থাকিলেই যে বাঙ্গালার চর্চ্চা রাখা হইল, একথা বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ছাত্রদিগকে যাহাতে বাঙ্গালায় ২।৪ খানি ভাল বই পড়িতে হয় তাহারও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।"

(৩৫) "সার জন লারেন্সের ইচ্ছা যে বঙ্গদেশীয় ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতেই তাঁহার প্রস্তাবিত শিক্ষাকর সংগৃহীত হয়। কিন্তু ঐ কথা বলিতে গিয়া তিনি অনেক সাত পাঁচ ভাবিয়াছেন। একবার বলেন যে, যখন ভূম্যধিকারীরা একবার আয়কর প্রদান করিয়াছেন, তখন আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোহাই দিয়া প্রস্তাবিত শিক্ষা-কর হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। আবার বলিয়াছেন যে, কোন কোন অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে ভূম্যধিকারীদিগের স্থানে নূতন কর গ্রহণ অন্যায্য হইবে; অতএব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ভাবিয়া দেখিবেন যে বারানসা অঞ্চলের জমিদারেরা যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষা-কর দানে সম্মত হইয়াছেন এখানকার জমিদারেরা কি সেইরূপ করিবেন না?" [বঙ্গদেশে জমিদারদিগকে 'স্বতঃপ্রবৃত্ত' হইয়া শিক্ষা-কর বহন করিতে সম্মত হইতে বলা হয় নাই।]

(৩৬) "বিড়াল পাতের নিকটে থাকুক—মেঁও মেঁও করুক--মাছের কাঁটা থাক্—কিন্তু সিবিল্ সার্ভিসের দিকে নুলো বাড়াইলেই চপেটাঘাত।"

ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ৺ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের দুই বৎসর মাত্র বয়সে শিক্ষাদর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে কাগজ ভাঁজিয়া মোড়ক আঁটিতে ব্যাপৃত বাড়ীর লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া শিশু আধ আধ স্বরে "আমার কাগজ" বলিয়া ঐ গুলি ছড়াইয়া নাচিয়া বেড়াইয়া ছিল। বুধোদয় যন্ত্র বাড়ীর এক অংশেই ছিল এবং বাড়ীর লোকেই শিক্ষাদর্পণ

ডাকে পাঠানর সকল কার্য্য করিত। ভূদেব বাবু শিশুর ঐ কথা শুনিয়া এবং আনন্দ দেখিয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ ৺কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কৌতুক করিয়া বলেন "এখানি সিধুরই কাগজ হইল; হিসাব পত্র উহার নামেই লিখিও; বড় হইয়া ওই ইহা চালাইবে।" ইহার পর প্রকৃতই বুধোদয় যন্ত্রালয়ের বিলে এবং শিক্ষাদর্পণের খাতায় সেইরূপই লেখা হইত। ভুদেব বাবুর স্কুল পরিদর্শনে বাড়ী হইতে অনুপস্থিতিকালে বালকের সাত বৎসর মাত্র বয়সে (১৮৬৯) ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। অহিফেন ঘটিত অ্যালো-পাথি ঔষধ অতি মাত্রায় প্রয়োগেই পেট ফাঁপে এরূপ কথা সে সময়ে ডাক্তারদের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই ভুদেব বাবু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি দেন। এইরূপে শিক্ষাদর্পণের স্বত্বাধিকারী এবং ভবিষ্যৎ সম্পাদক ভাবে লক্ষিত পরম সুন্দর এবং তীক্ষ্ণধী বালকের দেহান্ত হওয়ার কয়েক মাস পূর্ব্বেই (ডিসেম্বর ১৮৬৮) শিক্ষা বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা (এডুকেশন গেজেট) ভূদেব বাবুর হস্তে আসিয়াছিল। শিক্ষাদর্পণের গ্রাহক যাঁহারা বিভিন্ন সময় হইতে এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিয়াছিলেন তাঁহাদের চৈত্র ১২৭৫ পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত দেখা গেল, তাহা ডাকটিকিটে ফেরত দেওয়া হইল; ৺সিদ্ধেশ্বর গ্রাহক-দিগের নিকট ঋণী রহিলেন না। শিক্ষাদর্পণ পাঁচ বৎসর চলিয়াই বন্ধ হয়।

ভূদেব বাবুর তৃতীয়া কন্যার বিবাহ সুবর্ণপুরের ৺শিবনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের সহিত হয়। তিনি বিদ্যা চর্চ্চাতেই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন এবং একান্ত মধুর প্রকৃতিক ছিলেন। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই মাসিক ২০০ টাকা বেতনে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাদান ক্ষমতা জন্য তথায় বিশেষ যশ অর্জ্জন করেন। বি এল পাস হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সবজজ ৺পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে 'উনাও' এবং পাটনায় ওকালতি করেন; কিছু দিন হুগলী

কলেজে আইন অধ্যাপক ছিলেন। শেষে ভাগলপুরে ওকালতি উপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। শিবনাথ বাবুর ইংরাজীসাহিত্যে এবং ফরাশি ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার দুই পুত্র, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যথাক্রমে ভাগলপুরে উকিল এবং বিহার প্রদেশে মুন্সেফ। ভূদেব বাবুর এই তৃতীয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বরের সহিত স্বুবর্ণপুর হইতে বাদ্যভাণ্ড আসিয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন,—"ওসব আবার কি? এ কি ছুতোরের বিবাহ যে বাদ্য হইবে?" পিতার এই অনভিমতি ভূদেব বাবু বিশেষ যত্ন করিয়া বুঝাইয়া বলায় বরপক্ষও বলেন,—"যাহাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ আপনার পিতার তুষ্টি, আমাদের তাহাই করিতে হইবে বই কি? তাঁহার আশীর্ব্বাদই ত এই শুভকর্ম্মে আমাদিগের সকলেরই অবলম্বন।" বরযাত্রীদিগের ব্যবহার অনেক স্থলেই 'টেড়া' হইয়া থাকে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড়ই প্রীতিকর হইয়াছিল। ঐ সময়ে স্বুবর্ণপুর গ্রামটী বহুশিক্ষিত ব্রাহ্মণের বাসস্থান বলিয়া, বিশেষ উজ্জ্বল হইয়াই উঠিয়াছিল।

১২৭২সালের ভাদ্র মাসে ভূদেব বাবুর পিতা ৺তর্কভূষণ মহাশয়ের ৭৩ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়। ইহার একদিন পূর্ব্বে তিনি ৺গঙ্গায় জপের মালা ভাসাইয়া দেন। তখন এত শীঘ্র দেহত্যাগ হইবে অ[redacted] মনে করেন নাই। তাঁহার আদেশে গঙ্গাযাত্রা করাইবার সময় যাঁহারা তাঁহাকে ঘুঁটেবাজারের ঘাটে বহিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা খাটটায় হেঁচ্‌কা পড়িয়া পাছে তাঁহার কষ্ট হয় এই ভয়ে একটু আস্তে আস্তে চলিতেছিলেন। কিন্তু ভারস্কন্ধে লইয়া ওরূপ সাবধানে আস্তে চলায় বহনকারীদের ক্লেশ হয়। অপরের সামান্য অস্থবিধার প্রতিও চিরদিন লক্ষ্য রাখায় অভ্যস্ত তর্কভূষণ মহাশয় সেই অন্তিম কালেও নিজের



৺শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

THE INDIAN ART SCHOOL, CALCUTTA.

জন্য অপরের একটুও কষ্ট বৃদ্ধি করাইতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহাদিগকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"অত আস্তে চলছিস্ কেন? আজ কি তোরা ভাত খাস্‌নি?"

ভূদেব বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ হরিতকী বাগানের বাটীতে নিষ্পন্ন হয়। তাঁহার শ্যালক ৺গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও সাধারণ ভূরি ভোজন এবং কাঙ্গালী বিদায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। তখন হরিতকী বাগানের বাটীর সম্মুখে খুব বড় খোলা মাঠ পতিত ছিল। তথায় অনেকগুলি তাঁবু ভাড়া করিয়া আনিয়া ফেলা হয়। ৺কাশী এবং মিথিলা পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হয় এবং ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করা হইয়াছিল।

মৃত পত্নীক হইয়া তর্কভূষণ মহাশয় ছাব্বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি দেহান্তের তিন দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রত্যহ বেলা একটায় ১০৮ শিব পূজা শেষ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় বাত রোগে চলৎশক্তি হ্রাস হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই ৺গঙ্গাস্নান একদিনের জন্যও ত্যাগ করেন নাই। একখানা চেয়ারের দুই পার্শ্বে দুইটা বাঁশ বাঁধিয়া রাখা ছিল; তাহাতে বসাইয়া তাঁহাকে দুইজন লোকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিত। ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশ করার সম্বন্ধে তর্কভূষণ মহাশয় বলিতেন, "যাহা উচিত এবং প্রকৃতপক্ষে উপকারী বলিয়া স্থির হইবে, তৎসম্বন্ধে ভাল লাগে না বা পারি না এরূপ মন 'হইতে দিবে' কেন? 'মন স্থির' করিয়া ফেল; 'অবশ্যই' ভালও লাগিবে এবং পারিবে"। ৺তর্কভূষণ মহাশয় 'ক্যাষ্টর অয়েল' অবিকৃত মুখে চাটিয়া খাইতেন; নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসর ধরিয়া গো-মূত্রে সিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতিথি নারায়ণের তৃপ্তিতেই জগৎ তৃপ্ত হওয়া, তিনি সুস্পষ্ট অনুভব

করিতেন। কোন সময়ে গ্রীষ্মকালে তর্কভূষণ মহাশয় বাতশ্লেষ্মা জ্বরের বিষম তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতে ছিলেন। কবিরাজ বিন্দু মাত্র জল দিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন "দুইটী ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আমার সামনে বসাইয়া ডাব, সরবত, তরমুজ প্রভৃতি খাওয়াও।" তাহা করিতেই সেই পবিত্রচেতা মহাপুরুষের সে অবস্থাতেও তৃষ্ণা দূর হইয়া যায়।

৺তর্কভূষণ মহাশয় অবসর কালে পুত্র ভূদেব বাবুর সহিত শাস্ত্র ও নানাবিধ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ভূদেব বাবু ১৮৭৬ অব্দে মুদ্রিত তাঁহার পুষ্পাঞ্জলির উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন!—"হে স্বর্গীয় পিতৃদেব! তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষা-গুরু। আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অত্যুদার সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকা মাত্র গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন শাস্ত্রার্থ সকল শ্রবণ করিতাম, সংশয়তিমিরা-কুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎ প্রভায় আলোকিত হইত, যাবতীয় কূটার্থ উদ্ভিন্ন হইয়া রূপক মালার স্নিগ্ধ রশ্মিজাল প্রকাশ করিত, আপাত বিরুদ্ধ মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহার প্রণালী জন্মিত এবং চিত্তক্ষেত্রের সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইত। ইহলোকে আমার ভাগ্যে সে সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা আর ভঞ্জন হয় না। এখন জগৎ কার্য্যের কোন বিষয় বোধাতীত হইলে তাহা বোধাতীতই থাকিয়া যায়; এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিব এবং যাহা জানিব তাহা ঠিকই জানিব, এ প্রতীতিটি এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। এই যে পুস্তকখানি লিখিয়াছি,

ইহার কোন স্থানে কি ভ্রম আছে তাহা আর কে বলিয়া দিবে? এবং আর কে বলিয়া দিলেই বা ভ্রম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিবে!

"কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল-ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। একবার তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া যদি শুনাইয়া লইতে পারিতাম, তবে ইহা জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।

"তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর্ব্বাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু—অতএব কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি পরম্পরা সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার; তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। প্রণতঃ—

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।"

ভূদেব বাবু অনেককে বলিয়াছিলেন যে, ইতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত হইলে তিনি যাবজ্জীবনই মনে মনে ভাবিয়াছেন, "যদি সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্র-ব্যবস্থিত জীবন পূজ্যপাদ পিতৃদেব এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে তিনি কি বলিতেন বা করিতেন"? এইরূপে পিতাকেই দেবতার ন্যায় আপন হৃদয়ে চিরকাল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের হেতুভূত * করিয়া রাখিয়াছিলেন; পিতার সহিত সর্ব্বদা সকল বিষয়ের

* 'ভূদেব বাবু' শিক্ষাভিত্তি প্রবন্ধে (পারিবারিক প্রবন্ধ) লিখিয়াছেন:—"একটী প্রকৃত বিবরণ বলি—কোন গৃহস্থের বাটীতে সময়ে সময়ে দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেন; তাঁহাদের একজনের একটী দেড় বৎসরের বালিকা ঐ স্থানে বসিয়া থাকিত। সে সতরঞ্চের 'বল' লইবার জন্য হাত বাড়াইলেই তাহার পিতা প্রসারিত হস্তটী ধরিয়া বলিতেন—'হাত দিওনা।' কিছুদিন এইরূপ হইলে একদিন বালিকাটী খেলার কাছে বসিয়া আছে, দক্ষিণ হস্তটী 'বল' লইতে প্রসারিত করিয়া আপন বাম হস্তে আপন প্রসারিত হস্তকে ধারণ করিল এবং আপনিই আপনাকে পুনঃ পুনঃ বলিল 'হাত দিওনা।' এই—

কথাবার্ত্তা হওয়ায় এবং নিজের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং স্মরণশক্তি হেতু ইহা তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র প্রমাণেরই কার্য্য পূর্ণমাত্রায় করিয়াছিল।

৺তর্কভূষণ মহাশয় একবার বালী গ্রামের নিকটস্থ শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে জপ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় শিষ্য ৺কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে উত্তর সাধক স্বরূপে গমন করেন। তর্কভূষণ মহাশয় একান্ত মনে জপ করিতেছেন এমন সময়ে একটী গোক্ষুরা সর্প আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে শিষ্য ভয়ে জড়সড হইয়া রহিলেন কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়ের ধ্যানভঙ্গ করিতে সাহস পাইলেন না। সর্পটী তর্কভূষণ মহাশয়ের জানুর উপর উঠিয়া নামিয়া গেল। সাধক উহা জানিতেও পারেন নাই।

ভূদেব বাবু হাওড়া স্কুলের হেড মাষ্টার থাকা কালে তর্কভূষণ মহাশয় একদিন রামকৃষ্ণপুরের বাসায় পুত্রের সহিত তাঁহার স্কুলের কার্য্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন। তখন অল্প অল্প বৃষ্টিও হইতেছিল। এমন সময় সেই ঘরের দ্বারে একটী সর্পমুখ দেখা দিল। ভূদেব বাবু দেখিলেন তাঁহার পিতা সেদিন যেরূপ বাতে পঙ্গু অবস্থায় রহিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা সাপটীকে মারিয়া ফেলা সহজ। তিনি তদনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে তর্কভূষণ মহাশয় অবিচলিত

ব্যাপারটীতে কি বুঝায়? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা হৃদয়শায়ী পুরুষের [redacted] অভ্যুত্থান হয়, এই ব্যাপার কি তাহাই স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে না? বালিকাটী যেন একেই দুইটী ব্যক্তি হইয়া পড়িযাছে; তাহারএকজন সতরঞ্চের বলগ্রহণ করিতে উদ্যত, অপরে তাহাকে নিবারণ করিতেছে। যে নিবারণ করিতেছে সে তাহারই হৃদয় মুকুরস্থ পিতার প্রতিবিম্ব। অতএব বিধি নিষেধ দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞানের উন্মেষ একান্তই আবশ্যক। তাহা করিলেই সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে—কেবল সুখ দুঃখ বিচারের উপর কর্ত্তব্য বোধের সংস্থান কখনই কার্য্যকালে দৃঢ় থাকে না—নিষ্কাম ধর্ম্মসেবার প্রবৃত্তি দেয় না—এবং বিধি প্রতিপালন করাই যে পরম ধর্ম্ম—তাহার জ্ঞান জন্মায় না।"

[ভূদেব বাবু তাঁহার পুত্রদিগের সহিত সময়ে সময়ে সতরঞ্চ খেলিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের তৃতীয়া কন্যার শৈশবের কথাই উপরি উক্ত ঘটনায় বর্ণিত।]

স্থৈর্য্যের সহিত বলিলেন, "উঁহু"। আজ্ঞাবহ পুত্র সে অবস্থাতেও একেবারে নিশ্চেষ্ট হইলেন! গোখুরা সাপটী তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রসারিত পদের নিম্ন দিয়া গৃহের অপর দ্বার পার হইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

৺তর্কভূষণ মহাশয় নিষ্কাম সাধক ছিলেন। কাম্য কর্ম্ম সম্বন্ধে কথার প্রসঙ্গে তিনি কোন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "সকল জীবেরই মুক্তি হউক—ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রার্থনাই কখন মনে স্থান দিতে পারি নাই।" ভূদেব বাবু 'আচার প্রবন্ধ' পুস্তকে নৈমিত্তিকাচার প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে তাঁহার পিতৃদেবেরই কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"কাম্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া গুলি * * নিকৃষ্ট অধিকারীকে সংযমাদি শিখাইয়া এবং তাহাদের চিত্তশুদ্ধি বিধান করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে। সমধিক বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন তেজস্বী ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল কাম্য কর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি জানিতাম কোন মহাপুরুষের একমাত্র পুত্রের অতি কঠিন পীড়ায়, তাহার আরোগ্য বিধানার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন 'দেবতাকে ডাক্তার বৈদ্যের কার্য্য করিবার নিমিত্ত আবাহন করিতে পারি না'!"

সর্ব্বকালেই যে জনকতক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদর্শস্বরূপ অত্যুচ্চই থাকবেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা তাঁহাদের আস্তিক্য, ত্যাগ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও তেজের দ্বারা হইতে থাকিবে, ইহাতে তর্কভূষণ মহাশয় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সেরূপ উচ্চ অঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেহ 'একান্তই অভাবগ্রস্ত' হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইলে সমগ্র সমাজকে একটা প্রধান কর্ত্তব্য অপালনের দোষ স্পর্শ করিবে বলিয়া, তিনি উহাঁদের মধ্যে প্রকৃত সুপাত্র সযত্নে বাছিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতে উপদেশ শিষ্যদিগকে দিতেন এবং যখন নিজের অসচ্ছল অবস্থা ছিল, তখনও অল্প অল্প সাহায্য করিতেন।

৺তর্কভূষণ মহাশয়ের সমক্ষে কেহ একদিন বলিতেছিলেন,—"এখন আর পূর্ব্বকালের ন্যায় ব্রাহ্মণও নাই, হিন্দুসমাজেও আর পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণের সমাদরও নাই; হিন্দু ধর্ম্ম হয়ত আর বেশী দিন টিকিবে না।" তর্কভূষণ মহাশয় বলেন,—"বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি যে কয়জন পূর্ব্বকালে অত্যুচ্চ ছিলেন সেরূপ অল্প সংখ্যক মহাত্মা বিস্তীর্ণ ভারতের তীর্থস্থানে, পল্লীতে, অরণ্যে বা পর্ব্বতে আজও অজ্ঞাতে আছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, সম্পূর্ণ সদাচারী এবং ভক্ত হিন্দু রাজা ভারতে থাকিলে তাঁহারা 'সে—সভায়' দেখা দিতেও পারিতেন। মনুসংহিতার সময়েও 'হস্ত্যশ্ব উষ্ট্র দমক' অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ ছিল। নিজের জানা খুব ভাল দুই একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়া দেখ; উচ্চ চরিত্র জন্য তাঁহাদের পায়ে আজও মাথা লুটাইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ সংখ্যা বাড়িয়াছে; ব্রাহ্মণ সন্তান 'সকলেরই' এখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়া বা সৎ প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। সকলের সে ইচ্ছাও হয় না, এবং সমাজও অত লোকের ভার বহিবে কিরূপে? তবে সর্ব্ববিষয়েই সমাজের শিক্ষা দেওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য; ব্রাহ্মণ সন্তান লোহা পেটাও ভাল করিয়া শিখিয়া তাহারও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র হিন্দু সমাজ ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে। সেকালের একান্ত অনাচারী শূদ্র আর আছে কি? ব্রাহ্মণের আচার যথা সম্ভব অনুকরণ করিয়া এবং কতকটা পূর্ব্বকালের বৈধ অনুলোম বিবাহের ফলে, বর্ত্তমান তথাকথিত শূদ্রের অনেকেই আর্য্য-রক্ত ও বুদ্ধি সম্পন্ন। পূর্ব্বকালের আসুর এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। সকলকেই বড় করিয়া বড় হইবার দিন আসিতেছে। ঘোর কলিতেও সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে কতক খুব ভাল লোক থাকিবেন। সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ। শ্রীভগবানের সৃষ্টিতে নিরাশার কারণ হইতেই পারে না।"—ভূদেব বাবু তাঁহার পিতার এই আশাপূর্ণ নির্ভীক

মত সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন বর্ণ এবং শ্রেণী যে সকলের চক্ষের সাক্ষাতেই শিক্ষায় এবং আচারে দ্রুত উন্নত হইতেছে তাহা প্রমাণ স্বরূপ দেখাইতেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের সম্বন্ধে এই পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত কথা সমূহের পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই অতীব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবেন যে ভূদেব বাবু তাঁহার জীবনে যে, সমস্ত সৎকার্য্য করিয়াছেন এবং সৎ কথার প্রচার করিয়াছেন সে সকলেরই মূল তাহার পিতা সাধকশ্রেষ্ঠ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়। পিতৃ পিতামহের পুণ্যের পরিণতিতেই বংশে লোক-শ্রেষ্ঠের আবির্ভাব সম্ভবে।

১৮৬৭ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভূদেব বাবুকে উচ্চ শিক্ষা বিভাগীয় চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত পদে (মাসিক বেতন ৫০০৲ হইতে পাঁচ বৎসরে ৭৫০৲) নিযুক্ত করা হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন এদেশীয়কে ঐ শ্রেণীতে ইনস্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই। ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ সরল * ভাবেই মনে করিতেন এবং এখনও অনেকেই করেন যে ভারতের বড় কার্য্য সকলই উহাঁদের জন্য সৃষ্ট—উহাঁরাই সেগুলির উপযুক্ত। উহারা 'অক্ষম' জাতিদিগের ভার বহন জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়ায়, অগত্যা বড় কাজ গুলির মোটা আয়ও গ্রহণে বাধ্য! রুডইয়ার্ড কিপলিংএর "দ হোয়াইট ম্যান্‌স্ বর্ডন" (শ্বেতাঙ্গের গুরুভার) নামক পুস্তক এই ভাবের উচ্ছ্বাসেই লিখিত। মনে এই ভাব থাকায় কোন একটীও সরকারী ভাল চাকরী এদেশীয় কাহাকে কখন দেওয়া হইলে ইউ-

* "অজ্ঞানকৃত পাপের ন্যায় স্বার্থপরতার সকল দোষ ইংরাজকে স্পর্শ করে না। * * ইংরাজের স্বার্থ বোধ অতি গাঢ়তম তমোগুণে গুণাচ্ছন্ন। * * তিনি বুঝিতেই পারেন না যে, যাহাতে তাঁহার স্বার্থ সেটী কেমন করিয়া ধর্ম্ম ব্যাঘাতক অথবা অপরের অনিষ্ট জনক হইতে পারে। এইরূপ একটী বালসুলভ মোহময়ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান।" [সামাজিক প্রবন্ধ—স্বার্থপরতা]

রোপীয়েরা সেটাকে একটা 'জাতীয় ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক মহা মহত্ত্বের ত্যাগ' ভাবে দেখেন! ভূদেব বাবু পদোন্নতি জন্য ডিরেক্টর সাহেবের নিকট গিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবামাত্র আটকিন্সন সাহেব বলিয়া ফেলিলেন, "হিন্দু মুসলমানের আমলে তোমার এরূপ পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইত কি?" ভূদেব বাবু ধীরে ধীরে উত্তর দেন, "মুসলমানের মহাসাম্রাজ্যেও হিন্দুরা রাজমন্ত্রীর এবং প্রধান সেনাপতির পদ এবং রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন; সুতরাং তখনও সমগ্র জাতিটার মনে কতকটা স্ফূর্ত্তি ছিল; মনে করিবার সুবিধা ছিল যে, ঐ সকল কার্য্যেরও পথ উঁহাদের জন্য শুধু মুখের কথায় নয়, কাজেও উন্মুক্ত। আর হিন্দুর আমলে! আপনি কি সত্য সত্যই মনে করেন যে, তখনকার একটী রাজ্যে আমি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইতে পারিতাম না?" তাহার পর হাসিয়া বলেন, "কিন্তু আদিশূরের বৃহৎ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইলেও আমার বেতন কোন মতেই মাসে পাঁচ শত টাকা হইত না; হয়ত কিছু জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করার জন্য পাইতাম। ভারতবর্ষে আপনারা সকল পদেই বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অত্যধিক!" সাহেব নিরুত্তর রহিলেন।

ফলতঃ ব্রিটিশ ভারতে বহু সংখ্যক উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর কার্য্যের সৃষ্টি হইয়া যে অপরিমিতভাবে রাজস্বের অর্থ ব্যয় হয়, তাহা ভূদেব বাবুর কখনই ভাল লাগিত না। তিনি অনেক সময়ে বলিয়াছেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বার্ষিক বৃত্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা; আর 'ভারতের' রাজস্ব হইতে দেয় বলিয়া এখানে রাজপ্রতিনিধির বেতন আড়াই লক্ষ টাকা। একই মূল্যের লোক উভয় পদ অলঙ্কৃত করেন, ইহা মনে করিলেও লক্ষ টাকাই এখানে যথেষ্ট। প্রাদেশিক লাটেদের বার্ষিক বেতন ৬০ হাজার এবং হাইকোর্টের জজেদের ৩৬ হাজারের

অনধিক হওয়াই সঙ্গত। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মাসিক ১৫ শত পর্য্যন্ত; অধ্যাপক, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, মুন্সেফ ও সরজজ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের মাসিক ২০০৲ হইতে ৬০০৲ পর্য্যন্তই ভাল দেখায়।" হিন্দু কলেজে সুপণ্ডিত কাপ্তেন রিচার্ডসনের ৬০০৲ টাকা মাহিনার উদাহরণ তিনি সর্ব্বদাই দিতেন।

"উদ্যমশীলতার এবং ক্ষিপ্রকারিতার অভাবে ইনস্পেক্টরের কার্য্য এ দেশীয়েরা ভাল পারিবে না।"—এই মিথ্যা জাতীয় অপবাদ ঘুচানর দিকে সরকারী কার্য্যক্ষেত্রে ভূদেব বাবুর স্থির লক্ষ্য ছিল। তিনি (৬।১০।১৮৬৫) মেড্‌লিকট্ সাহেবকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, "যদি পদোন্নতির চেষ্টায় সফলকাম হই তাহা হইলে নিশ্চয় **আমার দেশবাসীর জন্য** একটি পথ খুলিবে (ইফ্ আই সক্‌সিড্ ইন গেটিং এ লিফ্‌ট্, আই এম শিওর্ দ্যাট্ আই ওপ্‌ন্ এ ওয়ে টু মাই কণ্ট্রিমেন)"। কিন্তু 'রাজস্বের অপব্যয়ে বেতন অধিক হওয়া অনুচিত', এই মত তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও ঠিক ছিল। এদেশীয়েরা যদি ইউরোপীয় কর্ম্মচারী-দিগের 'তুল্য' উদ্যমে এবং দেশের লোকের প্রতি 'অধিকতর সহানুভূতির' সহিত এবং 'স্বল্পতর বেতনে' কার্য্য করেন তাহা হইলে **বিশ্ব-নিয়ন্তাই** উহাঁদের এদেশের রাজকার্য্যে স্থিতির এবং উন্নতির ভার গ্রহণ করিবেন—স্বদেশে স্বায়ত্ত শাসনের গূঢ় এবং প্রকৃত অধিকার জন্মিবে —ভূদেব বাবুর পবিত্র আস্তিক হৃদয়ে এই ভাব দৃঢ় থাকায় 'তিনিই' প্রথমে ঈডেন সাহেবকে 'ষ্টাটুটারি সিভিল সার্ভিস্' বা এদেশীয়ের সিভিলিয়ানি চাকরীতে অল্পতর বেতনে নিয়োগের কথা বলিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু বলেন, "বিদেশাগত ইংরাজ কর্ম্মচারীর অপেক্ষা এদেশীয় কর্ম্ম-চারীর কম খরচে চলিবে, সুতরাং তাহাদের একই কার্য্যের জন্য কম মাহিনা দেওয়া অসঙ্গত নহে। মনে করিতে হইবে, যেন ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত

হইয়া (ডেপুটেশনে) আসার জন্য প্রাপ্য ভাতা ইউরোপীয়দিগের অধিকতর বেতন মধ্যে নিহিত (কনসলিডেটেড্) আছে।" কথাটা ইডেন সাহেবের পছন্দ হইয়াছিল এবং দুই তৃতীয়াংশ বেতনে এদেশীয়ের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্, কলেক্টর এবং জজের কার্য্যে নিয়োগ ব্যবস্থাও বহু কাল পরে হইয়াছিল। ভূদেব বাবুর পরামর্শ মত এম্,এ পাশ দেখিয়া তবে ঐ সকল কার্য্যে লইলে, একটীও অক্ষমকে ঢোকান ঘটিত না।—"যদি দেশীয় কনেষ্টবলদিগকে ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্টের তুল্য মাহিনা দিতে হয়, তাহা হইলে কি একটীও দেশীয় কনষ্টেবল রাখার দিকে 'সাধারণ' ইউরোপীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়ের মন হইবে? সিপাহীরা অনেক কম মাহিনায় গোরা সৈন্যের ন্যায়ই যুদ্ধ করে, সেই জন্যই প্রায় দুই লক্ষ সিপাহীর ঘরে অন্ন পৌছিতেছে। মূল সূত্র এই যে আমাদের এত সস্তায় এদেশের কার্য্য উৎকৃষ্টভাবে এবং নিখুঁত ধর্ম্ম পথে করিতে উন্মুখ থাকিতে হইবে; যেন সে বেতনে ইউরোপীয় পাওয়া না যায়। অনুপযুক্ত উল্লেখে স্বদেশের উচ্চ কার্য্য করিতে না পাওয়াতেই ঘোর লজ্জা। টাকাটাই প্রধান কথা নহে।"—ভূদেব বাবু অনেককেই এই কথা বলিয়াছেন। ষ্টাটুটারি সিভিল সার্ভিসের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই এই উচ্চ এবং দেশ কালানুযায়ী ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের একজন ভূদেব বাবুকে বলেন "সমান কার্য্যে কম মাহিনা পাওয়ায় ব্যক্তিগত অবমাননা।" ভূদেব বাবু উত্তর দেন "স্বদেশের ঐ সকল উচ্চ কার্য্য করিতে না পাওয়ায় যখন সমগ্র জাতিটার উপর তাচ্ছিল্য দেখায়, এবং যখন এদেশের মান্যস্থানের উচ্চতম বিদ্যা * এবং নিম্নতম ধন, তখন 'টাকা' কম লইতে স্বীকারে কোন প্রকার অপমান নাই।"

বিনা বেতনে অধ্যাপনা বা শিক্ষা বিস্তারে নিযুক্ত থাকার

* বিত্তং বন্ধুঃ বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়োযদ্ যদুত্তরং॥—মনু।

একটা সাধ অত্যুচ্চ অধ্যাপক পণ্ডিতের পুত্র ভূদেব বাবুর কখনই যায় নাই। এই বেতন বৃদ্ধির পরই (২৬।৪।১৮৬৭) ডিরেক্টর সাহেবকে তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার মনের গঠন অতীব সুস্পষ্ট ঃ—"আমার এই পত্রখানি অনুগ্রহপূর্ব্বক ছোটলাট বাহাদুরের অনুকূল ভাবে বিবেচনার এবং অনুজ্ঞার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। আমার ১৮ বৎসর সরকারী চাকরী পূর্ণ হওয়ায় আমার বেতনের চতুর্থাংশ পেন্‌সন্ হইতে পারে। কিন্তু আমার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অক্ষুন্ন থাকায় আমি এখনও রাজ-কার্য্যে অভিলষিতরূপ কার্য্যকারিতা দেখাইতে পারি বলিয়া মনে করি। আমার বিশেষ প্রার্থনা এই যে, যতদিন সক্ষম থাকিব, ততদিন আমার বর্ত্তমান কার্য্য আমাকে বিনা বেতনে করিতে দেওয়া হউক। আমি পারিবারিক খরচ পত্র যেরূপ মিতব্যয়িতার সহিত করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমি এখন এরূপ অবস্থায় পৌছিয়াছি যে, আর বেতন গ্রহণ না করিলেও আমার সামান্য খরচ চলিয়া যাইবে। সুতরাং আমি আরও কিছুদিন, বেতন গ্রহণ না করিয়া, আমার দেশের সেবা করার সুখ (দি প্লেজার অফ সার্ভিং মাই কন্‌ট্রি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অফ এনি ইমলুমেণ্ট অর পে) পাইতে ইচ্ছুক। আমার বর্ত্তমান কার্য্যে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়া থাকি; এজন্য শিক্ষা-বিভাগে আমার বর্ত্তমান পদেই কাজ করিতে দেওয়া হউক।" এই পত্রের কোন উত্তর আসিয়াছিল কি কোন মুখের কথাতেই এই প্রস্তাবের শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহা জানা নাই। কিন্তু সেরূপ কোন কিছু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ভূদেব বাবু ক্রমশঃ পুরা মাহিনাতেই শিক্ষা-বিভাগের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন।

ডিরেক্টর অ্যাটকিন্সন সাহেব কোন সময়ে ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি মুখোপাধ্যায় না লিখিয়া মুকার্জ্জি লেখেন কেন?"

ভূদেব বাবু হাসিয়া উত্তর দেন, "আপনারা এদেশীয়ের অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব কম করেন; ধনের গৌরব বেশী করেন। তাই বাঙ্গালাতে লিখি মুখোপাধ্যায়, আর ইংরাজীতে লিখি মুকার্জ্জি। কোন সুদূর প্রাচীনকালে আমাদের মুখরা গ্রাম জায়গীর ছিল।—মুখরীয় ইতি খ্যাতো মুখরা গ্রাম বাসতঃ।"

ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ১৭ বৎসর বয়সে বীরভূম জিলার অন্তঃপাতী কীর্ণাহার গ্রামের জমিদার ৺শিবচন্দ্র সরকার (গঙ্গোপাধ্যায়) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে বিবাহিত হন। ভূদেব বাবু এই পুত্রবধূটীকে 'বড়মা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি নানা গুণে বিভূষিতা এবং শ্বশুর বাড়ীতে একান্তই প্রীতির পাত্রী হইয়াছিলেন। পিতৃগৃহ হইতেই তিনি কিছু লেখা পড়া শিখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই সুন্দর ছিল।

ভূদেব বাবুর এণ্ট্রান্স পাশ করা একটী পরম রূপবান অবিবাহিত পুত্র আছেন শুনিয়া শিবচন্দ্র বাবু তাঁহার পরিচিত মানকরের পাঠশালার ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঐ সম্বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন এবং ভূদেববাবু কন্যার বিবাহে কিরূপ দিয়া থাকেন এবং পুত্রের বিবাহে কিরূপ পাইতে ইচ্ছা করিতে 'পারেন' সাধারণ প্রসঙ্গে তাহার অনুমান করিয়া লইতেও বলেন।

ভূদেব বাবুর সকল মতই দৃঢ় ছিল, এবং পাঠশালার ডেপুটী ইন্স্পেক্টরদিগের ন্যায় যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতায় আসিতেন, তাঁহাদের সকলেরই তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েরই মত জানা হইয়া পড়িত। মহেশ বাবু তখনই উত্তর দেন—"আমি জানি যে ভূদেববাবুর মতে কন্যার বিবাহে অবস্থানুযায়ী কিছু দেওয়া খুবই উচিত; কিন্তু

বরপক্ষের কিছুই 'চাওয়া' উচিত নহে; এজন্য কন্যাপক্ষ সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা দেওয়া সঙ্গত বলিয়া 'স্থির' করিবেন তাহা সরলভাবে পূর্ব্বাহ্নেই জানাইয়া দিয়া তাহাতেই দৃঢ় থাকা সঙ্গত; কড়া দেখিলে তদপেক্ষা অনুমাত্র বেশী দেওয়া বা কোন অবস্থাতেই তদপেক্ষা কম দেওয়া, উভয় কার্য্যেই নীচতা; 'দর কসাকসি স্থলে' বিবাহ দিতেই নাই; গোষ্ঠীপতিরা সক্ষম ছিলেন বলিয়া কন্যা জামাতাকে ভূসম্পত্তিও দিতেন।" ইহার কিছুকাল পরে এই বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে, শিবচন্দ্র বাবুর পত্নী তাঁহার কিছু ভূমি সম্পত্তি কন্যাকে দানপত্রে লিখিয়া রেজেষ্টারি করিয়া দেন। সে সময়ে মহেশবাবুকেও এই দানপত্রের কথা বলা হয় নাই। উপযুক্ত দান সামগ্রী এবং অলঙ্কারাদি সহ বিবাহ হইয়া গেলে, ভূদেব বাবুকে ঐ দান পত্রের কথা জানান হয়। তাঁহার প্রতি কতটা শ্রদ্ধাপোষণ করিয়া, তাঁহার সাধারণ মত গোপনে জানিয়া লইয়া, সেই মত সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ পূর্ব্বক শিবচন্দ্র বাবু তাহা কার্য্যে পরিণত করার পর কিরূপ সুমিষ্টভাবে, বিবাহ হইয়া গেলে, তাহা জানাইলেন, ইহা বুঝিয়া ভূদেব বাবু বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। উভয়ে অনেক বিষয়েই পত্র ব্যবহার হইত এবং কুটুম্বিতা সুখেরই হইয়াছিল।

দানপত্রের তারিখ ২৪শে বৈশাখ ১২৭৪। উহার একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"* * মৌজা সোনা চিতুবা দোরবস্ত পত্তনি হকুক * * এবং মৌজে সাহজাহানপুরের মধ্যে মোকরর জমা * * এই দুই সম্পত্তির * বর্ত্তমান

* সম্পত্তি দুইটী বরাবরই ৺শিবচন্দ্র বাবু ও তাঁহার পুত্রদিগের ইজারায় চলিয়া আসিতেছে। ভূদেব বাবুর এই জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ দেহান্তকালে পাঁচ কন্যার মধ্যে দুইটী অবিবাহিতা এবং তিন পুত্র রাখিয়া যান। পুত্রেরা এবং অবিবাহিতা কন্যারাই ঐ সম্পত্তি পাইয়াছেন। ইহা বিবাহের পূর্ব্বের—অযৌতুক—স্ত্রীধন।

অবস্থায় ৩৬০৲ টাকা পরিমাণ লাভ আছে *। আমি * * দখলীকার আছি। এক্ষণে তোমার শুভ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। তুমি আমার প্রথমা প্রিয়তমা কন্যা। তোমাকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকি। এজন্য আমি প্রসন্ন হইয়া আপন মনের অভিলাষ পূরণার্থ সুস্থশরীরে * * তোমাকে চিরকালের নিমিত্ত দান করিয়া * * * অঙ্গীকার করিতেছি যে * * * পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দান বিক্রয়ের অধিকারিণী থাকিয়া পরম সুখে ভোগদখল করিবে।”

* ৺শিবচন্দ্র বাবুর বার্ষিক আয় অন্যূন ষাট হাজার টাকা ছিল

অষ্টাদশ অধ্যায়



[বীডন সাহেবকে অভিনন্দন,—বীডন, হর্শেল, ঈডেন ও নীলকর,—স্কুল পরিদর্শনের রিপোর্ট, এডুকেশন গেজেট, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পাঠশালা পরিদর্শন ও তাহার রিপোর্ট।]

ছোটলাট বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যায় (১৮৬৫) অজন্মা হইয়াছিল; কিন্তু কমিসনার রাভেন্সা সাহেব রিপোর্ট পাঠান যে, অপরিমিত ধান্য প্রজাদের বাড়ীতে পোঁতা * আছে—মহাজনদিগের গোলাতেও আছে; উহারা চক্রান্ত করিয়া দাম বাড়াইয়াছে—কোন প্রকার সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। † ইহাতে বড়লাট সারজন লরেন্স উদাসীন রহিলেন; টাকা মঞ্জুর করিলেন না। সে সময়টা অসুস্থ শরীর বীডন সাহেবও উড়িষ্যায় না গিয়া দার্জ্জিলিঙ্গেই থাকিয়া গেলেন। পরে যখন

* উড়িষ্যায় প্রকৃত পক্ষেই মরত্নে খড়ে মুড়িয়া ধান পুঁতিয়া রাখিবার পদ্ধতি আছে। কিন্তু ধান না জন্মিলে পুঁতিয়া কি রাখা হইবে!

† ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ভ্রাতা ডেপুটী কলেক্টর ৺ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিচক্ষণ এবং প্রকৃত ভাল লোক ছিলেন। তিনিও উড়িষ্যার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। ২৫শে অক্টোবর ১৮৬৫ তিনি রিপোর্ট করেন যে জমিদার প্রভৃতির নিকটে দুই বৎসরের মত ধান্য মজুদ আছে। মিঃ ক্রমলিন, চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে লেখেন যে পুরী ও গঞ্জাম রাস্তায় কাজ করানর সময় অন্নকষ্টে পতিত ব্যক্তিদিগকে কতক চাউল এবং কতক পয়সা দেওয়া হইবে, এবং সে ব্যবস্থা করার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। ফলতঃ উড়িষ্যায় চাউলের অভাব হইয়াছে—শুধুই দর বাড়ে নাই—চাউল আমদানী করাই আবশ্যক, ইহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। বার্লো সাহেব বলিয়াছিলেন "টাকায় ষোল সেরের অধিক মহার্ঘ দরে চাউল আনার আবশ্যক নাই।"

(১৮৬৬) অনাহারে লোক মরিতে লাগিল, সকল ভুল ভাঙ্গিয়া গেল,. তখন উড়িষ্যার সহিত যাতায়াতের রেল, ষ্টীমার, খাল প্রভৃতির কোন সুবিধা না থাকায় সত্বরে এবং প্রচুর পরিমাণে শস্য, না মহাজনেরা না গবর্ণমেণ্ট, পৌছাইতে পারিলেন। কলিকাতায় ছয় লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। লণ্ডনে লর্ড মেয়র টেলিগ্রাফ দ্বারা উত্তর দেন যে, সেখানে ধর্ম্মঘট তুষারপাত প্রভৃতিতে লোকের বড় কষ্ট; উড়িষ্যার জন্য চাঁদা উঠিবে না। গবর্ণমেণ্ট ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা শেষ পর্য্যন্ত খরচ করিলেও এই ভীষণ বিভ্রাটে উড়িষ্যার প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায়!

বীডন সাহেবের দেশীয় প্রজার সহিত একান্তই সহানুভূতি ছিল। তিনি বাঙ্গালীকে নীলকর হইতে রক্ষা করিতেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে দুইজন অবিচারী সিভিলিয়ানের পদ মর্য্যাদা হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বুঝিবার ভুলে উড়িষ্যায় যে শোচনীয় ঘটনা হইয়া গেল, সে জন্য তিনি "একান্তই মর্ম্মাহত" হইয়াছিলেন।

বড়লাট লর্ড লরেন্স কড়া মেজাজের এবং অনেকটাই দেশীয় বিদ্বেষী লোক ছিলেন। তিনি সুবিধা পাইয়া বীডন সাহেবের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিলেন।* মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম প্রদেশে উড়িষ্যারই ন্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। সেখানে চাউল আমদানী উড়িষ্যারও একমাস পরে আরম্ভ হয়; কিন্তু তথাকার কার্য্যের কোন দোষ বড়লাট সাহেব ধরেন নাই। নীলকর সম্বন্ধে বাঙ্গালী প্রজার সহিত বীডন সাহেবের 'অতটা' সহানুভূতি বড়লাটের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রীতির উদ্রেক করে নাই! আসামের চা বাগানের কুলিদিগের সহিত সহানু-

* বড়লাট সাহেব ষ্টেট সেক্রেটারীকে লেখেন যে বীডন সাহেবের 'বিপদে বিশ্বাস করিতে অক্ষমতা' ঘটিয়া ছিল (লেবর্ড অণ্ডর অ্যান ইনক্যাপ্যাসিটি টু বিলীভ ইন ডিস্যাস্টার)।

ভূতি জন্যই মহাত্মা কটন যে স্বসমাজের এবং লর্ড কর্জ্জনের বিষ নয়নে পড়িয়াছিলেন, বাঙ্গালার ছোটলাট হইতে পাইলেন না, তাহা কাহার অবিদিত? ভূদেব বাবু এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে মহাত্মা লর্ড নর্থ ব্রুকেরই মুখে ১৮৭৬ অব্দে বিহার দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ নীতির প্রচার হইয়াছিল; লর্ড নর্থ ব্রুকই বলেন যে **অনাহারে একটী প্রজারও মৃত্যু ঘটিতে দিবেন না।** তখনকার ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল তদনুসারে অজস্র অর্থব্যয়ে পূর্ণভাবে সে দুর্ভিক্ষে সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন। পরে বলা হয় যে উহাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল এবং ছোটলাট সার রিচার্ড টমসনের সময়ে কথা উঠে যে দুর্ভিক্ষের সময়েও রোজ দুই পয়সা খোরাকি এদেশীয়দিগের পক্ষে যথেষ্ট—তাহাতেই "টু পাইস্ টমসন" নামের সৃষ্টিও হয়!

সে যাহাহউক যখন বীডন সাহেব এ দেশ একেবারে 'ত্যাগ' করিতে-ছেন এবং তাঁহার প্রতি বিরূপ বড়লাট এ দেশে থাকিলেন, তখন বীডন সাহেবকে কার্য্যত্যাগকালের অভিনন্দন দিতে অনিচ্ছা, তাঁহার প্রতি বিরূপ বে-সরকারী ইংরাজদিগের অনুকরণে তখনকার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অধিকাংশ সভ্যের মধ্যে উদ্রেক হইয়াছিল। ভূদেব বাবু কখনই রাজকর্ম্মচারীদিগকে অভিনন্দনাদি দানের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং ঐ সকল উপলক্ষ্যে চাঁদাও দিতেন না; কিন্তু দূর দেশাগত স্বজাতীয় বেসরকারী ইংরাজকে এবং এদেশীয় বিজিত প্রজাকে যাঁহারা শাসন বিষয়ে একেবারে তুল্য মূল্য জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য নির্ভীকভাবে করিতে পারেন, তাঁহাদের যথোচিত সম্মান না করিলে এক প্রকার আত্মহত্যা করা হয়—শ্রীভগবানের নিকট হইতে কখন কোন "ন্যায় বিচারক পাওয়ার দাবীই" যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়—ভূদেব বাবু এ সকল বিষয় এইরূপ

ভাবেই দেখিতেন। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই শুধু **নীলকর সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভাবে লক্ষিত**, বীডন সাহেবের, সার উইলিয়ম হর্শেলের এবং ঈডেন সাহেবের অভিনন্দনেই তিনি যোগ দিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম হর্শেলের এদেশ ত্যাগ সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, * তাহাতে তাঁহার মত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত :—

"মহোদয়গণ! পরীক্ষায় স্বর্ণের বিশুদ্ধি অবিশুদ্ধি কিরূপে নির্ণীত হয় আপনাদের সকলেরই তাহা জানা আছে। প্রথমতঃ উহাকে আগুনে পোড়ান হয়; দ্বিতীয়তঃ ভাল নিক্তিতে ওজন করিয়া উহার ভার পরীক্ষা করা হয়; তৃতীয়তঃ কষ্টিপাথরে সাবধানে উহার কস পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। (১) আমাদের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি খাঁটি সোণার সদৃশ, বিচারাসনরূপ হাপরে তাহার পরীক্ষা হয়। তিনি স্বজাতীয়ের ও অগৌরকান্তি ভিন্নজাতীয় লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করেন কি না? তাহা যদি করেন, তাঁহার **অগ্নি পরীক্ষা** হইয়া গিয়াছে।—তিনি খাঁটি সোণা। (২) তিনি এ দেশে

---

* Gentlemen—you all know how gold is tested and proved. First it is burnt in a strong fire; secondly it is weighed in a good balance to prove its solidity; thirdly the mark it makes on a touch-stone is carefully examined. Now, the genuine gold of our public officers is tried in the furnace of the judgment-seat. Does he deal impartially between men of his own and of a darker colour? Then he has stood the fire-test and is genuine metal. Can he by his knowledge, reflection and instinct trace the causes of the error, short-coming and degeneracy that he sees around him and speak and act truthfully and lovingly in order to mend, to make up and to correct and not merely to vent his pride of race and position? Then he has shown his solidity of worth and stood the test of the balance; and 3rdly, can he admit natives of this country, his fellow subjects, to close and familiar contact and leave upon them the impress of

চারিদিকে যে সকল ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি ও অবনতি দেখিতে পান, স্বীয় জ্ঞান, চিন্তা এবং স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রভাবে, সে সকলের কারণ সযত্নে বুঝিয়া সে গুলির সংশোধন জন্য কেবল সত্যপরায়ণতা ও স্নেহ প্রবণতার সহিত যদি বাক্যে ও ব্যবহারে সর্ব্বথা চেষ্টা করেন, শুধু নিজের জাতীয় গৌরব খ্যাপন ও পদমর্য্যাদার গর্ব্ব প্রকাশ জন্য সে সকল ত্রুটির উল্লেখে নিযুক্ত না থাকেন—তবেই তিনি যে অন্তঃসারশূন্য নহেন নিক্তির ওজনে তাহার পরীক্ষা হইয়া যায়। (৩) তাঁহার ন্যায় একই রাজার প্রজা এ দেশীয় লোকের সহিত তিনি যদি বিশেষ রূপে ঘনিষ্ঠতা সাধন করেন এবং তাঁহার উচ্চতর শিক্ষার ও দৃঢ়তর চরিত্রের দাগ যদি তাহাদিগের মনে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারেন, তবেই কষ্টি পাথরের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ

---

his higher culture and character? Then he has stood the test of the touchstone.

I say it and feel sure that every body here present and those who are absent will declare in one voice with me that Sir W. Herschell has throughout his career in this country stood all these tests most admirably. In losing Sir William we lose highly solid genuine gold. In praising Sir William we show but ordinary gratitude; and in showing such gratitude we do all that we can to make it known that what the native of Bengal most highly esteems and honours in them who administer the public affairs of his country, is energy combined with and in perfect subordination to scrupulous conscientiousness.

Such men are really strong and good and gifted. Such men are popular without seeking popularity. Yes, I take it for a matter of pride to ourselves that such men alone have been and can be truly and lastingly popular among us. It is the best proof that we can in our present condition afford that the Bengali mind however much it may have lost, retains yet the power of discriminating between what is genuine gold and what only glitters.

হইলেন বলা যায়। সার উইলিয়ম হার্শেল এ দেশে বরাবর অতি প্রশংসনীয়রূপে এই ত্রিবিধ কঠিন পরীক্ষাতেই যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি এবং সভায় উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সকলেই যে এক বাক্যে তাহা স্বীকার করিবেন, ইহাও সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। সার উইলিয়ম হার্শেলকে হারাইয়া আমরা নিরেট খাঁটি সোনা হারাইতেছি। তাঁহার প্রশংসা করিয়া আমরা সামান্য কৃতজ্ঞতা মাত্র দেখাইতেছি এবং এ দেশে যাঁহারা উচ্চ সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবের ন্যায়পরতার 'অধীনে' অধ্যবসায়সম্পন্নতাই যে বঙ্গদেশবাসীর নিকট আদর ও সম্মানের সামগ্রী, উক্তরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। এমন সকল লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে সরলচিত্ত, সাধু, ও উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন। ইহাঁদিগকে লোকানুরাগ যত্ন করিয়া লাভ করিতে হয় না।—নিজগুণে স্বতঃই ইহাঁরা লোকানুরাগ ভাজন হইয়া থাকেন। এরূপ লোকই যে আমাদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং স্থায়িভাবে প্রিয় হইয়াছেন এবং হইতে পারিবেন, ইহা আমাদের পক্ষে একটা গৌরবের বিষয় বলিয়াই আমি মনে করি। বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির যতই অবনতি হইয়া থাকুক, বাঙ্গালী যে এখনও প্রকৃত স্বর্ণ এবং চাকচিক্যশালী 'ঝুটা জিনিসের' মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সার উইলিয়ম হার্শেলের ন্যায় লোকের প্রতি এই অনুরাগ প্রদর্শনই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।"

ন্যায়পর ছোটলাট বীডন সাহেবের সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির "কর্ত্তব্য' এই ভাবে বুঝিয়া 'জন সাধারণে অভিমতি সুপ্রকাশিত, করার জন্য ভূদেববাবু মফঃস্বলের জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত প্রজা এবং শিক্ষিত লোকদিগের স্বাক্ষর করাইয়া কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত প্রধান লোকের সহযোগে বীডন সাহেবকে অভিনন্দন পত্র দেওয়ান। সে জন্য ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান

সভার মুখস্বরূপ হিন্দু পেট্রিয়ট ভূদেব বাবুকে অজস্র গালি দিয়াছিলেন। শোভাবাজারের রাজা ৺কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বীডনসাহেবের গুণের পক্ষপাতী হইলেও সভার খাতিরে অভিনন্দন-স্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, রেভঃ লালবিহারী দে, ৺কেশবচন্দ্র সেন, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মৌলভি (পরে নবাব) আবদুল লতিফ প্রভৃতি দেশীয় গণ্যমান্য অনেকেই এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন। বীডন সাহেব সম্বন্ধে "সাধারণ" বাঙ্গালীর অভিমতি ঐ অভিনন্দনে প্রকাশিত হইয়া গেল। জমিদার শ্রেণীর ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা ভিন্ন জন সাধারণের কোন সভা সে সময়ে এদেশে ছিল না; তাহার প্রয়োজনীয়তাও ভূদেব বাবুর এই কার্য্যে অনেকের মনেই সুপরিস্ফুট হইল।

২৩শে এপ্রিল ১৮৬৭ বীডন সাহেব কার্য্যভার ছোটলাট গ্রে সাহেবকে দিয়া চলিয়া যাওয়ার পর ষ্টেট সেক্রেটারীর ২৫শে জুলাইয়ের ডেফ্‌প্যাচে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট, বড়লাট সাহেবের পত্র এবং বীডন সাহেবের উত্তর প্রভৃতির আলোচনা করা হয়। দুর্ভিক্ষের পূর্ণ প্রকোপের সময় বীডন সাহেব যে প্রাণপণ চেষ্টায় উড়িষ্যায় চাউল পাঠাইয়া ছিলেন, তাহার উল্লেখে ষ্টেট সেক্রেটারী বলেন যে, বীডন সাহেব যে প্রথমে ঐরূপ চেষ্টা করেন নাই তাহা অবস্থা বুঝিতে না পারার জন্য এবং যখন বড়লাট সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি ২৫ শে এপ্রিলেই 'বুঝিয়াছিলেন' যে উড়িষ্যায় শস্য প্রেরণ করা প্রয়োজন হইবে, তখন তাহা ছোটলাট সাহেবকে বিশেষ করিয়া না বলায় তিনিও কতকটা দোষভাগী হইয়াছেন। [অনেকেই নিজের বাহাদুরি খ্যাপনের জন্য কোন বিপদের 'পরে' এইভাবে বলেন "আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।" কিন্তু ঐরূপ বলার সময়ে মনে রাখেন না যে, তাহাতে নিজেরও একটা 'দায়িত্ব' স্বীকার করা হইয়া যায়—"বুঝিয়াও কিছু বলিলে না বা করিলে না!"]

ভূদেব বাবুর স্কুল পরিদর্শনের রিপোর্ট (১৮৬৪।৬৬ হইতে ১৮৬৭।৬৮) হইতেও তাঁহার কার্য্যের, দেশের কোন কোন কথার এবং অনেকানেক বিষয়ে তাঁহার মত জানা যায়। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার এবং ট্রেনিং স্কুলের হেডমাষ্টারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য ভূদেব বাবু তাঁহাদের রিপোর্টের প্রধান কথাগুলি সযত্নে উদ্ধৃত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়া দিতেন ঃ—

(১) "এবারে আমার এলাকায় বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, যশোর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং মুরসিদাবাদ এই ছয়টী জেলা দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণ-নগরের ট্রেনিং স্কুলটী বহরমপুরে স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে; মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বহরমপুর এবং যশোরের চারিটী ট্রেনিং স্কুলে গুরু-দিগকে শিক্ষাদান করিয়া ছয়টী জেলার কার্য্য চালাইতে পারা যাইবে।"

(২) "বর্দ্ধমানের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রত্যেক পাঠশালায় কতকগুলি করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক রাখিয়া দেওয়ার এবং তাহা গ্রামের সাধারণ লোকদিগকেও পড়িতে অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে শিক্ষকেরা নিজেদের শিক্ষোন্নতি করিতে এবং গ্রামের লোকেরাও অনেক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া, ভ্রম ঘুচাইয়া নিজেদের সহায় নিজেরাই হইতে পারিবে।" তখনও গ্রামে গ্রামে সাধারণ পুস্তকালয়ের সময় আইসে নাই; কয়েকটী স্থলে মাত্র গ্রামবাসী-দিগের সাহায্যে পাঠশালার লাইব্রেরি গঠিত হইতে পারিয়াছিল। ভূদেব বাবু তাঁহার একান্ত মনের মত, স্বদেশ-ভক্তি-প্রণোদিত এবং দূরদৃষ্টি বলিয়া শরৎ বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন। ভক্তি ভাবে জ্ঞানার্জ্জনেই মুক্তি ভূদেব বাবু এই সূত্র সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতেন। সকল শ্রেণীর সকল স্বদেশীয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা-বিস্তারই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এখনও চেষ্টা করিলে প্রত্যেক গ্রাম্য পাঠশালা সংস্থষ্ট লাইব্রেরিতে ভূদেব বাবুর সময়ে প্রদত্ত গ্রামিক



৺শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দিগের 'সাহায্য করিয়া পড়ার অধিকার' পুনঃ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করাই সঙ্গত। তাহাতে ভাল বই পড়ার সুবিধা হইবে, লাইব্রেরি গুলি স্থায়ী হইবে এবং অশ্লীল বা অনাবশ্যকীয় পুস্তক জড় করা হইতে পারিবে না।]

(৩) "যশোহরে এবং নদীয়ায় ১৮৬৬ অব্দে যে দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ হয় তাহাতে ১৮৬৫ অব্দের সহিত তুলনায় উন্নত পাঠশালা গুলির শতকরা ২০টী এবং মোট ছাত্র সংখ্যা শতকরা ৪৫টী কমিয়া যায়।"

(৪) "মানকরের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় এই যে গুরু মহাশয়দিগকে ছোট ছোট বালিকা চারিটীকে শিক্ষা দিলে তিনি মাসিক এক টাকা পাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ণ বালিকা বিদ্যালয়ে অনেক খরচ হইবে। ভেদিয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আমাদের পাঠ-শালায় কিছু সাহায্য করিতেছেন; তথায় কয়েকটী বালিকা পড়িতেছে।"

(৫) "মেমারি সার্কেলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীপতি বন্দ্যো-পাধ্যায় রাজসাহীতে হেড মাষ্টার হইয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র হাজরা * তাঁহার কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীপতি বাবুর উদ্যমে তাঁহার সার্কেলের যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা অক্ষুন্ন আছে।"

(৬) "নৈশ বিদ্যালয়ের শ্রমজীবী ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক

---

* ৺যাদব বাবু নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, ভূদেব বাবুর একান্ত ভক্ত এবং বলশালী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে গণনীয় ছিলেন। তিনি সাধারণের অপেক্ষা অনেক অধিক আহার করিতে পারিতেন বলিয়া ভূদেব বাবুর পত্নী তাঁহাকে খাওয়াইতে বিশেষ ভাল--বাসিতেন। একদিন ভূদেব বাবু তাঁহাকে লইয়া খাইতে বসিয়া বলেন, "বাড়ীতে তোমার খাওয়া দেখিতে ভালবাসে; সেদিন বলিতেছিল—"যাদব অনেক দিন আইসেন নাই; ভাল আছেন ত?"—যাদব বাবু বলেন, "তবে আপনি খাইয়া আঁচাইয়া আসিয়া বসুন এবং মা তাঁহার ঔদরিক সন্তানের জন্য আর এক সের ময়দার লুচি ভাজুন!" তাহাই করা হয়; যাদব বাবুর ওরূপ খাইয়াও অসুখ হয় নাই।

দুই আনার অধিক 'ফি' লওয়া চলিবে না। গুরুর জন্য আধরোজ খাটিয়া দিলেই ঐ ফি আদায় করা হইল বলিয়া ধরিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছি তাহাতে নৈশ বিদ্যালয়ে ছাত্র কিছু বাড়িয়াছে।"

(৭) "নিরুদ্যম বলিয়া বাঙ্গালীর অন্যত্র অখ্যাতি থাকিলেও মেদিনীপুরের উত্তরাংশে উহাকে বেশ সজীব বলিয়াই দেখিতে পাইলাম। উহার সংশ্রবে আদিম জঙ্গলী জাতির মধ্যে কৃষির বৃদ্ধি এবং বাঙ্গালীর ভাষা এবং আচার অনুকৃত হইতেছে। কেবল মাত্র আদিমদিগের অধ্যুষিত গ্রামে কোন পাঠশালা নাই। যেখানে অল্পসংখ্যকও বাঙ্গালী বা উড়িয়া হিন্দু আছে সেখানেই একটী পাঠশালা আছে। মেদিনীপুরে অন্যূন তিন হাজার পাঠশালা আছে বলিয়া অনুমান করি। হার্ডিং আদর্শ বিদ্যালয়গুলি জিলার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে জাহানাবাদের এলাকার নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হওয়ায় সমগ্র দেশের উপর কোন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই।"

(৮) "সাঁওতালদিগের শিক্ষার জন্য একটু বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। গ্রামে কেন পাঠশালা রাখিয়াছেন' জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দুরা বলেন 'পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে'। সাঁওতালদিগের মধ্যে ঐরূপ কোন লোকাচার নাই; সুতরাং গ্রামের সাহায্য এবং অনেক ছাত্র পাওয়া প্রথম হইতেই ঘটিবে না। জলেশ্বরের মার্কিন মিশনরি মিঃ ফিলিপ্‌স বলেন যে বিহারের সন্নিকটবর্ত্তী সাঁওতালদিগকে হিন্দী এবং সাঁওতালী, বাঙ্গালার সন্নিকটবর্ত্তী সাঁওতালদিগকে বাঙ্গালা ও সাঁওতালী শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আমারও সেই মত। মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তে সাঁওতালদিগকে বাঙ্গালা ও সাঁওতালী শিক্ষা দিতে হইবে। উহাদের জন্য শিক্ষিত গুরু প্রস্তুত করিতে মেদিনীপুরের ট্রেনিংস্কুলের শিক্ষকদিগের এবং ঐ প্রদেশের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের একটু সাঁওতালী শিক্ষা করিতে হইবে।"

(৯) "শ্রমজীবী এবং শিল্পী শ্রেণীর শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদন জন্য এদেশে শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন, আজই হউক বা পরেই হউক একদিন যখন করিতেই হইবে, তখন ঐ কার্য্য এখনই সুলভে আরম্ভ করার জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, জিলায় জিলায় যে গুরু-ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হইতেছে তাহাতে একটী করিয়া শিল্পবিভাগ খুলিয়া দেওয়া হউক। কতকগুলি পাঠশালার ছাত্র অল্প বৃত্তি পাইয়া আসিয়া ঐ বিভাগে ছুতার, কামার, কুমার, তাঁতীর, দর্জ্জির কার্য্য শিখিয়া যাইবে। এ দেশের উচ্চশ্রেণীর রুচির পরিবর্ত্তনে এবং অন্যান্যকারণে দেশীয় শিল্পের শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে; যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে চাকুরীর দিকেই লোকের মন পড়িতেছে; অন্য দিকে শিল্পী ও শ্রমজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতকটা মন ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উহাতে দেশের শিল্পোন্নতিও ঘটিবে। [১৮৬৫ অব্দে এই প্রস্তাব হয়। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল মধ্যে কথিতভাবে এদিকে কিছু করা হয় নাই। আরও দুই পুরুষ ধরিয়া লোকে চাকুরির দিকে এবং বৈদেশিক সূক্ষ্ম বস্ত্রের দিকেই দৃষ্টি দিয়াছে! প্রধানতঃ "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে" অবহেলার পাপেই দেশের দৈন্য বৃদ্ধি এবং গ্রামে গ্রামে তাঁতীদিগের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল!] পাঠশালা হইতে বৃত্তি পাইয়া কতক ছাত্র উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে সাধারণ শিক্ষার জন্য যাইবে এবং কতক ছাত্র বৃত্তি পাইয়া শিল্প শিক্ষার জন্য যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে মধ্যশ্রেণীর এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম এবং সাধারণ কেন্দ্র পাঠশালাগুলিকে উপযুক্ত স্থান প্রদত্ত হয়; কিন্তু পাঠশালায় বৃত্তি দেওয়া হয় না; এবং শিল্প-বিদ্যালয় নাই।"

(১০) "১৮৬৬-৬৭ অব্দে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে দেশের উপর দিয়া একটা বিষম ঝড় চলিয়া গিয়াছে। এদেশের লোকের যদি তখনকার পাঠশালা প্রভৃতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি বিশেষ ভালবাসা

থাকিত তাহা হইলে এ বৎসর অনেক পাঠশালাই উঠিয়া যাইত। গুরুদিগের কর্ত্তব্য বুদ্ধির এবং ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বর্ত্তমান পাঠশালাগুলির শতকরা দশজন ছাত্র কমিয়াছে কিন্তু ছাত্রদত্ত আয় শতকরা ছয়চল্লিশ অংশ কমিয়াছে; যাহারা কিছু দিতে পারে নাই তাহারাও পড়িতে পাইয়াছে।" [এদেশের প্রাচীন ব্যবস্থায় ছাত্রেরা গুরুকে সুভদ্র এবং উচ্চমনাই দেখিতে পায়—চুক্তির ভাব এবং টাকার সম্বন্ধ রূঢ়ভাবে প্রকট দেখিতে হয় না।]

(১১) "যশোহর সার্কেলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন যে, পাঠশালার গুরুমহাশয়কে সিধা বা মাসিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসায় ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা জমিদারের খাজনার ন্যায় নিয়মিতভাবেই উহা দিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের নূতন আমদানী করা ইনকমট্যাক্সের ন্যায়, এডেড স্কুলের চাঁদা দিতে লোকে এখনও কষ্ট বোধ করে। আমাদের যাহা আছে তাহারই উন্নতি করার চেষ্টা সঙ্গত এবং সহজ। নূতন গড়ার চেষ্টা সাফল্য পায় না। সেই জন্যই প্রাচীন পাঠশালাগুলির গুরুদিগকে শিক্ষিত করিয়া শিক্ষোন্নতি এরূপ সত্বরে ঘটিতেছে। পাঠশালার ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইলেই কার্য্যটী পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ হয়; উচ্চ শিক্ষার সহিত সংসৃষ্ট করা হয়। নূতন পাঠশালাগুলিতে চাষার ছেলেরাও কথা বার্ত্তায় এবং ধরণ ধারণে সুভদ্রভাব গ্রহণ করিতেছে অথচ দুই প্রহরে পিতার সাহায্যে ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্যও করে।"

(১২) "বাগেরহাট সার্কেলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু প্যারীমোহন সেন নিজেই ২৲ টাকার দুইটী মাসিক বৃত্তি তাহার অধীনস্থ পাঠশালাগুলির মধ্যে দিতেছেন এবং বালিকাদিগের উৎসাহ জন্য কিছু পুস্তক পুরস্কার দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ধান কাটা এবং ধান্য বপনের

সময়ে পাঠশালায় ছাত্রদিগের উপস্থিতি সংখ্যা কমিয়া যায় ইহাতেই সুস্পষ্ট যে চাষীদিগের ছেলেরাও পাঠশালায় আসিয়া থাকে।

(১২) নৈশ বিদ্যালয়গুলি সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে উঠাইয়া দেওয়া হওয়াতে কৃষি এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্যাঘাত হইয়াছে।

(১৩) যশোহরের মিসনরিগণ বলেন যে পাঠশালার গুরুরা একটু করিয়া বাইবেল পড়াইলে উঁহারা পাঠশালায় ম্যাপ এবং গ্লোব প্রভৃতি দিবেন। গ্রামের লোকের, শিক্ষকদিগের এবং ইনস্পেক্টরের (ভূদেব বাবুর) ইহাতে আপত্তি নাই বলায় ডিরেক্টর ইহার অনুমোদন করেন। ব্যবস্থা থাকে যে, যে বালকের ইচ্ছা হইবে সে বাইবেল পড়িবে, অন্যে পড়িতে বাধ্য হইবে না। [ভূদেব বাবুর ব্যবস্থায় পাঠশালায় পূর্ব্বের ন্যায় "বন্দেমাতাসুরধুনী" প্রভৃতি স্তব পাঠ ভিন্ন পূজার জন্য 'মূর্ত্তিতে' সর্ব্ব-ব্যাপকের আবাহনের এবং হিন্দু আচারের অতুল্য শুচিতার দুই একটী কথা ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দেওয়া হইত। "সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ঠুনকো জিনিস নহে; যেখানে হিন্দু ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র 'সচকিত' চর্চ্চা রাখা হয় সে বিদ্যালয়ে বা পরিবারে পর ধর্ম্মের পুস্তক 'পাঠে' কোন ক্ষতিই হইতে পারে না বরং ও সকলেরই মত জানিয়া রাখা ভাল, ভূদেব বাবুর এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। ছাত্রদিগের একটু নক্‌সা প্রস্তুত শিক্ষা হয় এবং স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এজন্য ভূদেব বাবু প্রত্যেক পাঠশালায় দুইখানি নক্‌সা রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিক্ষকেরা গ্রামের নক্‌সা ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রস্তুত করিতেন এবং তাহাতে পাঠশালাটী, পানীয় জলের পুষ্করিণী, পঁচা ডোবা, ঝোড় জঙ্গল, দেবমন্দির প্রভৃতি চিহ্নিত থাকিত! পাঠশালা পরিদর্শন কালে ভূদেব বাবু এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরেরা ঐ নক্‌সা হইতে গ্রামের অবস্থা মোটামুটি বুঝিতে পারিতেন।

এবং তাঁহারা ম্যালেরিয়ার, গ্রামস্থ জঙ্গলের, এবং পানীয় জলের কথা তুলিলে কোথাও কোথাও সক্ষম অধিকারীরা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নক্‌সাটীতে মোটা-মুটি ভাবে থানার প্রধান প্রধান গ্রাম এবং হাট বাজার প্রভৃতি চিহ্নিত থাকিত।”]

ভূদেব বাবুরই প্রস্তাব ক্রমে প্রাট সাহেবের চেষ্টায় এডুকেশন গেজেটের যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।* লণ্ডন মিশনের রেভারেণ্ড স্মিথ সাহেব প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া পদ্মিনী উপাখ্যান রচয়িতা ৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহকারী স্বরূপে গ্রহণ করেন। সাহেব বিলাত চলিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট ৺ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়কে মাসিক তিন শত টাকা বেতনে সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

* ভূদেব বাবুর দেহান্তের সম্বাদ পাইয়াই (১৮৯৪) ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট (ইনি নাকি কখন কাহাকে বলিয়াছিলেন যে, এদেশীয়দিগকে মোটা মাহিনা দেওয়া রাজস্বের 'অপব্যয়'—মাসিক ৫০৲ টাকাতেই উহাদের সকলেরই বেশ চলিয়া যায়।) এডুকেশন গেজেটের সাহায্য বন্ধ করার প্রস্তাব করেন। তাহাতে দূরদর্শী ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেব লেখেন "দেশমান্য প্রাচীন সরকারী কর্ম্মচারী প্রায় লক্ষ ষাট হাজার টাকায় সংস্কৃত শিক্ষা এবং দাতব্য চিকিৎসার জন্য বিশ্বনাথ ফণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাতেই এডুকেশন গেজেটটী দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শেষ অনুরোধের প্রতি এবং এরূপ দাতব্য ফণ্ডের প্রতি এতটা 'অনাদর' দেখাইলে হিন্দু সমাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবে এবং সকলেই তীব্র সমালোচনার সুবিধা পাইবে।" তখন হুকুম হয় যে দুই এক বৎসর মধ্যে সাহায্য কমাইয়া পরে যেন বন্ধ করা হয়। পেডলার সাহেব ডিরেক্টর হইলে মাসিক সাহায্য ১লা এপ্রিল ১৮৯৯ হইতে কমাইয়া ২০০৲ টাকা করা হয়। এডুকেশন গেজেট রাজভক্ত; কিন্তু সত্যভাষী দেশভক্তও বটে। গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যেরই অত্যধিক সুখ্যাতি ধ্বনিত করার জন্য 'সুলভ সমাচারকে' বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থার প্রতিবাদ পার্লিয়ামেণ্টে বৎসরেক মধ্যে হইলে গবর্ণমেণ্ট বলেন যে এখন আর কোন কাগজকে সাহায্য দেওয়া হইবে না। সেই উপলক্ষে এডুকেশন গেজেটেরও সাহায্য ১লা এপ্রিল ১৯১২ হইতে বন্ধ করা হয়।

১৮৬৮ অব্দে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল পথের শ্যামনগর ষ্টেশনে একটী দুর্ঘটনা (কলিশন) ঘটে। তদুপলক্ষে হতাহত লোকের সংখ্যা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে এবং সাধারণ লোকের বিশ্বাসে বড়ই পার্থক্য ঘটিয়াছিল। ঐ বিষয়ে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য ছোটনাগপুরের ডাল্টন সাহেবের প্ররোচনায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট প্যারী বাবুকে কিছু অনুযোগ করেন। তিনি তাহাতে বিরক্ত হইয়া উক্ত পত্রের সম্পাদকতা কার্য্যে 'ইস্তফা' পাঠাইয়া দেন। তখন ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেব ভূদেব বাবুকে উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণে অনুরোধ করিলেন।

ভূদেব বাবু বলিলেন, "এই পত্রের সম্পাদনের ভার, প্রথম হইতেই আমার হস্তে দেওয়ার জন্য হজসন প্রাট সাহেবের উপরোধ সত্ত্বেও, স্মিথ সাহেবকে দেওয়া হয়; স্মিথ সাহেব বিলাত চলিয়া যাওয়ার পরও আমাকে উহা না দিয়া প্যারী বাবুর হস্তে দেওয়া হইয়াছিল; প্যারী বাবুকে আপনারা অনুযোগ করায় তিনি কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন; দুইবার উপেক্ষিত হওয়ায় আর উহার ভার লইতে ইচ্ছা নাই।" ডিরেক্টর সাহেব বলিলেন, "অন্য কাহাকে দেওয়া আমার মনঃপূত নহে।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া ইহার জন্য অনুরোধ করিবেন না; বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কাগজ হাতে লইতে পারি না।"

আঁটকিন্সন সাহেব ভূদেব বাবুর কথা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "ভূদেব বাবুকে আবার অনুরোধ কর; এবং প্রয়োজন হইলে বলিতে পার যে ঐ কাগজের ভার তিনি গ্রহণ করেন ইহা আমারও ইচ্ছা।"—ফলতঃ 'গণনীয় কেহ কাগজটার ভার লইলেন না' এরূপ কথা উঠিতে দিতে গবর্ণমেণ্ট চাহিতে ছিলেন না। ডিরেক্টর সাহেব ছোটলাটের কথা জানাইলে ভূদেব বাবু বলিলেন, "লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের কথা অবশ্যই আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু জিনিসটী

আমাকে ‘অগ্নি-সংস্কার’ করিয়া দিবেন। বাবু প্যারীচরণ সরকার যে পাত্র উচ্ছিষ্ট করিয়া ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিলেন, তাহা ‘ঠিক’ সে অবস্থায় আমি কুড়াইয়া লইবনা; আমাকে দিতে হইলে উহার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্ত্তন করিয়া এডুকেশন গেজেটের ‘সম্পূর্ণ স্বত্ব’ দিতে এবং ‘সম্পাদকের বেতন’ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে মাসিক তিনশত টাকা দিতেছেন, অতঃপর তাহা গ্রাণ্ট-ইন-এড (সাহায্য) স্বরূপে দিতে হইবে। এইরূপে ‘সম্পূর্ণ সংস্কার’ হইলে আমার উহা লইতে আপত্তি থাকিবে না।”

আটকিন্সন সাহেব এই সকল কথা ছোট লাট বাহাদুর গ্রে সাহেবের গোচর করায় তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন; কিন্তু আফিসে প্রেরিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত হুকুমে তিনি সকল কথা খুঁটাইয়া না লেখায় আফিস হইতে প্রচারিত পত্রে ‘সাবেক দস্তুর’ ভূদেব বাবু ‘মাসিক তিনশত টাকা বেতনে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন’ এইরূপই লেখা হইল। ভূদেব বাবু আপত্তি করিলে এবং প্যারীচরণ বাবু পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিলে ছোটলাট সাহেব সমস্ত কাগজ পত্র দেখিয়া ভূদেব বাবুকে পূর্ব্বের স্থিরীকৃত সর্ত্তানুযায়ী এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদান করিয়া উহার চার্জ্জ (কার্য্যভার) বুঝিয়া লইবার আদেশ প্রচার করিলেন; এবং পরে কোন গোল সহজে না উঠে এজন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের জন্য দেয় মাসিক সাহায্যের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

কোন দেশের কোন সম্বাদ পত্রেরই গবর্ণমেণ্টের উপর ‘অমূলক দুরভিসন্ধির’ আরোপ করার অধিকার নাই। তাহা ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের পরিচালনাতে ভূদেব বাবুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল।

“অত্যুৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ধর্ম্ম এবং ন্যায় পথে শাস্ত্রানুগামী হইয়া অটল থাকেন; সাধারণ মাঝারি লোকেরা লোক লজ্জার দ্বারা

সুপথে রক্ষিত হয়েন; অপকৃষ্টদিগের জন্য দণ্ডের প্রয়োজন। * যদি জনসাধারণে কোন সরকারী সংসৃষ্ট সম্বাদ পত্রে তাহাদের অভাব ও অভিযোগের আলোচনা করিতে পায়—এবং সেই কাগজে বা অন্য কাগজে প্রকাশিত আলোচনায় সরকারী কর্ম্মচারীগণের কার্য্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সেই কাগজ দিয়াই সাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে রাজকর্ম্মচারী এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা দাঁড়ায়; বিরুদ্ধভাব স্থায়ী হইতে পারে না এবং রাজ-কার্য্য পরিচালনায় হঠকারিতা ঘটার সম্ভাবনা কমিয়া যায়; লোক লজ্জার খাতিরে সাধারণ রাজ-কর্ম্মচারীরাও উত্তমরূপে কার্য্য করিতে থাকেন।”—ভূদেব বাবু এই কথাগুলি সহৃদয় ছোটলাট গ্রে সাহেবকে সরলভাবে জানাইলে সকল জেলার এবং মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক খণ্ড করিয়া এডুকেশন গেজেট গ্রহণ করার পৃথক হুকুম জারি হইল; যে সকল সম্বাদ এবং সরকারী কাগজ এবং রিপোর্ট ইংরাজী কাগজের সম্পাদকেরা পাইতেন সেগুলি সমস্তই এডুকেশন গেজেটকে দেওয়া হইতে লাগিল; ‘অমুলক সম্বাদের প্রতিবাদ পাঠাইলে সযত্নে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইবে’ ইহাও সকল সরকারী কর্ম্মচারীকে জানান হইল। †

* শ্রুতি স্মৃতিভাং মহতো নিয়ম্যতে। জনাপবাদেন হি মধ্যমো জনঃ॥
কষায় কুণ্ডোদ্ধৃত চর্ম্মখণ্ডবৎ। বধেন নীচঃ সমুপৈতি আর্জ্জবং॥

† ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রথম দুই একজন দুই একবার ভিন্ন কোন আলোচনা সম্বন্ধে প্রকৃত সম্বাদ এডুকেশন গেজেটে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন নাই; দিলে কাজ ভাল হইত সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তীকালে প্রেস কমিসনর, প্রেস অ্যাক্ট, প্রেস সেনসর প্রভৃতির পর পর সৃষ্টি হইয়াছে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্বাদ পত্রের আলোচনায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাটাই প্রশংসিত হইয়াছে! তেমন আবার ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের প্রশ্নের অধিকার এবং গবর্ণমেণ্টের প্রেস কমিউনিকের ব্যবস্থা ঘটিয়াছে।

ভূদেব বাবু তাঁহার সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যায় (৪।১২।১৮৬৮) লিখিয়াছিলেন :—

(১) "কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ, অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই, কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে—কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অমিশ্রভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব—অসত্য ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না—কারণ আশৈশব আমাদিগের এই মহাবাক্যে বিশ্বাস আছে 'সত্যমেব জয়তে'।"

(২) "আমরা এডুকেশন গেজেটকে ঘরের ছেলে বলিয়া আদর করিয়া লইলাম"। [ভূদেব বাবু এডুকেশন গেজেটকে তাঁহার 'মানসপুত্র' বলিয়া অভিহিত করিতেন।]

(৩) "যে দুইজন সুবিজ্ঞ সম্পাদকের হস্তে ইহার পালন ভার এত দিন ন্যস্ত ছিল তাঁহাদের সুপালন গুণে ইহার শরীরে কোন ক্রুর ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে নাই—ইহার স্বভাব কোমল, শান্ত, এবং নির্ব্বিরোধী হইয়া রহিয়াছে—সহকর্ম্মী অপরাপর সম্বাদ পত্রের সহিতও ইহার বিলক্ষণ সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়াছে—মিথ্যাবাদিতা কটুভাষিতা প্রভৃতি কোন দোষও ইহাকে স্পর্শ করে নাই।"

(৪) * * "আমরা খাতা পত্র সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেখাইলাম। এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয় কেমন অস্বার্থপরতা সহকারে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এতদিন গেজেটটী চালাইয়া আসিতেছিলেন।" *

* গেজেটের খাতায় গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮৫০; কিন্তু ২৩৮ জনের মাত্র অগ্রিম মূল্য কিছু কিছু দেওয়া ছিল; অপর সকলের মূল্য ফুরাইয়া গেলেও বহুকাল ধরিয়া কাগজ পাঠান চলিতেই ছিল! ২৫।১২।১৮৬৮ তারিখের এডুকেশন গেজেটে সকল গ্রাহকেরই

গ্রাহক সংখ্যার ন্যূনতা জন্য এডুকেশন গেজেটের আকার, ভূদেব বাবু তাঁহার সম্পাদিত প্রথম সংখ্যা হইতেই একফর্ম্মা কমাইয়া দিয়াছিলেন।* ২২শে আশ্বিন ১২৭৮ হইতে পূর্ব্ব আকারের করিয়া দেন।

স্মিথ সাহেবের এবং প্যারীচরণ বাবুর সময়ে এডুকেশন গেজেটের বর্ষ গণনা ইংরাজী হিসাবে হইত। ভূদেব বাবুর হস্তে আসার পর প্রথম বৈশাখ আসিতেই তিনি সেই মাসের প্রথম সংখ্যাকে "নূতন সন্দর্ভ—১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা" অভিহিত করিয়া দেশীয় বর্ষ গণনার মধ্যে আনিয়া দিলেন। 'এডুকেশন গেজেট সর্ব্ব প্রকার শিক্ষা প্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবং একাধারে সম্বাদ পত্র এবং মাসিক পত্র, এবং ত্রৈমাসিক পত্রেরও কাজ, কতকটা করিবে'—তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বৈজ্ঞানিক বিবরণ' সংগ্রহ করিয়া ইহাতে লিখিতেন; বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ৺পুলিন বিহারী ভাদুড়ি 'বাণিজ্য বার্ত্তা' এবং ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী (উকীল) 'হাইকোর্টের নজীর' লিখিয়া পাঠাইতেন। ভূদেব বাবুর হাওড়া স্কুলের ছাত্র ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৺ক্ষেত্রনাথ

নাম হিসাব সহিত ছাপাইয়া দিয়া জানিতে চাওয়া হয় যে ঐ তালিকায় কাহার নাম বাদ বা প্রদত্ত টাকা কম দেখান হইয়াছে কি না। ইহার পরই যাঁহাদের মূল্য নিঃশেষ হইয়াছিল তাঁহাদিগকে কাগজ পাঠান বন্ধ করিয়া আফিসে 'সুশৃঙ্খলা স্থাপন' করা হয়।

* সমাচার চন্দ্রিকা এই উপলক্ষে ঠাট্টা করিয়া লেখেন "ঘরের ছেলে ঘরে আসিবামাত্রই কি তাহার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিতে হয়!" ভূদেব বাবু ইহা "সুমিষ্ট বিদ্রুপের সুন্দর উদাহরণ" বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

এডুকেশন গেজেটের সর্ব্ব প্রথম সংখ্যা ৪ঠা জুলাই ১৮৫৬ (২২শে আষাঢ় ১২৬৩) প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন উহা ডিমাই দুই ফর্ম্মা ছিল, কিন্তু একখণ্ড কাগজেই ছাপা হইত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ছিল। যখন ভূদেব বাবুর হস্তে আইসে তখন উহা রয়াল চারি ফর্ম্মার কাগজ—বার্ষিক মূল্য ৬৲। ডাক মাশুল হ্রাস হইয়া গেলে ১লা জানুয়ারি ১৮৮৩ হইতে বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা করা হয়। এখনও (১৯১৮) উহার মোটা কাগজে ছাপা সংস্করণের সেই মূল্যই আছে। অক্টোবর ১৮৯৬ হইতে ব্যবস্থিত সাধারণ সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ২৲ মাত্র।

ভট্টাচার্য্য (কাশ্মীরের ভূত-পূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার) হুগলী থাকা কালে ইহাতে নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর কবিতাবলী—ভারত বিলাপ এবং ভারত সঙ্গীত প্রভৃতি; ৺দীনবন্ধু মিত্রের, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এবং ৺নবীন চন্দ্র সেনের (অবকাশ রঞ্জিনীর) কবিতা * এবং ছোয়ান পক্ষীর (৺শিবদাস ভট্টাচার্য্যের) বিদ্রুপাত্মক কবিতা ও সমালোচনা এই সময় হইতে প্রকাশিত হওয়ায় অচিরেই এডুকেশন গেজেট সে সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্র বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। ভূদেব বাবু নিজেও এডুকেশন গেজেটে নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। এডুকেশন গেজেটেই তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগের শেষাংশ এবং বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। †

* "এডুকেশন গেজেটে যশোহর হইতে যে কবিতা পাঠাইয়াছিলাম স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহাদের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সঙ্গে স্কুলের পাঠোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া এক-খানি বহি ছাপিতে অনুরোধ করেন। তিনি লেখেন যে ইহাতে যে কেবল স্বদেশীয় সাহিত্যের ও বালক বালিকার উপকার হইবে এমন নহে, আমিও কিছু অর্থ পাইব। কিন্তু তখন আমায় পায় কে ? মনে করিলাম 'কি এত বড় লোক হইয়া ও কবি হইয়া কি কাক বিড়ালের উপর কবিতা লিখিতে যাইব ? ভূদেব বাবুর কাছে তীব্র ভাষায় অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলাম। ভূদেব বাবু বোধ হয় পত্রখানি পাইয়া হাসিয়া-ছিলেন * * যাহাকে বিশ্বদেব দিবেন না, তাহাকে ভূদেব কিরূপে দিবেন ? পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা যে এক একজন দোতালা তেতালা বাড়ী কলিকাতায় করিতে পারে তখন জানিতাম না।"—[৺নবীনচন্দ্র সেনের "আমার জীবন" দ্বিতীয় ভাগ]

† (১) ভূদেব বাবুর লিখিত শিক্ষা দর্পণের এবং এডুকেশন গেজেটের অবশিষ্ট প্রবন্ধ গুলি এবং তাঁহার পত্রাবলী হইতে কতক অংশ বিবিধ প্রবন্ধের তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগ নামে অচিরেই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

(২) ভূদেব বাবুর আশীর্ব্বাদে এডুকেশন গেজেট বরাবরই নির্ভীক ন্যায় পথে চলিয়া আসিতে পারিতেছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময়েও এডুকেশন গেজেট সমগ্র ভারতের

বড়লাট স্যর জন লরেন্স পঞ্জাবে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশেই কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দুই প্রদেশের 'হল্‌কাবন্দী স্কুলসমূহের দ্বারা কৃষকশ্রেণীর শিক্ষার বন্দোবস্ত বাঙ্গালার অপেক্ষা ভাল, এবং বাঙ্গালায় সরকারী খরচ অত্যধিক,—এই মত প্রচারিত করিলে ভূদেব বাবু শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব প্রদেশে পাঠাইয়া দিলে তিনি তত্রত্য শিক্ষা সংক্রান্ত বন্দোবস্ত সমস্ত দেখিয়া আসিতে পারেন। তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়। তাঁহার এই সরকারী রিপোর্টটীর কথা একটু বিস্তারিত ভাবেই পরে বলা হইবে; এই উপলক্ষ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য্যগুলির, দেশ-দর্শন প্রভৃতির, কথাই প্রথমে বলা যাইতেছে। ভূদেব বাবু এই সময়ে ৺কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, অম্বালা,

সম্মিলনেই স্থির লক্ষ্য রাখিয়া জেলা এবং প্রদেশ বিভাগকে ক্ষতিকর মনে করে নাই; সেজন্য অদূরদর্শী অনেকে ইহার তখন নিন্দা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'এখন' তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিতেছে! পূর্ব্ববঙ্গের দ্বারা (হৃদয়ে এবং ভাষায় সম্মিলিত) সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আসাম শ্রীহট্টকে ফিরিয়া পাওয়া এবং পশ্চিম বঙ্গের দ্বারা বিহার উড়িষ্যাকে ধরিয়া রাখা এক এডুকেশন গেজেটই ভারতের এবং বাঙ্গালীর পক্ষে উপকারী মনে করিয়াছিল; প্রত্যেক প্রদেশের চতুর্দ্দিকে অলজ্ঘ্য চীনীয় দেওয়াল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা কোন মতেই ভাল মনে করে নাই। ইহা স্বদেশীয় শিল্প রক্ষা ও ব্যবহারের জন্য আন্দোলন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই করিত, এখনও করে। তাহা কখন বিদ্বেষের বশে করে নাই; স্বদেশের প্রতি অধিকতর প্রীতি জন্য করিয়া থাকে; সুতরাং সাধারণ উত্তেজনার পর উহা একটুও ছাড়ে নাই। তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সরল বেদান্ত দর্শন, সদালাপ, নেপালী ক্ষত্রিয়, ন্যায় দর্শন, প্রভৃতি এবং সারবান্‌ প্রবন্ধ সকল এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। মহাত্মার এই 'মানস পুত্রটী' জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া দেশের সেবার জন্য বাঁচিয়া থাকে, অনেকে এই ইচ্ছা করেন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের মধ্যে এডুকেশন গেজেটই অনেক গ্রাহককে বাঁধাইয়া রাখেন বলিয়া তাঁহাদেরই অনুরোধে ইহার বর্ষশেষে একটী সূচীপত্র ছাপান হইয়া থাকে।

জ্বালামুখী, এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের সিদ্ধির স্থান কোটকাঙ্গড়া দর্শন করেন। ঐ সকল স্থানে এবং অন্যান্য স্থানে স্বদেশীয়দিগের সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং যে সকল কিম্বদন্তী শুনিয়াছিলেন তাহা পুষ্পাঞ্জলিতে এবং তাঁহার রচনাবলীতে অনেক স্থলেই ব্যবহৃত দেখা যায়। *

কানপুরে ভূদেব বাবুর সহপাঠী ৺ রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়ের সহিত পরম প্রীতিকর সাক্ষাৎ হয় এবং তথা হইতে উভয়ে 'কৌলীন্যের আদি-স্থান দেখিবার জন্য' একত্রে কনৌজ গমন করেন। ৺রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন :—

"১৮৬৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট স্কুল ইনস্পেক্টর ও আমার হিন্দু কলেজের সমাধ্যায়ী বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (তখন তিনি সি, আই, ই, হন নাই) প্রতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের স্কুল সকল পরিদর্শন করিয়া তাহাদের যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার

* (১) "পৌরাণিক আখ্যায়িকায় জনপ্রবাদ অলীক হইলেও স্থান পায়।" [পুষ্পাঞ্জলি—জ্বালামুখী দর্শন।]

(২) "ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে প্রদেশে রূপবৈচিত্র্য কম সেই সেই প্রদেশে খাওয়া দাওয়ার আঁটাআটিও কম। পঞ্জাবে কাহার বা অপর জাতির দাউল রুটি প্রভৃতি পক্কভোজ্য সামগ্রীর খোলা দোকান আছে ; ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া খায়। * * পঞ্জাবে জনগণের মধ্যে রূপভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প, সেখানে সকল খাওয়াই একত্রে চলে। * * উত্তর পশ্চিম. অযোধ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে রূপভেদ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক ; সেখানে ভাত, দাউল, রুটি এই তিনের 'আয়ের' আছে—আর কিছুরই নাই। বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় রূপভেদ আরও অধিক, ঐ সকল প্রদেশে আচমনীয় মাত্রেই নিষিদ্ধ ; তবে লুচি কচুরি, মণ্ডা, মিঠাইয়ের চলন আছে ; ও সকলে বড় একটা স্পর্শ দোষ ধরা হয় না। দাক্ষিণাত্যে রূপভেদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ওখানে * * ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের জলও গ্রহণ করেন না।

"খাওয়া দাওয়ার আঁটা আটি যে প্রদেশে যত কম বৈবাহিক সম্বন্ধে জাতি বিচারের আঁটা আটিও তথায় তত কম। আমার একটী পঞ্জাবী বন্ধুর পত্নী ক্ষত্রির কন্যা; তিনি জাঠ। তাঁহার সমাজে তাহাতে 'তত' দোষ ধরে না।" [বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ—খাওয়া দাওয়া।]

ভার, অর্পণ করেন। তিনি ঐ সকল স্কুল পরিদর্শন করিবার জন্য যখন কানপুরে যান, তখন জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমার তথায় অবস্থিতি বশতঃ আমাদের সাক্ষাৎ হয়। একদিন কথোপকথনের সময় 'পিতৃভূমি' অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কনৌজ) দর্শনের প্রস্তাব উঠে। কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইসেন। এইজন্য আমরা উহাকে 'পিতৃভূমি' সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনৌজ যাইতে সংকল্পারূঢ় হইলাম। ভূদেব কৌতুক করিয়া আমাকে বলিলেন, 'যাইবে ত গাড়ু গামছা হাতে কর'। আমি বলিলাম 'এই উনবিংশ শতাব্দীতে!' আর এক কথা আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে কথা এই যে, 'আমরা যে গাড়ু গামছা বহা জাত আগে তাহা প্রমাণ কর।'

"কনৌজ ফরাক্কাবাদ জেলায় স্থিত; কানপুর জেলায় স্থিত নহে; কিন্তু কানপুর স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর পণ্ডিত চূড়ামন অত্যন্ত শিষ্টতা পূর্ব্বক ততদূরই আমাদিগের সহিত যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের 'পিতৃভূমি দর্শনের' উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিলেন 'আপনাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি কনৌজে গিয়া পিতৃভূমির জন্য মোকদ্দমা না করেন!' কনৌজের অর্দ্ধ রাস্তায় শিওরাজ-পুর গ্রামে পৌছিয়া সেখানকার তহশীলদার অর্থাৎ ডেপুটী কলেক্টর লালা বিহারী লালের বাসায় আমরা অতিথি হই। লালাজী অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীলাল প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী ঘোর হিন্দু। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, 'শুনিতেছি কলিকাতায় অনেকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ।'

"ইহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোর তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম 'বুৎপরস্ত হোনা মোনাসেব নেহি' অর্থাৎ পৌরাণিক হওয়া উচিত নহে। তিনি উত্তর করিলেন 'বুৎপরস্ত কোন

হৈ? হামলোগ কেয়া মাট্টিকা বুৎকো পূজ্‌তেঁ হেঁ, নে উস্‌কা ভিতর দেওতাকো পূজ্‌তেঁ হেঁ?' লালাজী ভূদেবকে তর্ক মীমাংসায় মধ্যস্থ মানিলেন। ভূদেব অত্যন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন 'সব্‌ আচ্ছা হৈ, * সব্‌ আচ্ছা হৈ'—অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্মও ভাল আর পৌত্তলিক ধর্ম্মও ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার মুখে ভূদেবের 'তারিফ' আর ফুরায় না। আমি ভূদেবকে বলিলাম 'আমি এতক্ষণ যাহা বকিয়া মরিলাম তুমি এক কথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে। তোমাকে সাবাস'।

"তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে কনৌজের অতি নিকট মিরা কি সরাই নামক স্থানে পৌছিলাম। তথায় পৌঁছিয়া প্রয়াগবাসী লালা কিশোরী লাল নামক তথাকার মুন্সেফের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলনিবাসী সকল হিন্দু জাতির বিবরণ হিন্দীতে ছাপাইয়াছিলেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খণ্ড আমাদিগকে দান করিলেন। পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রের সম্পর্কীয় কলিকাতাবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের সঙ্গী ছিলেন। তিনিও একখানি পুস্তক পাইলেন।

"উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথনের সময় লালা কিশোরী লাল একটী আশ্চর্য্য কথা বলিলেন। সে কথা এই যে, গত কুম্ভ মেলার সময় হরিদ্বারে মোগল পরিচ্ছদধারী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

* [বিশ্বব্যাপকের ভক্ত প্রকৃত হিন্দুর বিদ্বেষের উপায় নাই। তিনি মঙ্গলময়ের সকল ভক্তকেই বন্ধুভাবে দেখেন—'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং। পরমহংস দেবের 'যত মত তত পথ'—এই সুমিষ্ট বাক্যটী সনাতন ধর্ম্মের নির্বৈর ভাবের এবং পূর্ণজ্ঞানদৃষ্টির উক্তি।—রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজু কুটিল নানা পথজুষাং। নৃনাং একো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণবমিব।]

আমি তখন বলিলাম 'এ আশ্চর্য্য কথা," কিন্তু এখন জানিতেছি তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকে ও ইংরাজী সংবাদ পত্রে পড়িয়াছি যে, ঐ সকল স্থানে হিন্দু বণিক্ অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে। লালাজী প্রণীত ঐ জাতি বিষয়ক পুস্তকে লেখা আছে যে, কনৌজের 'বীর সিংহ' নামক রাজার সময় তাঁহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরিত হয়।

"যে দিন আমরা লালা কিশোরী লালের আতিথ্য স্বীকার করিলাম, তৎপর দিবস আমরা কনৌজ দর্শনার্থ বহির্গত হই। কনৌজের শ্রীহীন দশা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলাম। জয়চাঁদ ও সংযুক্তার কনৌজ আর সে কনৌজ নাই। যে নগরে চল্লিশ হাজার পানের দোকান ছিল এবং নানাবিধ উৎসবে যাহা নিয়তই পূর্ণ থাকিত সেখানে এক্ষণে অসংখ্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন গৃহ ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমরা দেখিলাম জয়চাঁদের দুর্গ স্থানে তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা কনৌজের হিন্দু স্কুলের পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম; ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া মুসলমান রীত্যনুসারে আতর ও গুজরাটী এলাচ দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টোলের ছাত্রদিগের পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে, তাঁহাদের কোন কোন ভাই বন্ধু বঙ্গদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কনৌজে মীর বাঙ্গালী নামক কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ভগ্নবাটী আছে। তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় জন্ম স্থান কনৌজে আসিয়া ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতৃভূমি কনৌজ দর্শন করিয়া কি এক মনে ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। উষ্ণীষ ও বৃহৎচর্ম্মপাদুকাধারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাঁহা-

দিগের সঙ্গে পঞ্চ কায়স্থ কেহ হস্তী পৃষ্ঠে, কেহ অশ্বযানে, কেহ অন্যযানে বঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন—আমরা কল্পনাচক্ষে যেন প্রত্যক্ষ দেখিলাম!”

তাঁহারা কনৌজে একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। * একদিন কথায় কথায় ব্রাহ্মণ ভূদেব বাবুকে বলিলেন, “বাবুজী, আপনার সমস্ত আচার ব্যবহারই পরিশুদ্ধ দেখিতেছি কেবল একটি দোষ—আপনি তাম্রকুট সেবন করেন।” এই কথায় ভূদেব বাবু তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত হুঁকাটি আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহার পর স্বদেশে যতদিন না ফিরিয়াছিলেন ততদিন আর তামাকু সেবন করেন নাই। ভূদেববাবুর উক্তরূপ ব্যবহারে তত্রত্য সকল ব্রাহ্মণই তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু যখন যাঁহাদের মধ্যে থাকিতেন তখন তাঁহাদের অরুচিকর কোন প্রকার আচার ব্যবহারে আপনাকে লিপ্ত রাখিতেন না। তবে একথা সুস্পষ্ট বলিতেন, “অমুক ব্যাপার আমাদের দেশে চলে এবং সেখানে ঐরূপ করি; এদেশে যখন চলে না, তখন এদেশবাসী হইলে প্রতিবেশীর বিরক্তিজনক ওরূপ কার্য্য কখনই করিতাম না—সুতরাং এদেশে † থাকিতে করিব না।” বাঙ্গালীর মৎস্য মাংস

* “কোন সময়ে কনোজ নগরে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবাসে ছিলাম। তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং আমার প্রতি ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। একদিন উভয়ে বসিয়া আছি এমন সময়ে কোন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন উভয়ের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে বুঝিলাম যে যাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইবে তিনি কিসর জাতীয় দাসী গর্ভজাত। এতদিন তাহার মাতা জীবিতাছিলেন বলিয়া উপনয়ন দেওয়া হয় নাই। [বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ খাওয়া দাওয়া।]

† বিরাট ভারত সমাজের অঙ্গীভূত উচ্চশিষ্টাচার সম্পন্ন মুসলমানগণের মধ্যে ক্রমশঃ এই ভাবের উদ্রেক এবং বিস্তারে এদেশে গোহত্যা কমিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

আহার অন্য প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণের অভিমত নহে। সেই জন্য সেরূপ স্থানে যতদিন থাকিতেন ততদিন মৎস্য মাংস আহার করিতেন না।

ভূদেব বাবু বলিতেন যে কনৌজের টোল সকলে যতগুলি সুন্দর ব্রাহ্মণ বালককে একত্রে দেখিয়াছিলেন, তত সুন্দর বালক একত্রে আর কখন তিনি কোথাও দেখেন নাই। কনৌজে কৌলিন্য সম্বন্ধে ভূদেব বাবু জানিতে পারেন যে, বল্লালসেন কৌলিন্য প্রথার প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। কৌলিন্য প্রথা কনৌজে পূর্ব্বাবধিই বর্ত্তমান ছিল; এখনও তথায় পূর্ব্বের ন্যায় "ছয়কুলের" (ষট্‌কুল) কুলীন আছেন। কনৌজে কিম্বদন্তী এই যে, বঙ্গদেশে যে পাঁচ জন সর্ব্বোচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পুত্রাদি হইয়াছিল। তাঁহারা বাঙ্গালায় আসিবার সময়ে আপন আপন প্রথমজাত পুত্র ও পরিবারাদিকে স্বদেশেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কেবল ষষ্ঠ কুলের প্রধান 'বাজপেয়ীর' তখনও পুত্রসন্তান না হওয়ায় কনৌজরাজ তাঁহাকে বাঙ্গালায় যাইতে দেন নাই। বঙ্গীয় কুলীনদের কুলের আদি পুরুষ শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড়, ভট্টনারায়ণ ও দক্ষের বংশীয়েরা আজও কনৌজে প্রধান কুলীন ভাবেই বর্ত্তমান। কনৌজের নিকটবর্ত্তী এক মিনাসরাই গ্রামেই শ্রীহর্ষের বংশোৎপন্ন দুইশত ঘর ব্রাহ্মণের বাস ভূদেব বাবু দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু বলিতেন যে বল্লাল সেনের আমলে বঙ্গীয় কুলীনদিগের মধ্যে কতকটা বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল মাত্র; নচেৎ কৌলিন্য প্রথা অর্থাৎ উচ্চতর বংশে কন্যাদানের চেষ্টা, পৃথিবীব্যাপী। এমন কি ইংরাজ এবং মার্কিনদিগের মধ্যেও ক্রোরপতি বণিকেরা লর্ডদিগের বংশে কন্যাদান করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক দিয়া থাকেন।

মহামুনি ভরদ্বাজ যেখানে মহর্ষি বাল্মীকির স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া

ছিলেন, সেই বাল্মীকির আশ্রম—রামায়ণের জন্মস্থান—বিঠুর দেখিয়া ভূদেব বাবু বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

তখন দিল্লীর উত্তরে রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। পঞ্জাবীদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি অনেক সময়ে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেন। বিপাশা নদী পার হইবার সময় গরুর গাড়ী নদীর বালিতে অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল এবং গরুর বড়ই কষ্ট হইতেছিল। ভূদেব বাবু এ জন্য গাড়ী হইতে নামিয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে বালি ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। কয়েকজন পরিণতবয়স্ক পঞ্জাবী নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিল। গরুর কষ্ট দেখিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং ভূদেব বাবুকে বলিল 'বাবু সাহেব যদি অনুমতি হয়, আমরা গাড়ীখানা একটু ঠেলি; গরুর বড় কষ্ট হইতেছে দেখিতেছি।' ভূদেব বাবু তাহাদের কথায় আহ্লাদ প্রকাশ করিলে তাহারা গাড়ীখানা হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। পারিশ্রমিক কোন মতেই লইবে না বুঝিয়া ভূদেব বাবু আশীর্ব্বাদী "মিঠাই খাইতে" কিছু দেওয়ার উল্লেখ করাতেও তাহারা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।

এই ঘটনার উল্লেখে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন "আজিও হিন্দুর মধ্যে যেখানে সামরিক তেজ প্রকট আছে, সেই উত্তর-পশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী সাধারণের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে পরস্পরের সাহায্য বিষয়ে উন্মুখতা আছে। বাঙ্গালী জাতি অনেককাল অসামরিক হইয়া পড়িলেও শাস্ত্রাজ্ঞা পালন দ্বারাই 'পরস্পরের সাহায্যে উন্মুখতারূপ সামরিকতার প্রকৃত গুণভাগ' অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহা কমিতেছে। মৃত্যু প্রভৃতি দুর্ঘটনাস্থলে পরস্পরের সাহায্যের জন্য শাস্ত্রাজ্ঞাপ্রসূত দেশাচারে যেন সকলকেই বদ্ধ-পরিকর করিয়া রাখিত। এখন স্বধর্ম্ম-শিক্ষা-বর্জ্জিত ভাবে ইংরাজী-শিক্ষিত হইয়া অনেকেই শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অপরের সাহায্য করিতে একান্তই অনিচ্ছুক।

'কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষায়' এ দেশের প্রকৃত উপকার যে কোন ক্রমেই সাধিত হইবে না, ইহা তাহার একটী প্রমাণ।"

লাহোরের * কয়েকজন শিখ সর্দ্দার এবং শিখযুদ্ধের প্রসিদ্ধ দেশভক্ত জেনারেল শ্যাম সিংহের পুত্রের সহিত ভূদেব বাবুর যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মে। স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তাঁহার কথাবার্ত্তায় আচার ব্যবহারে এবং সৌম্য মূর্ত্তিতে সর্ব্ব প্রদেশেরই সম্ভ্রান্ত লোকে তাঁহার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিতেন।

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশের স্কুল সমূহ পরিদর্শনান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভূদেব বাবু উক্ত পরিদর্শনের ফলস্বরূপ যে রিপোর্ট লেখেন, তাহার সম্বন্ধে গুণগ্রাহী ইডেন সাহেব বলিয়াছিলেন ইহা রিপোর্ট-সাহিত্যে একটী রত্ন ('জেম')।

ভূদেব বাবুর এই কাজটী বড়ই কঠিন ছিল। বড় লাট সাহেবের যে

---

* লাহোরের স্ত্রী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের উল্লেখ ভূদেব বাবুর বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট 'জাতিভেদ' প্রবন্ধে পাওয়া যায়:—"ঐতিহাসিক বৃহদ্ব্যাপার সকল প্রাকৃতিক শক্তিরই কার্য্য—ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের সপক্ষতা বা বিপক্ষতা ওরূপ কার্য্যের সাধক হয় না * * বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকালে ব্রাহ্মণেরা একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল। * * যদি জাতিভেদের কোন নৈসর্গিক কারণ না থাকিত তবে কি উহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিত? * * পঞ্জাবের শিখ মতবাদে জাতিভেদ প্রণালী স্থান পায় নাই। কিন্তু 'নমাজী সিং', 'রংরেটী সিং' এইরূপ অনেক শিখ জাতি উঠিয়াছে এবং মুসলমানদিগের মধ্যেও একটু জাতিভেদ প্রথা প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশের একটী স্ত্রী নর্ম্যাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। ছাত্রীদের মধ্যে একটী বিশেষ অঙ্গসৌষ্টব সম্পন্না স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার জাতি কি জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম সে 'রাজপুত মুসলমান'! 'রাজপুত মুসলমান কি?' 'ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা রাজপুত ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; কিন্তু আপনাদের সদৃশ রাজপুত মুসলমানদিগের সহিতই ইহাঁদের বিবাহাদি নির্ব্বাহিত হয়।' * * প্রায় সকল ভাল ঘরেই এইরূপ নিয়ম আছে। লালা মুসলমানেরা * * স্ব স্ব ঘর বাছিয়া বিবাহ করে। জাঠ টাঠেরা তাহা বড় করে না।"

দিকে 'ঝোঁক,' বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরা যাহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার দোষ কোন 'দেশীয়' কর্ম্মচারী যুক্তিদ্বারা যতই ভাল করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করুন না কেন, উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের তাহা মনঃপুত সহজে হইতে পারে না। উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশের উচ্চকর্ম্মচারীদের নূতন ও পুরাতন রিপোর্টাদি অপরিসীম পরিশ্রমে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, **উহঁাদের নিজেদের** কথা উদ্ধৃত করিয়াই হল্‌কা বন্দী প্রথায় নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা সম্বন্ধে অসাফল্য প্রমাণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ভূদেব বাবুর ঐ রিপোর্টে সম্পূর্ণ ফলোদয় হয় এবং বাঙ্গালায় 'গবর্ণমেণ্টের খাস স্কুল প্রথা' গ্রামে গ্রামে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। বারাণসীর স্কুল ইনস্পেক্টর রাজা শিবপ্রসাদ * এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পুস্তিকা (ষ্ট্রিকৃচর্স অন ষ্ট্রিকৃচর্স) প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ একান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেব বাবুর রিপোর্টেরই অনুসরণে বাঙ্গালার পাঠশালা সমূহের পূর্ব্বে যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই অক্ষুণ্ণ রাখিলেন ; অধিকন্তু পাঠশালা সমূহের সাহায্যের জন্য আরও অধিক টাকা মঞ্জুর করিলেন।

উন্নত পাঠশালা সংস্থাপনের সুখ্যাতি ইউরোপীয় ইনস্পেক্টরেরাও যাহাতে প্রাপ্ত হন এবং বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই একভাবে পাঠশালাগুলি চলে তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের স্বতঃই ইচ্ছা হইল ; এদিকে ভূদেব বাবুর এই উৎকৃষ্ট রিপোর্টের প্রতি সম্মাননা দেখাইবার জন্যও কিছু করা আবশ্যক ; সেজন্য অতিরিক্ত (অ্যাডিসন্যাল) ইনস্পেক্টরের পদটী তুলিয়া দেওয়া হইল এবং ভূদেব বাবু উত্তর মধ্যবিভাগের * সাধারণ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন—(১৩।৫।১৮৬৯)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে

* এই 'নর্থ সেণ্ট্রাল ডিভিজানে' মালদহ, রাজসাহী, পাবনা (সিরাজগঞ্জ মহকুমা বাদ,) যশোহর, মুরসিদাবাদ, বীরভূম (সাঁওতাল পরগণা বাদ) জেলাগুলি ছিল।

ধরিবার সুবিধা থাকায় তাঁহার বাসস্থান চুঁচুড়াতেই তাঁহার সদর আফিস থাকিতে পাইল।

ভূদেব বাবুর উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাবের পাঠশালা সম্বন্ধীয় রিপোর্টটী ইংরাজ রাজ্যে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় যে উদ্যমের, সংযমের এবং লিপিকুশলতার সহিত সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন তাহার 'আদর্শ' স্বরূপ বলিয়া কোন কোন স্থল সঙ্কলিত করা যাইতেছে; কিন্তু আসলটী ইংরাজীতে না পড়িলে উহার সৌন্দর্য্য সুপরিস্ফুট হইবে না।

(১) "আমার উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে যাওয়ার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইয়া আমি (১৪।১।১৮৬৯) রওয়ানা হই। পাটনায় এবং আরায় কয়েকটী হিন্দী পাঠশালা দেখিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নিকটবর্ত্তী হিন্দীভাষীদিগের মধ্যে কি ভাবে 'আমাদের' কার্য্য চলিতেছে তাহা একটু জানিয়া লওয়ায় আমার কার্য্যে সুবিধা পাইয়াছি। ইন-স্পেক্টর ডাঃ ফ্যালন সাহেব সযত্নে সাহায্য করেন।

(২) ১৯শে জানুয়ারি বারাণসীতে ইনস্পেক্টর গ্রিফিথস্ সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার জয়েণ্ট ইনস্পেক্টর বাবু শিবপ্রসাদকে আমার সঙ্গে দিলেন। তিনি আফিসের কাগজ পত্র এবং সকল ছাপান রিপোর্ট আমাকে দেখিতে দেন এবং স্কুল পরিদর্শনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা যেরূপ এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ। *

---

* ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন "ঐ অঞ্চলের সকল ধনী মহাজন এবং রাজা মহারাজা তখন বাবু শিবপ্রসাদের মুঠার ভিতরে আসিয়াছিলেন; উচ্চ ইংরাজ মহলে তাঁহার অনুক্ষণ গতিবিধি এবং সমাদর এই প্রতিপত্তির হেতু। মিউটিনি দমনের পরে ঐ অঞ্চলে ধনীদিগের মধ্যে ইংরাজ-ভীতি দৃঢ়ভাবেই বসিয়া গিয়াছিল।"

বাবু শিবপ্রসাদ বিষয় আসয় অনেক করেন এবং পরে পুরা ইনস্পেক্টর ও "রাজা শিবপ্রসাদ" হইয়াছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে দুইটী কথা কৌতুহলোদ্দীপক :—

(১) ইনি একদিন থিওসফিষ্ট কর্ণেল অলকটকে বলেন যে সোব্রাওনের যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে তিনি সন্ন্যাসী বেশে শিখসৈন্য দলে গিয়াছিলেন এবং 'কামানগুলিতে

(৩) বারাণসী, এলাহাবাদ, ফরক্কাবাদ, কানপুর, আগরা, মীরট, আলীগড়, লক্ষ্মৌ, আগ্রা, দিল্লী, অম্বালা এবং লাহোরের পাঠশালা পরিদর্শন করিয়াছি। লাহোরে জানিলাম যে পঞ্জাবের অপর জিলার পাঠশালায় নূতন দেখিবার কিছু নাই; সবই এক ধরণের। আড়াই মাসে পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া ২১শে মার্চ্চ প্রত্যাবর্ত্তন করি। রাজা রাজনারায়ণ এবং বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আলীগড় ইনষ্টিটিউটের সভ্যদ্বয়, আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়া সকল সম্বাদ দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। উহাঁদের খবরও বে-সরকারী বলা যায় না। উভয়েই নব প্রতিষ্ঠিত "শিক্ষা বিভাগের লোকাল কমিটির" সভ্য।

(৪) ব্রিটিশ রাজনৈতিকেরা বাঙ্গালা দেশের শাসনে বিশেষ উদারতা দেখাইয়া দেশীয় ভূম্যধিকারীদলের সৃষ্টি এবং উচ্চ রাজ-কার্য্যের উপযুক্ত দেশীয় শিক্ষিত দলের গঠনদ্বারা জাতীয় শাসনের শুভ ফল দেওয়ার (টু ন্যাশনালাইজ দি অ্যাড্‌মিনষ্ট্রেশন) চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের অবস্থার

মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন করিয়া দিলে সেগুলি অব্যর্থ লক্ষ্য হইবে' এই কথা বলিয়া সকল কামানে জল ছিটান উপলক্ষ্যে শিখ সৈন্যের সমস্ত ব্যবস্থা দেখিয়া গিয়া ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গফকে সে সম্বাদগুলি দেন; তাঁহাতেই যে জলাভূমির পশ্চাতে শিখেরা অত্যল্প সংখ্যক তোপ এবং সৈন্য রাখিয়াছিল, সেই পার্শ্বেই ইংরাজেরা যুদ্ধারম্ভের পরে 'হঠাৎ' পূর্ণ আক্রমণ করেন এবং শিখ সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। একজন জর্ম্মণ অধ্যাপক সেই সময়ে কর্ণেল অলকটের নিকট বসিয়াছিলেন। রাজা শিবপ্রসাদ বিদায় হইলে তিনি বলেন, "এই রাজার স্বদেশ ভক্তি সম্বন্ধীয় মতে বিশেষত্ব আছে (দ্যাট্ রাজা হ্যাজ এ পিকিউলিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট পেট্রিয়টিজ্‌ম্)।"

(২) ৺ কাশীর রামমন্দির ক্রয় করিয়া জলের কলের সামিল করাতে এবং জেলের কয়েদী দ্বারা মন্দির ভগ্ন করাইতে রাজা শিবপ্রসাদ মত দিয়াছিলেন। পুজারী মন্দির বেচিলে ক্ষুব্ধ হিন্দুগণ একত্রিত হইয়া উন্মত্তবৎ আক্রমণপূর্ব্বক জলের কল বিধ্বস্ত করার সময়ে তুলসীদাসের রচিত গুহক উক্তি—"সমর মরণ আরু সুরসরি তীরা। 'রাম কাজ' ক্ষণভঙ্গ শরীরা"—নিজেদের 'বোধরাব' করিয়া ফেলিয়াছিল।' তখন সেই সুপ্রসিদ্ধ "রাম হল্লায়" রাজা শিবপ্রসাদের বাড়ীর দরজা জানালা রাস্তার উপর আনিয়া অগ্নি সংযোগ (১৮৯১) করা হয়।

উপযুক্ত ভাবে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। যে দেশে সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের শক্তি এবং সম্মান যত অধিক, সে দেশে ততই সরকারী চাকরীর জন্য লালসা অধিক হয়। এরূপে 'চাকরীর জন্য বিদ্যাশিক্ষার ইচ্ছা' সুলক্ষণ হউক বা না হউক, এ ইচ্ছা বাঙ্গালীর রাজভক্তির এবং বুদ্ধিমত্তার সহিত মিলিত হওয়ায় বাঙ্গালায় যতটা শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে অপরাপর প্রদেশে এ পর্য্যন্ত ততটা হয় নাই।

(৫) উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে রাজস্ব বন্দোবস্ত হইল তাহাতে সমস্ত প্রদেশই গবর্ণমেণ্টের জমিদারীতে পরিণত হইল; গবর্ণমেণ্টের পাট-ওয়ারিগণ জমিদারী গোমস্তার এবং তহশীলদারগণ জমিদারী নায়েবের কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং 'জমিদার' হিসাবে গবর্ণমেণ্ট রায়ইতদিগকে প্রাথমিক শিক্ষাদানে ইচ্ছুক হইলেন। ১৮৪৬ অব্দের মে মাসের ১০৮৯ নং রিজোলুশনে লিখিত হইল যে রাইয়তদিগের জোতজমি সকল ক্ষুদ্র এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জোত স্বত্ব আছে; ঐ সকল অধিকার বিলুপ্ত না হয় সে জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতিমত চেষ্টা করিতেছেন; রাইয়-তেরা লিখিতে পড়িতে জানিলে এবং একটু পাটীগণিত শিখিলে নিজেদের স্বত্ব রক্ষায় অধিকতর সক্ষম হইবে। তদনুসারে মিঃরীড্ স্কুল সমূহের ভিজিটার জেনারেল নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার অধীনে জিলার এবং পরগণার ভিজিটার সকল নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট উঁহাদের হুকুম দিলেন—"প্রজাসাধারণ যাহাতে নিজেদের উন্নতির জন্য নিজেরা চেষ্টা করে, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে; সম্পূর্ণই গবর্ণমেণ্টের খরচে শিক্ষাদান ঠিক নয়; পরামর্শ এবং উৎসাহ দ্বারা কার্য্যে ব্রতী করা, পথ প্রদর্শন করা ও অল্প সাহায্য দানই সঙ্গত। সাধারণের সংস্কার এবং মনের ভাবের প্রতি বিশেষ সম্মাননা দেখাইতে হইবে। যেখানে হস্তক্ষেপ করা বিদ্যালয়গুলির পরিচালকদিগের অপছন্দ, সেস্থানে তাহা কোন মতেই

করা হইবে না। যত সংখ্যায় প্রাচীন পাঠশালার উন্নতি সাধন করা হইবে ততই কার্য্য সফল হইতেছে বলিয়া ধরা হইবে। দরিদ্রদিগকে এক জোট হইয়া এবং ধনীদিগকে দরিদ্র প্রতিবাসীর প্রতি দয়া প্রণোদিত হইয়া স্কুল স্থাপনে উৎসাহ দিতে হইবে এবং যত স্কুল স্থাপিত হইবে তাহাদের উন্নত এবং অগ্রসর করার জন্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে হইবে।"

(৬) ভিজিটার জেনারেল, বেরেলী প্রভৃতি আটটী জেলায় অনুসন্ধানে জানিলেন যে তথাকার প্রায় তের শত পাঠশালায় প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র। তন্মধ্যে প্রায় ষষ্ঠাংশ সংস্কৃত, ষষ্ঠাংশ হিন্দী, তৃতীয়াংশ কায়থী বা মহাজনী এবং তৃতীয়াংশ আরবী, ফারসী বা উর্দ্দু শিখিতেছে।

(৭) গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, প্রত্যেক জিলার রাজস্ব সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্রতম বিভাগে (তহশীলে) ৪।৫ খানি গ্রাম লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'হল্‌কায়' বা সার্কেলে ভাগ করিয়া তাহাতে এক একটী পাঠশালা স্থাপন করা হইবে এবং প্রত্যেক তহশীলের সদরে একটী মধ্য শ্রেণীর স্কুল থাকিবে। এইরূপ করায় সকল জিলার সকল অংশেই পাঠশালাগুলিকে চারাইয়া বসান হইল। শিক্ষা-কর স্থাপিত হইয়া তাহা হইতেই পাঠশালার শিক্ষকদিগকে বেতন দেওয়া হইতে লাগিল; শিক্ষা-কর ভূমির রাজস্বের সহিত দেয় বলিয়া চাষী শ্রেণীর ছাত্রদিগকে আর স্কুল 'ফি' দিতে হইবে না এইরূপ স্থির হইল; প্রত্যেক জিলার সর্ব্বত্র এবং নিম্নতম শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল বালকের শিক্ষিত হওয়ার জন্য সাধারণ এবং সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়া গেল বলিয়া অনেকের মনেই বিশ্বাস জন্মিল।

(৮) কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সকল স্থান সমান পরিমাণে উর্ব্বর নহে, এবং সকল বর্ণের এবং জাতির লোক মিলিয়া মিশিয়া সর্ব্বত্র বাস করে না। কোন অঞ্চলে কেবল গুজরের বা মেওয়াটীর বাস। উহাদের

মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক বা মুসলমানের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আগ্রহের পরিমাণ সমান নহে। জিলার মানচিত্রে বর্ত্তমান পাঠশালাগুলির স্থান-সন্নিবেশ চিহ্নিত করিয়া লইলেই দেখা যায় যে অনেক হল্‌কাই খালি; শিক্ষার জন্য আগ্রহ সম্পন্ন গ্রামে পাঠশালাগুলি সরিয়া গিয়াছে; ছাত্রাভাবে বিস্তীর্ণ ভূভাগ সকলে একটীও পাঠশালা এখন আর নাই! অথচ হল্‌কাবন্দী পাঠশালাগুলি রাজস্ববিভাগের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় সিভিল কর্ম্মচারীরা একটু প্রভুভাবেই তাঁহাদের রাইয়তদিগকে পাঠশালায় ছেলে পাঠাইতে বলিতে পারিয়াছেন—বাঙ্গালার ন্যায় শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে রাজস্ব বিভাগের সহিত অসংসৃষ্ট থাকিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারীতে রায়তদিগকে ‘উপদেশ এবং অনুরোধের’ উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় নাই।

বর্ত্তমান পাঠশালাগুলি কোন গ্রামে কতদিন ছিল এবং এখন আছে তাহার তালিকা হইতে বুঝা যায় যে কোনটীই অধিক দিন ধরিয়া বর্ত্তমান স্থানে নাই। ইগ্‌লাস পরগণায় ১৮৬১ অব্দে ১১৬টী পাঠশালা স্থাপিত হয়; ছয় বৎসর পরে, এখন উহাতে ১৫টী মাত্র আছে; আগ্রার হুজুর তহশিলে ১০৭টীর মধ্যে ১৭টী মাত্র অবশিষ্ট। বাধ্যতা মূলক শিক্ষা দান খুবই ভাল; তবে এখনও ইউরোপের সর্ব্বত্র উহা অনুমোদিত হয় নাই। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা যতদিন হইবে না, ততদিন যে অঞ্চলে পড়ার আগ্রহ অধিক সেই অঞ্চলেই স্কুলগুলি ছাত্রাভাবে সরিয়া যাইবে। ‘প্রয়োজনানুযায়ী সরবরাহ’ সকল বিষয়েই হইয়া থাকে।

পঞ্জাবের প্রথম স্কুল সমূহের ডিরেক্টর মেজর ফুলার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাবে হল্‌কাবন্দী স্কুলের অর্থাৎ সমান দূরে দূরে পাঠশালা স্থাপনের চেষ্টাও করেন নাই। অযোধ্যায় তালুকদারেরা আছেন; প্রজার অবস্থা বাঙ্গালার ন্যায়। উত্তর

পশ্চিম প্রদেশের এবং পঞ্জাবের অবস্থা দর্শনে নব অধিকৃত অযোধ্যায় যে ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহা বাঙ্গালার পাঠশালার ব্যবস্থারই অনুরূপ।

(৯) হলকাবন্দী পাঠশালায় ছাত্রদত্ত 'ফি' শিক্ষকের প্রাপ্য নহে; উহা সরকারী তহবিলে জমা হয়। সুতরাং কাহারা প্রকৃত চাষী এবং কাহারা মজুর দিয়া কাজ করায় বা কোন প্রকার প্রজা-বিলি করে, সে দিকে সচকিত দৃষ্টি দিতে শিক্ষকদিগের কোন প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষের মফঃস্বলে খুব কমই লোক আছে যাহাদের সহিত ভূমির কোন সম্পর্কই নাই এবং 'অনেক চাষীর ছেলে পড়িতেছে' ইহা শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তৃপ্তি হওয়ায় ওদিকে আর বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট বলিয়াছেন 'ভারতবর্ষে সামাজিক বিষয়ের অনুসন্ধানে জাতি সম্বন্ধে সম্বাদ লওয়াই প্রধান কার্য্য'—তথাপি সে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। বাঙ্গালার পাঠশালায় অনুন্নত জাতির এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর ছাত্র কত পাওয়া যাইতেছে তাহা বুঝিবার জন্য যেরূপ বিশেষ তালিকা প্রস্তুত হয়, এখানে তাহা হয় না।

আমি ছাত্রদিগকে সর্ব্বত্র প্রশ্ন করিয়াছি "তোমাদের অভিভাবকেরা কি নিজের হাতে চাষের কার্য্য করেন?" অধিকাংশ স্থলেই একটু তীব্র-ভাবেই উত্তর পাইয়াছি "বেশক্ মজ্ দুরোঁসে" (নিশ্চয়ই মজুর দিয়া)। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ৬২১০৭টী ছাত্রের মধ্য হইতে ৩২০২ পাঠশালায় ৬৭৫২ টাকা মাত্র আদায় হয় অর্থাৎ পাঠশালা প্রতি গড়ে বার্ষিক দুই টাকা মাত্র। ইহাতেই কর্ত্তৃপক্ষের মনে হইয়াছে যে, অধিকাংশ ছাত্রই "চাষীর" ছেলে। তৃতীয় সার্কেলের ইনস্পেক্টর তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সার্কেলের ৪০ হাজার ছেলের মধ্যে ২৮ হাজার "কৃষক সন্তান" অর্থাৎ শতকরা ৭০ জন। ."

আমি বিভিন্ন গ্রামের ৮০টী পাঠশালায় যে ১৮৪৯টী ছাত্রের সম্বন্ধে

বিশেষ ভাবে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তন্মধ্যে ৮৮৪ জন ছাত্রের অভিভাবকেরা চাষী ও শ্রমজীবীসন্তান অর্থাৎ শতকরা ৪৭জন কৃষক সন্তান। ঐ ১৮৪৯ জন ছাত্রের জাতি সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তন্মধ্যে ৫৪৪ ব্রাহ্মণ, ৩২৮ ক্ষেত্রী, ১৩৫ জন কায়স্থ, ২২৪ বেনিয়া, ৩৫৭ মুসলমান এবং ২৬১টী মাত্র অপরাপর বর্ণের। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উচ্চ বর্ণের ছাত্রেরাই হল্‌কাবন্দী স্কুলগুলিতে পাঠ করে; নিম্ন বর্ণের ছাত্র খুবই কম। শিক্ষা-কর আদায় করিয়াও প্রকৃতপক্ষে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের তেমন কিছু ঘটে নাই।

(১০) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এবং পঞ্জাবের লোক সংখ্যা যথাক্রমে তিন কোটি এবং ১ কোটি ৯৪ লক্ষ। উহার চতুর্দ্দশাংশ অর্থাৎ যথাক্রমে ২১ লক্ষ এবং ১৩ লক্ষ স্কুলে যাইবার বয়সের বালক বলিয়া ধরা যায়। পাঠশালার রেজিষ্টারে যত ছাত্রের নাম আছে তাহাদের সংখ্যা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শত করা ৬·২ এবং * পঞ্জাবে ৭·৪ মাত্র। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা (মাস্‌ এডুকেশন) এখনও অনেকদূরে।

(১১) বাঙ্গালা দেশের পাঠশালা এবং স্কুলে স্থানীয় পরিচালকেরা নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারেন; সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতেই কেবল একবিধ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে

* "প্রকৃত ছাত্র সংখ্যা যে কত সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ১৬৪টী, পঞ্জাবের ১৬টী স্কুলের রেজিষ্টারে ৫৪৬৬ এবং ৭৭০টী ছাত্রের নাম দেখিতে পাই; কিন্তু উপস্থিত পাই যথাক্রমে ৩৪৮১ এবং ৪৮০। পঞ্জাবের ইনস্পেক্টর মিঃ পিয়ার্সন ডিরেক্টরকে লিখিয়াছেন, 'ছাত্র সংখ্যা সম্বন্ধে বেঠিক রিপোর্টের জন্ত কোন সাজা দিয়া ফল নাই এবং মফঃস্বলে ছাত্রদিগের স্কুলে আসা নিয়মিত হইতেই পারে না।' অথচ ছাঁপান রিটার্ণ এবং রেজিষ্টার সকল পাঠশালাকেই শিক্ষাবিভাগ হইতে দেওয়া হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ডিরেক্টর লিখিয়াছেন, "কোন কোন স্কুলে গড়ে উপস্থিত ছাত্রের সংখ্যা রেজিষ্টারিতে লিখিত ছাত্রদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক" (দি অ্যাভারেজ অ্যাটেনড্যান্স ইজ লার্জার দ্যান দি নম্বর অন দি রোলস্‌)!!

এবং পঞ্জাবে দেখিলাম সকল পাঠশালাই ঠিক একই নির্দ্দিষ্ট ভাবে পড়াইতেছে। এই ব্যবস্থার পূর্ণতা ফ্রান্সে এক সময়ে হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। *

পঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মধ্য শ্রেণীর স্কুলগুলির প্রথম শ্রেণীতে চারি অধ্যায় ইউক্লিডের জ্যামিতি ও তদুপযোগী অন্যান্য বই পড়ান হইবার কথা। কিন্তু সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পাঠশালায় ও মধ্যশ্রেণীর স্কুলগুলিতে ৯০ হাজার ছাত্রের মধ্যে 'কেহই' প্রথম শ্রেণীতে পড়ে না! দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোট ১০৫ জন পড়ে। পঞ্জাবে ৫৪ হাজারের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৩ জন এবং ৬০ জন মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ফলে শতকরা ৯৮ জন নীচের চারি ক্লাসেই পড়ে। তাহাদিগকে সামান্য ত্রৈরাশিক, কিছু ভারতের ইতিহাস, হিসাব ও জেলার মানচিত্র ও সহজ পাঠ্য পুস্তক পড়ান হয়। বাঙ্গালা দেশের পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে প্রায় এইরূপই পড়ান হইয়া থাকে।

(১২) উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পরীক্ষা লইবার জন্য চতুর্দ্দিকের পাঠশালার ও স্কুলের ছাত্রদিগকে এক একটী 'কেন্দ্রে' সমবেত করিয়া সকল স্কুলের এক ক্লাসের ছাত্রদিগকে একসঙ্গে দাঁড়করান হয়। এই সকল কেন্দ্রে ইন্‌স্পেক্টারগণ এবং সময়ে সময়ে ডিরেক্টর বাহাদুর, ছোটলাট এমন কি বড়লাটও আসিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও বর্ণের ছেলেরা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিয়া আসাতে দৃশ্যটী দেখিতে সুন্দর হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ফল কিরূপ দাঁড়ায়? ঐ পরীক্ষাগুলি এত কম সময়ে শেষ করিতে হয় যে, উহাতে স্কুলগুলির প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানা

* "কোন ফরাসি শিক্ষা সচিব বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আফিসের কাগজ হইতে আফিসে বসিয়াই তিনি বলিতে পারেন যে বৎসরের সেই দিনে সেই ঘণ্টায় সকল ফরাসি স্কুলে কোন শ্রেণীতে কোন পুস্তকের কোন পাতা পড়ান হইতেছে।"

যায় না। স্কুল ঘরের অবস্থা, তথাকার ব্যবস্থা, ছাত্রদিগের পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুগামিতা, শিক্ষকের ধরণ ধারণ, মূর্খ ছাত্রদিগের সম্বন্ধে তাঁহার ধৈর্য্য প্রভৃতি অনেক বিষয় স্কুলে গিয়া স্বচক্ষে না দেখিলে ধরা পড়ে না। এতদঞ্চলে ডেপুটী এবং সবডেপুটী ইন্সপেক্টর ও প্রধান মুহুরীদিগের স্কুল পরিদর্শনের ক্ষমতা আছে কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর নিজে গ্রামে গ্রামে গিয়া স্কুল পরিদর্শন করেন না; তাঁহার নিম্নবর্ত্তী কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গালা দেশের ন্যায় যাতায়াত বাবদ মাইল হিসাবে ভাতা দেওয়া হয় না; কিছু মাসিক বরাদ্দ আছে। ইহাতে তাঁহাদের সদর হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে যাইবার ইচ্ছা স্বতঃই সঙ্কুচিত থাকে। এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থায় আরও একটী দোষ আছে। ছাত্রদিগকে অনেকদূর হইতে আসিতে হয়; কোন কোন স্থানে এই কেন্দ্র পরীক্ষার জন্য ৩২ মাইল দূর হইতেও ছাত্রদিগকে হাঁটিয়া আসিতে হয়! তবে এব্যবস্থার কিছু গুণও আছে। গ্রাম হইতে অন্যত্র যাওয়াতে বহুদর্শনের একটু বৃদ্ধি হয়; অনেক স্কুলের ছাত্রদিগকে এক সঙ্গে পরীক্ষা দিতে হওয়ায় প্রতিযোগিতার একটু বৃদ্ধি হয়, এবং ইন্‌স্পেক্টরেরা সকল স্কুলের ছাত্রদিগকেই বৎসরে অন্ততঃ একবার চাক্ষুষ করিতে পারেন।

বাঙ্গালায় এরূপ ব্যবস্থায় অসুবিধা অনেক অধিক। পঞ্জাবের ন্যায় বাজারের রুটী খাওয়া বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই; এবং ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল; সুতরাং পরীক্ষার জন্য অধিক দূরে লইয়া যাওয়া বাঙ্গালী অভিভাবকেরা সহ্য করিবেন না। *

(১৩) এ অঞ্চলের "শিক্ষা দরবার" একটী উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তাহাতে

* [উত্তরকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সিবিলিয়ানগণ (ক্যাম্বেল এবং টেম্পল সাহেব) বঙ্গের ছোটলাট হইয়া আসিলে ছাত্রদিগকে বিভিন্ন কেন্দ্রে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করার প্রথা বাঙ্গালাতে প্রবর্ত্তিত করা হয় এবং তাহাতে অনেক ছেলে রোগেও পড়ে।]

ডেপুটী কমিশনার, কমিশনার, এমন কি ছোটলাট বাহাদুরও মধ্যে মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যে সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও সাধারণ ভদ্রলোক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করেন, তাঁহাদিগকে সম্মান বা খেলাৎ দেওয়া হয়। ছেলেদের মধ্যে যাহারা পরীক্ষায় ভাল হয় তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপে নগদ টাকা, পুস্তক বা কাপড় দেওয়া হয়। ছাত্রেরা ব্যায়াম কৌশল দেখায়; দৌড়িবার এবং লম্ফন শক্তির পরিচয় দেখিয়া তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। বাঙ্গালাতে এইরূপ উৎসাহ দানের ব্যবস্থা হইলে উপকার হইবে। আমি স্কুলে স্কুলে নিজে গিয়া এবং ছাত্রদিগকে কেন্দ্রে সমবেত করিয়া, উভয় ভাবেই পরীক্ষা করিয়াছি। কেন্দ্রে আনীত ছাত্রদিগের পরীক্ষার ফল অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। পঞ্জাবের ছাপান রিপোর্টে দেখিলাম, "নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য, মিষ্টান্ন বিতরণের প্রলোভন দ্বারা, অনেক স্থলে শিক্ষকগণ তহশীল (মধ্য শ্রেণীর) স্কুলের কতকগুলি উৎকৃষ্ট ছাত্রকে নিজের ছাত্র বলিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত করে!"

(১৪) ছাত্রেরা অনেক স্থলেই পাঠ না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করে। আমি অনেক স্কুলে প্রশ্ন করিয়াছি, "রিজিয়া বেগম কে ছিলেন?" প্রায় সব স্কুলেই একই উত্তর পাইয়াছি—"রজিয়া বেগম বড়া হুসিয়ার থি; হর রোজ কোরান পড়তি থি...(রজিয়া বেগম বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন; রোজ কোরাণ পড়িতেন)"। ছাত্রেরা এইরূপে টানা বই মুখস্থ বলিয়া যায়।

গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থিত প্রধান প্রধান সহরের নাম জিজ্ঞাসা করিলে হরিদ্বার হইতে কলিকাতা অবধি সহরগুলির নাম বেশ বলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু এলাহাবাদ, বা বারানসী হইতে আরম্ভ করিতে বলিলে তাহারা প্রায়ই পারে না। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারদিগকে প্রশ্ন করিতে বলিয়া

দেখিয়াছি যে, তাঁহারা প্রায় একই রকমের প্রশ্ন সব জায়গাতেই করেন। সুতরাং কি প্রশ্ন হইবে তাহা শিক্ষকেরা ও ছাত্রেরা পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী ভাবে প্রস্তুত থাকে।

হাতের লেখা প্রায় সর্ব্বত্রই খুব ভাল। মোটের উপর ছাত্রেরা যে শিখিবার জন্য পরিশ্রম করে এবং 'বুদ্ধির বিশেষ পরিচালনা ব্যতীত অধ্যাপনায় যতদূর সম্ভব' উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উঃ পঃ প্রদেশ মুখস্থ বিদ্যার দোষ হইতে রক্ষা পায় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, নর্ম্মাল স্কুল এবং ট্রেনিং স্কুল প্রথমে বসাইয়া 'শিক্ষিত' গুরু প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহার পর স্কুল স্থাপন করা হয় নাই। ভিজিটর জেনারেল লিখিয়াছেন, 'শিক্ষকেরাই অশিক্ষিত' (দি এডুকেটারস্ আর দেমসেল্‌ভস্ অনএডুকেটেড্)! এরূপ উপকরণ লইয়া পরিদর্শকগণ যতটা কার্য্য করিতে পারিয়াছেন, তাহাই প্রশংসার্হ।

বারানসী, আগ্রা, দিল্লী, এবং মীরটের নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষক প্রস্তুত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি যে, ৭৪টী স্কুলের ৮৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪০ জন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। এ হিসাবে ৩২০০ স্কুলের জন্য এখনও ২১০০ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। মধ্য শ্রেণীর স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে অনেকস্থলে পাঠশালায় শিক্ষক নিয়োগ করা হইতেছে;— উঁহারা বই পড়াইতে পারেন, কিন্তু 'শিক্ষা দিবার প্রণালী' সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই কখন পান নাই। অযোধ্যায় এই ভুলটীর সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা হইতেছে। তথায় গত বৎসরের রিপোর্টে লেখা হইয়াছে যে 'শিক্ষক প্রস্তুত না হইলে স্কুল খোলা সঙ্গত নহে।' পঞ্জাবেও ঐ বিষয়ে ভুল ধরা পড়িয়া শিক্ষিত গুরুর জন্য ব্যবস্থা এক্ষণে করা হইতেছে। মোটের উপর বলা যায় যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাড়াতাড়ি স্কুল পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ফেলায়, ফল বাহ্যিক (সুপারফিশিয়াল)

হইয়াছে এবং অশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগের কুফল অনেক দিন পর্য্যন্ত শুধরাইবে না।

(১৫) পাঠশালার জন্য সাধারণ ভূমির রাজস্ব হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, অযোধ্যা এবং বাঙ্গালা দেশ যথাক্রমে ঐ রাজস্বের শতকরা ১·৫, ১·৮, ১·২ এবং ১ অংশ দিয়া থাকে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট খাস রাজস্ব হইতে অপর প্রদেশে বরং কিছু অধিক হারেই নিম্ন শিক্ষার জন্য দিতেছেন। 'বাঙ্গালায়' শিক্ষা-কর নাই। উহা অপর প্রদেশে কৃষক শ্রেণীই দেয়; অথচ দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে কোন প্রদেশেই কৃষক শ্রেণীর ছাত্র অধিক পরিমাণে বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে না। এ অবস্থায় যে প্রদেশে ঐ শিক্ষা-কর আছে, তথায় কৃষক শ্রেণী হইতে অর্থ কর-স্বরূপে লইয়া প্রকৃতপক্ষে স্বচ্ছলতর অপর শ্রেণীর ছাত্রদিগেরই পড়ার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে! বাঙ্গালায় যে শ্রেণীর লোকে পাঠশালায় ছেলে পাঠায়, তাহারাই "চাঁদা ও স্কুল ফি" হিসাবে টাকা খরচ করে; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী। বাঙ্গলায় ছাত্রদত্ত বেতনের পরিমাণ অন্য তিন প্রদেশের মোট ছাত্রদত্ত বেতনের ২॥০ গুণ।

অপর তিন প্রদেশের শিক্ষা-কর যত আদায় হয় বাঙ্গালা স্বেচ্ছায় চাঁদা এবং ছাত্রদত্ত বেতনে তাহার দেড় গুণ দিতেছে এবং শিক্ষা-কর শুদ্ধ ধরিয়া ঐ তিন প্রদেশের ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় সাধারণের নিকট যাহা পাওয়া এবং লওয়া হইতেছে তাহা বাঙ্গালার স্বেচ্ছায় প্রদত্ত টাকার এক অষ্টাদশাংশ মাত্র অধিক। * শিক্ষা-কর দ্বারা স্থাপিত সরকারী স্কুল ও

* "বন্দোবস্তী রিপোর্টে নিপুণ দৃষ্টি দিলে বাঙ্গালার সাধারণেই যে শিক্ষার খরচ অধিক দিতেছে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-কর দ্বারা যাহা আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক মাত্র প্রজারা দিয়া থাকে; অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্টরই দান। মনে কর

পাঠশালাগুলিতে যাহারা ছাত্র পাঠায় তাহাদের ঐ সকলের পরিচালনায় হাত নাই; শিক্ষকেরা নিরঙ্কুশ, কিন্তু বাঙ্গালায় ছাত্র ভাল করিয়া পড়াইয়া সাধারণকে তুষ্ট রাখিতে হয়; যে দাম দিতেছে তাহার উপযুক্ত উপকার না পাইলেই লোকে বিশিষ্টভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে; ছেলে সরাইয়া লইয়া অন্য স্কুল স্থাপন হইবে এভয় শিক্ষকদিগকে করিতে হয়। যে শ্রেণীর লোকের শিক্ষা দিবার ইচ্ছা এবং শক্তি নাই, সেই নিম্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক ছেলের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া সর্ব্ব দেশে সকল শ্রেণীর জনসমষ্টির একটী অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে এবং সেরূপ **বাধ্যতামূলক** শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সাধারণ-ভাবে করাদায় সঙ্গত। কোন এক শ্রেণীর নিকট হইতে শিক্ষা-কর গ্রহণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অপর শ্রেণীর উপর তাহা খরচ করা হইয়া পড়াটা উচিত নয়।

(১৬) বাঙ্গালার পাঠশালায় গুরুমহাশয়দিগকে গবর্ণমেণ্ট ৬০৲ টাকা বার্ষিক দেন; ছাত্রদত্ত বেতনাদি লইয়া গড়ে উঁহারা বার্ষিক আরও ৩২৲ টাকা পাইয়া থাকেন; মোট বার্ষিক ৯২৲। উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও উঁহারা ৬০৲ টাকা গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া পান; ছাত্রদত্ত বেতন সরকারে জমা হয়। ঐ প্রদেশে এত সস্তায় গুরুমহাশয় পাওয়ার কারণ এই যে, তথায় আহার্য্যের মূল্য কম এবং শিক্ষকদিগের শিক্ষাও কম।

(১৭) শিক্ষা-কর হইতে নানা বিষয়ে ইচ্ছামত খরচ হইতেছে!

কোন জোতদারের কৃষ্যুৎপন্নের মূল্য ১০০৲ টাকা। উহা হইতে প্রথমে শতকরা ১৲ হারে একটী শিক্ষা কর কাটিয়া রাখিয়া বাকী ৯৯৲ টাকার অর্দ্ধেক ৪৯।৷০ টাকা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বলিয়া ধার্য্য হয়। যদি শেসের সমস্তটাই প্রজা দিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৫০৲ ধার্য্য হইত এবং প্রজার অংশ ৪৯।৷০ না হইয়া ৪৯৲ হইত। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা জন্য যত দেন বলিয়া কাগজে 'দেখান হয়,' উত্তর পশ্চিমাদি প্রদেশে প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা অধিক দিতেছেন এবং সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া যাহা 'দেখান' হয় তদপেক্ষা কম পাওয়া হইতেছে।

উপযুক্ত ছাত্রের জন্য নূতন জলপানির সৃষ্টি, পাঠশালার সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, কোন সম্বাদপত্রের সম্পাদককে সাহায্য করা, কিছুরই জন্য গবর্ণমেণ্টের হুকুম আনাইতে হয় না; শেস্ ফণ্ডের টাকা লইয়া অক্লেশে এ সকল করা যায়। ছাত্র, পাটওয়ারী, মোহরের সকলকেই পুরস্কার দেওয়া ঘটে!

(১৮) প্রথমে এ প্রদেশের যে সকল জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সেখানেই এই শিক্ষা-কর "জমিদারদিগের স্বেচ্ছাতঃ দান" বলিয়া আদায় আরম্ভ হয়। এক্ষণে সর্ব্বত্রই সাময়িক রাজস্ব বন্দোবস্তের সময়ে তাহার শতকরা ১৲ হিসাবে শিক্ষা-কর ধরিয়া লওয়া হইতেছে। নূতন নূতন বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাড়ে, শিক্ষা-করও বাড়িবে। প্রথমে যখন এই 'স্বেচ্ছায়' দেওয়া আরম্ভ হয়, তখনকার দুইটী প্রথার কথা প্রচলিত আছেঃ—একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলে, প্রথম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন যে, শিক্ষা-কর দিবার একরারনামা সহি করিয়াছেন কিনা। তাহা করেন নাই শুনিলে, সেই চাপরাসী দ্বারাই জানাইয়া পাঠাইতেন যে, দেখা হইবে না। আর একজন সকল জমিদারেরই নামের তালিকা প্রস্তুত করাইয়া যাঁহারা শিক্ষা-কর দিতে স্বীকার সে পর্য্যন্ত করেন নাই তাহাদের নামে কাল কালির ঢেরা দিয়াছিলেন। আমলারা তাঁহাদের 'কালামুখ' (সিয়ারুহ) বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই গল্পগুলি সত্য ঘটনামূলক কিনা আমি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান লোক ঐ কথায় বিশ্বাস করেন এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৯ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের সার্কুলারে সুস্পষ্ট প্রচার করেন—"হল্‌কাবন্দী স্কুল সকলের রক্ষার জন্য টাকার ব্যবস্থা বা ছেলে পাঠান যে লোকের স্বেচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে, একথা কোন কর্ম্মচারী কখন যেন ভুলেন না।"

(১৯) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-করের ইতিহাস হইতে দেখা গেল যে, উহা নামে মাত্র স্বেচ্ছায় প্রদত্ত; এক সময়ে উহা সাধারণের চক্ষে গবর্ণ-মেণ্টের রাজস্ব হইতে 'দান' এবং গবর্ণমেণ্টের চক্ষে "স্থানীয় বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ করের অদায়" ভাবে ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্যের অনুযায়ী কার্য্য হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে শিক্ষা-কর 'সমগ্র জনসাধারণের' উপকারার্থে লওয়া হয়, সুতরাং উহাকে 'স্থানীয় করের' ন্যায় ব্যবহার করায় 'সে উদ্দেশ্য' ব্যর্থ হইবে!

(২০) আলিগড় জেলার জমিদারেরা ১৮৬৬ অব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের নিকট আবেদনে বলিয়াছিলেন—"আমরা শিক্ষা কার্য্যের খরচ যোগাই (পে ফর দি এক্‌সপেন্‌সেস্ অফ এডুকেশন) কিন্তু কষ্টের বিষয় (ওব্‌ভিয়স্‌লি এ হার্ডশিপ্) এই যে, শিক্ষা প্রণালীর অথবা ঐ টাকা খরচ সম্বন্ধে কোন প্রকার অধিকার দেওয়া হয় না (নট্ অ্যালাউড্ টু টেক এনি পার্ট ইন দি ম্যানেজমেণ্ট অফ দি সিষ্টেম অফ এডুকেশন অর টু এক্‌সারসাইজ্ এনি কণ্ট্রোল ওভার দি ডিস্‌বর্সমেণ্ট অফ দি শেস্)।" স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ কোন অধিকার দিতে অস্বীকার করেন এবং অধিকন্তু বলেন "ঐ একই যুক্তি রাজ্যশাসনের জমির খাজনার এবং অন্যান্য করের সম্বন্ধেও দেখান যাইতে পারে! * [বট্ দি সেম আর্গুমেণ্ট মাইট্ বি ইউজ্‌ড ইন রেস্‌পেক্‌ট অব্ দি গবর্ণমেণ্ট অব্ দি কণ্ট্রি জেনারালি অ্যাণ্ড দি অ্যাপ্লিকেশন অব্ দি রেভেনিউ অ্যাণ্ড অদার ট্যাক্‌সেস্]"

(২১) কোন শিক্ষা-প্রণালী ফলপ্রদ হইতেছে এবং তদ্বারা পরেও

* [তখন যাহা চাওয়া এরূপ একান্তই অচিন্তনীয় ধৃষ্টতা এবং অসম্ভব বলিয়া উক্ত হইয়াছিল, সমগ্র ভারত, এখন (১৯১৮) একবাক্যে কংগ্রেসে সমবেত হইয়া তাহার অপেক্ষাও অধিক চাহিতেছে,—সামরিক ব্যয়ের এবং সিভিলিয়ানদিগের বেতনের বৃদ্ধি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিতেছে এবং পূর্ণ হোমরুল বা 'স্বরাজ' চাহিতেছে!]

সুফল হইবে এরূপ আশা দিতেছে কিনা, তাহা সেই শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের অনুরাগ দর্শনেই পরীক্ষিত হইয়া যায়। বাঙ্গালায় ১৮৫৪ অব্দের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাহা ১৮৪৯ অব্দ হইতে করিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের অনুরাগের পরিমাণ বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়ঃ—

(ক) অধিবাসীর সংখ্যানুপাতে স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা, তাহাদের নিয়মিত ভাবে তথায় উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় উৎকর্ষ প্রদর্শন। এ সকল সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(খ) রীতিনীতি এবং ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষার প্রভাব। এগুলি পৃথক ভাবে জানিবার উপায় আছে এবং শিক্ষা বিভাগের সঙ্কলিত ভুলভ্রান্তি সংযুক্ত সংখ্যা তালিকার উপর নির্ভর করে না।

(i) গত পঁচিশ বৎসরে উঃ পঃ প্রদেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে ধরণ ধারণে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা বাঙ্গালী অপেক্ষা হয়ত কম পরিবর্ত্তনশীল। দ্বিতীয়তঃ নবশিক্ষা প্রণালী উহাঁদের উপর অপেক্ষাকৃত অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

(ii) শিক্ষা বিস্তার বশতঃ নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশ উঃ পঃ প্রদেশ অপেক্ষা অনেক অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালায় দেশীয় হাকিমেরা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন; সরকারী রিপোর্ট হইতেই দেখান যায় যে, এ সকল প্রদেশে তাঁহারা সেরূপ এখনও পারেন নাই।

(iii) ভাষার উপর শিক্ষা বিস্তারের প্রভাব।—বাঙ্গালীরা কথাবার্ত্তা কহিবার সময় তাঁহাদের উপর ইংরাজী ভাষাশিক্ষার প্রভাব প্রকাশ করিয়া ফেলেন এবং ইংরাজী কথা বাঙ্গালার সহিত মিশাইয়া বলেন। এই

ইংরাজী মিশ্রণের প্রধান কারণ এই যে, লোকেরা অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের নিজের ভাষা, সে সমস্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে নাই। উঃ পঃ প্রদেশে ওরূপ ইংরাজী মিশান উর্দ্দু বা হিন্দী ভাষার প্রচলন দেখিলাম না। ইহার তিনটী কারণ হইতে পারে; প্রথম উর্দ্দু ও হিন্দী সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ভাষা তাহাতে যে কোন নূতন তত্ত্ব সহজেই প্রকাশ করা যায়। ইহা সত্য হইলেও ইংরাজেরা যে একটা নূতন চিন্তাস্রোত এবং তৎসঙ্গে নূতন শব্দের প্রয়োজন আনিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়—এ অঞ্চলে নূতন চিন্তা এখনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। ইহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে আর বলিবার কিছুই থাকে না। তৃতীয়—হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা, ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের সহিত সমপাদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে; নূতন তত্ত্বগুলি প্রকাশের সময় ইংরাজী শব্দের কোন প্রয়োজন বোধ হয় না। কিন্তু সে অবস্থায় নূতন ভাব সকল পরিপাক করিয়া লইয়া জাতীয় সাহিত্যে একটী নবজীবন প্রকাশ দেখা যায়; এ সকল প্রদেশে তাহা হইয়া থাকিলে অবশ্য স্কুল-পাঠ্য এবং সাধারণের পাঠ্য পুস্তকে, সাধারণের চিঠিপত্র লেখায়, আদালতের ভাষায় এবং শত প্রকারে সেই মহা প্রবল স্রোতের চিহ্ন প্রকাশিত হইত।

(২২) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্কুল পাঠ্য পুস্তক তিনজন সিভিল কর্ম্মচারী ভিন্ন ভিজিটার জেনারল প্রমুখ শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরাই গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞানুসারে প্রস্তুত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ঐ ভাবের 'পুস্তক প্রণয়ন' এক সময়ে মিশনরিদিগের এবং স্কুলবুক সোসাইটীর দ্বারা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ভাষা জাতীয় ভাষার সহিত বেশ মিলে নাই এবং এখন স্কুল বুক সোসাইটী পুস্তক 'বিক্রয়ে' নামিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালায় সাধারণ শিক্ষিত লেখকেরা জাতীয় ভাষার উন্নতি করিয়া

সকল ভাবই তাহাতে প্রকাশ করিতেছেন। প্রতি মাসেই বহুসংখ্যক পুস্তক ছাপান হইয়া বাঙ্গালার ইনস্পেক্টরদিগের নিকট স্কুলে প্রবর্ত্তনের জন্য আইসে। উঃ পঃ প্রদেশে এরূপ প্রতিযোগিতা এখনও একেবারে অজ্ঞাত।

গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মত প্রস্তুত এখানকার প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকগুলির সম্বন্ধে কোন শিক্ষিত লোকের উচ্চ ধারণা নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ আরবী পণ্ডিতের সভাপতিত্বে পরিচালিত আলিগড় সভা ১৮ খানি পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্কুল-পাঠ্য পুস্তকগুলি সাধারণের অপ্রীতিকর; সকলগুলিই নূতন করিয়া লেখান উচিত; ভাষা ভাল নয়। *

(২৩) ভিজিটার জেনারেল একটী প্রকৃত অভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট সাধারণ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন না হইলে লক্ষ্ণৌয়ের দেশীয় ছাপাখানাগুলি হইতে যে কুরুচিপূর্ণ পুস্তক সকল বাহির হয়, তাহারই প্রচার বাড়িবে। সেজন্য তিনি 'সাধারণ পাঠ্য' পুস্তকেরও প্রণয়ন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের 'হুকুমে' যে কোন পুস্তক স্কুলের ছেলেরা পড়িতে বাধ্য; সাধারণকে সেরূপ কোন পুস্তক পড়ান যায় না! সেরূপ পুস্তকের নিজের গুণ থাকা আবশ্যক এবং শিক্ষার প্রসার দ্বারা জনসাধারণের রুচির সংস্কার এবং চিত্তের উন্নতি সাধনের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে সেরূপ সুভদ্র বাঙ্গালায়

* "কয়েকটীর সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

(২) সুবুদ্ধি ঔর কুবুদ্ধি কা কিস্‌সা। বিষয় শিক্ষাপ্রদ; কিন্তু উর্দ্দু জঘন্য (রেচেড্)।

(৩) ইনশা ই খিরাদ্ আফ্রোজ্। পত্র, দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিবার আদর্শ প্রকৃতপক্ষে দিতে পারে এরূপ একখানি পুস্তক রচনা করাইয়া এটী উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

(৪) ধরম্ সিংকা কিস্‌সা। গল্পটীতে বা উহা লেখার ধরণে কিছুমাত্র আকর্ষণী শক্তি নাই।"

পুস্তক পাঠের আনন্দ দান করাও সহজ নহে। এ অঞ্চলে স্কুলপাঠ্যবই-গুলি কোন মতেই সাধারণ লেখকদিগের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে নাই। শিক্ষা-বিভাগের দ্বারা প্রকাশিত কোন পুস্তকই বাজারে বিক্রয় জন্য থাকে না। যে সকল পুস্তক সাধারণের মধ্যে বিক্রয়ার্থ পুস্তকের দোকানে দেখিলাম, তাহা ইংরাজী শিক্ষিত কাহারও লিখিত নহে। ছাপার সনের দিকে দৃষ্টি না করিলে, ব্রিটিশ শাসন কালে প্রকাশিত বলিয়া মনেই হইবে না—ফিসানাহি আজায়েব (পরীদিগের প্রেম), আলিফ লাইলা (আরব্য উপন্যাস), বাঘ ও বাহার (প্রেমের গল্প) ইত্যাদিই দেখা যায়। বাঙ্গালার সকল পুস্তকের দোকানে স্কুলপাঠ্য পুস্তক থাকে, এবং পাণ্ডিত্য ও সংযম প্রকাশক উৎকৃষ্ট আধুনিক পুস্তকও পাওয়া যায়। ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটী বাঙ্গলা দেশে সাহিত্য উন্নতি সম্বন্ধে কতক সহায়তা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিক্ষিত সাধারণেই ঐ কার্য্য উৎকৃষ্টভাবে করিতেছেন।

(২৫) উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উর্দ্দু এবং হিন্দীর চলন পাশাপাশি রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন 'কায়থী' অক্ষরে গ্রাম্য পাটওয়ারীর হিসাব, লোকের চিঠিপত্র এবং প্রাচীন পাঠশালাগুলির জন্য কিছু বইও হাতে লেখা হইত। দোকানদারেরা 'সরাফী' বা মহাজনী অক্ষরে খাতাপত্র রাখিতেন। শেষোক্ত দুইটী হিন্দীর ভাঙ্গা অক্ষরে টানা ভাবে লেখা হয়। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত কায়থীর উপর প্রাথমিক শিক্ষা স্থাপিত করিলেন না; পক্ষান্তরে বিশেষ হুকুম দ্বারা কায়থীর চলন সরকারী গ্রাম্য হিসাব হইতেও উঠাইয়া দিলেন! *

* মুসলমান শাসনের সময়ে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও হিন্দু মুসলমান উভয়েই জমিজমার কাগজপত্র এই কায়থী অক্ষরে রাখিতেন। উভয়কেই এই কায়থী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দিলে সম্মিলনের সুবিধা এবং সাহিত্যের উন্নতি হইত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই সুবিধা "নষ্ট" করিয়া পার্থক্য পুর্ব্বাপেক্ষা "বর্দ্ধিত" করানর

(২৫) হল্‌কাবন্দী স্কুলগুলিতে গবর্ণমেণ্ট কায়থী পড়াইতে দিলেন না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে কায়থী এবং সরাফীর চলন লুপ্ত হয় নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রণীত শিক্ষা-প্রণালী সাধারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রবর্ত্তিত হইত এবং সেই প্রণালী সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে এরূপ অবস্থা দেখা যাইত না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, অযোধ্যায় এবং পঞ্জাবে এইরূপ ভাবে হিন্দী, উর্দ্দু এবং পঞ্জাবী ভাষা চলিতেছে। পঞ্জাবী গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত হয়। কিন্তু তিন প্রদেশের আদালতে একমাত্র উর্দ্দু ভাষাই চলিতেছে! † স্কুলে হিন্দী উর্দ্দু এবং পারসী ভাষার শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং এ সকল প্রদেশের স্কুলসমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা সকলের নিম্নস্তরে 'কিছুতেই' পৌছিতে পারে না; মোক্তার মুহুরী প্রভৃতির প্রস্তুতই ঘটিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তারে আদালতে ব্যবহৃত একান্ত অপভ্রষ্ট বাঙ্গালা ক্রমেই বিশুদ্ধতর হইয়া আসিতেছে; এ সকল প্রদেশে তাহার ঠিক বিপরীত ভাব ধারণ করিতেছে। কাঁচা পারসী এবং আরবী শব্দ সকলের বর্দ্ধিত প্রয়োগে আদালতের ভাষা সাধারণের বোধগম্য ভাষা হইতে আরও পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। আমাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে যে, এদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের সঙ্কলিত স্কুল ও ছাত্রের সংখ্যাদি (ষ্ট্যাটিসটিক্‌স) হইতে যাহা দৃষ্ট হইয়াছিল তদপেক্ষা সন্তোষজনক ফল হইয়াছে বলিয়া বাহিরের এ সকল লক্ষণের আলোচনাতেও বোধ হইল না। ২০ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা-বিভাগের স্কুল

ভূদেব বাবুর ক্ষোভ হইয়াছিল। পরে সুবিধা পাইয়া তিনি বিহারে 'হিন্দু মুসলমানের মিলন স্থল' কায়থী হিন্দীই আদালতের ভাষা হইবে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তণ করাইয়াছিলেন।

† "পঞ্জাব রিপোর্টের এক স্থানে লিখিত হইয়াছেঃ—'ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে পঞ্জাবে ভাষাক্ষেত্রে কোন জটিলতা নাই'—উক্তিটী আমার দুর্ব্বোধ্য!"

স্থাপন এবং পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে এত চেষ্টার পরেও সাধারণ জনগণের নিদ্রাভঙ্গের কোন চিহ্ন না দেখিতে পাওয়া বড়ই কষ্টকর সন্দেহ নাই।

(২৬) দেখা গেল যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল যে কৃষক এবং নিম্নস্তরের শ্রমজীবী জনগণের জন্য পাঠশালা গুলির উন্নতি করিবেন এবং পাছে শিক্ষকেরা নিজেদের সরকারী কর্ম্মচারী মনে করিয়া গর্ব্বিত হয় এই ভয়ে শিক্ষক নিয়োগে হাত দিতে চাহেন নাই। কিন্তু এই সাবধানতা অচিরেই পরিত্যক্ত হইল। সরকারী কর্ম্মচারীরা সহজেই শেষ কর আদায় করিতে পারিয়া প্রাচীন পাঠশালা গুলির কথা মন হইতে পুঁছিয়া ফেলিলেন; কি ভাবে শিক্ষা দিয়া নিম্নস্তরের কতদূর পর্য্যন্ত ঐ বহু প্রাচীন পাঠশালাগুলি বিনা রাজ সাহায্যে চলিয়া আসিতেছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন না; জিলাময় সমান পুরবর্ত্তী স্থানে নিজের উচ্চতর ধরণের স্কুল খুলিলেন। মুহুরী এবং মোক্তার প্রস্তুত হইতে লাগিল, নিম্নস্তরের সহিত সংস্পর্শ কমিয়া গেল; জন সাধারণের রীতি, নীতি, রুচি, চিন্তার ধরণে কোন রূপই প্রভাব বিস্তৃত হইল না। যদি ছাত্র খুব কমিয়া গেলেও শেস্ কর হইতে বেতন প্রাপ্তি বন্ধের ভয় শিক্ষকদিগের না থাকে এবং সরকারী গোমস্তা পাটওয়ারি প্রভৃতিরা উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীদিগের অসন্তোষের ভয়ে শিক্ষকদিগের সহিত যোগে ছাত্র সংগ্রহ চেষ্টায় ব্যাপৃত না থাকেন, তাহা হইলে অনেকগুলি হল্‌কাবন্দী স্কুল নিশ্চয়ই উঠিয়া যায়।

এ দেশের লোক যে অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে চাকরীর জন্য আগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। ঐ আগ্রহে বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার সহিত দেশীয় ভাষা শিক্ষারও প্রচার হইতেছে। উঃ পঃ প্রদেশেও সেই চাকরীর চেষ্টাতেই দেশীয় ভাষা শিক্ষা একটু হইতেছে; প্রভেদের মধ্যে এই যে বাঙ্গালী উচ্চ এবং দায়িত্বযুক্ত চাকরী চাহিতেছে; এ প্রদেশে এখনও

উচ্চতর চাকরীগুলি স্কুলের উচ্চশিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভর করে না—অন্যান্য কারণে দেওয়া হয়—এজন্য এখানে নিম্নশ্রেণীর চাকরীই লক্ষ্য।

(২৭) "শিক্ষা, শিক্ষারই জন্য তাহাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়"—এই বাক্যটী সাধারণের সম্বন্ধে কাজের কথা নহে, কল্পনার কথা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষাদান লোকে সাংসারিক সুবিধা হইবে বুঝিয়া করে, না হয় ধর্ম্ম শাসন জন্য বা রাজ-ব্যবস্থায় বাধ্য হইয়া করে। * ঐহিক সুবিধা, ধর্ম্মভয় অথবা আইনের বল এই তিনটীর কোন একটী কারণ ভিন্ন সাধারণতঃ লোকে শিক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতে চাহে না।

(২৮) সত্য নির্ণয়ে উৎসুক কেহ প্রকৃত অবস্থার দিকে চক্ষু মুদ্রিত† করিয়া থাকিতে পারেন না; তাঁহার স্মরণে আসিবে যে ভারতের দেশীয় শিক্ষা শাস্ত্রানুশাসনের উপর ব্যবস্থিত—ঐ শাস্ত্র মনুষ্যের সকল দৈনিক কার্য্যকেই ধর্ম্ম কার্য্যে উন্নত করিয়া গভীর পূজার ভাব দিয়াছিলেন; তাঁহার মনে পড়িবে যে প্রাচীন গ্রামিক মণ্ডলীর ব্যবস্থায় প্রজাদিগের মিউনিসিপ্যাল (পথ, ঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা পান্থশালা, ইত্যাদি)

---

* It may be very well to talk of education for itself and without an eye to ulterior advantages. But the question practically resolves itself into one of interests on the one hand and of religious authority or of legislative compulsion on the other.

† An earnest man cannot shut his eyes to the facts of the case. He will remember that the indegenous education of India was founded on the sanction of the *Shastras*, which elevated into religious duties and conferred dignity on the commonest transactions of every-day life. He will remember that the existence of village communities which left not only their Municipal, but also in part their Revenue and judicial administration, in the hands of the people themselves, greatly helped to spread education among all the different members of the community. He will see

কার্য্যত বটেই, কতকটা রাজস্ব এবং দেওয়ানী ফৌজদারী বিচার কার্য্যও প্রজাদিগের হস্তে থাকাতে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল; তিনি দেখিতে পাইবেন যে উহার ফলে আজও অসংখ্য পাঠশালা, চাটশাল এবং টোল দেশব্যাপী হইয়া রহিয়াছে—উহাদের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় বটে, কিন্তু সহস্র বৎসর ব্যাপী ঘৃণা, অবহেলা ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও যে তাহারা আজও বাঁচিয়া আছে, তাহাতেই সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে যে জন্মকালে উহারা কিরূপ উপযোগিতা সহযোগে দীর্ঘায়ুর বীজ লাভ করিয়াছিল। অধুনা দেখা যাইতেছে যে, এ দেশে ধর্ম্মশাসনের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে; প্রাচীন গ্রামিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত প্রায়; শ্রমশিল্প ধ্বংস সীমায় উপনীত; দেশের সমস্ত করভার জমির উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং একটী বৈদেশিক ভাষা ধর্ম্মাধিকরণের ও বাণিজ্যের ভাষারূপে স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণের

---

the fruits of the indegenous system in the numberless Pathshalas, chatshals and Tols which still overspread the country, and which however wretched their present condition, prove by their continued existence, inspite of neglect, contempt and other adverse circumstances of a thousand years, the strong stamina they acquired at their birth. At the present day he will find the religious sanction growing weak, the village communities nearly gone, manufacturing industry come to the verge of ruin, the heaviest incidence of taxation falling on land and a foreign language become the language of court and commerce.

The natural incentives to popular education being thus weak, its progress he must acknowledge, will depend on the efforts of an enlightened Government inclined to compensate to the people for their losses under foreign rule. Until a healthy political, economical and social condition has been regained under the security of British administration, artificial stimulants must supply its place as well as they are able.

মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহের নৈসর্গিক কারণগুলি এইরূপে দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ায়, বৈদেশিক শাসনাধীনে জনসাধারণের যে সমুহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী তাহা সম্পূর্ণভাবে পূরণের জন্য উদার গবর্ণমেণ্ট যে সকল চেষ্টা করিবেন কেবল তাহারই উপর বর্ত্তমান শিক্ষোন্নতি নির্ভর করিতেছে। ব্রিটিশ-শাসনে ভারত অভ্যন্তরিক পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইতে যত দিন না রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তাহার পূর্ণ সুস্থাবস্থা ফিরিয়া না পাইবে ততদিন কৃত্রিম এবং বাহ্য উদ্দীপনায় যে অতীব সামান্য উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভব, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করা বৃথা।

ফলতঃ শিক্ষার দ্বারা তাহাদের ঐহিক সুবিধার কোন ব্যবস্থা না করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টায় কোন ফল প্রাপ্তির আশা নাই। "আমরা জনসাধারণকে শিক্ষা দিব অথচ তাহারা ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় পড়িয়া থাকিবে"—এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল সাহজিক এবং ব্যবহারিক অন্তরায় আছে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই এবং মনুষ্য মনের স্থায়ী কর্ম্ম প্রবৃত্তির সুস্পষ্ট মূল সূত্রগুলির সম্বন্ধেও অজ্ঞ। *

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে প্রাদেশিক ভাষার শিক্ষা সম্বন্ধে মধ্য শ্রেণীর মধ্যে অধিকতর আগ্রহ রহিয়াছে। নিম্নস্তরের জনসাধা-

* All talk therefore at this time of educating the people without holding forth inducements to them is simply useless, and to talk of "educating the masses and leaving them where they are," betrays an ignorance not only of the inherent and practical difficulties of the question of mass education, but an ignorance of the simplest principles of all sustained human action.

রণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন ঐ **শ্রেণীর ছেলেরা স্কুলে আসায় তাহাদের পরিশ্রমের * ফল অধিক** পায়।

(২৭) আমার শেষ কথা এই যে বাঙ্গালার গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকগণ গ্রামিকদিগের নিযুক্ত লোকই থাকুন; তাহাদের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীতে পরিবর্ত্তিত করা ভাল নয়। শিক্ষা সম্বন্ধের ব্যয় সাধারণ রাজস্ব হইতেই দেওয়া সঙ্গত; "নামে মাত্র স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা" স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা আদায় করান সঙ্গত নহে। তবে **প্রকৃত পক্ষে বাধ্যতা মূলক শিক্ষা সর্ব্ব নিম্নস্তরের বালকদিগকেও দিবার জন্য** যদি শিক্ষা-কর স্থাপিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর চক্ষে সকল প্রকার করের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম অসন্তোষ জনক হইবে। [সর্ব্বশ্রেণীর বাধ্যতা মূলক শিক্ষায় দেশ অধিক সংখ্যক ভাল এবং কর্ম্মঠ লোক পায়। **তাহা** না দিয়া, মধ্যশ্রেণীর সামান্য পরিমিত শিক্ষার জন্য অন্য প্রদেশে যে কৃষ্যুৎপন্নের কর আদায় হইতেছিল ভূদেব বাবু এই রিপোর্টে তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াদিলেন।] †

ভূদেব বাবু উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী-শিক্ষা

* ট্রেনিং স্কুলগুলিতেই শিল্পী, কৃষক এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্য বিশিষ্টভাবে উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করার এবং পাঠশালাতেই ঐ সকল বিষয়ে কতকটা শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব ভূদেব বাবু ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছিলেন।

† In Bengal proper, this interest in favour of education is far healthier among the middle classes than it is in the North-West. In order really to interest the masses, it will be necessary everywhere in Bengal, no less than in the North-West and the Punjab, to take measures calculated to open before the labouring classes such prospects as they can clearly see of securing increased efficiency and value to their labour by school attendance.

সম্বন্ধে ডিরেক্টর সাহেবকে যে বিশেষ পত্র লেখেন তাহারও কয়েকটী কথা সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে:—

(১) বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদান ইংরাজী প্রথা। বাড়ীতে হিন্দু কন্যাদিগের লেখা পড়া এবং শিল্প শিক্ষা দুইই হইত। বাঙ্গালার মধ্যে একটু কমিয়া গিয়াছিল। আগ্রার সূচি-শিল্প এবং কনোজের আতর ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মেয়েদের হস্তে উৎকর্ষ পাইয়াছে; রণজিৎ সিংহের রাণীরা স্বর্ণ মণ্ডিত চরকায় সুতা কাটিতেন। কোরাণের শিক্ষাদান মুসলমান মেয়েদের রীতিমতই হইয়া থাকে। পর্দ্দার আঁটা আঁটি মুসলমানদিগের এবং লালাদিগের মধ্যেই অধিক। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যেরূপ, উত্তর পশ্চিমে এবং পঞ্জাবের সহরে পর্য্যন্তও সেইরূপ। সাধারণ হিন্দুর মধ্যে পর্দ্দার কড়াকড়ি বাঙ্গালার সহর অপেক্ষা তথায় কম।

(২) প্রথম হইতে ভিজিটার জেনারেল বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষয়িত্রী ব্যতীত বালিকা বিদ্যালয় ভাল চলিবে না। উহাঁদের দ্বারা বড়ঘরানাদের মেয়েদের শিক্ষাসহ পাড়ার মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সহজ হইবে। কিন্তু সিভিলিয়ান কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সকল কার্য্য ইচ্ছা হওয়া মাত্রেই সম্পন্ন দেখিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা অবিলম্বেই শেস্‌ফণ্ডের বলে সর্ব্বত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের খুসী করিবার জন্য দেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারীরা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলি ছাত্রী সংগ্রহ করেন। ঐ কমিটির সভ্যেরা চাঁদা দেন, কিন্তু *'নিজেদের' বাড়ীর মেয়েদের পড়িতে পাঠান না।*

(৩) বারানসীতে এবং আগ্রাতে স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় দুইটী ভাল চলিতেছে। উহারা প্রথমে মফঃস্বলে স্থাপিত হয়; ভাল বাড়ী নাই, ভাড়াটে ঘর; কিন্তু ভাল 'ব্যবস্থা' হইয়াছে। ছাত্রীরা সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেটসহ মফঃস্বলের লোকদিগের নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে;

শিখিয়া গ্রামে ফিরিলে শেসফণ্ড হইতে বেতন পাইবে। স্থানীয় ভদ্র ঘরের মেয়েরা ইঁহাদের সহিত সর্ব্বদা দেখা করিতে আসেন; তাহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে। বাঙ্গালাতেও এই ধরণে কার্য্য করিলে শুভ ফল হইতে পারে। শিক্ষয়িত্রীরা কোন ভদ্রলোকের বাটীতে, তাঁহাদের বাটীর মেয়েদের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিয়া, পাড়ার মেয়েদের পড়াইবে। এলাহাবাদের একটী মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় ভিন্ন সর্ব্বত্রই আমার বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে কোন আপত্তি হয় নাই। লাহোরের নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী বাবু নবীনচন্দ্র রায়। এখানে হিন্দু এবং মুসলমান বিভাগ পৃথক। একজন লেডি স্থপারিণ্টেডেণ্ট আছেন। হিন্দু ছাত্রীদিগকে পণ্ডিতেরাই পড়াইয়া থাকেন।

দেশীয় ভাষায় নিম্ন শিক্ষাদান সম্বন্ধে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া আসিয়া ভূদেব বাবু তাহা বাঙ্গালা দেশে স্থশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে উপকারক বলিয়া বোধ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা বিভাগ যেরূপ সিভিল কর্ম্মচারীদিগের সংস্রব শূন্য হইয়া কার্য্য করিতেছিল, সেই ভাবেই দেশের লোকের সহযোগিতার জন্য বিশেষ চেষ্টাসহ নিরীহ ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। ডেপুটী ইনস্পেক্টর এবং সবইনস্পেক্টরগণ ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলেই একটু গর্ব্বিত এবং অসহিষ্ণুভাব প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইনস্পেক্টরদিগের সার্কেলগুলি ঠিক কোন জেলা, বা কমিশনর ডিবিজনের সীমার সহিত মিল না থাকাই ভাল, এইরূপই মনে হইয়াছিল। এই সময়ে মিষ্টার আর, এল, মার্টিন স্কুল ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবুর সহিত সরলভাবে পত্র ব্যবহার করিয়া পাঠশালা সম্বন্ধে ব্যবস্থা-গুলি বিশেষভাবে জানিয়া লইতেছিলেন। উহাতে উভয়ের মধ্যে একটু হৃদ্যতা হয়। ভূদেব বাবু মার্টিন সাহেবকে এবং ইনস্পেক্টর ফ্যালন সাহেবকে

পত্র দ্বারা ইনস্পেক্টরের সার্কেলগুলির অল্প স্বল্প পরিবর্ত্তন দ্বারা নদী প্রভৃতি নৈসর্গিক সীমার সহিত মিলাইয়া রাখার প্রস্তাব করিয়া পাঠান; সেরূপ করিলে জিলা প্রভৃতির সীমা পরিবর্ত্তন সহিত স্কুল সার্কেলের পরিবর্ত্তনের কখন প্রয়োজন ঘটিত না। মার্টিন সাহেব ঐরূপ পরিবর্ত্তনে সম্মত হইয়াছিলেন; ফ্যালন সাহেবও সম্মত হন, কিন্তু রেলের ধারের স্কুলগুলি পরিদর্শনের সুবিধা থাকায় কেবলমাত্র বলিয়া ছিলেন যে, রেলের লাইনের কোন অংশ তাঁহার সার্কেল হইতে বাহির হইয়া না যায়। ঐ সময়ে মার্টিন সাহেব তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলে ভূদেব বাবু ডিরেক্টর সাহেবকে লিখিয়া পাঠান যে, তিনি মার্টিন সাহেবের সার্কেলের কার্য্যও করিয়া দিতে রাজী আছেন। যে নিজের কাজ ভাল করে এবং আরও অধিক কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহার সমাদর এবং উন্নতি অনিবার্য্য —ভূদেব বাবু এই সূত্রের উপর সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন। পত্রোত্তরে ডিরেক্টার সাহেব লিখিয়াছিলেন (১২।৪।১৮৭০) "এক মাসের জন্য হইলে আনন্দের সহিত তোমাকে ঐ কার্য্য-ভার দিতাম; কিন্তু তিন মাসে তোমার কষ্ট হইবে। তদ্ভিন্ন এরূপ ব্যবস্থা করিলে ভারতগবর্ণমেণ্টের বলিবার সুবিধা হইবে যে, একজন ইনস্পেক্টর কমাইলেও চলিতে পারে।' × × মার্টিনের যখন মত হইয়াছে তখন সার্কেলের সীমানা পরিবর্ত্তনে আমার অমত নাই।" *

* সার্কেলের সীমা সম্বন্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই—প্রত্যুত পঞ্জাবী ধরণ অনুযায়ী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সকল কার্য্যেই কর্ত্তৃত্ব না রাখিলে উহাঁদের প্রতি অবমাননা প্রকাশ হয়," খোদ ভারত গবর্ণমেণ্টের এই ইঙ্গিতের ফলে সেই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা সকল রাজ কার্য্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রাট সাহেবকে পত্র, ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের প্রতি উপদেশ, পরিদর্শনের কথা, মদ্যপানের বিরুদ্ধে বিচার, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্রকে শিক্ষাদান, কনিষ্ঠ পুত্র বিয়োগ, ৺ কাশী, ঘোড়ায় চড়া, সুপুত্রের সেবা, ভারত সঙ্গীত, বঙ্কিম বাবু ও আমলা, হেক্টর বধের উৎসর্গ পত্র ও তাহার উত্তর, ঊনবিংশ পুরাণ।

এই পুস্তকের ২৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মিঃ হজসন প্রাটের ২৫।২।১৮৬০ র পত্রের পর তাঁহার আর কোন চিঠি দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৭০ অব্দে ভূদেব বাবু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এই :—

"আমার প্রিয়বন্ধু!

তুমি আমাকে একবার এইভাবে সম্বোধন করার পর হইতে আমি তোমাকে ঐ কথা লিখিতেই ভালবাসি। কয়েক বৎসর ধরিয়া তোমার নিকট হইতে একছত্রও পত্র পাই নাই; কিন্তু যখন তোমার সহিত আমার দেশের উপকারী (এবাউট দি ওয়েল বীইং অফ মাই কণ্ট্রি) পরম প্রীতিকর অত্যুচ্চ কথাবার্ত্তা হইত তখন তোমার প্রতি আমার মনের যে ভাব ছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি তোমাকে পত্র লিখিতে ভুলি নাই; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে; তোমার নিস্তব্ধতা, ভাঙ্গিতেছে না। হয় আমার চিঠিগুলি পৌঁছিতেছে না, নয় (সে কল্পনাও কি কষ্টকর!)—তুমি আর আমার লেখা পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির সহিত পড়িতে পার না। 'ডল' সাহেবের সহিত গবর্ণমেণ্ট

হাউসে দেখা হওয়ায় তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিয়া লইয়া এই পত্র লিখিতেছি। বড়ই আশা করিতেছি যে 'এবারে' উত্তর পাইব। অন্যূন অর্দ্ধ ডজন পত্র লিখিয়াও বহুবর্ষ মধ্যে তোমার কোন পত্র না পাওয়ায় আমার এই পত্রখানা সুদীর্ঘ করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যখন এ দেশে ছিলে তখন এদেশীয়দিগের মধ্যে আমাকেই যেন অধিক ভালবাসিতে। তোমার সম্বন্ধে 'আমার' মনের ভাব যাবজ্জীবনই অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

কিছুদিন হইল আমি তোমাকে উঃপ ঃ প্রদেশের পাঠশালা সম্বন্ধীয় আমার রিপোর্টের একখণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তাহা কি পাইয়াছিলে? সেই সঙ্গে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহাতে তোমার তৃপ্তি হইবে বলিয়া জানাইয়াছিলাম যে, আমি পুরা ইনস্পেক্টরের পদ এবং ডিভিসনের ভার পাইয়াছি। এক্ষণে সম্বাদ দিতেছি যে, তোমার এডুকেশন গেজেট আমার নিকট আসিয়াছে এবং আমি উহার সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী হইয়াছি! এ সম্বাদেও তোমার সুখ হইবে বলিয়া মনে করি; যখন ঐ কাগজটীর প্রথম ব্যবস্থা করিতেছিলে তখন তুমিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, আমি উহার ভার লইব কি না। এক্ষণে ঐ কাগজ একখণ্ড করিয়া তোমাকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করি। অবশেষে তোমার ও মিসেস্ প্রাটের এবং পরিবার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেহ আসিয়া উহা বর্দ্ধিত করিয়া থাকিলে (এনি লিট্‌ল অ্যাডিশনস্ টু দি ফ্যামিলি) তাহাদেরও ফটোগ্রাফ চাহিতেছি। যদি চিঠি লিখিতে আর ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলেও এই প্রার্থনাটী পূর্ণ করিও।

তোমার প্রতি চির-প্রীতিপূর্ণ,

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—

"প্রায় ৪০ বৎসর" পত্র ব্যবহার না ঘটায় প্রাট সাহেবের ক্ষোভ ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল (২৬২পৃষ্ঠা)। ভূদেব বাবুর পত্রগুলি কোনরূপ দৈব বিড়ম্বনায় সাহেবের হস্তগত না হওয়াতেই ভূদেব বাবু উত্তর পান নাই এবং তাঁহার গভীরতর ক্ষোভ হইয়াছিল।

ভূদেব বাবু তাঁহার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগকে (৫।১।১৮৬৯) যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বলেন (১) সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল সকলে ম্যানেজারেরাই কর্ত্তা; গবর্ণমেণ্ট সহায় মাত্র; উহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী-দের অপেক্ষা ম্যানেজারদিগের ক্ষমতা অধিক থাকা উচিত। (২) এদেশে গবর্ণমেণ্ট অপরিসীম শক্তিমান্; তাহার স্থবিধা পাইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা অন্যায্য পূর্ব্বক অপরের ক্ষমতা হরণ করিতে পারেন; কিন্তু তাহা অনুচিত। (৩) আয় ব্যয়ের ঠিক হিসাব রাখা হয় কিনা এবং যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা এই দুইটী দেখিলেই হইল; আর সকল বিষয়ে ম্যানেজারদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। শিক্ষকেরা মাহিনা পান কিনা তাহা ঐ হিসাব পরীক্ষার মধ্যেই ধরা পড়িবে; শিক্ষকেরা অপর কোন বিষয়ে ম্যানেজারদিগের সহিত ঝগড়া করিলে প্রশ্রয় পাইবেন না। (৪) ডেপুটীইনস্পেক্টরদের কখন ভুলিতে নাই যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদের শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত করায় আমাদের স্বদেশীয়-দিগকে শক্তির সমুচিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে। ম্যানেজার-দিগের শক্তি-হরণ 'আমাদের' কর্ত্তব্য নয়। *

---

* Never forget that the Government we have the honour to serve have made it our privilege as educational officers to assist in the great work of teaching our countrymen the right use of authority It is not our business to deprive the managers of their power

বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে ভূদেব বাবু সকল শ্রেণীর সকল ছাত্রকে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন না। দুই তিনটী শ্রেণীর দুই তিনটী ছাত্রকে দুই তিনটী করিয়া প্রশ্ন করিতেন। প্রশ্নগুলি সহজ অথচ এরূপ যে তদ্দ্বারা ছাত্রেরা বিষয়টা 'তলাইয়া' বুঝিতে পারিয়াছে কি না তাহা ধরিতে পারা যায়। সেইরূপ প্রশ্নের উত্তর বুঝাইয়া দিয়া শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে 'শিক্ষকদিগকে' উপদেশ দানেই তিনি অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। একবার কোন স্কুলের দুই একটী ছেলেকে কয়েকটী বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াই থামিলে, শিক্ষক মহাশয় একটু কাতর ভাবে তাঁহার ভাল ছেলেদের আরও প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করেন। ভূদেব বাবু বলেন, "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই সমস্ত ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না বুঝা যায়; আপনার পড়ান ভাল হইতেছে বলিয়াই বুঝিয়াছি।"

ভূদেব বাবুর স্কুল পরিদর্শনে প্রশ্নের দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(১) বর্ণমালা শিখিতেছে এরূপ একটী ছাত্রকে যেরূপে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া আপনি মনে করেন, সেইরূপে শিক্ষা দিন ["আঁকড়ি দেওয়া ক লেখ"—এইরূপে মুখে বলিতে বলিতে হাতে লিখিয়া বর্ণমালা শিক্ষার প্রাচীন রীতিই ভূদেব বাবু পছন্দ করিতেন এবং বলিতেন উহাতে স্মৃতির, হস্তের, চক্ষুর, জিহ্বার এবং কর্ণের যুগপৎ ব্যবহার দ্বারা কাজ পাকা হয়।]

(২) বিদ্যা অমূল্য ধন। ছাত্রদিগকে প্রশ্নদ্বারা এই বাক্যটীর ভাব পরিস্ফুট করুন।

(৩) কলিকাতা হইতে তোমার জিলার প্রধান নগরে ঠিক সোজা-সুজি আসিতে কোন কোন সহর, নদী, খাল, বীল পার হইতে হয়?

(৪) শিরাজ উদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যুদ্ধ কোথায় হয়? এবং তাহার পর পর কি ফল হয়?

(৫) বাঙ্গালায় ইংরাজ রাজ্য স্থাপন পক্ষে ক্লাইবের সময়ে কি কি সুবিধা ঘটিয়াছিল?

৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সবজজ্ বলিয়াছিলেন :—"আমি কালনা স্কুলে ভূদেব বাবুর নিকট একবার পরীক্ষা দিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইংরাজী 'ফুয়েল' শব্দের এক কথায় বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি?' আমার মনে আসিল 'জ্বালানী কাষ্ঠ;' কিন্তু তাহা এক কথায় নহে, এবং তাহা হইতে কয়লা, ঘুটে, পাতা প্রভৃতি বাদ পড়ে। আমি বলিলাম "উহার মানে 'জ্বালানী বস্তু;' কিন্তু এক কথায় হইল না।" তিনি বলিলেন "মানে ঠিক বুঝিয়াছ; **পূর্ব্ব-পুরুষদিগের দত্ত সংস্কৃত * বা সাধু বাঙ্গালার সাহায্য লও** এক

* সংস্কৃতকে ধরিয়া থাকিলে মাতার পদতলে সকল প্রাদেশিক ভাষা বসিলে, অনেকটাই সম্মিলিত হইয়া যায়। ভূদেব বাবু পুণায় গীত শুনিয়াছিলেন "বৈশাখ মাস বাসন্তিক সময় সুফলা,(ড়া)" উহা সাধু ভাষার বলিয়া ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষারই অংশ বলা যায়। ভূদেব বাবু সামাজিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"ভারতবাসীর বৈঠকে হিন্দীর চলনই উচিত। উহা মুসলমানদিগের কল্যাণে ভারত-ব্যাপী।" ১৯১৮ ডিসেম্বর মাঝে স্বদেশী প্রেমিক গান্ধি কলিকাতায় "জীবে দয়া" সমিতির অধিবেশনে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে চাহিলে বাঙ্গালী শ্রোতারা ইংরাজীতে বলিতে অনুরোধ করেন! গান্ধি বলেন " 'জীবে দয়ার' উপলক্ষ্যে নিজেদের উপর একটু 'দয়া' করুন—আত্মহত্যা করিবেন না। বৈদেশিক ভাষাকে জাতীয় ভাষায় স্থান দিলে জাতীয় আত্মহত্যা করা হয়!" ঐ সভাতেই শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য সাধু হিন্দী ভাষায় যে সুমধুর বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা সকল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের (১৯১৫ ডিসেম্বর) মহা অধিবেশনে স্বামী দয়ানন্দের (ইহাঁর বলশালী শরীর) সাধু হিন্দী ভাষার অপূর্ব্ব বক্তৃতা ভারতের সকল প্রদেশবাসী শিক্ষিত লোকেরই সুখবোধ্য হইয়াছিল। যাঁহারা বাঙ্গালা এবং হিন্দী পুস্তকে গ্রাম্য শব্দ প্রচার প্রয়াসী এবং সাধু ভাষার বিরোধী তাঁহারা বড়ই অদূরদৃষ্টি এবং কার্য্যে জন্মভূমির পরম শত্রু।

কথাতেও হইবে—'ইন্ধন'।" ঐ কথাটী আমি শুনিয়াছিলাম—মনে আইসে নাই। ঠিক মিল দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল এবং ভূদেব বাবুর সেই সৌম্য মূর্ত্তি, সেই উৎসাহদায়ক সহানুভূতিপূর্ণ স্বর এবং পূর্ব্বপুরুষে এবং সংস্কৃতে প্রগাঢ় ভক্তিব্যঞ্জক কথাগুলি মনের ভিতর এমন বসিয়া গেল যে, আজ ২৫ বৎসর পরেও ঘটনাটী সুস্পষ্টই মনে পড়িতেছে। আমি যে বরাবরই একটু সংস্কৃতের আলোচনা রাখিয়াছি তাহা ঐদিনের ক্ষণমাত্র মহৎ সংশ্রবের ফল।"

হালিসহর নিবাসী ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ৺কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভূদেব বাবুর স্কুল পরিদর্শনাদি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ—

"ভূদেব বাবু স্কুল পাঠশালা পরিদর্শন করিতে যাইয়া সাধারণতঃ কখন কাহার খাইতেন না; তবে পূর্ব্বের বন্ধুত্ব কাহার সহিত থাকিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। একবার বাগ আঁচড়ায় স্কুল দেখিতে গিয়া কেবল আদার কুচি দিয়া ভাত খাইয়াছিলেন। স্কুলের ছেলেদের পুস্তক দেখিয়া পরীক্ষা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। প্রত্যেক কথায় ছাত্র শিক্ষক সকলেরই উপর তাঁহার ভালবাসা প্রকটিত হইত। 'অর্থ-পুস্তক' তিনি দেখিতে পারিতেন না; ছেলেরা অভিধান দেখিয়া পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত জ্ঞাতব্য কথাগুলির সেই সেই স্থলের অর্থ স্বয়ং বাছিয়া লইবে এবং তাহা স্কুলে বুঝিয়া লইবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ ছিল। পরিদর্শনে গেলে আসল কাজ বাকী রাখিয়া তিনি সমাগত কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বা আলাপ পরিচয় করিতেন না। ইহাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিয়া কাহার কাহার বোধ হইত; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যবহার যাঁহারা অপেক্ষা করিয়া দেখিতেন, তাঁহারা তাঁহার মহানুভবতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কথাবার্ত্তায় সমাগত সর্ব্বলেই আপ্যায়িত ও সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিতেন।"

১৮৭০ অব্দে তিনি দুইটী ইংরাজীতে সুশিক্ষিত পরিণতবয়স্ক ছাত্রকে

মদখাওয়া সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ছাত্রদিগের সহিত কতটা সমকক্ষ ভাবে বিচার করিতেন ও কতটা প্রীতি পোষণ করিতেন তাহা সুস্পষ্ট। ইংরাজী শিক্ষিতদিগের নিকটেও তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিতেন না :—

"আমি দেখিতেছি যে, মদ খাওয়ার সম্বন্ধে তর্ক উঠিলেই আমাদের মেজাজ একটু গরম হইয়া পড়ে—তোমরা আমাকে 'পূর্ব্বসংস্কার বিশিষ্ট,' 'আপনার এটা জিদের কথা' এইরূপ সব বল; আমিও তোমাদিগকে "সাহেবী অনুকরণকারী" "যুক্তিহীন সুখান্বেষী" প্রভৃতি বলিয়া ফেলি। এরূপ কেন হয়? ইহার অপেক্ষা অনেক গুরুতর বিষয়েই আমরা ধীরভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমার মনে হয় ইহার কারণ এই যে, ঐ বিষয়টীতে আমরা নিজেদের জড়াইয়া ফেলি। তোমরা 'তোমাদের অভ্যাসটা' যে ঠিক, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাও; আমি দেখাইতে চাই যে 'আমার সংস্কার এবং ব্যবহারই' ঠিক; যুক্তির সম্মুখে তাহাই টিকিবে।

"এক্ষণে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দর কথা ভুলিয়া বিচারের চেষ্টা করা যাউক। তোমরা আমার যাহা 'পূর্ব্বসংস্কার বলিতেছ, তাহা আমি ছাড়িয়া বিচার করিতে পারি কি না তাহা বুঝাইবার জন্য স্মরণ করিতে বলি যে, অনধিক কাল পূর্ব্বেই আমি তোমাদের স্বেচ্ছায় বলিয়াছিলাম যে, পুনঃ পুনঃ জ্বরের পর দৌর্ব্বল্যের সময় সামান্য পরিমাণে মদ্য ব্যবহার করিও এবং তাহারও কয়মাস পূর্ব্বে আমি নিজের সম্বন্ধেও তোমায় বলিয়াছিলাম যে, 'হয়ত' ঔষধার্থে সুরাপান আমাকেও করিতে হইতে পারে। আমার যৌবনের পরমবন্ধু কয়েকজন মদ খাইতেন; সে জন্য আমার ভালবাসা যায় নাই; কিন্তু আমার পিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি বশতঃ আমি তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধেও উহা কখন স্পর্শ করি নাই।

তবে মদ্যের বিরুদ্ধে তোমাদের এত বলি কেন? আমার বিশ্বাস যে ইহাতে শরীরের এবং মনের ক্ষতি করে, মিতব্যয়িতা নাশ করে এবং অন্যান্য দোষ আনয়ন করিয়া থাকে।

"আমাদের সমাজে মদ্যপান প্রচলিত নহে; সুতরাং মদ্যপান করায় স্বসমাজকে তাচ্ছিল্য করা হয়। যাহাদের অনুকরণে এক্ষণে মদ্যপান ঘটিতেছে, তাহাদের ন্যায় আমাদের শরীর সবল নহে। বাঙ্গালী যাহারা অল্প পরিমাণে মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছে তাহারা কেহই বাড়াবাড়ি না করিয়া থাকিতে পারে নাই। হইতে পারে যে আমি যেরূপ মনে করি তোমরা তদপেক্ষা সবল এবং উহা বরদাস্ত করিতে পারিবে; কিন্তু আমি যে এত ভয় করি, তাহার কারণ তোমাদের উপর আমার ঐকান্তিক ভালবাসা এবং সেই জন্যই আমার এত দুঃখ!"

ভূদেব বাবু পারিবারিক প্রবন্ধের সন্তানের শিক্ষা প্রবন্ধে যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পুত্রদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ছেলেরা ঘোড়ায় চড়া, ডন, মুগুর, সন্তরণ প্রভৃতিতে পটু হইয়াছিলেন। ভূদেব বাবু বলিতেন, "ঘোড়ায় চড়ার মধ্যেও অধিকারা ভেদ অনেক। ঘোড়ার পিঠে থাকিতে পারা, ঘোড়ার পিঠে থাকিয়া কতকটা দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারা; ভাল রাস্তায় বা সমতল মাঠে ঘোড়াকে দৌড় করান, পাহাড়ে ও নালায় ঘোড়া চড়িয়া যাইতে পারা, ঊর্দ্ধশ্বাসের ঘোড়দৌড়ে বিশেষ আনন্দ বোধ এবং সর্ব্বশেষে অশ্বারোহী সৈনিকের ন্যায় নিজের ঘোড়ার পিঠে আঁটিয়া বসিয়া থাকিয়া অপরের সহিত ধস্তাধস্তি করা!" শেষোক্ত কার্য্য কখন করিতে হয় নাই—কিন্তু অপর সকলগুলিই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র (৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়) করিয়াছিলেন; তাঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ঘোড় সওয়ার বাঙ্গালীর

মধ্যে বিরল ছিল। * ভূদেব বাবু ঐ পুত্রকে পেনসিল দিয়া চিত্রাঙ্কন শিক্ষাও করাইয়াছিলেন। †

তাঁহার তৃতীয় পুত্র বাল্যকালে একদিন বাড়ীতে চেঁচাইয়া বলিতেছিলেন "বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু।" ভূদেব বাবু পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পশ্চিম বঙ্গ কবে বিজিত হয়?" পুত্র ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বলিলেন "১২০৩ খৃষ্টাব্দে।" "পূর্ব্ববঙ্গ?" উত্তর "আরও দুই শত বৎসর পরে।" "উড়িষ্যা?"—"আরও দুই শত বৎসর পরে।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "তবে কি শীঘ্র শীঘ্র স্বাধীনতা বিসর্জ্জনই মনুষ্যত্বের লক্ষণ?" জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় পুত্রের চক্ষু উন্মিলীত হইল। ভূদেব বাবু বলিলেন, "প্রথম মুসলমান আক্রমণের উপদ্রবে পশ্চিম বঙ্গ হইতে বহুসংখ্যক কায়স্থ ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া 'বড় নদী' পারে হিন্দু রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। প্রায় সকল কুলীন সন্তানের কয়েক পুরুষ পূর্ব্বেই পূর্ব্বাঞ্চলে আবাসের সম্বাদ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ পূর্ব্ব পুরুষদিগের আশ্রয়ের স্থান; আমাদের জ্ঞাতিদিগের বাসভূমি।" এই সুশিক্ষায় 'বাঙ্গাল' শব্দ পুত্রের মুখ হইতে আর কখন নির্গত হয় নাই।

ঐ পুত্রই আরও অল্পবয়সে একদিন মল্লিককাসিম হাট দিয়া মডেল স্কুলে যাইবার সময় জলখাবারের দুই পয়সা "কুপন" খেলায় হারিয়াছিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে মাতা তাঁহার ক্ষুধার প্রাখর্য্য দেখিয়া প্রশ্ন দ্বারায়

* যখন ইনি ডায়মণ্ডহারবারে মুন্সেফ তখন তথায় রেলপথ হয় নাই। প্রতি শনিবার বৈকালে ৩২ মাইল ঘোড়ায় আসিয়া হাবড়ায় ট্রেণ ধরিতেন এবং চুচুড়ায় বাড়ী আসিতেন। ক্লান্তি বোধ হয় কি না জিজ্ঞাসায় হাসিয়া বলিতেন "ঘোড়াদের হয়"।

† হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ থোয়েট্‌স্ সাহেবের এবং অধ্যাপক লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের মুখ এরূপ ঠিক আঁকিয়াছিলেন যে তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হইতেন; লেথ্‌ব্রিজ সাহেব একদিন তাঁহার ছবি দেখিতে পাইয়া খুব হাসিয়াছিলেন।

ঘটনা জানিতে পারেন। কয়েক দিন পরে ভূদেব বাবু স্কুল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে ঐ সম্বাদ দেওয়া হয়। তিনি পুত্রকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকেন, "সে কার পয়সা? তুই কেন পাইবি? কেন তাহার উপর লোভ করিলি?" শেষে বলেন, "ঐ চেষ্টার জন্য এই মার হইল। যদি ঐভাবে পরের পয়সা প্রকৃতই পাইতিস্ এবং বাড়ীতে আনিতিস্ ত আরও মার হইত।"* যখন অনেক বয়সে কেহ পুত্রকে জীবন বীমা (ইনসিওর) করিতে অনুরোধ করেন তখন তিনি বলেন, "আজও সেই নয়বৎসর বয়সের সময়ের পূজ্যপাদ পিতৃদেবের ক্ষোভের ও ক্রোধের স্বর কানে বাজিতেছে। 'সে কার পয়সা, তুই কেন পাইবি।' ও সব কাজ নাই। আমার পক্ষে যে জ্ঞানকৃত দোষ হইবে। ইহাতে 'লটারির' ভাব একটু আছে।"

১৮৬৯ অব্দের মে মাসে ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ৺সিদ্ধেশ্বরের দেহান্ত হওয়ার পর হইতে ভূদেব বাবুর পত্নীর দেহ ত্বরিতগতিতে ভগ্ন হইতে থাকে; পূর্ব্ব হইতেই অম্লশূল এবং শিরঃপীড়ায় শরীর জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। ভূদেব বাবু স্থান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য বাঁকিপুরের

* মনুসংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ের ৫—৯ শ্লোকে আছে:—পর দ্রব্যে স্পৃহা, অপরের অনিষ্ট চিন্তা. এবং অলীক বিষয়ে অভিনিবেশ 'মানসিক', পরুষ, মিথ্যা ও খলতাপূর্ণ বাক্য 'বাচিক', এবং চুরি, হিংসা ও পরদার 'শারীরিক' অপকার্য্য। ইহাদের সাজা, যথাক্রমে 'অন্ত্যজত্ব', 'পশুপক্ষিত্ব' এবং 'স্থাবরত্ব' প্রাপ্ত। ভূদেব বাবু বলিতেন—"হিন্দু শাস্ত্র কি সুমিষ্ট! কি সূক্ষ্ম ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে নড়িতে পারাটার অপব্যবহার করিবে—সে নড়িতে পাইবে না—বৃক্ষ প্রস্তর হইবে; যে বাক্যের অপ-ব্যবহার করিবে সে মূক জন্তু হইবে; যে মনের অপব্যবহার করিবে সে ছোট মনের জন্তু অন্ত্যজ হইবে। মনের ব্যাপার বাক্যে বা ব্যবহারে না আনায়, সাজা কম—মনুষ্যযোনির ব্যত্যয় হয় না! হিন্দু শাস্ত্রে কথায় কথায় অনন্ত নরক নাই। যথাযথ অবনতির এবং দুঃখের উল্লেখ অবশ্য আছে।"

মুরাদপুর মহল্লায় একটী বাসা করিয়া কিছুদিন পরিবারবর্গকে তথায় রাখেন। তাহার পর ৺কাশীধামে ত্রিপুরা ভৈরবীতে বাসা করেন। সকল দুঃখে কষ্টে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমাত্রেই একাধারে 'আনন্দ কানন' এবং 'মহাশ্মশান' ৺কাশীধামে কি এক অচিন্তনীয় শান্তি চিরকালই পাইয়া আসিতেছেন! যতই ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া কেহ দেশ হইতে আসুন না কেন, সকলেই কিছু না কিছু উপকার ৺কাশীতে পৌছিলেই লাভ করিয়া থাকেন। ৺কাশীর বাঙ্গালী টোলার গলি সকল এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং বাটী সকল এরূপ উচ্চ এবং নিম্নতল সকল এরূপ আলো বিহীন এবং নর্দ্দমা সকল (বহুল পরিমানে উন্নতি সাধিত হইলেও) যেরূপ ময়লা তাহাতে ঐ অংশ খুবই অস্বাস্থ্যকর স্থান হওয়ার কথা। কিন্তু প্লেগের প্রকোপের সময়েও উহা অনেক বার মহামারী হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ৺কাশীতে আসায় ভূদেব বাবুর পত্নীরও কিছু উপকার হইয়াছিল।

ইহার পর মুর্শিদাবাদ রাজসাহী পাবনা প্রভৃতির স্কুল পরিদর্শন কালে ভূদেব বাবু কিছুদিন বজরা ব্যবহার করেন এবং পত্নীকে সঙ্গে রাখেন। সময়ে সময়ে একস্থানে দুই তিন দিন বজরা বাঁধিয়া রাখিয়া পালকীযোগে স্কুল পরিদর্শনে যাইতেন। পদ্মার জল হাওয়ায় তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকিত। এক সময়ে তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্রের স্কুলের ছুটীর সময় তাহাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং নদীপথে রাজসাহীর 'চলন বিলের' মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন।

অন্য এক সময়ে ঘোড়ায় চড়িতে না জানায় অসুবিধা জলপাইগুড়ির এক স্থলে বিশিষ্টরূপে বোধ হওয়ায় ৪৫ বৎসর বয়সে প্রথম ঘোড়া চড়িতে আরম্ভ করেন। *

* ২৬।২।১৮৭০ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেনঃ—"গোবিন্! কল্য বৈকালে এমন একটী কাজ করিয়াছিলাম যাহা ইহ জন্মে কখন করা হয় নাই—ঘোড়া চড়িয়াছিলাম; পড়িয়া যাই নাই। প্রথমে শরীর এবং মাথা একবার কেমন কেমন করিয়া-

একদিন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্য রক্ষিত শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া হইতে অন্যমনস্কভাবে অবতরণ করার সময় হঠাৎ তাঁহার বাটীর সম্মুখেই পড়িয়া গিয়া তাঁহার বাম হাঁটুতে অত্যন্ত আঘাত লাগে; তজ্জন্য পাঁচ মাস কাল তাঁহাকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও শয্যাগত থাকিতে হয়। কর্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার প্রতি এতাদৃশ অনুকূল ছিলেন যে এরূপ অবস্থাতেও তাঁহাকে ছুটী লইতে হয় নাই। 'সুবিধামত আফিসের কাজ কর্ম্ম চালাইলেই হইবে এবং পরিদর্শন কার্য্য যখন করিতে সমর্থ হইবেন তখন করিবেন,' স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর গ্রে সাহেব এই কথা ডিরেক্টর সাহেবকে বলিয়া ছিলেন।

এই অসুখের সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ স্বরূপ। পিতার হাঁটুতে দারুণ বেদনা, অথচ নিদ্রার সময় ব্যতীত এক পার্শ্বে অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিতেন না; অপর কাহারও হাতের ও মাথার ঠিক এরূপ ছিল না যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সহিত একটুও না নড়িতে দিয়া হাটুটী ধরিয়া রাখিয়া ঘুরাইয়া দেয়; কয়েক মাস দিন রাত্রি এই ভাবে সেবা করিতে করিতে (১৮৭১) বিএ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে ভূদেব বাবু পুত্রকে বলিলেন, "তুমি যেরূপ সেবা করিয়াছ, তাহাতে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তুমি পাস হইবে; অনেকদিন ধরিয়া পড়া হয় নাই বলিয়া সঙ্কুচিত হইও না; পরীক্ষা দিতে যাও; পুনরাবৃত্তি ব্যতীতই অধীত বিষয় মনে পড়িবে।"—

ছিল। হঠাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে ঠিক ঐরূপ হয়। কিন্তু শীঘ্রই ঐ ভাব সারিয়া গেল; যদিও আসনে জোর পাইলাম না তথাপি বোধ হইল যেন ঘোড়া নড়িলেও পড়িয়া যাইব না। লাগামটী এক হাতে ধরিতে পারি নাই; যে পর্য্যন্ত তাহা না শিখিতেছি সে পর্য্যন্ত শান্তভাবেই থাকিব! বলিও শরীর ভাল না থাকিলে বুড়াবয়সে ঘোড়া চড়িবার ইচ্ছা হইতে পারে না। শুভার্থী শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ইহার পর একটী খুব ঠাণ্ডা ভুটীয়া টাট্টু নিজের ব্যবহারের জন্য ক্রয় করিয়া চুঁচুড়ায় আনিয়াছিলেন। তাহার নাম দিয়াছিলেন "শান্ত"।



৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়

কথা ঠিকই হইয়াছিল। পরীক্ষায় কোন বিষয়ে অধিক নম্বর হয় নাই, কিন্তু সকল বিষয়েই পাস নম্বর ঘটিয়া গিয়াছিল। ভক্তি ও প্রীতিতেই সকল মানসিক শক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে; স্মরণ শক্তি এবং বিবেচনা শক্তির বৃদ্ধি হয়। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।—ইহা ধ্রুব সত্য।

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'হতাশের আক্ষেপ' ৮৬৯ অব্দের ২৯শে জানুয়ারী এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। তাহার পর মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাবলীর অনেকগুলি উহাতে প্রকাশিত হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে (তাঁহার প্রিয় বন্ধু এবং ভূদেব বাবুর জামাতা) ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চুচুঁড়ার বাড়ীতে আসিয়া ভূদেব বাবুর সহিত দেখা করিতেন। ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা অনেকই হইত। হেম বাবু স্বদেশ ভক্তিতে পরিষিক্ত হইয়া ভূদেব বাবুরই বিশেষ প্রীতির জন্ম 'ভারত সঙ্গীত' লিখিয়া পাঠাইলে ভূদেব বাবু বলিয়া পাঠান "জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা—বাক্যটা ভারতের সম্মিলন সাধন জন্য বিধি প্রেরিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উল্লেখ করে; উহা ঠিক নয়। বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিতে হইলে নরমসুরই সঙ্গত।" তাহাতে হেম বাবু 'ভারত-বিলাপ' লিখিয়া পাঠান। উহাতে ভূদেব বাবুর উপরোক্ত পরামর্শের এবং পূর্ব্বের লিখিত অপ্রকাশিত ভারত সঙ্গীতের প্রতি লক্ষ্য আছে;—"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার"। সেটী (১০ই জুন ১৮৭০) প্রকাশিত হইল। কিন্তু ভারত সঙ্গীতের ন্যায় অতুল্য স্বদেশ ভক্তির উদ্দীপক কবিতাটী প্রকাশ না করায় দেশের ক্ষতি, এই বিবেচনায় ভূদেব বাবু উহাকে ঐতিহাসিকচিত্রে পরিবর্ত্তিত করাইয়া দেন। এডুকেশন গেজেটে যখন উহা প্রকাশিত হইল

তখন উহাতে "শিবজী নয়নে হানিয়া বিজলী" ছিল এবং "সুগৌরাঙ্গতনু সন্ন্যাসীর ঠাট" অংশ বর্জ্জিত হইয়াছিল। ভূদেব বাবু বলিতেন,—"ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে স্বদেশ ভক্তির উদ্দীপক কথা দিলে মনও সরস হয়, উচ্চ ভাবেরও আলোচনা হয়, অথচ প্রকৃত পক্ষে শান্ত সংযত হিন্দুর দেশে আইন ভঙ্গের বা রাষ্ট্র বিপ্লবের জন্য উত্তেজনাও হয় না।" তিনি সামাজিক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন:—"তোমাদের (আইরিশদের) যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৈস। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজ বিদ্রোহ করিতে চাই না।—আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের নিকট যদি চাকুরি করিতে হয় তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করি। মুসলমানকে, পশ্চিমে লোককে, দক্ষিণাঞ্চল বাসীকে অশ্রদ্ধা করা অতিশয় দুষ্য মনে করি—আর সন্তান সন্ততিকে দৃঢ়কায় পরিশ্রমী বিদ্বান্, স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে যত্ন করি।"

কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতের মুসলমান যুগের ঘটনায় স্বদেশ ভক্তির চিত্র অঙ্কিত করিলেই হিন্দুর মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ প্রকট হয় এবং মুসলমানের ক্ষোভ হয়। কিন্তু ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন—"আলাউদ্দীন দ্বারা চিতোর ধ্বংস, কালে এবং অবস্থায়, এখন এতই দূরে পড়িয়া গিয়াছে যে, তদুপলক্ষ্যে পদ্মিনী উপাখ্যানের—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে॥"—ইত্যাদি মধুর কবিতা এখন ভারতের হিন্দু মুসলমান সমভাবেই উপভোগ করিতে

পারেন; বস্তুতঃ সেরূপ ঘটনা ভারতবাসী কোন মুসলমান আর কল্পনাতেও পুনরভিনয়ের প্রয়াসী নহেন।”

সে যাহা হউক, ১৮৭০ অব্দের ২২শে জুলাইয়ের এডুকেশন গেজেটে ‘ভারত সঙ্গীত’ প্রকাশিত হইলে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টার রবিন্‌সন সাহেব * এক বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিলেন। তিনি ‘যবন’ শব্দের অনুবাদ করিলেন ‘বৈদেশিক’ (ফরেনার) এবং মহারাষ্ট্রীয় ‘শিবাজী’কে ঐতিহাসিক ভাব বৰ্জ্জিত করিয়া ‘শিউজী’ বানান করিলেন! গবর্ণমেণ্ট হইতে উভয় কবিতার জন্য কৈফিয়ৎ তলব হইল। ভূদেব বাবু ভারত বিলাপ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “উহার বিরুদ্ধে বড় জোর এই বলা যাইতে পারে যে, ইহজন্মের ভাল ভাল জিনিষের অংশ ইংরাজেরাই অধিক এবং এদেশীয়েরা কম পাইয়া থাকেন—লেখকের ইহাতে দুঃখ প্রকাশ আছে।” † ভারত সঙ্গীত সম্বন্ধে দেখাইলেন যে, উহা ঐতিহাসিক চিত্র এবং যবন শব্দে বৈদেশিক বুঝায় না; আইওনীয়, ইয়ুনানী বা গ্রীক বুঝাইত; কিন্তু এখন মুসলমানকেই বুঝায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা মঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন—

* সরকারী অনুবাদক যে একজন কৃতবিদ্য দেশীয় লোক হওয়াই সঙ্গত, পরে তাহা বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. ৺চন্দ্রনাথ বসু শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি সুযোগ্য ব্যক্তিদিগকে এই দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রবিনসন সাহেব “গোপালে উড়ের যাত্রা” নামক সঙ্গীতে পূর্ণ পুস্তকের নাম ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন “দি ফ্লাইং জর্নি অফ দি কাউ হার্ড (গোপালকের উডডীয়মান হইয়া গমন), অক্রুর সম্বাদের “অনুবাদ করিয়াছিলেন “নন্‌ক্রুকেড ইন্‌টেলিজেন্‌স (সরল সমাচার)। কোন বাঙ্গালী অনুবাদকের এরূপ করা ত সম্ভবই নয়—তাঁহারা স্বর্ণলতাকে “গোলডেন ক্রীপার” বলেন না—“স্বর্ণলতা (একটী নাম)” এই ভাবে পরিচয় দিয়া থাকেন।

† The worst thing that can be said against it is, that it regrets that the good things of life should fall so much in the share of the English and so little into that of the natives of the soil.

যবন হইতে ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নৎ॥

এখানে যবনে এবং ফিরিঙ্গী বা ফ্রাঙ্ক বা ইউরোপীয়তে সুস্পষ্টই প্রভেদ করা হইয়াছে। 'শিউজীর' এবং 'বৈদেশিকের' জন্য রবিনসন সাহেব একটু তিরস্কার খাইয়া ব্যাপারটা শেষ হইল।

ভূদেব বাবু স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে কোন সহরে গেলে তত্রত্য কমিশনর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতির সহিত যেমন দেখা করিতেন সেইরূপ বাঙ্গালী ও বিহারী জমিদার, মহাজন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী দেশীয় হাকিম, উকীল, শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী, এবং উচ্চ আমলাদেরও বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখা করিতেন। তিনি বলিতেন, "ভারতবর্ষে চাকরীর বেতনের পরিমাণে সমাজে কেহ উচ্চ নীচ হয় না। এখানে ধনের গৌরব বিদ্যার এবং আভিজাত্যের গৌরবের নিম্নে এবং আফিসের বাহিরে সকলেই স্বদেশীয় এবং সকলেই ভদ্রলোক—সেখানে উচ্চ নীচ নাই।"

এ বিষয়ে একটী প্রকৃত ঘটনার কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহরমপুরে থাকার সময় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ভূদেববাবুর বাসায় একত্র হইয়া নানা বিষয়ে বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিতেন।* বঙ্কিম বাবু তখন বহরমপুরে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। [বঙ্কিম বাবু ইহার পর যখন হুগলীতে চাকরী করেন তখনও ভূদেব বাবুর চুঁচুড়ার বাড়ীতে ৺গঙ্গাতীরের বারাণ্ডায় বসিয়া ঐরূপ কথোপকথনে বা পুস্তক পাঠে যোগ দিতেন।] বহরমপুরের কালেক্টরীর একজন প্রধান আমলাও ভূদেব বাবুর বহরমপুরের বাসায় ঐ বৈঠকে মধ্যে মধ্যে আসিতেন এবং সকলের সহিত

* কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।

একত্রে বসিয়া আনন্দে কথাবার্ত্তায় যোগ দিতেন। একদিন বঙ্কিম বাবু সেখানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে আমলাটী আসিয়া সকলের সহিত বসিলে বঙ্কিম বাবু হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দুই একদিন পরে আবার এমন ঘটিল যে, ঐ আমলাটী তথায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে বঙ্কিম বাবু আসিয়া উহাঁকে দেখিয়া আর বসিলেন না, "কাজ একটা মনে পড়িল" বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ যে ঘটিতেছে তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহার পরদিন ভূদেব বাবুকে বলেন, "আমলা-দের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?" তাহাতে ভূদেব বাবু বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, চাকরীর পদমর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে; চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকরী করে না—সিবিলিয়ান কমিশনর ইয়ুরোপীয় সবডেপুটীর সহিত 'ক্লবে' মিশেন।" এ সকল কথা বঙ্কিম বাবুর মনঃপূত হইল না। "সবডেপুটীরা আমলাদলের নয়"—সেদিন একটু ক্ষুণ্ণভাবে ইহা বলিয়াই অন্য কথাবার্ত্তা পাড়িলেন। সাত আটদিন ও বিষয়ের আর কোন উল্লেখ হইল না। বঙ্কিম বাবু সকলের অগ্রে অল্প সময়ের জন্য আসিতে লাগিলেন। "কন্যাদের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইতেছে। যাহাদের কুল আছে, তাহাদের বিদ্যা নাই; যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে তাহাদের ভাল অন্ন সংস্থান নাই"—একদিন ভূদেব বাবু এরূপ কথাবার্ত্তা পাড়িলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "একটী কন্যার বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি।" তখন অন্য কেহ উপস্থিত ছিলেন না। ভূদেব বাবু বলিলেন, "তোমাদেরই ঘর, পুরুষে তোমার চেয়ে কিছু উঁচু, একজন আছেন। ছেলে এবারে প্রথম বিভাগে বি এ পাস হইয়াছে; ছেলে মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে; বাপ কেরানীগিরি করেন এবং বলেন ছেলের সম্পত্তি হইতে খাইব কেন?

কোম্পানির কাগজের সুদ বাহির করার এমন কোন অসুবিধা নাই যে, ছেলের বিষয় রক্ষার সাহায্য করিতে নিজে খাটিয়া খাইবার সময় পাইব না! সে লোকটীকে তুমি জান; এখানের কালেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে লাগিতে পারে।" বঙ্কিম বাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন, "কে?—তাঁহার ছেলে এত ভাল আর তাঁহার মন এত উচ্চ এবং কুলেও এরূপ? তাহাত জানিতাম না!" তখন ভূদেব বাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিম বাবু সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এটা সে দিনকার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল। আপনার কাছে আসিয়া যদি সংশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব!" বঙ্কিম বাবু ইহার পরে খুব উচ্চ হাস্য করিয়া সরল ভাবে বলিলেন, "সত্য সত্যই মনে হইতেছিল যে ছুটী লইয়া কলিকাতা হইতে ঐ বিবাহ দেওয়া যায়। যেখানে অবস্থা বিশেষে কন্যাদানের কথাও মনে উঠিতে পারে, সেখানে আর আফিসের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায়? এ বিষয়ে আমার বড়ই ভ্রম ছিল!"

৺মধুসূদন দত্তের সহিত ভূদেব বাবুর বাল্যের ভালবাসা কখনই যায় নাই—কিন্তু বিজাতীয় আচার ব্যবহারের দোষে মধুসূদন কি অপূর্ব্ব প্রতিভাই নাশ করিয়া ফেলিতেছিলেন তাহা সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ক্ষোভও অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচুড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের মত চেহারা ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জল ছিল না, পূর্ব্বের সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। ঠোঁট পুরু এবং শরীর ও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া

আমার সহিত কথা বার্ত্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি-পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব!" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া থাকিবে। আমার মায়ের কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মায়ের নাম আনিতে পারিলাম না; কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে প্রকৃতির হস্তে-বিনির্ম্মিত প্রোজ্জ্বল প্রতিভা-সম্পন্ন এবং যশোলিপ্সু পবিত্র মানব রত্ন ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় শিক্ষা সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত এবং কবির চক্ষে নিমে দত্তের আদর্শীভূত।

"ইহার কিছুদিন পরে মধু হেক্টর বধ কাব্যরচনা করে এবং আমাকে কোন কথা না জানাইয়া পুস্তকখানি আমারই নামে উৎসর্গ করে। এতদিন পরস্পরে সংস্রব রহিত থাকিলেও আমার প্রতি মধুর বরাবরই যে একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, উল্লিখিত উৎসর্গ-ব্যাপার তাহারই প্রমাণস্বরূপ বই আর কি?" *

হেক্টর বধ কাব্যের উৎসর্গ পত্রে আছে:—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি ৩।৪ মাস স্বকর্ম্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্থ উরূপা খণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ইলিয়াস নামক

---

* [শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেলের জীবন চরিতের পরিশিষ্টে ভূদেব বাবুর (১৭।৪।১৮৯৩) পত্র।]

কাব্য সদা সর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, এ অপূর্ব্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ডভাষানভিজ্ঞ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তক খানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি। একস্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে) সে টুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের পর জনসমূহসমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপরি উক্ত কারণটী মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ত্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।

"এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

"মহাকাব্য রচয়িতাকুলের মধ্যে ইলিয়াস রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবন চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কার শাস্ত্রগুরু অরিস্ততালীসের মতে মহাকাব্য বটে; কিন্তু ইলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মাহাত্ম্য ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার

মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল যে, সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ যে, তাঁহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে যে, আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই; তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম করিতে হইত এবং সে পরিশ্রমও যে সর্ব্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি ও হইব, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত,

সন ইং—১৮৭১ সাল। ৬নং লাউডন্ ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী।

১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত হেক্টর বধে এই উৎসর্গ পত্র দেখিয়া ভূদেব বাবু মাইকেলকে ঐ বৎসরে ২৮শে মার্চ্চ নিম্নলিখিত পত্র চুঁচুড়া হইতে লিখিয়াছিলেন—

পরম প্রণয়াস্পদশ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয় মহোদয়েষু—

ভাই,

তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধকাব্য গ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবনসুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষ-

রূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব আমার জীবনের একটী মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধন পূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে! সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টরবধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ, তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাকে নূতন অলঙ্কার মালায় ভূষিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। ভাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

"কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সঙ্গত হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অল্পবয়সেই ইংরাজী ভাষার মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলে; যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার

ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে কয়খানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয় কোন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর। তোমার বাঙ্গলা কাব্যগুলি তোমাকে এত-দ্দেশীয় শিক্ষিতদলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের পথ প্রদর্শক স্বরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময় তোমার মন স্বচ্ছন্দ, সাংসারিক শ্রী বর্দ্ধনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চিরপ্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

ত্বদীয়

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১২৭৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৮৬৯) ঊনবিংশ পুরাণ (স্বয়ম্বরা-ভাসপর্ব্ব) নামে একখানি পুস্তক বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ভূদেব বাবুর কোন প্রিয় শিষ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া এবং তাঁহারই নিকটে বসিয়া ঐ পুস্তক খানি রচনা করেন। কাটকুট করিতে করিতে রচনা এক-রূপ ভূদেব বাবুরই দাঁড়াইয়া যায়। [ভূদেব বাবুর পুষ্পাঞ্জলি পুস্তক খানি ঐ ঊনবিংশ পুরাণেরই তীর্থদর্শন পর্ব্ব স্বরূপে প্রথম লেখা হইয়াছিল।] শেষ অধ্যায়টী সম্পূর্ণ ভাবেই ভূদেব বাবুর নিজের লেখা। উহাতে ভূদেব বাবুর কবিত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং যোগীজনসুলভ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সুপ্রকাশিত। প্রাকৃতিক শক্তিতে যাহা ঘটে মহাত্মারা তাহা পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পান এবং সেইদিকে লোকের মন ফিরাইয়া রাখেন। ভূদেব বাবুকে "বৈধ স্বদেশী যুগের প্রবর্ত্তক" বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পুস্তক খানি ডিমাই আট পেজি ৫৪ পৃষ্ঠার; ইংলিশ অক্ষরে ছাপা। এখন আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

উপক্রমণিকাধ্যায়ে আছে।—(১) জম্বুদ্বীপে মধুমান নামে একটী দেশ আছে। তত্রত্য অজ্ঞানান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বা অন্ধবঙ্গ আপন অজ্ঞানান্ধতা মোচন করিবার মানসে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা দেব-কুলকে পরিতুষ্ট করেন। সুপ্রসন্ন সুরগণ তাঁহার অভীষ্ট সাধনার্থ মহর্ষি বেদব্যাসকে অনুরোধ করিলেন। ঋষিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী শূদ্রবংশোদ্ভব চিন্তাশীলের দ্বারা তাঁহাকে ইহা শুনাইবার মানসে সেই মন্ত্রীবরের জিহ্বাগ্রে ইহার বীজ রোপিত করিলেন।

(২) প্রথম অধ্যায়—অধিভারতীর বিপদ।—ইহার প্রথমেই অষ্টাদশ পুরাণ হইতে উদ্ধৃত—'বিপদে পতিতা কৃষ্ণা দুষ্ট দুর্য্যোধন। ছলে বলে করে বুঝি অভীষ্ট সাধন॥'—ভারতভূমির উপরিস্থ নভঃ প্রদেশে অধিভারতীর বাস নগরী; তত্রত্য উদ্যান প্রভৃতির হরিৎ শোভা সকলেরই মনো-হরণ করে। কোন সময়ে দেবী অধিভারতীর প্রাণাধিক ভর্তা আর্য্য-স্বামী যবনদিগের অধিদৈত্য যাবনিক হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। যাবনিক ক্রমে ব্যসন নিমগ্ন হইয়া এমন হীনবল হইয়াছিল যে দেবী পুত্রদিগের ছেলে ঝগড়াতেই উহার কর্তৃত্ব বিনাশের সম্ভাবনা হইল। এমন সময়ে আর্য্যপুরের বায়ুকোনস্থ নভোদেশবাসী দৈত্যদিগের আগমন হইল। চতুর সেণ্ট ডেনিস্ এবং সেণ্ট জর্জ যাবনিকদিগের সহিত দেবীপুত্র-দিগের ঝগড়ায় পক্ষাবলম্বন করিয়া নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে থাকেন; পরে সেণ্ট জর্জই আর্য্যপুরের প্রায় সমস্ত ভাগেই কর্তৃত্ব লাভ করেন। ক্ষমতা লাভে জর্জ গর্ব্বিত হইয়া পড়ায় এবং তাহার কয়েক-জন কর্ম্মচারী দেবীপুত্রগণের অবমাননা করায় তাহারা ঝগড়াতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু নগরীর পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম বাসী দেবী পুত্রেরা এই ঝগড়ায় লিপ্ত হয় নাই। যাহারা ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তাহাদের বিজ্ঞতা ছিলনা; এবং উহারা জর্জের হতভাগ্য কর্ম্মচারীদিগকে সপরিবারে

নিপীড়িত করিয়া বড়ই অপকর্ম্ম করিয়াছিল। ঝগড়া অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর জর্জ অধিভারতীর পুত্রগণের ছড়ি লাঠি কাড়িয়া লয়। কিন্তু উহাতে স্বজনতা লাভ হয় না; কালে দুর্ব্বল ও সবল হয়; বালুকা রেনুও সমুদ্র গর্ভে পড়িয়া চাপে সংহত হইয়া প্রস্তরে পরিণত হয়; প্রীতিতেই স্বজনতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

(৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাবনিক দৈত্যদিগের বরসজ্জা।—'নিপীড়িতা সীতা সতী অশোক কাননে। তাঁহার প্রণয় আশা রাবণের মনে॥'—অধিভারতীকে বিধবা বিবাহ করিবার জন্য বরবেশে জর্জ সিংহবাহনে সারমেয় সহ আসিল। মিষ্টভাষী সেণ্ট ডেনিস ঈগল বাহনে আর্য্যপুরের বাহিরে উহার পূর্ব্ব সীমার নিকট আসিল। সেণ্ট নিকোলস আর্য্য পুরের বাহিরে উত্তর পশ্চিম কোনে গৃধ্র বাহনে শ্বেত ভল্লুক সহ উপস্থিত হইল। সেণ্টেরা পরস্পরকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল যে তাহারা পত্নীদিগকে পীড়ন করে। নিকোলস জর্জকে বলিল 'আপনার স্বামিধর্ম্ম পালনত 'আইরিয়া', 'নিউজিলিয়া 'এবং 'আমিরার' মত ক্রমশঃ জর্জরীকরণ বা সাক্ষাৎ বিনাশন। কৃষ্ণবর্ণা হাবিশা বালিকাটীর বৈধব্য সাধনই বা কিরূপ কার্য্য?" জর্জ বলিল "আপনি পোলণ্ডীয়ার কি দুরবস্থাই না করিয়াছেন! সীথিয়া দানবীকে বলাৎকারে গ্রহণ করিলেন। আর ডেনিসের যদি এতই সুপালন তবে 'আলজিরা' এতবিদ্রোহ করে কেন? বিদ্রোহই কি সুপালনের ফল? আর সেদিন 'মেক্‌সিকিয়া'কে গ্রহণ চেষ্টা এবং 'আনামিয়ার' কথাই বিবেচনা করা হউক।" দৈত্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বরবেশ লুপ্ত হইল। *

(৪) তৃতীয় অধ্যায়ে অধিভারতীর ভাবান্তর।—'কালান্তক যমরাজ

* সেণ্ট জর্জ, সেণ্ট ডেনিস্ এবং সেণ্ট নিকোলস্ যথাক্রমে ইংলণ্ড. ফ্রান্স এবং রুসিয়ার প্রধান সেণ্ট বা পীর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। আইরিয়া=আয়র্লণ্ড, নিউজিলিয়া=নিউজিলণ্ড, আমিরা=আমেরিকা, হাবিশা=আবিসিনিয়া, পোলণ্ডীয়া=পোলণ্ড, সীথিয়া=তুর্কিস্থান, আলজিরা=আলজিরিয়া, মেক্‌সিকিয়া=মেক্‌সিকো, আনামিয়া=আনাম।

দাঁড়ায়ে দুর্জ্জয়। সম্মুখে সাবিত্রী সতী নাহি কোন ভয়॥' জর্জের এবং ব্রহ্মচারিণী দেব পূজার জন্য পুষ্পচয়ণ নিরতা অধিভারতীর কথাবার্ত্তা হয়। দেবী বলিলেন "তুমি দেওয়ান হইয়া সুব্যবস্থা করিতেছ না; কায়ক্লেশে আমার বাছারা যে অতিরিক্ত কৃষিলব্ধ দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে তাহা কতকগুলা বালি ক্ষারের বাসন, ছুরি, কাঁচি কাপড় দিয়া লইয়া যাইতেছ; তুমি কাপড় প্রভৃতি আনাইয়া দিতেছ, আমার পুত্রগণ বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি সকল শিল্পকার্য্য ভুলিয়া যাইতেছে; তোমার পরিবারেরা শস্য লইয়া অর্থ দিতেছে; তাহার কতক তোমার অত্রত্য কর্ম্মচারীরা বেতন স্বরূপে তোমার স্বপুরে লইয়া যাইতেছে, আর ভবিষ্যতে এখানে কর্ম্ম করিতে পারে, এই বলিয়া তোমার বাটীর কতকগুলি কর্ম্মচারীকে বেতন দিবার জন্য অবশিষ্ট টাকা বাটী পাঠাইতেছ। আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইলেই দেশের শোষণ বুঝায়। বিচারালয়ে অপরিমিত খরচ বৃদ্ধি হইতেছে; পূর্ব্বে মুখ্যমণ্ডলে বিচার করিত; ব্যয় বাহুল্য, জাল, ফেরেবির প্রশ্রয় ছিল না। পুলিশের বড় বড় পদেও নির্ব্বোধ ষণ্ডা দেখা যায়; শিক্ষা যাহা দিতেছ তাহাতে 'গ্যাড্ ম্যাড ফিস্ ফাস্' শিখিয়া আমার পেটের ছেলেরা পরের মাকে 'মা' বলিতে ব্যগ্র। তোমার শিক্ষাত নয় যাদুমন্ত্রে বশীকরণ। সন্তানের ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারেই জননীর সকল দুঃখ চাপা পড়ে। সেদিন আমার সেই মনোমোহন পুত্রটীকে কি বঞ্চনাই করিলে; উচ্চ পদলাভের উপায় তোমার বায়ব্যপুরের উচ্চস্থানে রাখিয়া দিয়াছ। আমার দুই একটী পুত্র যখন দেখাইল যে তাহারা অক্ষম নহে, অমনি বয়সের এমন ব্যবস্থা করিলে যেন বাছারা কেহ সেখানে যাইতে না পারে। সৈনিক পদ না দেওয়ায় ছেলেরা হীনবীর্য্য হইতেছে। এ বিষয়ে যাবনিক প্রশংসনীয় ছিল; ন্যায় বিচারেও ভাল ছিল; এত প্লীহাফাটার উল্লেখ হইত না। সেদিন আমার 'চন্দ্র' সদৃশ সুন্দর এবং 'কুমার' সদৃশ বীর কলেবর পুত্র

তোমার কাছে সৈনিক পদ প্রর্থনা করে; আর তুমি কি নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরাশ করিলে!

তোমার স্কুলে পড়িয়া আমার ছেলেরা এখন হাঁচি টিকৃটিকী দেশী ভূত প্রেত মানেনা—তাহাতে এমন বেশী লাভটা কি? আমাদের দিন ক্ষণ মানিবার প্রণালী কার্য্যবাধক নহে। প্রয়োজন হইলে সেই প্রণালীর মতবিশেষে সকল সময়েই যাত্রাদি করা যাইতে পারে। তাহারা আবার কতকগুলি বিদেশীয় ভূতকে মনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

আমার ছেলেদের উপধর্ম্ম ঘুচান সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাল তাহা আমার ছেলেরাই করিয়া লইতেছে। আমার বাছাদের মধ্যে যাহাদের মনে বিদেশীয় ধর্ম্ম লব্ধ-পদ হয় তাহারাই আমাকে ঘৃণা করিতে থাকে। পূর্ব্বে আমার যাবতীয় সন্তানেরাই কুসংস্কারাবিষ্ট ছিল না; যাহারা ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্র পড়ে তাহাদের কুসংস্কার থাকিতে পারে না। যাবনিকের আমলের শেষভাগে আমার কয়েকটী ছেলে পূর্ব্ব মধ্য এবং পশ্চিমোত্তর বিভাগে ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিল;—সংস্কৃত দর্শনের সহিত সংযুক্ত হইলেই সেই আলোচনায় পূর্ণ ফল হইত। আমার যে সকল ছেলে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিত তাহারা এমন ক্ষীণজীর্ণ হইত না। তোমার শিক্ষা প্রাপ্তেরা অসংযত, অল্পায়ু, সুরাপায়ী হইতেছে। যখন পালনভার লইয়াছ, তখন আমার সন্তানেরা যে রূপেই বিনষ্ট হউক না, দোষ তোমার উপরই পড়িবে। তুমি সকল বিষয়েই ঠেকো হইয়া থাকায় আমার সন্তানদিগের নিজেদের পায়ে শক্তি হইতে পারিতেছে না; স্বাবলম্বনের পথ পাইতেছে না। অশ্বজীবনের অপেক্ষাও হীন জীবন উহাদের হইতেছে—লোকে অশ্বকে বলিষ্ঠ রাখিবার যত্ন করে। সেদিন তোমার কয়েকটী ভাল ছেলে প্রস্তাব করিলেন যে তোমার স্বপুরের মহতী সভায় আর্য্যপুরীয়দিগকে

প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা 'সরলভাবে' করিলে তথায় হেথা হইতে এত সংখ্যক প্রতিনিধি যাইবে যে আমার ছেলেরাই তথায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িবে—অতএব তাহা কদাচ করিতে পার না। ব্যবস্থাপক সভায় এবং উচ্চ বিচারালয়ে আমার দুই একটী ছেলেকে লইয়াছ, কিন্তু তথায় তাহারা তোমার অত লোকের মধ্যে স্বমত প্রকাশ করিয়া কাজ করিতে পারে না। তদপেক্ষা নিম্নতর কার্য্যগুলিতে তোমার পরিবারবর্গের পরিবর্ত্তে ইহাদের অধিক পরিমাণে দিলে আপনাদের মত চালনা ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে। আমার ছেলেরা মোটা ভাত খাউক, চরকার সূতার কাপড় পরুক, চটি জুতা পায়ে দিউক—মোজা বুট জুতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় নহে। * মহারাজ! দেবীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তির উপমাস্থল কোথাও নাই! স্থির বিদ্যুৎ ঐ দেবকান্তির নিকট

* [অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ইংরাজের উদারতার অপরিসীম বৃদ্ধি হইয়াছে। বোয়ার পূর্ণ-প্রীতি পাইয়াছে; আয়র্লণ্ড পাইবে—ভারতেও অনেক উন্নতি দৃষ্ট হইবে। বড়লাটের "ফুলার মিনিটের" পর প্লীহাফাটার কথাও কম শুনা যায়। সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ চিন্তাশীল এবং উদারহৃদয়—কয়েকজন মহাত্মা ভারতকে সবল এবং সন্তুষ্ট করাতেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার এবং কোন জাতিকেই যে একালে 'চিরদিন পরাধীনতায় রাখিয়া শোষিত করা অসম্ভব', তাহা বুঝিতে পারিতেছেন এবং সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন বা 'হোমরুল' না দিলে যে বৈদেশিক শাসনের সকল প্রকার ক্রটী কাটিতে পারে না, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। "সামাজিক প্রবন্ধা"দি যাহা পরে করিয়াছে, এই পুস্তক স্বদেশ সম্বন্ধে সেই শিক্ষাদান-কার্য্য বিশেষ চিন্তাশীল কয়েকজন লোকের মধ্যে তখন প্রথমে সুরু করিয়াছিল। সামাজিক প্রবন্ধ সেই কথাকে উপযুক্ত সময়ে সুপ্রচারিত করিয়া এদেশীয় লোকদিগের "অজ্ঞানান্ধতা" ঘুচাইয়াছে—এখন ভারতের হিন্দু মুসলমান, জৈন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই "মাতা অধিভারতীর সন্তান" বলিয়া নিজেদের বুঝিতেছেন। মহাসাম্রাজ্যের মধ্যে যে ভারত একটা তুল্যমূল্য এবং সম্মিলিত অংশ ভাবে (ফেডারেটেড্) থাকিবার উপযুক্ত তাহা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতের সহায়তায় প্রমাণিত হইয়াছে; এবং সৈনিক পদ, ভলাণ্টিয়ারের পদ দেওয়ার সুরও একটু হইয়াছে। মহাত্মার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বুঝিবার শক্তি এত দিনে তাঁহারা প্রাণাপেক্ষাপ্রিয় স্বদেশবাসীরা অনেকটা পাইয়া তাহা কংগ্রেসে প্রকাশ করিয়াছেন।]

মলিন হইয়া যায়। যাবতীয় দেবগণের তেজঃ একত্র সংহত হইলেও ওরূপ প্রখর তেজোরাশি সমুদ্ভূত হয় না। যদি জর্জ ঐ তেজোরাশি প্রভাবে দর্শন শক্তি বিহীন না হইয়া সেই সময়ে দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিত, তবে বিশ্বরূপিণী মহাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া একেবারেই অনঘ এবং মুক্ত হইতে পারিত!

(৬) শেষের অধ্যায়টী ব্রহ্মসংবাদ।—'তারকের নিপীড়ন নিবারণ আশে। দেবের গমন হয় বিধাতা সকাশে॥' পরদিবস ব্যাসানুগৃহীত চিন্তাশীল যথাপূর্ব্ব অন্ধরাজকে কহিতে লাগিলেন ;—

"মহারাজ! এক্ষণে পৃথিবীতে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বস্তু রহিয়াছে পূর্ব্বে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল; তাহারও পূর্ব্বে দ্রব্যভেদ তদপেক্ষাও ন্যূন ছিল এবং তাহারও পূর্ব্বে এই পৃথিবীমণ্ডল হুতাশন প্রজ্বলিত একটি প্রকাণ্ড বাষ্পরাশি মাত্র ছিল। যদি তাহারও পূর্ব্বকাল স্মরণ করা যায়, তবে পৃথিবীকে 'তৎসবিতু' গর্ভ মধ্যেই দেখিতে হয়—তখন উহা সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রসূত হইয়া পৃথক শরীর পরিগ্রহ করে নাই। এইরূপে কাল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিলে ভূলোক বা জনলোক, তদুত্তরে সূর্য্যলোক বা তপোলোক এবং সর্ব্বশেষে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক দর্শন হয়।

অধিভারতীর চির সহচরী চিন্তাদেবী এক্ষণে সেই বিশ্বযোনির ভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। বোধ হইল ভগবান সৃষ্টি ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। দেবী যথোচিত অভিবাদনাদি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটস্থ হইলেন। বিশ্বযোনি তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—

"বৎসে! তোমার আগমন কারণ ও আর্য্যপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। ক্ষেমপাত্রী অধিভারতীকে আমার আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিবে, জর্জারের দেওয়ানীতে মাতা নিজ সন্তানগণের যে অধঃপাত

আশঙ্কা করেন, তাহা অকারণ। তিনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি সাংঘাতিক বিপৎ পরম্পরায় পতিত হইয়াও ক্রমে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহার বিনাশ সহজ হয় না। ভারতীয় সন্তানগণের কষ্ট যখন সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তখনই ভগবতী ভবিতব্যতা তাহার সাংঘাতিকতার নিবারণ করিয়াছেন। কাল যাবনিক বীরবর মসিদনের আক্রমণ বিলক্ষণ বিপজ্জনক বলিতে হইবে, কিন্তু দৈবানুকূল্যে তাহার বিষময় ফল ফলিতে পায় নাই। যাবনিক সমুদায় বিজিত নগরীর রূপান্তর করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম ও আচার প্রণালীর গুণে আর্য্যপুরের বিশেষ হানি করিতে পারে নাই। দুর্দ্দান্ত জিজ্ঞাসুর প্রলয়কর বজ্র দৃষ্টিও তথায় পতিত হয় নাই। যাবনিকের অত্যাচার শ্রীমানদিগের সাংঘাতিক হইবার উপক্রমেই শিবজিৎকে উপলক্ষ করিয়া তাহার নিবারণ করা হয়। আর্য্যপুরে জর্জারের পরিবারদিগের বসতি হইবার উপক্রম হইল, ওদিকে অমনি আমেরিকার স্বাধীনতা সম্পাদনে তাহা নিরাকৃত করা হইল।* যাবনিক কৃষ্ণের ধর্ম্ম প্রণালীর প্রবেশে আর্য্যপুরবাসিদিগের জাতীয়ভাব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ভবিতব্যতা দেবী সেই রামরঞ্জনের উপলক্ষে সনাতন বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার অপনয়ন করিলেন। জর্জারের শিল্পকৌশলে ও রাজনীতি কূটতায় তাহাদিগের শিল্প বিলয় ও শারীরিক শীর্ণতার সম্ভাবনা হইয়াছে; এদিকে তাহার প্রতিবিধানের উপায়ও একরূপ সৃষ্ট হইতেছে। এ সকলে আর্য্যপুরের রক্ষা সম্ভাবনা না করিয়া, কিরূপে কেবল বিনাশ সম্ভাবনাই করিয়াছেন?"

ভগবান এই বলিয়া নিরস্ত হইলে চিন্তাদেবী কহিলেন—"পিতঃ!

* স্বায়ত্ব শাসন প্রাপ্ত নাতিশীতোষ্ণ মার্কিন দেশে যথেষ্ট খালি জমি এবং ইউরোপীয় প্রতিবাসী পাওয়ায় ইউরোপীয় উপনিবেশিকেরা তথায় যাইতে থাকে; এখনও সেই কারণে তথায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, কানেডায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছে।

দেবীর পুত্রগণের প্রতি এরূপ দুর্ঘটনা সকল ঘটিবার কারণ কি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কহিয়া চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।" বিশ্বযোনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"তাহার কারণ মাতাকে এই জানাইবে যে, জগতে আস্তিকতা ও ভক্তিমত্বাই সুখ, শান্তি, ও উন্নতির সাধন। বৎস আর্য্যস্বামী যতদিন আস্তিক ও ভক্তিমান ছিলেন, আর্য্যপুর ততদিন নিরাপদই ছিল। পাবনিক কৃষ্ণের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার মনে নাস্তিকতার * সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল তদবধিই এই সংকট শ্রেণী সংঘটিত হইতেছে।" চিন্তাদেবী তৎকালে উত্তার নয়নে চতুর্ম্মুখের শিরোদেশের উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন। ভগবান কহিলেন ;—"ওদিকে কিছুই নাই—অন্ধতমসাবৃত অনন্ত আকাশ এবং অনন্তকাল মাত্র বিরাজ করিতেছে! ওদিকে কাহার দৃষ্টি প্রবেশ করে না—ওদিকে আমার মুখ নাই। নিম্নভাগে দৃষ্টি কর।" চিন্তাদেবী দেখিলেন ভগবানের হস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে একটী জ্যোতির্ম্ময় বারিধারা নিঃসৃত হইতেছে। ঐ পবিত্র বারি দ্বারা কাল সমুদ্রের একভাগ আলোকিত এবং পূণিত হইয়া আছে ; কিন্তু ঐ সমুদ্রের অপর ভাগ শুষ্ক

---

* ব্রাহ্মণের ঘোর অবনতির জন্য—ধর্ম্মের গ্লানি ঘটাতেই—বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্যান্য অবতারে দৈত্যদানব রাক্ষসাদির—বাহিরের লোকের—অত্যাচার এবং পরশুরাম অবতারে ক্ষত্রিয়ের দুর্ব্ব্যবহার নিরাকৃত হইয়াছিল। ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের বিরোধীরূপে আসিয়া বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণেরই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তখনকার ব্রাহ্মণ একান্তই ভোগাভিলাষী লোভী এবং অধার্ম্মিক হইয়াছিল। ব্রাহ্মণমন্ত্রী রাজাকে হত্যা করিয়া স্বায় পুত্রকে রাজা করিতে সঙ্কোচ করিত না! 'রাজাদিগের পুত্র হইতে ভয় আছে, এজন্য পুত্র হত্যা করা নীতি সিদ্ধ' বলিতে ছিল।—রাজকুমারদিগের সংযমে এবং কুলধর্ম্মে সুশিক্ষা দানই প্রকৃষ্ট উপায় ইহা বলে নাই! বাহ্য যজ্ঞের আড়ম্বর ক্রমাগত বাড়াইয়া ভিতরের ধর্ম্মহীনতার প্রচ্ছাদন চেষ্টা খুবই করিয়াছিল। বুদ্ধদেব নাস্তিকতার শিক্ষা দেন নাই ; অনধিকারী শিষ্যকে ব্রহ্মসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "সে কথায় তোমার কাজ কি"—অর্থাৎ তুমি শমদম প্রভৃতি করিতে থাক, (অথ—অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) ; স্থূলবুদ্ধি শিষ্যেরা স্থির করেন যে ব্রহ্ম নাই—শূন্য! আস্তিকাই নীতি মার্গের মুল। আস্তিক্য অভাবে নীতি মার্গে লোকে—বহু পুরুষ ধরিয়া—দৃঢ় থাকে না। বৌদ্ধ সংঘর্ষের পর ব্রাহ্মণ আবার অনেকটা ত্যাগী ও উন্নত হইয়াছিলেন।

এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন—ওদিকে ঐ বারির প্রবেশ নাই। চিন্তাদেবী তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ঐ বারিপ্রবাহ অবলম্বন করিয়াই বিশ্বযোনির সদনে উপস্থিত হইয়াছেন। চিন্তাদেবী ইহাও দেখিলেন যে, ঐ স্রোতোবারি অতি প্রখর বেগে নিরন্তর নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে এবং স্বকীয় বেগ বশতঃ প্রতি নিমেষে কোটী কোটী খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত হইয়া যাইতেছে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ওরূপ স্রোতোবেগের প্রতিকূল মুখে আগমন করা সহজ, অনুকূল মুখে গমন নিতান্ত দুরূহ—প্রতিকূল মুখে আসিবার সময় ভগবানের মুখজ্যোতিঃ কর্ত্তৃক সমস্ত পথ আলোকিত হয়—অনুকূল মুখে কিছুই সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ কহিলেন—"বৎসে! যে পুণ্য বারিধারা দর্শন করিলে উহারই নাম কারণ প্রবাহ।" চিন্তাদেবী অন্তর্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, কমণ্ডলু পরিপূর্ণ ঐ বিশুদ্ধ তেজোময় বারি অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। স্রোতোবেগ, তরঙ্গমালা আবর্ত্তসঙ্কুল কিছুই নাই, এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতনাচেতন পদার্থ সমূহের বিভূতিগণ নিবাত নিষ্কম্প ভাবে সেই জীবন জলে ভাসমান রহিয়াছে। নিরন্তর বারি প্রস্রুত হইতেছে, এবং যাবতীয় বিভূতির অনুরূপ বীজ সমস্তও অজস্র ক্ষরিত হইতেছে—কিন্তু কমণ্ডলুস্থ জল এবং তত্রত্য বিভূতি সমস্ত হ্রাস বৃদ্ধি পরিশূন্য হইয়া পূর্ণ এবং স্থিরভাবেই আছে।

চিন্তাদেবী ঐ কমণ্ডলুস্থ অতি শোভনা হরিদ্বর্ণা একটী বিভূতির প্রতি লক্ষ্য করিলেন—তাঁহার বোধ হইল, সেটী কারণ বারিপ্রবাহে পতিত এবং তথায় ক্রমশঃ আয়ত এবং পরিস্ফুট হইতে লাগিল। উহা যেমন খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং চতুর্দ্দিক হইতে তরঙ্গমালা উহার প্রতি আঘাত করিতে লাগিল, অমনি উহা দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করিল—উহাতে যুগ পর্য্যায় হইতে

লাগিল—মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি অবতার হইয়া গেল—এবং ক্ষণমধ্যেই বহুবিধ উদ্ভিদ প্রাণীর আবির্ভাব এবং তিরোভাব সংঘটিত হইয়া মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইল, এবং মনুষ্যগণ উন্নতিশীল হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্টব্যবসায়ি-একদেশবাসি একধর্ম্মাদিগের দ্বারা মানব-কুলের মঙ্গলোন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। তাহারা মৈশরিক, হিন্দু, পারসিক প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইল। ইহারাই পৃথিবীর আদিম সভ্য; ইহাদের হইতেই পৃথিবীর আদিমকালের উৎকৃষ্টতর ভাষা, উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম-প্রণালী, উৎকৃষ্টতর শিল্প-প্রণালী ও বহুবিধ শিল্প কার্য্য ও দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হইল। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলেরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে জীবন ক্ষেপণ করিয়া বিবিধ কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিল।

তৎপরে অনির্দ্দিষ্ট-ব্যবসায়ি-একদেশবাসি-মানবগণ উন্নতির অবলম্বন হইল। ইহারা কাল-যবন ও রোমক প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের হইতে হর্ম্ম্য-প্রণালী, চিত্র-প্রণালী এবং অপরাপর বিবিধ শিল্প-প্রণালীর এবং রাজনীতি ও বহুবিধ দর্শন শাস্ত্রের সমুন্নতি সংসাধিত হইল। ইহারাই শাস্ত্রপ্রধান প্রকৃত ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা; এবং ইহারাই স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি উদার গুণে বিভূষিত।

অনন্তর অনির্দ্দিষ্টব্যবসায়ি-বিভিন্ন-দেশবাসি একধর্ম্মাদিগের দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলোন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। মহম্মদীয় দল, বায়ব্য কৃষ্ণের উপাসক দল প্রভৃতিরাই সেই সকল লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা পৃথিবীর জড়পদার্থ সকলকে মনুষ্যের আজ্ঞাবহ করিল; বহুবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া শিল্প বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিল; এবং ভূমণ্ডল ব্যাপক বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তার উদ্দেশে বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া দূরদেশে জলস্থলে গমনাগমনের সুন্দর উপায় করিল। পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদও ইহাদিগের হইতে বহুল পরিমাণে

উন্নতি লাভ করিল। দর্শনশাস্ত্র সকলও ইহাদিগের সময়ে যেন নূতন শ্রীধারণ করিল। ইহারা রাজনীতিশাস্ত্রের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া স্বাধীনতার গৌরব বিস্তার করিল। ফলতঃ মানবজাতির ক্ষমতা যেন অপার হইয়া উঠিবে এরূপ প্রতীতি হইতে লাগিল।

তদনন্তর মানবকুলের উন্নতি সাধনে এ পর্য্যন্ত যেরূপ এক ধর্ম্মারাই গৃহীত হইয়াছিল, তাহা না হইয়া বিভিন্ন দেশবাসি-বিভিন্ন-ধর্ম্মাদিগের গ্রহণের উপক্রম হইল এবং সেই উপক্রমে ভারতীয় নরগণ সুপ্তোত্থিতের *

* ভারতের সনাতন শিক্ষায় পূর্ণ প্রীতির এবং পূর্ণ জ্ঞানের—বহুর ভিতরে একের এবং প্রত্যেকের ভিতর সমগ্রের—কথা। বিভিন্ন অধিকারীর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে, বিভিন্ন প্রণালীতে, তামসিক, রাজসিক বা সাত্ত্বিক ভাবে অথবা বিশুদ্ধ ধ্যানযোগে সেই একই লক্ষ্য। বিভিন্ন ব্যবহার, বিভিন্ন ভাষা; বিভিন্ন উপাসনা, অথচ সকলেই হিন্দু; জাতির এবং বর্ণের নিয়মভঙ্গে 'জাতি হারান দলে' পড়িতে হয়, কিন্তু হিন্দুত্ব যায় না; বেশ্যাও হিন্দু, মহাযোগীও হিন্দু; যে স্পর্শদোষ মানে হিন্দুর মধ্যে তাহারও স্থান আছে; যে স্পর্শদোষাদি মানে না তাহারও স্থান আছে। ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থায় গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্রের ন্যায় থাকিয়াও রাজ্যের অংশ ছিল। সমগ্র মানব জাতির সম্মিলনের জন্য এই সামাজিক নিয়মে, উপাসনা প্রণালীতে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, 'স্বাতন্ত্রিকতা সহ সম্মিলন,' (ফেডারেসান) জন্য হিন্দুর আদর্শটি পূর্ণ এবং সেজন্য তাহাই সকলকে আজি হউক আর পরেই হউক গ্রহণ করিতে হইবে। উনবিংশ পুরাণ প্রকাশের (১৮৬৮) পর যে সকল ঘটনা ভারতে হইয়াছে তাহার কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে:—(১) স্বামী বিবেকানন্দের (জন্ম ১৮৬৮) চিকাগো ধর্ম্ম-সংঘে হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রচার (১৮৯৩) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; (২) আর্য্য সমাজের উদ্গম (স্বামী দয়ানন্দের প্রথম সমাজ বোম্বাইয়ে ১৮৭৫); (৩) শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল (১৮৯০ অব্দে স্থাপিত বাঙ্গালার ভারত ধর্ম্ম-মণ্ডলের সহিত ১৮৯৮ অব্দে মথুরায় প্রতিষ্ঠিত নিগমাগম মণ্ডলীর এবং বোম্বাই এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মুখ্য ধর্ম্ম-সভা গুলিকে মিলিত করিয়া শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামীজি ১৯০২ অব্দে ইহা রেজেষ্টারী করেন; রাজন্যবর্গের, আচার্য্যবর্গের, মোহন্তগণের এবং সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর ইহাতে সম্মিলিত হওয়া জাতীয় জীবনের একটা মুখ্য ঘটনা; ইহার দ্বারা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, বিদ্যালয়ের ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা, হিন্দু রাজ্যে হিন্দীর প্রচার প্রভৃতি মহৎকার্য্যের চেষ্টা চলিতেছে এবং হিন্দুর সম্মিলনের কল্পনা যে একান্ত অসম্ভবপর নহে তাহা দেখাইয়াছে), (৫) ইউরোপে হিন্দুশাস্ত্রের প্রচার (মোক্ষ মুলার অক্সফোর্ডে ... এবং উদ্যোগ (৪) থিওসফির প্রাদুর্ভাব (ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি ও কর্ণেল অলকট দ্বারা ১৮৮৫);

ন্যায় প্রতীয়মান হইল। চিন্তাদেবী এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভগবান ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন;—"ভাবি-ভাশুভ ফল সমুদায় প্রকাশিত হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিস্ফল হইয়া যায়। জগতে ফলাফল প্রদান করা কর্ম্মদেবীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। ভক্তিমন্ত্র সমেত সোপহার পূজা দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করা আবশ্যক। কিন্তু যেমন বিপদ তদনুরূপ স্বস্ত্যয়ন বিধির বৈলক্ষণ্য ঘটিলে তাঁহার প্রসন্নতা লাভের সম্ভাবনা নাই।"

সাহেবের তন্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রভৃতি); (৬) চতুষ্পাঠীগুলির রক্ষার জন্য কিছু যত্ন; (৭) ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ সহ শাস্ত্রগ্রন্থের বহুল প্রচার এবং শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির, ৺শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের, শ্রীভারত ধর্ম্মমণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতির হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা); (৮) প্রাদেশিক ভাষায় হিন্দুধর্ম্ম এবং স্বদেশ সম্বন্ধে বহু পুস্তকের প্রচার; (৯) সাহিত্য পরিষৎ সকলের স্থাপন (বাঙ্গালায় ১৮৯৪); (১০) স্বদেশের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান (১১) স্বদেশী আন্দোলন এবং বন্দেমাতরম্ গানের প্রতি ভারতবাসী মাত্রের সমাদর (১৯০৫); (১২) আর্য্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ এবং দেশীয় খৃষ্টীয় সমাজের এবং মুসলমানদিগেরও বৈধ স্বদেশী আন্দোলনে অল্পাধিক যোগদান; (১৩) কংগ্রেসে জাতীয় আকাঙ্খার নির্ভীক প্রকাশ (প্রথম কংগ্রেস ১৮৮৬); (১৪) ব্যবস্থাপক সভার দেশী নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের এদেশীয় অধিকার বৃদ্ধিসম্বন্ধে একযোগে দাবী (১৯১৬); (১৫) দেশীয় যুবকদিগের মধ্যে ভদ্রতা বৃদ্ধি এবং বন্যা, মেলা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে স্বদেশীয়দিগকে সম্মিলিত ভাবে সাহায্যে উন্মুখতা (১৯০৫); (১৬) নিম্ন ও অন্ত্যজ শ্রেণীর শিক্ষা ও উন্নতি জন্য চেষ্টা এবং বাধ্যকতামূলক শিক্ষা সাধারণের প্রাপ্তিজন্য আন্দোলন; (১৭) গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি নিজের কার্য্যের জন্য স্বাবলম্বনসহ সম্মিলিত ভাবে উদ্যমের কল্পনায় সেবক সমিতি সকলের গঠন; (১৮) কৃষি ব্যাঙ্ক সকলের শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা; (১৯) বালকদিগের স্বধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা জন্য চেষ্টা; (২০) পলটনে এবং ভলণ্টিয়র দলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রবেশের চেষ্টায় কথঞ্চিৎ সাফল্য (১৯১৭); (২১) প্রাদেশিক ভাষায় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির এবং প্রাদেশিক সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহের দাবী এবং হিন্দীকে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে স্বীকার করিয়া ভারতের সাধারণকার্য্য তাহাতেই করার জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধির আন্দোলনের প্রারম্ভ (১৯১৭); (২২) স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এবং মহাকালী পাঠশালা সকলের স্থাপন; (২৩) সকল শ্রেণীর এবং বর্ণের মধ্যে 'ভারতবাসী' বলিয়া একটা গৌরব অনুভব এবং আচারোন্নতির সহ সামাজিক উন্নতির জন্য আগ্রহ; (২৪) বিদেশ প্রবাসী ভারত বাসীর (ট্রান্সভাল প্রভৃতির) প্রতি সহানুভূতি।

ভগবান বিশ্বযোনির এই সকল বাক্য শুনিতে শুনিতেই শিপ্রাদে আর্য্যাপুরে উপনীতা হইয়াছিলেন। ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন :—

"এ পুরাণ-গীতগাথা করিলে শ্রবণ।
ভবিষ্য-বিষয়ে হয় সূক্ষ্ম দরশন॥
মাতৃহীন করে লাভ জননী ধরায়।
সোদর সহায়হীন ভাই সদ্ধু পায়॥"